কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

দ্বিতীয়-ভাগ

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

তীয় ভাগ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বসু

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯২৬

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা একবার বলিয়াছি, কবিকঙ্কণ বঙ্গসাহিত্যের সন্ধি-যুগের কবি। ব্রাহ্মণ কবিগণ কর্তৃক সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্য প্রাকৃত-প্রধান ছিল। সেই প্রাকৃত-প্রধান প্রথম যুগের সাহিত্যও অতি বিরাট্। ময়নামতির গান, গোরক্ষ-বিজয়, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি—বহু প্রাচীন যুগের রচনা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের ভাষা মাঝে মাঝে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর আকৃতি বজায় রাখিয়াছে—কিন্তু অধিকাংশই গায়কদের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন রচনার সেই নিদর্শনগুলি অল্প হইলেও তাহারা যুগ-নির্দ্দেশক স্তম্ভ। পাঠককে বহু সাবধানতা ও বিচার-সহকারে পুরাতন রচনা ও পরবর্ত্তী কবিগণের লিপিচিহ্ন—দুয়ের বৈষম্য আবিষ্কার করিয়া—আদি কবিদের রচনাপদ্ধতি নির্ণয় করিতে হইবে।

যাহা কিছু দুর্বোধ ও শ্রুতিকর্কশ তাহাই প্রাচীনত্বের পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ প্রাদেশিক ভাষার দুরূহতা অনেক সময় আমাদিগকে প্রতারিত করিতে পারে। এখনও যে সকল প্রাদেশিক ভাষা বঙ্গের সুদূর পল্লীতে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতে পারে। সুতরাং ভাষা-প্রবাহের আদি হরিদ্বার বহু শৈলকঠিন বাধা-সঙ্কুল—তাহার মূল নির্ণয় করা সহজ কার্য্য নহে।

কবিকঙ্কণ প্রাচীনতর চণ্ডীকাব্যগুলি হইতে মালমসলা গ্রহণ করিয়া তদীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তখন বঙ্গভাষা চাষাদের পর্ণকুটির ডিঙ্গাইয়া—ভদ্রসমাজে সবেমাত্র প্রবেশলাভ করিয়াছে। বিরাট্ সংস্কৃত ভাষার অপরিমিত শব্দ-সম্ভার তখন বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। চাষার প্রাকৃত ভাষা—যাহার মধ্যে কবিত্বের ঝঙ্কার ও প্রাণের স্পন্দন ছিল—তাহা

জীর্ণ শীর্ণ আবরণের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে। কবিকঙ্কণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতের বিপুল শব্দসম্পদ্ তাঁহার করায়ত্ত ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে গ্রাম্যকথার মিষ্টত্বই কবিত্বশক্তি জাগরিত করিয়া দিয়াছিল। বঙ্গভাষার সেই সরল সোহাগমাখা মধুরাক্ষরা প্রকৃতি ছাড়িয়া তিনি সমাসাবদ্ধ শব্দের ঝঙ্কারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই।

কিন্তু নবযুগের প্রভাবের পরিচয় তাঁহার পত্রে পত্রে বিদ্যমান,—যদিও প্রাচীন বাক্-শিল্পই তিনি স্বীয় কাব্যের অস্থিমজ্জার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। "ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি" এই সংস্কৃত পদের নমুনা দিয়া পরক্ষণেই "দুই বাহু লোহার সাবল" প্রভৃতি গ্রাম্য উপমার আশ্রয় লইয়াছেন। ফুল্লরার বারমাসী গ্রাম্য নারীর মর্ম্মবেদনা গ্রাম্যভাষায় বহিয়া আনিয়াছে। "ভেরাণ্ডার থাম"-যুক্ত—"তালপাতের ছাউনি" ঘর বৈশাখী ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে,—মৃৎ-ভাণ্ডের অভাবে "গর্ত্ত" পূর্ণ করিয়া "আমানি" সঞ্চিত হয়; মাথায় মাংসের পশরা লইয়া বাজারে যাইবার সময় "দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি" এবং দুরবস্থার চরম সীমায় পল্লীবাসিনী দরিদ্রা নারী "কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী" বলিয়া বিলাপ করিতে বসেন, শীতকালে "পুরাণা দোপাটা গায় দিতে টানাটানি"—এবং যখন আশ্বিন মাসে বঙ্গের নরনারী নানা নূতন রঙ্গিন বস্ত্র পরিহিত হইয়া পল্লীর পথ-ঘাট উজ্জ্বল করিয়া চলে, তখন "অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।"

ভাষা গ্রাম্য—কিন্তু পল্লীবাসিনীর দুরবস্থার এই মর্ম্মন্তুদ বর্ণনা—এরূপ বাস্তব ছবি এত অল্প কথায় আর কোন কবি কি দিতে পারিয়াছেন? কিন্তু সংস্কৃতযুগ সম্মুখে,—তাহার প্রভা তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। পল্লীকবির পর্ণকুটিরের জীর্ণ বেড়ার ফাঁক দিয়া নবোদিত সংস্কৃত ভাষার সৌরকর তখন দেখা যাইতেছিল, মুকুন্দ কবি যুগ-প্রভাব রোধ করিবেন কিরূপে? এই গ্রাম্য বারমাসীর মাঝে মাঝে "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ" প্রভৃতি কথায় আমরা একটা নব জগতে প্রবেশলাভ করি। যেন পর্ণকুটির ডিঙ্গাইয়া কেহ এমারতের সদর দরজায় আসিয়া পড়িল, এইরূপ বোধ হয়। তখন মনে হয় প্রাচীনা বাঙ্গলা ভাষা তাহার বল্কল বাস পরিয়াও নব যুগের দুই এক খানা জহরতের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, মুকুন্দরাম সন্ধিযুগের কবি। এক দিকে "গ্রাসগুলি তোলে যেন তে-আঁঠিয়া তাল" অপর দিকে,—"মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন" প্রভৃতি সংস্কৃত কথার মাধুরী। এক দিকে মুরারী শীলের "সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করিছ উজ্জ্বল" আর অপর দিকে খুল্লনার ছাগ-রক্ষণ-কালে প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায়, নব বসন্তাগমের পথে পথে সংস্কৃত শব্দের শোভা-যাত্রা আড়ম্বরের সহিত প্রকাশমান। এক দিকে বণিক্-সভার বাক্‌বিতণ্ডায় প্রাকৃত-কথার মুখরতায় ভাষা তীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, অপর দিকে গজগ্রাসিনী চণ্ডীর পদ্মবনে "হায় হায় নলিনী কেমনে সহে ভার ?" প্রভৃতি বর্ণনায় মধুরাক্ষরা সংস্কৃত কথা সৃষ্টি করিয়া কবি নবযুগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছেন। এক দিকে ফুল্লরার বারমাসীর "শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন", অপর দিকে রাজ-কুমারী সুশীলার বারমাসীতে "শুন প্রাণনাথ ওহে শুন প্রাণনাথ। নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত" প্রভৃতি সুসংস্কৃত পদাবলী।

কবিকঙ্কণ বঙ্গপল্লীতে দাঁড়াইয়া সংস্কৃতের ভাণ্ডারের দিকে মাঝে মাঝে এই ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

কালকেতুর আখ্যানে কবি গ্রাম্য ভাব বেশী বজায় রাখিয়াছেন। প্রাচীন যুগের চরিত্র-বল ও মহাত্ম্য কালকেতুর গল্পে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ধনপতির চরিত্রবল তাদৃশ দৃষ্ট হয় না। কালকেতু—মহাযোদ্ধা—মহাবীর, তিনি শুধু পশু-দলন করিয়া তাঁহার শক্তিমত্তা দেখান নাই,—তিনি ইন্দ্রিয় বিজয়ী, অতুল নৈতিক শৌর্য্য-সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় চরিত্র; কেবল কাব্যের শেষ ভাগে তিনি ফুল্লরার রন্ধনশালায় লুকাইয়া কতকটা অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন! এই ত্রুটি ছাড়া তাঁহার গ্রাম্যতা ও অশিষ্টতা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃত কাব্য-নায়ক হইবার যোগ্য। সেই গ্রাম্যতাও ব্যাধ-নায়কেরই যোগ্য; তাহাতেও নানাবিধ অমার্জ্জিত রুচি-বিকৃতির ছড়াছড়িসত্ত্বেও কবির অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িয়াও ব্যাধ-নায়ককে অস্বাভাবিক ভাবে সাজাইবার লোভ সংবরণ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার প্রকৃত কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে।

ধনপতির উপাখ্যানে তিনি সংস্কৃতের শব্দ-কুহকে একটু বেশী পরিমাণে ধরা দিয়াছেন। এই আখ্যানে তিনি সংস্কৃত শব্দ বেশী ব্যবহার করিয়াছেন—এবং গল্পের বাঁধুনীও তেমন আটসাঁট হয় নাই। ধনপতি এবং শ্রীপতি হইতে কালকেতু মহত্তর চরিত্র। খুল্লনা হইতে ফুল্লরা আমাদিগের হৃদয় বেশী আকর্ষণ করে। কিন্তু খুল্লনার চরিত্রে ভক্তি বেশী ফুটিয়াছে। ফুল্লরা বহু বিপদ্ সহ্য করিয়া কখনও মরিতে চাহিতেছে, কখনও বা স্বামিপ্রেমে আত্মহারা হইয়া সাংসারিক দুঃখ ভুলিতেছে, কিন্তু সে বিপদে পড়িয়াও কোন দেবতার শরণাপন্ন হয় নাই। খুল্লনা ব্রতপরায়ণা ও ভক্তিময়ী—এই ভক্তি সংস্কৃত যুগের দান। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আত্মনির্ভর, সংযম ও কর্ম্মঠতা প্রভৃতি গুণ বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়, সেই সকল উপাদানে ফুল্লরার সৃষ্টি। কিন্তু সংস্কৃত যুগ ভক্তির উপর জোর দিয়াই যেন বঙ্গসাহিত্যকে আয়ত্ত করিয়াছিল; খুল্লনার চরিত্রে—নব যুগের এই লক্ষণ বিদ্যমান। উহা ফুল্লরার মত জটিল সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য-বিভূষিত নহে। ফুল্লরা চণ্ডীর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল, তাহাতে সে নিজের মনোভাব, ক্রুর বুদ্ধি, এবং স্বামিপ্রেম—এই তিনটি গুণের জটিল সমাহার দেখাইয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে। এই জটিল চরিত্রাঙ্কণের নিপুণতা ও কৌশল খুল্লনা-চরিত্রে নাই। তথাপি মনে হয়, ধীরে ধীরে ভক্তি আসিয়া বঙ্গে কুঞ্জ রচনা করিতেছিল, এবং খুল্লনা-চরিত্রে বঙ্গের প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রবাহ—নবাগত গঙ্গাধারার ন্যায়, আমাদের নিকট নব উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হইয়াছে। ধনপতির উপাখ্যানে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাব্য-ভাব অনেক স্থানেফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একটা পুষ্প-ফল-লতা-দ্রুম-সমন্বিত অরণ্যের ন্যায়, মাঝে মাঝে আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি ঢালিয়া দেয়, কিন্তু কালকেতুর আখ্যানটি উন্নত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, ইহা নৈতিক মাহাত্ম্য এবং চরিত্র মর্য্যাদার মহিমালোক প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করে।

খুল্লনা সরলা, কুমারীর ন্যায় মধুর-প্রকৃতি,—বিশ্বাসে আত্ম-হারা অথচ বুদ্ধিমতী। কিন্তু ফুল্লরা ভীত-চকিতা, সাংসারিক শত দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়া স্বামিপ্রেমকে নিধির ন্যায় হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রেমের কথা সে একটিবারও মুখ ফুটিয়া বলে নাই—কিন্তু স্বামীর ভালবাসা পাছে হারাইয়া ফেলে—এই ভয়ে সে নানা কপটতা ও মিথ্যার আশ্রয় লইতেছে।

তাহার চরিত্রে ভালবাসা যেমন নিগূঢ়, সন্দেহও তেমনই নিভৃত। খুল্লনা সপত্নীর কাছে থাকিয়াও নিঃসন্দিগ্ধা, ফুল্লরা অকারণেও সন্দেহদিগ্ধা। এজন্যই বলিয়াছি ফুল্লরার চরিত্র জটিল। এই জটিলতার মধ্যে কবি অসামান্য শক্তিতে তাঁহার ব্যাধ-পত্নীকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। কালকেতুর কাছে ধনপতি ও শ্রীপতি দাঁড়ায় না। শাল্মলী তরুর পার্শ্বে মৃদু কদলী-কাণ্ডের ন্যায় তাহারা একান্ত নির্বীর্য্য। ধনপতি ও শ্রীপতির উপাখ্যান ব্যাপিয়া ফল্গুনদীর ন্যায় সর্ব্বত্র একটা ভক্তির সুর জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আখ্যায়িকার আদিতে মধ্যে ও অন্তে—একটা 'মা' 'মা' সুরের আকুল কান্না শোনা যায়। কালকেতুর উপখ্যানে ভগবতী স্বপ্রকাশ হইয়াছিলেন, কিন্তু সন্তানের 'মা' 'মা' সুরের একান্ত নির্ভরপরায়ণ কান্না—সেই উপাখ্যানে নাই। একবার মাত্র মশানে কালকেতু মাকে ডাকিয়াছিলেন,—কিন্তু ধনপতির আখ্যায়িকায়—খুল্লনার ছাগরক্ষণের কালে, শ্রীমন্তের মশানে সেই স্নেহমাখা নিঃসহায় শিশুর সুরটি যে ভাবে জাগিয়াছে, তাহাতে আমরা পরবর্ত্তী কালের রামপ্রসাদের মালশ্রীর পূর্ব্বাভাস পাই। শাক্ত-সাহিত্যে যে মাতৃভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এখানে শুধু তাহার আদি নয়, পরিণতি ও পূর্ব্বাভাসও পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

গুর্জ্জরী ॥

রত্নমালার নৃত্য।

ধরি মনোহর লিলা নাচে রামা রত্নমালা
তাণ্ডব * দেখেন দেবগণ।
তাতীনী তাতীনী থিনী মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনী
ঘন ডাকে † তরল কঙ্কণ। ১।

গায়ন নারদ নন্দী ভৃঙ্গী। ‡
সুচারু পাখাজুধারী দেব বিঘ্ন-অধিকারী
হরি-কথা-রসে সভে রঙ্গী।২।
পাসূলী নূপুর সাজে ঘোঘরু কিঙ্কীনী বাজে
রুচির দুকুল শোভে গায়।
বাজুবন্ধ শঙ্খাঙ্গুরী কেয়ূর কঙ্কণ পরি
গলে হার কাচলী হিয়ায়।৩।

পান দিয়া দেবী তারে দিলেন আরতি।
তোমার দেখিতে নাট চান পশুপতি॥
তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ।
হরের সভায় নৃত্য দেখে দেবগণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ)

* নৃত্য (অঃ; বঃ; কা:)

† বাজে (কাঃ; অঃ; বঃ)

‡ পাঠান্তর:—

হয়্যা মুনি সাবহিত নারদ গায়েন গীত,
বীণা-গুণে তরল অঙ্গুলি।
দোহার তম্বুর গায় থমক ঠমক বায়
দেখি দেবগণ কুতূহলী॥

নয়নে অঞ্জন বর্ণ নানা রত্ন আদি স্বর্ণ
ললাটে সিন্দুর — ।
কবরী-মল্লিকাফুলে গান করে অলিকুলে
হেমমনীহার হে মনোহর দিঠে ।৪।
(?) — নিতাকে রামা নাচে অতি অনুপমা
গান মুণি রাধার বিসাধ ।
মুখর নূপর-ধ্বনী পরিতোশ সিদ্ধা মুনী
দেবদেবী করে সাধুবাদ ।৫।
সুনৃত্য সুস্বর শঙ্খ সুবাদন তালপঙ্ক
চকিত চলিত চারু ছান্দে ।

ভুবন-মোহন কাচে দ্রুতব তাণ্ডব নাচে
গায় মুনি রাধার বিষাদ *।
মুখর-নূপুরশালী দেই ঘন করতালি
দেবগণ করে সাধুবাদ ।।
সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বাঁধে
মল্লিকা মালতী চাঁপা আভা+ ।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর-ফোঁটা
চৌদিকে চন্দনবিন্দু শোভা ॥
পরি দিব্য পাট-শাড়ি কনকরসের চুড়ি
দুইকরে কুলপিয়া শঙ্খ ।
হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক ॥
সুপীত তড়িত-বর্ণে হেম মুকুলিকা কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি ।
রজত পাসুলি দুটি পরে দিব্য ভুলাকুটি
বাহু বিভূষিত ঝলমলি ॥ (কাঃ)

* গান্ধা‍র নিষাদ (বঃ)
+ চাঁপা-গাভা (বঃ)

ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে চাহে মনোহর দিঠে
বিন্দু বিন্দু ঘাম মুখচান্দে ।৬।
ঋসি সিদ্ধ সুরগণ নৃত্য-পরিতোশ-মন
নানা ধন কৈলা প্রশাদন।
হেনকালে গিরিসুতা প্রকাশীতে ব্রতকথা
সখি সঙ্গে জুক্তিলা তখন ।৭।
দেবির আদেশে স্মর হাতে ফুল-ধনু শর
হানে তার সম্মোহণ বাণ।
অবস হইলা অঙ্গ হৈলা তার তাল ভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কন রসগান ।৮।

নাচাড়ি ॥ শ্রী ॥

রত্নমালার অভিশাপ

তাল ভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেট-মুখি।
জত দেব ঋষিগণ সভে হৈলা দুঃখি ॥
তাল ভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
জৌবন-গরবে নাচ হৈয়া অভিমানী ॥
দেবতা-সভাতে নাচ নাহি বাস লাজ।
অচেতন কামবাণে নাহি শহে ব্যাজ ॥
ধর্ম্মসভাস্থানে নাচ হৈয়া খলমতি।
মানব হৈয়া জন্ম চল বসুমতি ॥
ইচ্ছানী নগরে ঘর মাতা রম্ভাবতি।
হইব তোমার পিতা সাধু লক্ষপতি ॥
উজবনী পুরে ঘর সাধু ধনপতি।
শিবপদ-অরবিন্দে দৃঢ় তার মতি ॥

বন্ধ্যা সে বণিতা তার আছয়ে লহনা
দ্বিতীয় বণিতা তুমি হবে সুলক্ষণা ॥
য়েতেক বচন যদি ভগবতি কয়।
চরণে ধরিয়া রত্নমালা নিবেদয় ॥
দোষ অনুরূপ মোরে নহে অবিশাঁপ
চণ্ডির চরণ ধরি করয়ে বিলাপ ॥
অভয়া ইত্যাদি ॥

নাচাড়ি ॥ গান্ধারী ॥

রত্নমালার বিলাপ।

চণ্ডীর চরণ ধরি কান্দে স্বর্গ-বিদ্যাধরী
অচেতন হৈয়া মাইয়ামোহে।
কেশ বেশ বিচলীত স্থীব নাহি হয় চীত
কান্দে রামা নাহি দেখে লোহে ॥
কে দিলা দারুণ শাঁপ কিবা হৈলা গুরু পাপ
আর্জ্জা কেন বিমুখ ভবানী।
রোসযুত ভগবতি হৈলা মোর অধোগতি
কেমনে এড়াব শাঁপ-বাণী ॥
কিবা সে অশুভ কালে আল্যাঙ তাণ্ডবশালে
হাচি জেঠি না পড়িল বাদ।
বিধাতা দণ্ডিলা মোরে ফিরি না গেলাঙ ঘরে
জিবনে রহিল বড সাদ ॥

ভাই বন্ধু মাতা পিতা আমার * আছয়ে জথা
উদ্দেসে সভায় পরনাম।
পরিহারে আমি বলী দিব † মোরে জলাঞ্জলী
জিবনে হৈলা বিধি বাম ॥
ক্ষেমহ আমার দোষ হয় ‡ মোরে পরিতোশ
কৃপামই কর অবধান।
অবনী-মণ্ডলে জাব তোমার কিঙ্করী হব
করহ ব্রতের অবসান ॥

মোহামিশ্র ইত্যাদি।

নাচাড়ি। ধানশী।

খুল্লনার জন্ম

আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্ব্বতি।
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি হবে পুত্ত্রবতী ॥
আমারে ভকতি তুমি করিবে ভূতলে।
চারি মাস রাখীয়া আনীব য়েই স্থলে ॥
য়েত বাক্য বলিলান শকলমঙ্গলা।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈল রত্নমালা ॥
ঋতুবতি হৈয়া আছে রম্ভা সে রমণী।
বই যদি হৈলা তার অষ্টম জামিনী ॥
নবম নিশার যদি হৈলা অবশেষ।
তার গর্ভে রত্নমালা করিলা প্রবেশ ॥

* যে মোর (অঃ; বঃ)
† দিহ (অঃ; বঃ; কাঃ)
‡ হও (অঃ; বঃ; কাঃ)

প্রথম মাসের গর্ভ জানী বা না জানী।
দ্বিতীয় মাসের কালে হৈলা কানাকানী॥
তৃতীয় মাসের কালে ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃর্ত্তীকা ভক্ষণ॥
পঞ্চ মাসতে তারে না রুচে ওদন।
ছয় মাসে কুলী করঞ্জায় জায় মন॥
সাত মাসে বন্ধু জন দেই তারে সাদ।
অষ্টম মাসের কালে হইলা প্রমাদ।
নয় মাস নয় দিন হইলা প্রকাশ।
তবে কিবা রত্নমালা ছাড়ে গর্ব্ববাস॥
সাধুর কিঙ্করি ডাকা আনীলা পাচ্যাতি।
সুভক্ষণে হৈলা তার কন্যা রূপবতি॥
চালের আনীঞা খড় জালালা আতড়ী।
গোমুণ্ড দুয়ারে স্বাপী পূজে ষষ্ঠীবুড়ি॥
হুলাহুলী দিয়া কৈলা নাভির ছেদন।
এ তিন দিবসে দিলা সুপথ্য পাচন॥
ছয় দিনে ষাট্যারা করিলা জাগরণে।
অষ্ট-কড়াইয়া তার কৈলা আট দিনে॥
নত্তা ষষ্ঠীপূজা নাম থুইলা বিশেশে।*
দুই তিন মাসে দেই উলটিয়া পাষে॥
মদন-মোহন রামা মনোহর ভাতি।
দিনে দিনে বাড়ে জেন মদনের রতি॥

নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে।
একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে॥
খুল্লনা থুইল নাম পরিপূর্ণ মাসে।
মাস দুই তিনে দেয় উলটিয়া পাশে॥
নিদ্রায় দিয়ালা করে ঘন ঘন হাস।
দেখি হরষিত রম্ভা মনের উল্লাস॥ (বঃ)

শাত মাসে রম্ভাবতি করাল্য ভোজন।
মোদিত হইল রামা দেখিয়া দশন ॥
বৎসর পূর্ণীত হৈলা ফিরে স্থানে স্থানে।
কত দিন গেল তার মৃত্তীকা-ভক্ষণে ॥
য়েক দুই তিন চারী পাচ সমা জায়।
কন্যাগণ সঙ্গে রামা ধুলাতে খেলায় ॥
শ্রবণ ভেদন তার করিলা বিশেশ।
আষ্ট নয় দশ সমা হইলা প্রবেশ ॥
নানা স্থানে ভাল বর চাহে লক্ষপতি।
অবিরত য়েই চিন্তা নহে সুস্থমতি ॥†
অভয়া ইত্যাদি ॥

নাচাড়ি ॥

† অতিরিক্ত :—

খুল্লনার রূপ।

দেবীর ব্রতের তরে খুল্লনা বণিক-ঘরে,
রম্ভাবতী সফল মানিলো।
দিতে নাহি উপমা খুল্লনার রূপসীমা,
বদনেতে চন্দ্র করে আলো ॥
খুল্লনা বাঢ়য়ে দিনে দিনে।
গেল ত বৎসর ছয়, বরণ বর্ণন নয়,
শোভা করে অলঙ্কার বিনে ॥
মনের সফল মানি আনি ভৃঙ্গারের পানী
মলা দূর করে রম্ভাবতী।
যতনে বুঝায়ে তায় আভরণ দেই গায়,
রূপের মঞ্জরী কলাবতী ॥
চাঁচর চিকুর ছান্দে কবরী টানিয়া বান্ধে
বেঢ়ি নব মালতীর ফুল।
সরস কানন ছাড়ি ভ্রমরে কবরী বেঢ়ি
মধুলোভে ভুলে অলিকুল ॥

যেন শিশুরবি-ছটা ললাটে সিন্দূর-ফোঁটা
অধর জিনিয়া জবাফুলে।
ভুরু দুই ধনু ধর, নয়ন তাহার শর,
রাহু রবি শশী তার কোলে॥
গলে শতেশ্বরী হার, শোভে নানা অলঙ্কার,
করে শঙ্খ শোভে তাড় বালা।
কুচ দাড়িম্বের ফুল মাঝা মৃগরাজ-তুল
উরু-যুগ শোভে রামকলা।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে দিনে আন বেশ ধরে
চলে রাজহংসের গমনে।
চরণে নূপুর বাজে নব নৃপ জেন সাজে
হেন রামা বাঢ়য়ে যৌবনে॥
নখে তম করে নাশ, রম্ভার সফল আস
যৌবন দেখিয়া কলাবতী।
খুল্লনার শিশুবেশে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি॥ (বঃ)

খুল্লনার বিবাহ-চিন্তা।

খুল্লনার রূপ দেখি ভাবে রম্ভাবতী।
আমার খুল্লনা ঝিঞ আন্ধারের বাতি॥
খুল্লনার রূপে কারে দিব গো তুলনা।
ঝাঁপিয়া রবির রথ রাখয়ে খুল্লনা॥
বংশধর পুত্র আছে মই আই কোঙর।
খুল্লনার রূপে মোর আলো হৈল ঘর॥
এতদিনে নাহি দেখি এমন বরণ।
মোর ঘরে বাঢ়ে কামরূপী কোন জন॥
লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস।
নাহি জানি কন্যা মোর কার হবে বশ॥
কুলে শীলে হীনদোষ হয় যেই জন।
সেই থানে দিব কন্যা করি সমর্পণ॥

যেন করিবর-দন্ত কনকে জড়িত।
অকলঙ্কে দিলে সুতা হয়ে সে উচিত॥
অকুলীনে দিলে কন্যা থাকয়ে গঞ্জন।
লোকে অপযশ গায় দগধে জীবন॥
এমন বিচার সাধু করে সখা সনে।
সভাব ভিতর বন্ধু লয়্যা দিনে দিনে॥
হেনমতে দিনে দিনে বাঢ়য়ে খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী রচনা॥ (বঃ)

উজানী নগর বর্ণন।

উজানী নগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিবপূজা উজানীর রাজা
কৃপাময়ী দশভুজা॥
যেন রঘুরাজা তেন পালে প্রজা
কর্ণের সমান দাতা।
যুধিষ্ঠির-বাণী শুকদেব জ্ঞানী
প্রসন্না মঙ্গলা মাতা॥
মহা ধনুর্দ্ধর দিব্য কলেবর
নারদ সমান গানে।
শুনে অবিরত পুরাণ ভারত
দ্বিজে দেই হেম দানে॥
উজানীর কথা গড় চারিভিতা
চৌদিগে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ফিরে চারি মাস॥
ভিতে বাস গাঢ় পাথরের গড়
কাঙ্কর পুরট-শোভা।
পাথরে খিচনী যেন দিনমণি
চারিদিকে করে শোভা॥

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়ায় গমন।

পায়রা উড়াতে জায় সাধু ধনপতি।
জত নগরিয়া ভাই করিয়া সংহতি॥
ডাকী আনে ভাইগণে * সাধুর কিঙ্কর।
সুনী আল্যা দুই ভাই ভবাণী শঙ্কর॥
যাদব মাধব হরি শ্রীমধুসূদন।
রাম শত্রুঘ্ন আস্যে ভরত লক্ষ্মণ॥
শ্রীদাম সুদাম আস্যে মুকুন্দ শ্রীধর।
উদ্ধব রাঘব বাসু আস্যে গদাধর॥
কংশারী গোপাল হরি মাধব অজিত।
হলধর জনার্দ্দন কুল-পুরোহিত॥

নগরের নারী ইন্দ্রবিদ্যাধরী
ভূষণ-ভূষিত গা।
যতেক পুরুষ মনোহর-বেশ
পীড়য়ে বসন্ত বা॥
বিক্রমকেশরী তাঁহার নগরী
আছে কত সদাগর।
তাঁহার আদেশে ধনপতি বৈসে
যারে সুখী নৃপবর॥
লয়ে শিশুগণ বেণ্যার নন্দন
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত লয়ে পারাবত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥ (বঃ)

* শিশুগণে (কাঃ)

জতন করিয়া ভাই চলে সাধু-সাথে।
পাইরী পাইয়রা সভে লয় পঞ্জরেতে॥
সানন্দীতে সদাগর করিলা গমন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসা করে পায়রা-লক্ষণ॥

অভয়া ইত্যাদি॥

পারাবত-লক্ষণ।

নাচাড়ি।

লইয়া পয়রাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াইতে নগরিয়া সাথে।
করি সাধু শুভবেলা চাপিয়া পাটের দোলা
কিঙ্কর পঞ্জর লয় সাথে॥
* খুড়ি মারা লয় কথা সেতা নেতা রণমুখা
করত তমউ† সুলক্ষণ।
সৌজ-মুখ রজ-গোলা সিখরিয়া ঘন-বোলা
সাওলা শরলা শুভাশন॥
পবন্যা বাতাস্যা হাসা লাটুয়া খাটুয়া ভাষা
জাগ সিন্দুরিয়া § বনজইয়া।
কানন কুমুদমুখা ¶ ঘিরীনী দিঘলমুখা
আর লেখা ‡ বাঙ্গা দেউলিয়া॥

* তুড়ি মাবা পাকসালিকা শেতা নেতা নয়নসুকা
করট চামট সুলক্ষণ। (কাঃ)

† করট তামট (বঃ)

¶ নাল কুমুদিয়া কুখা (কাঃ; বঃ)

§ জটাসিন্দুরিয়া (বঃ)

‡ মনসুখা (বঃ)

রাকা কাকা মনসুখা কান্ত ধবল-মুখা
কিন্যা ডুখ্যা বিনোদা মদনা।
পাগলা পিলয়া জইয়া আগুয়ানিঞা জুঝারিয়া
চান্দা সুন্না গগনা মোহনা॥
খর্ব্ব ঠুঁট রণভঙ্গ দীর্ঘলেখা উর্দ্ধজঙ্গ
তরলা কোকীলা কণ্ঠবোলা।
সালীকা দোশাল খড্যা আভঙ্গা বেশর মড্যা
পাটলা বিকলা রতিভোলা॥
সিংহ বাঘা রণজিতা কয়েরা কপালচিতা
সেস্ক মাট্যা পাণ্ডুশা পাখরা।
চোঙরা ডোঙরা মেঘা সারেঙ্গা পবনবেগা
উজ্জকি সোমাঞি হারা তারা॥ *
লোটনাদি জত ছিলা পায়রা পঞ্জরে নিলা
নানাবর্ণে লইলা পাইরী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রঘুনাথ নৃপতিকেশরি॥

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়া ও খুল্লনা-দর্শন।

নাচাড়ি॥ ধানসী।

সখা সনে ধনপতি সানন্দে তরল অতি
পাইয়রা উড়ায় সদাগর।

তুরকি সিমাই হীরা তারা (কাঃ)

ছাড়িয়া পাটের দোলা যেকে যেকে করে খেলা
পাড় থুয়্যা ভূষণ অম্বর ॥
সাক্ষী উঝা জনার্দ্দন খেলে নগরিয়া জন
ধনপতি করয়ে নিশ্চয় ।
পাইরী রাখিয়া হাথে উড়াব পাইয়্যারাবতে
আগে জার আস্যে তার জয় ॥
করতালী ঘনে ঘন দেই নগরিয়াগণ
সেতারে উড়ায়ে ধনপতি ।
তার পিছে ভাই জত উড়ায়ে পায়রাবত
বাম হাতে রাখি পাইরাবতি ॥
উড়ায় পায়রাবতে দৈবেতে গগন-পথে
তাড়াতাড়ি দিল শয়চান ।
পায়রা প্রাণের ভয় গগনেতে স্থির নয়
আটদিকে করিলা পয়ান ॥
ইছানীনগর-মুখে সেতা ধায় অন্তরীক্ষে
উর্দ্ধমুখে ধায় সদাগর ।
অতি বেগে সাধু ধায় কাঁটা খুঁচা ফুটে পায়
সঙ্গেতে দনাত্রিঞ দ্বিজবর ॥
পাইরী রাখিয়া করে সেতা বলি উচ্চস্বরে
সঘনে ডাকয়ে ধনপতি ।
পগার খন্দক খানা উলু কাশী বন বেণা
নাহি সাধু করে অব্যাহতি ॥
পাইয়রা গগনে ছুটে সাধু বল নাহিঁ টুটে
পিছে পিছে ধায় অবহেলে ।
চারি পাচ সখি মিলী খুলনা খেলায় ধুলী
পাইয়রা পড়িলা তার কোলে ॥
পাইয়রা অঞ্চলে ঢাকী চৌদিকে বেষ্টিত সখি
জায় রামা আপন ভবনে ।

ধনপতি জায় পিছে পাইয়রা তাহারে জাচে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

নাচাড়ি। মল্লার।

চৌপদী।

খুল্লনার সহিত ধনপতির কথোপকথন।

সুন ল সুন্দরী রামা সুন ল সুন্দরী।
পাইয়রাবত না হরালী প্রাণ কৈলা চুরি ॥
অমূল্য পাইয়রা মোর জানে সর্ব্বজনে।
বসনে ঢাকায়া তুমি রাখ কি কারণে ॥
পাইয়রা ছাড়িয়া দেহ রাখহ পিরিতি।
নহে গোচরিব গিয়া বিক্রম ভূপতি ॥
সজ্জন হইয়া খগে দেহ তাড়াতাড়ি।
উর্দ্ধমুখে ধাহ তুমি জেমন আহাড়ি ॥
পাইয়রা প্রাণের ভয়ে লইল শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন ॥
আজি তুমি তেজহ মাংশের অনুরোধ।
আপনা আপনা সাধু কর পরিরোধ ॥
সাধু ধনপতি আমা বাস উজবনী।
বাড়ীতে প্রজাতে * জানে বিদিত অবনী ॥
বণীতা জনার ঠাই লৈতে নারি বলে।
পরাণ বান্ধিয়া মোর রাখিলা অঞ্চলে ॥

---

* রাজায় প্রজায় (অঃ) ; গন্ধবণিক জাতি (বঃ)

বলী পরমাণ গ বলী যে পরমাণ।
না দেহ এখন যদি দিবে পাছু য়ান ॥
পরিচয় পায়্যা চিন্তে খুলনা সুমতি।
জেঠার জামতা বটে সাধু ধনপতি ॥
ঈষৎ হাসীয়া তারে করে পরিহাস।
পাইয়রার হেতু সাধু তেজ তুমি আস ॥
তুমি নৃপতির লোক কে তোমারে টুটা।
যদি দিব পাইয়রা দাঁতে করহ কুটা ॥
পরিহাসে ধনপতি বুঝি কাজ্যগতি।
সেই ত কন্যার পিতা সাধু লক্ষপতি ॥
অবিবাহি য়েই কন্যা হেন লয় মন।
বিভা হৈলে আমী আগে পাল্যাঙ বার্ত্তন ॥
সুন নিবেদন দ্বিজ সুন নিবেদন।
পাইয়রা হরিয়া কন্যা হরিলেক মন ॥
পুন কন্যা বলে সাধু সুন সাবধান।
জিবীনবাহান * রাজা ইহাতে প্রমাণ ॥
য়েত বলী জায় রামা আপন ভবনে।
সখি সঙ্গে পাইয়রারে লইয়া বসনে ॥
ভক্ত নারায়ণ সভে ভজ নারায়ণ।
মধুর মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

নাচাড়ি।

* জিমূতবাহন (কাঃ)

সুই ভৈরবী।

ধনপতির অনুরাগ।

পাইয়রা তেজিয়া সাধু তরুতলে বৈসে।
নগরে কন্যার কথা মনুশ্যে জিজ্ঞাসে॥
লোকমুখে সুনে সাধু খুলনার কথা।
কাম-শরে সাধুর হৃদয়ে লাগে বেথা॥
প্রনাম করিয়া বলে দ্বিজের চরণে।
মোর কুলে ওঝা তুমি করহ রক্ষণে॥
অপুত্রক গৃহে মোর বিফল জাবন।
বিবাহ করিতে চাহি তনয় কারণ॥
সাধুবাক্যে গেলা দ্বিজ লক্ষপতি-ঘরে।
দ্বিজ পায়্যা লক্ষপতি পাউলা (?) সাদরে॥
পিতা পুত্র দুহাঁতাদি করিলা প্রনাম।
জিজ্ঞাসা করেন দ্বিজ সভাকার নাম॥
বলে লক্ষপতি য়েই কুমার মইয়াই।
রাম রঘু ইহার অনুজ দুটী ভাই॥
য়েই ত দুহিতা মোর খুলনা রূপসীনী।
ইহার খেলার সঙ্গি সাতটী ভগিনী॥
ইহা সুনি দ্বিজবর করে অভিমান।
কোথা দিলা কন্যা বিভা না দিলা জানান॥
বসন দক্ষিণা যদি নাহি দিলা দান।
ব্যবহার ঘুচাল্যা সন্দেষ গুয়াপান॥
ক্রোধযুত জনার্দ্দন করেন গমন।
পায় পড়ি লক্ষপতি করে নিবেদন॥
য়ৈ ত কন্যার আমা নাহি দিয়ে বিয়া।
শম্বন্ধ করহ গুরু বিচার করিয়া॥

অভয়া ইত্যাদি।

খুল্লনার বিবাহ-প্রস্তাব।

নাচাড়ি। সুভগা।

শুন হে অবোধ লক্ষপতি।
বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অবস্থিতা
কেমনে আছহ সুস্থমতি॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা বিভা দিলা হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনী কহিয়া মধুর বানী
পণ বিনে করি শমর্পণ॥
নবম বৎসরে যদি বর আনী জথাবীধী
তনয়া করিব সম্প্রদান।
তার সুত দিলা জল সুরলোকে পাব স্থল
পিতৃলোক করে বহুমান॥
না বুঝায় কেহ তোমা গত হৈল দশ সমা
তথাপী না কৈলা কন্যাদান।
পরবেশ য়েকাদশে মদন হৃদয় বৈসে
নবরস হয় য়েকস্থান॥
না করিলা কর্ম্ম ভাল য়েগার বৎসর গেল
অপযশ করিলা শঞ্চয়।
বার বৎসরের বালা * হয় নারী রজস্বলা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥
পুষ্পক জাবদ নয় তাবদ পুরুষ-ভয়,
নাহি থাকে তাবত কামনা।

* বেলা (কাঃ; বঃ; অঃ)

নর দেখি অবিরাম * যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরকযন্ত্রনা ॥
য়েত কথা দ্বিজ কয়, লক্ষপতি নিবেদয়
ব্যবহার করিব উচিত।
বর্দ্ধমান আদি স্থানে বর ভাল † সাবধানে
শ্রীকবিকঙ্কণ গান গীত ॥

জনাই ওঝার পাত্র-নির্ব্বাচন।

নাচাড়ি। শ্রী।

স্থন লক্ষপতি সদাগর।
জতেক বান্যার কুল নিরখিল আদি মূল
খুলনার যোগ্য নাহিঁ বর ॥
বর্দ্ধমানে ধুশদত্ত জারে জানে শোল শত
মোহাকুল বান্যার প্রধান।
বিশালাক্ষী প্রতিদ্বন্দী দ্বাদশ বৎসর বন্দি
য়েই হেতু নাহি পাই মান ॥
জেবা চান্দ সদাগর তাঁর নাতী আছে বর
চাঁপা নগরিতে জার পুরী।
তা সনে করিলা কাজ সভাতে পাইবে লাজ
জাতি নাস কৈল বিষহরী ॥
আত্ত স্থান সপ্তগ্রাম তথি বান্যা বসে রাম
তাঁর স্থন কুলের বাখান।

---

* অভিবাম (কাঃ) অনুপাম (অঃ ; বঃ) † দেখ (বঃ)

মড়ায়ে পুর্ণীত বাড়ি বাসা দিয়া লয় কড়ি *
যেই দোষ ঘোষে স্থানে স্থান ॥
কর্ব্জনার রাম নায় † নাহি পোষে বাপ মায়
প্রভাতে না করি তার নাম।
অব্যাগত আল্যা ঘরে রন্ধন নাহিক করে
নরক শমান তার ধাম ॥
হরি দত্ত বড়শূলে তোর শম নহে কুলে
রাজা তার কৈলা অপমান।
ফতেপুরে রাম কুণ্ড সেহ অতি মুন্ধা ভণ্ড
সেহ নহে তোমার শমান ॥ ‡
জেবা বান্ধা আছে জথা জানী সভাকার কথা,
সভে হয় দোসের আকর।
জাহ্নবীর কুলে ঘর জত জত আছে বর
সেহ নহে তোমার শোঁশর ॥
তোমার কন্যার মত বর ধনপতি দত্ত
উজবনী-নগর-নিবাসী।
তাহার জতেক গুণ অবধান হৈয়া সুন
কুলস্থান জার দুর্ব্বা ঋষী ॥
তোর ভাই অধিকারী অনেক জতন করি
দিয়াছে লহনা কন্যা দান।
সুনীঞা দ্বিজের উক্তি লক্ষপতি করে যুক্তি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

* কাড়ি (অঃ)
† হরি সমা (কাঃ) হরি লা (বঃ) হরি দাঁ। (অঃ)
‡ ভালুকীর সোম চন্দ সে জন কপট ছন্দ,
দীক্ষাপথে শূন্য তার ধাম। (বঃ)

বিবাহ-সম্বন্ধ-নির্ণয়।

নাচাড়ি। সুই। শ্রী।

আমার বচন সাধু কর অবধান।
কুলীন পুরুষবরে দেহ কন্যাদান॥
গৌড়েতে বিখ্যাত জার ঘর উজাবনী।
সাধুর *——— সভার আগে গণী॥
জেন রূপ জেন † গুণ উত্তম বেভার।
দেব-দ্বিজ-জ্ঞাতি-ভক্ত সুদ্ধ সদাচার॥
দানে বলি কর্ণ শম উচ্চ অভিলাস।
নাটক নাটিকা কাব্য কবিত্যে অভ্যাস॥
কুলিন পণ্ডীত বর গুনী মোহাকবি।
সদাচার মোহাদার ‡ দ্বিজ-দেব-সেবি॥
কুবের শমান ধনে নৃপের শচিব।
য়েক ভাবে ত্রিকাল শেবেন সদাশিব॥
কার্ত্তীক শমান বর গউর বরণ।
পরিণীত সুচরিত শুদ্ধ সুলক্ষণ॥
তাঁর অনুরূপা নারী খুলনা সুমতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী জেন মদনের রতি॥
অধিক কহিব কিবা বিজ্ঞজন-ঠাই।
জারে কন্যা দিলান তোমার বড় ভাই॥
ঘটকের মুখে সুনী বরের কিরিতী।
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিলা লক্ষপতি॥

* মধ্যে ভূপতি (অঃ)
† তেন (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
‡ সর্ব্বগুণবান সাধু (কাঃ)

দ্বিজ সঙ্গে লক্ষপতি জত কহে কথা।
সুনীঞা ত রম্ভাবতি মনে ভাবে বেথা॥
স্বামীরে গঞ্জিয়া কিছু কহে অভিমান।
অম্বিকামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান॥

রম্ভাবতীর সহিত লক্ষপতির কথোপকথন।

নাচাড়ি। গান্ধারী।

কেনো দিলা হেন অনুমতি।
হিতাহিত মনে গণ নাহি লব কন্যা-পণ
কেনে ঝিয়ে করাব দুর্গতি॥
পড়ি সুনী হৈলা শিশু * ব্যায় করি নানা বস্থ
কন্যা দিবে দারুণ সতিনে।
লহনারে নাহি জান হেন কথা মনে আন
করুণা তোমারে নাহি মনে॥
লহনা ভাইর ঝিএ তোমারে বুঝাব কিয়ে
যদি তুমি তারে দেহ সতা।
কেন কৈলা হেন কাজ শঞ্চয় করিলা লাজ
লোকলাজে হব হেট-মাথা॥ †

* পশু (অঃ; বঃ; কাঃ)

† অতিরিক্ত :—

নাহিক মধুর কথা যে ঘরে লহনা সতা
হয় যেন ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ-গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিবে খুল্লনা হরিণী॥ (বঃ)

ধনযুত জার ঘর আনীয়া প্রথম বর
বিলম্বে করিব কন্যাদান।
তুমি পাবে দানফল কন্যা পাব কুতুহল
লোকে পাব অতুল শম্মান ॥
খুলনা বান্ধিয়া গলে মরিব গঙ্গার জলে
নাহি দিব দারুণ সতিনে।
ঝিয়ের মোহেতে চক্ষে জল ঝরে (?)
লক্ষপতি প্রিয় তার ভণে ॥ *
দিবে গ প্রথম বরে যদি অন্য বিভা করে
তারে তুমি করিবা কেমন।
দৈবজ্ঞ কয়্যাছে মোরে দিবে দোয়জিয়া বরে
জাতপত্রে আছয়ে লিখন + ॥
য়েত যদি কৈলা পতি দিলা রম্ভা অনুমতি
আমন্ত্রীয়া আনে জামাতায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥

রামাগণের নিমন্ত্রণ

নাচাড়ি ॥ ভৈরবী।

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিলা রম্ভাবতি।
আমন্ত্রীয়া জামাতারে আনে লক্ষপতি।
বসাইলা জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে ॥

---

* দুরন্ত ঝিয়ের মোহ লোচনে গলয়ে লোহ
লক্ষপতি কিছু বলে তারে। (কাঃ)

+ বিচারিয়া বিধবা-লক্ষণ (বঃ)

দুরে থাকী রম্ভাবতি জামাতা নেহালে।
আয়্যগণ আনীতে বিজইয়া দাসী চলে ॥
ত্বরা করি নগরে নগরে ধায় চেড়ি।
সই সাঙ্গাতিনে ডাকী আনে বাড়ী বাড়ী ॥
আগুলা অভয়া উষা অম্বা অম্বালিকা।
অহল্যা আকুতি অম্বু অনন্তা অম্বিকা ॥
কৌশল্যা কেকই কুন্তী কমলা কেশীনী।
কৃষ্ণপ্রিয়া কনকা কালীন্দী কাদম্বিনী ॥
গঙ্গা গৌরী গোপ্যা আস্যে গান্ধারী গগনা।
চীত্রলেখা চন্দ্রাবতী চরিত্রা চন্দনা ॥
যশোদা জানকী সে যমুনা জাম্বুবতি।
তুলশী ত্রিপুরা তীলোত্বমা তারাবতি ॥
দৈবকী দ্রৌপদি দুর্গা দুর্ল্লভা ঘরণী।
নয়নী নিদয়া নিলা নিত্য নারায়নী ॥
পার্ব্বতী প্রসুতি পদ্মা পুষ্যা পণপ্রিয়া।
বুদ্ধি বিদ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভা বিজইয়া ॥
বসুয়া বৈষ্ণবী বাণী বিমলা বিষইয়া।
ভগবতি ভীমা ভদ্রা ভবানী মলইয়া ॥
মেনকা মেহিনী মূর্ত্তি মদনমঞ্জিরী।
মুক্তিকেশী মাত্রী মিত্র বিন্দা মন্দদরী ॥
রাণী রাইয়া রূপবতি রেবতি রোহিনী।
রম্ভা রমা লক্ষি লইয়া রুদ্রানী রুক্মিণী ॥
সুমিত্রা সুভদ্রা আস্যে সিতা সত্যবতি।
সাবীত্রী শনকা সুধা সুলচনা সতি ॥
সৈরীন্ধ্রী সানন্দা শান্তা সত্যভামা শচি।
সুহস্তা সুলিলা সিলা সুনীতি সুরুচি ॥
সন্ধ্যাবানী স্বর্ণরেখা শারদা সুমতি।
সনাতনী সুন্দরী সিবানী শরস্বতী ॥

হারাবতি হরিপ্রীয়া ক্ষেমা সে ফুলরা।
না বান্ধে কবরী কেহ ধায়ে অতি ত্বরা ॥
শিশু কান্দে কেহ কেহ নাহি করে মাইয়া। *
কেহ কেহ আস্যে তথা কাখে পো লইয়া ॥
য়েক চক্ষে কোন নারী দিয়াছে অঞ্জন।
য়েক কর্ণে কর্ণপুর ত্বরাতে গমন ॥†
য়েক পাদ নূপুর কেয়ূর য়েককর।
কথায় বার্ত্তায় আল্যা লক্ষপতি-ঘর ॥
সাধুগৃহে আল্যা রম্ভা করিলা পূজন।
শ্রীমুকুন্দ কহে বর দেখে আয়্যগণ ॥

রামাগণের পতি-নিন্দা।

‡ নাচাড়ি। শ্রী।

* রূপবান ধনপতি দেখি জত কুলবতি
সানন্দীতে জার জেই মনে।
পিতামাতা — করিছে অনেক পুন্য
কহে সভে প্রসংশা বচনে ॥

---

* শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মো। (বঃ)
শিশু দুগ্ধ দিতে কেহ নাহি করে মায়া। (অঃ)

† অতিরিক্ত :— কড়িয়া জাঙ্গালে আসি দিলা বাহু নাড়া।
আথ্যের নিমিষে আল্যা বণিকের পাড়া ॥ (কাঃ)

‡ পাঠান্তর :—শিবের মদনমোহন রূপ দর্শনে রামাগণের পতিনিন্দার কবিতাগুলি বঙ্গবাসী সংস্করণে ও অক্ষয়বাবুর সংস্করণে এই স্থলে অবলম্বিত হইয়াছে। তাহা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

বলে য়েক কুলবতি দশন-বিহীন পতি
শাক সুপ ঘণ্টেতে আদর।
যদি কিছু রান্ধী দড় আমারে বলয়ে দড়
মারিবারে ধায় নিরন্তর ॥
কেহ কেহ বলে আমী পাইলাম গোদা স্বামী
সদাই ঔষধহেতু ফিরি ;
কেহ কেহ বলে অন্ধ পাইল্য স্বামী —বন্ধ
দিবানীসী বুলী হাথে ধরী ॥
কেহ বলে স্বামী কালা আমার যে বড় জ্বালা
দিবানীসী পোড়ে শোকানলে।
কোন আয়্য বলে দড় কুড়া স্বামী দুঃখ বড়
কি লিখিলা বিধাতা কপালে ॥
কেহ বলে খোড়া পতি আমার দুর্গতি অতি
বিধি কৈলা আমারে অসার।
কেহ কহে স্বামী ব্যাধি বড় বলবান বিধি
জিয়ন্তে যে মরণ আমার॥
য়েক আয়্য বলে মোর দুঃখের নাহিক ওর
খান্দা স্বামী বড় লাজ পাই।
খর্ব্ব স্থূল কেহ তাহে এ দুঃখ সহিল নহে
যুবতি সমাঝে না দণ্ডাই ॥
বুড়ি য়েক ছিলা তথা সুনী যুবতীর কথা
বলে ই শরশ বচনে।
আমার নাতীন আছে বিভা দিয়া নিজ কাছে
রাখি লৈয়া হেন লয় মনে ॥
বলে ভাগ্যবতী নারী শেবিয়াছে হর গৌরী
স্বামী পাল্য বড় গুণবাণ।
দেখি খুলনার বর জাত্যে ইৎসা নাহি ঘর
অবলা কেমনে ধরে প্রাণ॥

যুবতী প্রশংসে বরে লক্ষপতি কুলাচারে
সদাগরে বরমাল্য দিলা।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভাসে ধনপতি জায় বাসে
সখিমুখে লহনা সুনীলা॥

লহনার খেদ।

নাচাড়ি। কামোদী।

দেখি কুশপন বহু স্ফুরে ডানী আখি বাহু
নিরন্তর করি মনঃকথা।
সুনীয়া সখির মুখে পাষাণ চাপালা বুকে
দিব নাথ নিদারুণ সতা॥

কহ দুয়া জীবন-উপায়।
কাণে তোরে দিব হেম চিন্তহ আমার ক্ষেম
কেমনে সম্বন্ধ ভাঙ্গা জায়॥
খুড়া হৈয়া দেই সতা কারে কব দুঃখকথা
কারে বা করিব অভিমান।
বরঞ্চ মরণ ভাল যে মোর হৃদয়শাল
সইকে করাহ অবধান॥
পায়েরা খেলার ব্যাজে গেলা নাথ নিজ কাজে
না জানিল এসব বারতা।
সম্বন্ধ নিশ্চই হৈল ইবে শে লহনা মৈল
হরি হরি বিমুখ বিধাতা॥
য়েকেলা ঘরের দারা আছিলাঙ সতন্তরা
নিতে দিতে আপনা গৃহিনী।
বিধাতা হইলা বাম পরে লব ধন ধাম
মন পোড়ে শোকের আগুনী॥

শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে জেন বন
চক্ষে জল নিবারিতে নারী।
যে দুঃখ রহিল মনে দিব আমি * অন্যজনে
শঞ্চয় করিয়া ঘর গারী॥
বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাঙ খাট পড়ি †
শগল্লাত নেয়ালী পামরী।
বস্ত্র পুষ্প রূপা শোনা ভক্ষ ভূষণ নানা ‡
কারে দিব মন্দির মুশরি॥
দুবলার পরিশেষে বন্ধনের অনুরোধে (?)
লহনার সই-শালে জায়।§
সদাগর আল্যা বাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাসে
হৈমবতী জাহার সহায়॥

নাচাড়ি। সুভগা।

লহনাকে প্রবোধ-দান।

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমানে সাধুআনী না দেই উত্তর॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া লহনার অভিমান।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান॥

* স্বামী (বঃ) † পিঁড়ি (বঃ)

‡ চন্দন কুসুম গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

§ কপটের পরিবন্ধে ডাকিয়া লহনা কান্দে
নীলাকে আনিতে দাসী চলে। (কাঃ)

রূপ-নাস কৈলা প্রিয়া রন্ধনের শালে।
চিন্তামণী নাস কৈলা কাচের বদলে ॥
স্নান করি আসি শিরে না দেই চিরণী।
রৌদ্র নাহিঁ পায় কেশে শিরে বিন্ধে পানী ॥
অবিরত য়ই চিন্তা অন্য নাহি গণি।
রন্ধনের ধামে নাস করিল পদ্মিনী ॥
বরসা-বাদলেতে অনলে দেহ ফুক।
কর্পূর তাম্বুল বিনে স্থখাইল মুখ ॥
ধুমযুত অনলে সদাই চক্ষে লোয়।
দর্পণে নেহালে নয়নের বাত খোয় ॥*
নাহি কেহ খুড়ি জেঠি মাসী মাতুলানী।
য়েক দিনা বহে ভার হইয়া রান্ধনী ॥
জুক্তি যদি নহে † মনে কহিবে প্রকাশী।
রন্ধনের তরে তোমা আনি দিব দাসী ॥
সাধু যদি কহিলা অভিপ্রায়ের প্রকাশ।‡
উত্তর না কৈল রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
ডুবলা করিলা স্থল বসিলা ভোজনে।
অভয়া-মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে ॥

নাচাড়ি। পয়ার। শ্রী।

* দর্পণে নিহালি দেখ পড়িয়াছে খো ॥ (বঃ)
দর্পণে নিহালি দেখ চক্ষে রক্ত মোহ ॥ (অঃ)

† লয় (বঃ) ‡ সদাগর বলে যত কপট আশ্বাসে। (বঃ)

ধনপতির ভোজন।

স্থল করি দুয়া চেড়ী পাতিলা আসনে।
শিব শোঙরীয়া সাধু বসিলা ভোজনে॥
* প্রথমে সুকতা আনি † দিলা ঘণ্টশাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক॥
ঘৃতে ভাজা খণ্ডে মিশ দিলা ফুলবড়ি।
পাখা ধরি বাতাস করয়ে দুয়া চেড়ী॥
ভাজা মিন ঝোল ঘণ্ট মাংশের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত কৈল ভোজন-ভবন॥
নানা বস্তু হাসি দেই করে হেমথালা॥
ললিত গমনে বিন্ধে ‡ বৈদগ্ধি লিলা॥
কটাক্ষে সাধুর চিত্ত হরিল লহনা।
ভোজন শঙ্কনে § (?) সাধু হৈলা অনমনা ¶॥
ফিরি আচমন সাধু করিলা ডাবরে।
দুবলা বিনোদ শয্যা পাতে বাসঘরে॥ ‖

* অতিরিক্ত:—

সোঙরিলা জগন্নাথ প্রধান পুরুষ।
সুরনদী-জলে সাধু করিলা গণ্ডূষ॥
সুবর্ণের বাটীতে দুবলা দেই ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥ (কাঃ; বঃ)

† ঝোল (বঃ) ‡ বৈসে (কাঃ) গঞ্জে (বঃ) রঞ্জে (অঃ)

§ সম্বরে (অঃ; বঃ) ¶ কামমনা (বঃ)

‖ কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।
চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন॥ (বঃ)

শয়ন করিলা গিয়ে সাধু গুণবান।
দিনকৃর্ত্তী করি রামা তার স্থানে জান ॥ *
কর্পূর তাম্বুল-শাপুড়া করে হেমঝারি।
* সুগন্ধি ফুলের মালা চন্দনের খুরি ॥
লহনার রূপে সাধু বিন্ধে পঞ্চবাণ।
হেনকালে লহনা করিল অভিমান ॥ †
অভয়া ইত্যাদি ॥
নাচাড়ি। শ্রী।

লহনার অভিমান।

কপট সম্ভাস তেজ পরিহাস
সে সব আদর গেল।
কোন মূঢ়মতি দিনে জালে বাতি
সেবা কিবা করে আল ॥
স্ত্রি গত-জোবনে পুরুষ নিদ্ধনে
কি তার আদরে চীন।
কামদেব পাপ দুইজনে চাপ
নাহি ‡ করে গুণহীন ॥
না করিলা বিধি জীবন অবধি
নারীর জোবনকাল।
শিশীর উদয় মৃনালী নির্দ্দয় §
মরমে রহিলা শাল ॥

* নাসবেশ করি রামা চলে পতির পাশে।
রতিরঙ্গে সদাগর বঞ্চে রতিরসে ॥ (বঃ)

† সব দুখ তারে রামা করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (বঃ)

‡ নাশ (কাঃ) § না রয় (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

কপট-প্রবীণ কুলীশ-কঠিন
তোমার দারুণ হিয়া।
সত্য * কৈল জত ইবে কৈলা হত
কি দোষ মোর দেখিয়া ॥
অঙ্গনা-সমাঝে কিবা গৃহকাজে
পাল্যা কিবা অনুচীত।
যদি দিবে সতা কে তথি রক্ষিতা
কেন না কৈলা ইঙ্গীত ॥
থাকে পুণ্য-অংশ কোলে হয়ে বংশ
সুকৃতি শেই দম্পতি।
যদি নহে তোক সুন্য দুই লোক
দুঁহার কর্ম্মের গতি ॥
রামা অভিমানী শেস নিসাথিনী
কামবাণে সাধু অন্ধ।
লহনা নির্দ্দয় পাইয়া সময়
করয়ে শময়বন্ধ ॥
জেবা জার হয় সেই ভিন্ন নয়
বিশেষ জানে লহনা।
রসাল পাকীলা দুরে মধু গেলা
সিংহি নামে হৈলা কানা ॥ † (?)
সাধু হাথে ধরে লহনা নিবারে
চঞ্চল কঙ্কন পানী।
‡ উদ্ধত কামান মধ্যে পঞ্চবাণ
কন্দল ভাঙ্গে আপনী ॥

* সাধ (কাঃ) † ইবে সব হল্যা জ্বালা (কাঃ)
‡ উদ্ধত (কাঃ) উদিত (অঃ) হয়্যা আগুয়ান (বঃ)

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

নাচাড়ি। সুভগা। শ্রী।

লহনার সন্তোষ-সাধন ও বিবাহের দিন-নির্ণয়।

* হেম পায়্যা পল চারি মানিনী লহনা নারী
দুর কৈলা জত অভিমান।
প্রেমবন্ধ মুখে মুখে আলিঙ্গন বুকে বুকে
জামিনী হৈলা অবসান ॥

পাঠান্তর :—

পরিতোষে লহনাকে দিল পাটশাড়ী।
পাচ পল দিল সোনা গড়িবারে চুড়ি ॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মোর মনে।
আছিলা যেমত পূর্ব্বে বিবাহের দিনে ॥
রত্ন পায়্যা যত্নে লৈল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি ॥
রাম রাম স্মোঙরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেল নিশানাথ ॥
আশিস করিতে আইলা জনাই পণ্ডিত।
প্রণাম করিয়া সাধু করিল ইঙ্গিত ॥
আঁখিঠারে হৈল কথা সঙ্গে গ্রহওঝা।
নানা বস্ত্র পূরিত সাজিল ভার বোঝা ॥
আইল পণ্ডিত লক্ষপতির ভবন।
সম্ভ্রমে আসিয়া রম্ভা যোগাল্য আসন ॥

ধনপতি-হৃদয় উল্লাস।

বসিয়া দুলীচা মাঝে নিজোজয় নানা কাজে

শ্বের মুখকমল * প্রকাশ ।।

লক্ষপতি বন্দে আসি দ্বিজের চরণ।
নিবেদিল দ্বিজরাজ নিজ প্রয়োজন ॥
গ্রহওঝা করে মেষ রাশির কল্যাণ।
সভা বিগুমানে ওঝা পড়ে পাঁজীখান ॥
সূর্য্যে নমস্করি করে শাস্ত্রে অবগতি।
আজিকার বারে সাত দণ্ড ষষ্ঠী তিথি ॥
মৃগশিরা নয় দণ্ড বণিজ করণ।
শুভযোগ সাত দণ্ড চন্দ্র দশম স্থান ॥
পুনরপি পঢ়ি বলে হয়্যা সাবধান।
আগামী বৎসর-কথা গণক বুঝান ॥
সংক্রমণ শিরঃস্থানে বৎসর যাবে ভালে।
বড়ই সম্পদ দেখি তোমার এই কালে ॥
বৈশাখ হইতে হইবে লুপ্ত সংবৎসর।
শুভকর্ম্ম নাহি আগে বৎসব ভিতর ॥
এমন বচন শুনি গ্রহওঝা-তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে ॥
বৈশাখে হইবে কন্যা বারতে প্রবেশ।
ফাল্গুনেতে তবে লগ্ন করহ উদ্দেশ ॥
লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ গণি।
গণিয়া নির্ণয় কৈল উত্তর-ফল্গুনী ॥
ত্রয়োদশী রবিবারে ইন্দ্র নামে যোগ।
দোযাম রজনী মধ্যে মাসের অর্দ্ধ ভোগ ॥
পূজা পায়্যা গেল ওঝা আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা সাধু-বিগুমানে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (বঃ)

* মুখ করিল (কাঃ)

শয্যা তেজি ধনপতি বিবাহে চিন্তিত অতি *
আনাইলা জনাই ব্রাহ্মণ।
বন্ধুজন ব্যবহারে সঙ্গোগীয়া ভারে ভারে †
কৈল দ্বিজ ইছানী গমন॥
লক্ষপতি পায় পড়ি বসাল্যা গাম্ভারী-পিড়ি
দুই করে পাখালে চরণ।
আসীস করিয়া দ্বিজ কহে প্রয়োজন নীজ
ব্যবহার করি শমর্পণ॥ ‡
দ্বিজ বলে শুন ভায়্যা শুভ কাল জায় বয়্যা
মন দিয়া শুন সদাগর।
বৎসরেক নাহি বিয়া কেমনে তোমার § হিয়া
লুপ্ত হয় য়ে ত বৎসর।
লক্ষপতি জাইয়া সনে বিচার করয়ে মনে
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহীত শনে।
গ্রহবিপ্র আনী ঘরে লগ্নের বিচার করে
জয়ধ্বনী বনীতা-বদনে।
কাম-তিথি ত্রয়োদশী রোহিণী সহিত শশী
শুভযোগ বণিজ করণ।
নগরে আছয় শীব ইহাতে পরম জীব
সায় দিলা শৈ ত নগন। ¶
আসীয়া ঘটকরাজ নিজোজীত কৈল কাজ
আইয়োজন করে সদাগর।
জত জ্ঞাতি বন্ধু জনে আনাইলা নিমন্ত্রণে
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

---

* আনন্দে পূর্ণিত মতি (বঃ)

† গুরু-গৌরব ব্যবহার নিয়োজিত কৈল ভার (বঃ)

‡ শ্মের মুখ-সরসিজ আয়োজন করে সমাপন॥ (বঃ) § ধরিছ (বঃ)

¶ লগনে আছয়ে জীব, ইহাতে পরম শিব,
সায় দেয় সেই ত গণন॥ (বঃ)

নাচাড়ি। সুভগা। শ্রী।

বিবাহের অধিবাস।

ইষ্ট বন্ধু কথ.জন সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন
আগে পাছে চলে শত ভারী।
লৈয়া অধিবাস-সাজ চলিলা ঘটকরাজ
লঘুগতি ইছানী-নগরী॥
সাজি লয় আয়্যডালা তৈল অমলখি কলা
সিন্দুর চন্দন গন্ধ চুয়া।
খই লয় ঘিচী কড়ি বিদমালা দেই নড়ি
হরিদ্রা বসন পান গুয়া॥
জাবক শহীত শরা শর্ব্বিশ পুটলী ভরা
নব আম্র ডালীস্থ দর্পণ।
ফুল-সিথি ফুল-ঝারা ক্ষীর দধি ঘটে ভরা
নানাবিধি লয় আইয়োজন॥
নাটাই শহীত সুতা কর্জ্জল ধান্যেতে যুতা
বাটী পুরী কুঙ্কুম রচণা।
মালাকার কান্ধে সাজী ফুল-মোড়ে ভার সাজী
বাজন্দার লইলা বাজনা॥
সুশঙ্খ কুলপি লয় মনী-মুক্তা-রত্নময়
অঙ্গুরী অঙ্গদ রত্নপুর।
রজনী পাসুলী জাদ খুদ্রে ঘণ্টী মন্ম নাদ
হংসনাদ কনক-নূপুর॥
দধি ঘৃত বান্ধী গাছ কানে বান্ধা রোহী মাছ
চালু ডালী বলদ-শকটে।
দানার্থে তণ্ডুল বড়ি কেহ লয় তঙ্কা কড়ি
মৃগমদ পুরি লয় ঘটে॥

জোড় গড়া নভূনী খিরোদ কপাট খনী
নেত কম্বু (?) কমলাবিলাস।
তশর কশয় যাড়ি তুলি খাট পাট পড়ি
পাটের মুশরী বেড়া বাস॥
ক্ষির-নাড়ু ক্ষির-শাঙলী ছেনা-নাড়ু ক্ষির-পুলী
ঘটে পুরী নাড়ু গঙ্গা-জল।
ইক্ষু-নাড়ু ভারে ভার ছোলঙ্গ নারঙ্গ আর
নানাবিধ লয় নারীকেল॥
নানা বস্তু লৈয়া ভারে পণ্ডিত আইলা ঘরে
লক্ষপতি অন্তরে উল্লাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা কৈলা মঙ্গল প্রকাশ॥ *

গুজরী।

* পাঠান্তর :—

বিবাহের অধিবাস।

ফাল্গুন উত্তম মাস কালি হবে অধিবাস
শুনি আনন্দিত সদাগর।
পুলকে পূর্ণিত মতি শুনি সাধু ধনপতি
প্রিয়ভাষে কহেন উত্তর॥
সাধু করে আয়োজন চারি দিকে ধায় জন
কিনে বেচে হাটে নানা ধন।
সাধুর আদেশ পায় ইছানি-নগর যায়
ঘটক পণ্ডিত জনার্দ্দন॥
গন্ধ বাস লয়্যা সাজ চলিলা ঘটকরাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।
আগু পাছু সারি সারি সজ্জ লয়্যা যায় ভারী
গায়নে মঙ্গল গায় গীত॥

বিবাহের নান্দীমুখ।

লিখন করিয়া পাতী আনাঞাছে বন্ধু জ্ঞাতী
দেশে দেশে পাঠায়্যা বার্ত্তন।
লক্ষপতিদত্ত-বাসে জ্ঞাতী বন্ধুজন আস্থে
বোঝা ভার লৈয়া আইয়োজন॥

তৈল সিন্দুর পান গুয়া বাটা করি গন্ধ চুয়া
আম্র দাড়িম্ব পাকা কাঁচা।
পাটে ভরি নিল খই ঘড়া ভরি ঘৃত দই
সাজায়্যা সুরঙ্গ নিল বাছা॥
ক্ষীরপুলি গঙ্গাজল কান্দি বান্ধা নারিকেল
চিনির পূরিয়া নিল গাছ।
চাল দালি রাশি রাশি জোড়ে জোড়ে নিল খাশী
সাঁজুড়িয়া ভারে নিল মাছ॥
সর্ব্বস্ব পোটলী ভরা, বান্ধি নিল কোল-সরা
সুতা নিল নাটাই সহিত।
সুরঙ্গ পাটের শাড়ী লইল রঙ্গীন কড়ি
বীজমালা সুবর্ণ-জড়িত॥
চিনিচাঁপা মর্ত্তমান কড়ি লয় দিতে দান
হরিদ্রায় রঞ্জিত বসন।
গোরোচনা নিল শঙ্খ চামর চন্দনপঙ্ক
ফুলমালা কজ্জল দর্পণ॥
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা বসিল পণ্ডিতঘটা
সগোল্লাদ পামরী কম্বলে।
কেতা কর্ত্তব্য বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
ধুপে আমোদিত কৈল স্থলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)

খুলনার গন্ধ-অধিবাস।

মেলী পুরনিতম্বীনী হুলই শঙ্খের ধ্বনী
রম্ভাবতী অধীক উল্লাস॥
পায়্যা দীন দোসে হীনে শুভলগ্ন শুভক্ষণে
ধরে শবে মনোহর বেসে।
খুলনারে দিব্য ধুতি পরাইয়া রম্ভাবতী
বসাইলা লক্ষপতি-পাযে॥
রোপে তথা রম্ভাতরু নানা দ্রব্য টানে চারু
স্থিদ্ধিদীপ পান জলাশনে।
বাক্য বস্ত্র বিধিমতে গণেশ স্থাপীলা তাতে
বেদগান করে দ্বিজগণে॥
পড়াহ মৃদঙ্গ বেণী দগড় কাষড় শাণী
শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী বঙ্কা।
খমক টমক ভেরী জগঝম্প বাজে থুরী
অঙ্গ-ভঙ্গে নাচয়ে নৃত্যকী॥
গণেশ তরণী হরি পূজে শিব বিধি গৌরী
দিকপাল আদি নবগ্রহ।
স্থাপীয়া মন্থন-জৈষ্ঠী সভাজন কৈল ষষ্ঠী
পূজা কৈলা মৃকুণ্ড-নন্দন।
মিলী দ্বিজ বেদ গান মহী গন্ধ সিলা ধান
দুর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি।
রজত দর্পণ ক্ষেম স্বস্তিক সিন্দুর হেম
কর্জ্জল রোচনা জথাবিধি॥
সিদ্ধার্থ চামর জত শঙ্খ আদি বিধিমত
পূর্ণপাত্র প্রদীপ-ভূষিত।
যথাবিধি পরশীলা (?) দ্বিজ বেদ উচ্চারীলা *
সুত্র বান্ধে দনাই পণ্ডিত॥

---

* করি তার শব্দ ব্রাহ্মণে পড়য়ে বেদ (অঃ ; বঃ)

পূজিলা প্রতিমা রুচি গৌরী পদ্মা মেধা শচী
সাবিত্রী বিজয়া জইয়া তথা।
স্বাহা স্বধা দেবশেনা শান্তি পুষ্টি ধৃতি নানা *
আদিকুল জইয়া যে দেবতা ॥†
ঘৃত দিয়া সাত ডোরা কাঁথে দিলা বসুধারা
কৈলা নান্দীমুখের বিধান।
জল সয়ে রম্ভাবতী সুবেশা সঙ্গতি অতি
শ্রীকবিকঙ্কন রস গান ॥ ‡

মঙ্গল।

* ক্ষমা (অঃ ; বঃ)

† পূজিলেন অনেক দেবতা ॥ (বঃ)

‡ পাঠান্তর :—

বিবাহের নান্দীমুখ।

সকল-দোষ-হীন, শুভ লগ্ন শুভ দিন
ধরে সবে মনোহর বেশ।
হরিদ্রা-রঞ্জিত ধুতি পরাইল রম্ভাবতী
বৈসে রামা বাপের সকাশ ॥
খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস।
মিলি যত নিতম্বিনী উলু দেয় জয়ধ্বনি
রম্ভাবতী-হৃদয়-উল্লাস ॥
লিখন করিয়া পাঁতি আনি সব বন্ধু জ্ঞাতি
দেশে দেশে পাঠায় বার্ত্তন।
শ্রীলক্ষপতির বাসে জ্ঞাতি বন্ধুগণ আসে
বোঝা ভার লয়ে আয়োজন ॥

ঔষধ-প্রবন্ধ।

ঔষধ করয়ে রম্ভা নানাস্থানে ফিরে।
দোছটী করিয়া তশরের ষাটী পরে॥
উপদেশ বলে তারে লিলাবতি সই।
আড়ংশরা আনীবে গাধার দুগ্ধ-দই॥
বরের কপালে দিবে পরম গৌরব।
খুলনারে হব সাধু ধোবার গর্দ্দভ॥

(কোমল পল্লব শিখা উপরে বসাইল শাখা
শুক্তি নব পাতিল আধান।
উপরে ফুলের ঝারা পাতিল লগ্নের সরা
দ্বিজগণে করে বেদ গান॥)
পটহ মৃদঙ্গ সানী দগড় কাঁসর বেণী
শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী ঝিল্লাকি।
খমক ঠমক ভেরী জগঝম্প বাজে তুরী
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী॥
দিনপতি গণপতি পূজিলেন প্রজাপতি
বিধি আদি গ্রহপতিগণে।
পাতিয়া মন্থনযষ্টি সভাজন কৈল ষষ্ঠী
পূজা কৈল মৃকণ্ডু-নন্দনে॥
দ্বিজগণে বেদ গান মহী গন্ধ শিলা ধান
দূর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি।
রজত দর্পণ ক্ষেম স্বস্তিক সিন্দুর হেম,
কজ্জল গোরোচনা যথাবিধি॥
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
পূর্ণপাত্র প্রদীপ-ভূষিত।
করি তাব শব্দ ব্রাহ্মণে পড়য়ে বেদ
সূত্র বান্ধে জনাই পণ্ডিত॥

কাপাশের বাড়ী হৈতে আনীবে গোমুণ্ড।
সাধু দাণ্ডাইয়া সে রহিব অৰ্দ্ধ দণ্ড॥
খুলনা করিবে সে সাধুর অপমান।
মৌনেতে সুনীব সাধু গোমুণ্ড সমান॥
মধ্য রাতী আন দেউলের পাটিখাল।
পূজিবে ধোবার পাটে জালী দ্বিপমাল॥
ধনপতি লহনার বিচ্ছেদ কন্দলে।
ত্রিপত্র মণ্ডপ ভাগে সেই পাটিখালে॥
আদেশ পূড়াতা গাছ হাইহামলাতি।
আকুল কুন্তল করি আন মধ্যরাতী॥
ইহার ছামনী যোগে বশ হয় পতি।
পিছে জেন ধায় শাঁড় গাই ঋতুবতি॥
শূর্প আলু আনী খুজি আন বাত্যাঘরে।
রোহিত-মৎস্যের পীত্য মঙ্গল বাসরে॥
বিদমোড়া ইষাগ রাখীবে রাম পূজে।
শেই নারী সতিন মঙ্গল বানাগাজে॥
কাটা গাররড়ের চক্ষে রসের কাজল।
আকুল কুন্তলে আন নাঝ্ঝরের জল॥
বরের কপালে দিবে গুণ করে বড়।
খুলনারে হব সাধু কাটাল গারড়॥

পূজিল প্রতিমা রুচি গৌরী পদ্মা মেধা শচী
সাবিত্রী বিজয়া জয়া তথা।
স্বাহা স্বধা দেবসেনা, শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা
পূজিলেন অনেক দেবতা॥
ঘৃত দিয়া সাত ডোরা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দীমুখের বিধান।
জল সাধে রম্ভাবতী হইয়া বিশুদ্ধমতি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (বঃ)

দুর্গার প্রদীপ পুড়ি রাখ তার বড়ি ।
কাটা মহীশের তুমি আন নাক-দড়ি ॥
বরের কপালে দিবে গুণ করে বস্থ ।
খুলনার হবে সাধু নাক-বিন্ধ্যা পশু ॥
হাঙ্গিবাতে দ্বিপ আর ত্রিশূল্যার কালী ।
কহিল তোমারে গ জতন করি ডালী ॥
বেদগুণ আন তুমা বেউশ্যার ঘরে ।
অমুমৃতার আন তুমি আলতা সিন্দুরে ॥
আন আইবাড় স্থতা লাটাই শহীত ।
সাত বেড়ী স্থতা দিয়া করিবে বেষ্টীত ॥
সেই স্থতা খুলনার বান্ধিবে আঁচলে ।
গালাগালী দিবে জেন মুখ নাহি চলে ॥
শমাপীয়া খুলনার অঙ্গ অধিবাস ।
উজবনী গেলা দ্বিজ অন্তরে উল্লাস ॥
স্বহাস বদনে কথা কহে বরাবর ।
শুভক্ষণে ছান্দলা বান্ধিলা সদাগর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ *

* পাঠান্তর :—

রম্ভাবতীর বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ

ঔষধ করিয়া রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী ।
দোছটি করিয়া পরে বার হাত সাড়ী ॥
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি ।
দুর্গাব প্রদীপ পুঁতি রাখ্যাছিল চেড়া ॥
সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্ব্বস্থ ।
খুল্লনার হবে সাধু নাক-বিন্ধা পশু ॥

বরবেশে ধনপতির আগমন।

নাচাড়ি। গুর্জ্জরী।

ঘটক পুরোহীত আসীয়া উপনীত
বরের অধিবাস করে।
পূজীয়া গজানন পূজীলা দেবগণ
ব্রাহ্মণে মঙ্গল উচ্চারে॥

আনিল পাকড়ি ডাল হাঁইআমলাতি।
আকুল কুন্তল কবি আনে অদ্ধরাতি॥
সাপের আটুলি আনে খুজি বাস্তা-ঘরে।
রোহিত-মৎস্যের পিত্ত মঙ্গল-বাসরে॥
কাপাসের বাড়ী হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া সাধু তায় রবে দুই দণ্ড॥
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান।
মৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান॥
বিমলা ব্রাহ্মণী হয় রম্ভাবতীর সই।
আমা সরা করিয়া আনিল সাপের দই॥
ঔষধ করেন রম্ভা খুল্লনার হিত।
খুল্লনার তরে সব হবে বিপরীত॥
সমাপিয়া খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস।
উজানি আইল ওঝা হৃদয় উল্লাস॥
সরস বদনে কথা কহে দ্বিজবর।
শুভক্ষণে ছোড়না টাঙায় সদাগর॥
হেমঘটে গণাধিপ কৈল আরোপণ।
করিল জনাই ওঝা স্বস্তিক বাচন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ)

কাস্তপা গন্ধ দধি প্রদীপ নানাবিধি
নৈবেদ্য সুচারু চামরে।
দর্পণ রূপা শোনা কর্জ্জল গোরচনা
দুর্ব্বা সে ধান্য দিলা শিরে ॥
মাঙ্গল্য অন্য জত আনীঞা সাধু-সুত
মস্তকে দিলা য়েকে য়েকে।
কুসুম গৃহস্থীত লইয়া পুরোহীত
বান্ধিলা বরের মস্তকে ॥
উজানী সুনগরে সানন্দ সাধু-পুরে
বাজয়ে বিবিধ বাজন।
নৃত্যক নৃত্য করে মন্দিরা লইয়া করে
মঙ্গল গায় সুগায়ন ॥
ষোড়ষ মাতৃগণ করিলা আরাধন
বিধানে কৈলা নান্দামুখ।
তণ্ডুল-মঙ্গলন করয়ে রামাগণ
লহনা হৃদয়ে অসুখ ॥
সুবর্ণ তাড়বালা গলাতে পুষ্প-মালা
সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন।
মুকুট রোপে শীরে বিভার সূত্র করে
সুচারু রসের দর্পণ ॥
ইছানী সুনগর প্রবেশে সদাগর
হরিসে দেখে বন্ধুজন।
কুলটা দুষ্টমতি দেখিয়া ধনপতি
হৃদয়ে পিড়িত মদন ॥
সুনীয়া বাদ্যরোলে মইয়াই আগে চলে
দুদলে কন্দল বাড়াঁলা।
আসীয়া প্রীয় বলা সাধব ভাঙ্গে কলা
জামতা সাদরে লইলা ॥

মদন স্থমুরতি সাধু সে ধনপতি

প্রবেশে শ্বস্থরার পুরে।

বসন নানা ধন নূতন আভরণ

দম্পতি আসীয়া ভূষে বরে ॥

চন্দন পুষ্পমাল খুলনা পূরিয়া থাল

চলিলা পতি অনুশারী।

বরের সন্নিকটে শমুখে অনন্তপটে

ভ্রময়ে যে সাত ভাঙরী ॥

রম্ভা সে লিলাবতি দুঁহে সে একমতি

ঔষধ করিয়াছে জত।

আনাঞা সে ঔষধে যুবতী মেলী সাধে

সাধুস্থতে — বিধিমত ॥

অন্যান্য দরশনে মঙ্গল স্থবাজনে

দম্পাতি পুষ্পের ছামনী।

——— ——— হৈয়া আখী

চাঁদেতে জেন কুমদীনী ॥

বরের বিছমান কন্যার সম্প্রদান

দুহার লৈয়া অবিধানে।

শগোত্র শপ্রবর উচ্চারী সদাগর

মিষ্টক মধুপক দানে ॥

শ্রীরঘু ইত্যাদি ॥ *

* পাঠান্তর :—

বরযাত্র

মদন-মূরতি সাধু ধনপতি

বসিলা গান্ডারি-পীঠে।

বদন নিন্দি বিধু চৌদিকে বর বধু

মঙ্গল গায় নাচে নাটে ॥

ধনপতির বিবাহ।

বিচিত্র বসন পাতা বৈসে সাধু ধনপতি
রূপে অভিনব পঞ্চবাণ।
ছাইয়ামণ্ডপের মাঝে বিবিধ বাজনা বাজে
লক্ষপতি করে কন্যা দান ॥

ব্রাহ্মণ পড়ে স্তুতি সানন্দ ধনপতি
চৌদিকে জয় জয় ধ্বনি।
মঙ্গল বস্তু যত করয়ে নিয়োজিত
মঙ্গল পড়া বাজে সানি।
সমাপ্ত করি কর্ম্ম যে ছিল কুলধর্ম্ম
ব্রাহ্মণে দিলেন দক্ষিণা ॥
বরিয়াতি পুঞ্জে পুঞ্জে সাধুর মন্দিরে ভুঞ্জে
চৌদিকে ডম্বরু বাজনা ॥
গোধুলি হৈল বেলা, সাধু চড়ে দোলা
গলায় শোভে রত্ন-মালা।
কুসুম শিরে রোপে কুঙ্কুম অঙ্গে লেপে
শোভিত হেম তাড় বালা ॥
কেহ গায় কেহ নাট রায়বার পড়ে ভাট
করিবর-পৃষ্ঠে বাজে দামা।
হাস কথা কুতূহলে পদাতি পদাতে খেলে
আগুদলে চলে রণভীমা ॥
জুড়িয়া ক্রোশেক বাট চলে বরযাত্র-ঠাট
সচকিত ইছানি-নগর।
গজবল সাবধান সাধিতে আপন মান
আসে লক্ষপতির কোঙর ॥
দুই দলে মিলামিলি গলাগলি চুলাচুলি
বরযাত্রী দেউড়ি না ছাড়ে।
ধূলাতে ডেলাতে বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি
দুই দলে খুনাখুনি পাড়ে ॥

শুভক্ষণে কন্যাবরে পানী সে গ্রহণ করে
দুই করে য়েকত্র আনীত।
লক্ষপতি পুটকরে দ্বিজগণ বেদস্বরে
দ্বিজ-বন্ধু-কুটুম্ব-বেষ্টীত ॥
ঢাক ঢোল বাজে পড়া মৃদঙ্গ দগণ্ডি কাড়া
ঘণ্টাকর ভাল শঙ্খধ্বনী।
দামা গুড়গুড় ধ্বনী দোষরী মুহুরী সানী
ভেরী সিঙ্গা বাজে রুদ্রবেণী।
সঙ্গিত মন্দির মাঝে — মঙ্গলাদি বাজে
তার ঘোর নাদ সুপ্রকাশ ॥
জগঝম্প বাজে কাসী খমক দোখণ্ডী বাঁশী
শপ্তশরা বাজে কবিলাস।
নানারত্ন বিদ্যমান লক্ষপতি করে দান
ভূনী খুনা পাটের পাছড়া।
ভোজনে দিলান থালা চড়িবারে ঘোড়া দোলা
ঝারী খুরা তাম্বুল-সাপুড়া ॥
শয়নে দিলান খাট শয়নে বিচিত্র পট
তুলী চান্দা ফিতার মুশরী।
সবৎস শহীত গবী শশৈস্য শহীত ভূবি
বসিবারে চন্দন-চৌখুরী ॥
অরুণ লোচন ধুমে খুলনার লাজা-হোমে
প্রদক্ষিণ হয়ে হুতাশনে।
অনলে হুলীঞা খই দম্পতি প্রণাম হই
মন্দীরে প্রবেশে দুই জনে ॥

বুঝিয়া কার্য্যের গতি আসি তথা লক্ষপতি
কন্দলি ভাঙ্গিল সমঞ্জসে।
জামাতাব হাতে ধরি চলে সাধু নিজ পুরী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ॥ (বঃ)

দেবতার নাম ধরি ঘৃতের গণ্ডুষ করি
ভোজনে বসীলা ধনপতি।
সুপীষ্টক পরমান্ন ক্ষির খণ্ড আদী খান
হরিশে পরিশে রম্ভাবতী॥
ভোজন করিয়া দুঁহে কুসুম-শয্যায় রহে
চারীভীতে বণীক-রমণী।
বাসঘরে কুতূহলে বণীক-রমণী ছলে
অবিরত পরিহাস-বাণী॥
বিদগদ ধনপতি বঞ্চীয়া বাসর রাতী
প্রভাতে উঠিলা দুই জন।
জতেক রমণাগণে সজ্যা-তোলনা দানে
কড়ি পায় পঞ্চাশ কাহন॥
সাধু জাব নিজ বাসে প্রচুর বিনয়-ভাসে
ধনপতি মাগালা বিদায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গায়॥ *

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

লক্ষপতির কন্যা দান

সাধু করে কন্যাদান দ্বিজগণে বেদ গান
গায় নাচে বঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ দুন্দুভি বেণী
আনন্দিত সাধু লক্ষেশ্বরী॥
পাটে চড়ি রূপবতা প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভ মুখে দুজনে ছাওান।
দিলেন সাধুর গলে আপনার কণ্ঠমালে
বামাগণ করে হুলুধ্বনি॥

ধনপতির স্বদেশ গমন।

লক্ষপতি বিদায় করিলা বর্য্যাতায়।
বিদায় মাগেন সাধু স্বস্তুরের পায়॥
বিদায় করিয়া বিনয়ে কান্দে রম্ভাবতী।
প্রবোধিয়া তারে দোলা চাপাঁলা দম্পতী॥

অভয়ার পুণ্যফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
সদাগর করে কন্যা দান।
বসন কাঞ্চন হার আদি নানা অলঙ্কার
দিয়া জামাতার কৈল মান॥
বাজয়ে মঙ্গল পড়া দ্বিজে বান্ধে গাটছড়া
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দুহে করে অনলে প্রণতি॥
দুহে প্রবেশিয়া ঘরে ক্ষীর খণ্ড ভোগ করে
কুসুম-শয়নে গেল রাতি।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
মুকুন্দে রচিল শুদ্ধমতি॥ (বঃ)

স্ত্রী-আচার

প্রমোদ-লোচনজলে সাধু হৈল অন্ধ।
কোলে করি জামাতারে শিরে দিল গন্ধ॥
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে॥
অঙ্গদ অঙ্গুরী হার ভূষণ চন্দন।
দিয়া লক্ষপতি কৈল বরের বরণ॥
রম্ভাবতী করিল আচার যথাবিধি।
পায়ে পাদ্য শিরে অর্ঘ্য ঢালি দিল দধি॥
বর-সূতা দিয়া মাপে বরের অধর।
তেন মত মাপে আর দুইখানি কর॥

নানাধন বিলাসীয়া নিজ গৃহে আস্যে।
নৃত্য গীত সদাগর মন্দীরে প্রবেশে॥
বসিয়া লহনা রহে দুয়ার চাপীয়া।
ঘর জাইবার পথ না দেই ছাড়িয়া॥ *

সেই সুতা বান্ধি থুইল খুল্লনার বসনে।
সাধু রব খুল্লনার নিগড়-বন্ধনে॥
আনিল আইয়োর সূতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফেরাইয়া করিয়া বেষ্টিত॥
সেই সূতা বান্ধি রাখে খুল্লনা-অঞ্চলে।
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

* পাঠান্তর—

রাম রাম স্মঙরণে পোহাইল রাত্তি।
শয্যা তাজি প্রভাতে উঠিল ধনপত্তি॥
শয্যা-তোলা কড়ি মাঙ্গে পরিহাসী জন।
সাধু আজ্ঞা করে দিতে পঞ্চাশ কাহন॥
নিত্য নৈর্মিত্তিক কার্য্য করি সমাপনে।
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
থমক ঠমক শিঙ্গা সানী জগঝম্প॥
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটশাড়ী।
কুঙ্কুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি।
নানাধনে জামাতার কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশভার॥
বরকন্যা বিদায় করিয়া চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাথে দিল সাধুর মহিলা॥

চিটা ফোটা সাধিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধে।
প্রাণ অতি উৎকট কৈলা তার গন্ধে॥ *
ঔষধে হৈতে গেলা পূর্ব্বের শমান।
শোয়াগের কাজলে চক্ষু হৈলা কাণ॥
নারীর পরম ধন জৌবন সম্পদ।
জৌবন ফুরালে তার কি করে ঔষধ॥
নির্ব্বাণ অনলেতে [যদ্যপি] দেই ফুক।
উতকট করে প্রাণ ছায়্যো পুরে মুখ॥
বিদগদ সদাগর পরম স্বুজান।
হিদয় করিলা জারে অলপ গেয়ান॥
হিদে অল্প করি তারে মুখে প্রায় বলে।
অন্তপুরে সাধু পরবেষে কুতুহলে॥
পায়্যা বহু জৌতুক পুজিলা বন্ধুজনে।
সভারে বিদায় করি চলে রাজস্থানে॥
বিড়া ভেট দিয়া বন্দে নৃপ সভাগণে।
রাজা বলে আস্য সাধু বসহ আসনে॥
বিভাকথা কৌতুকে স্বুনেন সদাগর।
প্রেমালাপে থাকি পুনরায় আল্য ঘর।
য়েইরূপে স্বুখেতে আছয় সদাগর॥
সখিসঙ্গে ভগবতী যুক্তিলা অপর॥

শ্বশুর-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজ ধাম॥
রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর।
লচনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥ ইত্যাদি (বঃ)
* প্রাণ ছটফট করে বিটকাল গন্ধে। (বঃ)

ব্যাধ-জালে সুয়া বন্দী হব জে কারণ
অভয়া-মঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ *

নাচাড়ি। ধানসি।

শারী-শুক-উপাখ্যান।

খগান্তক মৃগান্তক দুই ভাই যমকাক †
উজবনী-নগর-নিবাসী।
প্রভাতে কানন চলে জাল ফাঁদ আঠানলে
বেহঙ্গম বধে রাশী রাশী ॥

---

* অতিরিক্ত :—

ধনপতির রাজসভায় গমন।

যত বন্ধুজনে সাধু করি নিমন্ত্রণ।
ব্যবহার দিল সাধু বসন কাঞ্চন ॥
বহু দিন সদাগর আছেন ভবনে।
নানা ধন লয়ে চলে রাজ-সম্ভাষণে ॥
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়া-বান্ধা পাণ ॥
গাছু বান্ধি নিল সাধু ঘৃত দশ ঘড়া।
সগোল্লাদ খান দুই খান-দশ গড়া ॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন ॥
রাজসভায় সদাগর হৈল উপস্থিত।
প্রণাম করিয়া দ্রব্য থোয় চারিভিত ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (বঃ)

† যমান্তক (অঃ; বঃ) যমক (কাঃ)

অনুদিন অক্ষটি-নন্দন।

আসয় করিয়া শংশা অবিরত জীবহিংসা

জার জেই বিবিধ ঘটন ॥

করে ধরি ধনু শর ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর

প্রাণী বধে বিবিধ প্রবন্ধে।

উর্দ্ধমুখে চাহে শাখা বধে নানা জাত পাখী

শাতনলা জালে আঠা ফান্দে ॥

ভর্জিত তণ্ডুল শনে কাননে কলাই বুনে

রহে ব্যাধ ঝোড়ের আহড়ে।

লুব্ধ ভক্ষণের আসে ঝাকে ঝাকে ডালে বসে

নানা বেহঙ্গম বন্দী পড়ে ॥

কপোত ককুভ * কঙ্ক কামী কোক কলবিঙ্ক

কলরব কলীঙ্গ কর্কট।

কালকণ্ঠ কাঁর † কেকি কুব্বর ‡ কাদম্ব পাখী

শুভ § খঞ্জন করট ॥

শতক ¶ তিতীর পেঙ্গা || টেষকোনা ** মাছরাঙ্গা

নারক শারস †† গাঙ্গচীল।

বলাকা বর্ত্তীক হংশ সেন ভাস করে ধংশ

বাবুতি ‡‡ বারই §§ কোকিল ॥

হয়-পুচ্ছ লম্বা ¶¶ ফান্দে কত শামুকান ||| বান্ধে

দলপিপি বধে তাম্রচূড়।

গুড়ুর ভারইঘটা টুকি টুনী তালচটা

টিয়া পানীকাজুড়া *** বাদুড় ॥

* কর্দ্দম (বং)। † কুথা (বং)। ‡ কুমার (বং)। § কারণ্ডব (বং)।
¶ চাতক (বং)। || ফিঙ্গা (বং)। ** টেনকোনা (বং)। †† সারক (বং)।
‡‡ রাঙ্গাচূড়া (বং)। §§ বাবুই (বং)। ¶¶ লোম (অঃ; বং; কাঃ)।
||| শত পাখী (বং; কাঃ)। *** পানকৌড়ি (বং)।

হরিতাল কপিঞ্জলে বধে ব্যাধ সাতনলে
বগড় * বিন্ধয়ে চক্রবাকে ।
কাঠঠোকরিয়া পেচা শরালু সে † কাদাকোচা
নানাবিধ ফান্দে বান্ধে কাকে ॥
নানা জাতি পক্ষি জত বধে ব্যাধ শত শত
দৈববসে সারা পড়ে ফান্দে ।
শপনে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কন গান
ধরণী লোটায়্যা সুয়া কান্দে ॥‡

নাচাড়ি ॥ গান্ধারা ॥ সুই ॥

* ঝাড়ে (অঃ ; বঃ) বিগড় (কাঃ) † টীয়া টইয়া (বঃ) ।
‡ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত—

দারুণ কর্ম্মের ফলে শারিকা পড়িল জালে,
ধরণী লুটায়্যা শুয়া কান্দে ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
নৌতুন মঙ্গল পরবন্ধে ॥ (বঃ)

ব্যাধের শারিকা বন্দীকরণ

শ্রমযুক্ত দুই ভাই বসি তরুতলে ।
শারী শুক দুই পাখী আছে সেই ডালে ॥
শারা বলে ওহে শুক আজি লাগে ভয় ।
হেন বুঝি বনে আইল কালের সঞ্চয় ॥
এ বন ছাড়িয়া চল অন্য বনে যাই ।
গহন কাননে গিয়া মিষ্ট ফল খাই ॥
তুণ্ডের আহার খসি পড়ে নিরন্তর ।
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ বুকে লাগে ডর ॥
নিবসি কাননে প্রিয়ে কিছু ভয় নাঞি ।
সাহসে করহ ভর যা করে গোঁসাঞি ॥

শুকের বিলাপ ও বন্ধন

নিজ নারী ব্যাধ-জালে বন্ধন দেখিয়া।
অতিশয় কান্দে শুক আকুল হইয়া ॥
হা হা দারুণ বিধি বড়ই নিষ্ঠুর।
নানা সুখ দিয়া মোকে কৈলা যেত দূর ॥
উঠি পড়ি কান্দে সুক জালে শারী দেখি।
কান্দিতে লাগিলা শারী স্বামী-মুখ দেখি ॥
বিধির ঘটন প্রভু কর্ম্ম সুখ দুঃখ।
বিচারে পণ্ডিত জন না করি অসুখ ॥
বিচার করিয়া মনে দেখ আপনার।
আপনে থাকিলা সর্ব্ব হয় পুনর্ব্বার ॥
না কর বিলম্ব যাইয়া তেজ এই বন। *
যেই দুষ্ট ব্যাধ পাছে বধয়ে জীবন ॥
দূর কর প্রাণনাথ আমার মমতা।
জতনে বিবাহ কর অপর বনীতা ॥

এই বনে বহুকাল করিলাম বাস।
কেমনে ছাড়িবে প্রিয়ে বাপের নিবাস ॥
দৈবে যদি করে দয়া সব্ব ঠাঞি তরি।
অন্য দেশে গেলে প্রিয়ে ঘরে বসি মরি ॥
শারী শুক দুঃখ ভাবে বৃক্ষের উপর।
তরুতলে বসি শুনে দুই ব্যাধবর ॥
বাম করে পাতা-লতায় পাতে নানা ছলা।
আটা ফান্দ দিয়া ত চালায় সাতনলা ॥
পাথে আটা দিয়া ব্যাধ করে নানা সন্ধি।
উড়িয়া পালাল্য শুক শারী হৈল বন্দী ॥ (বঃ)

* সত্বর ছাড়হ নাথ তেজ এই বন। (কাঃ)

গুরু বন্ধু মাতা পিতা জে জথা আছয়।
সভাকারে কহিয়ে আমার শবিনয়॥
সারীর বিরহে সুয়া পড়ে ব্যাধ-জালে।
দুই জনে বন্দি হৈলা দুরাদৃষ্ট-ফলে॥
দুই জনে বন্দি হৈলা করেন ক্রন্দন।
হেনকালে ব্যাধ আসি দিলা দরশন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ব্যাধের প্রতি শুকের উপদেশ

শুন হে অবোধ ব্যাধ কি তোর জিবনে সাধ
কেনে কর প্রাণাবধ-পাপ।
অধর্ম্ম করিলা নিত্য পোষ বন্ধু দারাপত্য
পরলোকে পাবে পরিতাপ॥

অকস্মাত মজিবে শবংশে॥ *
ক্ষুধা তৃশা দুখ সুখ আপনারে জেন দেখ
পরে দেখ্য শেই অনুমানে।

অতি সুবলিত তুণ্ড বচন অমৃত-ভাণ্ড
হত্যাল-বরণে কলেবর।
রিপুভয় পরিহরি জীবন অসার করি
নিবাতঙ্কে করিছে উত্তর॥
ধরিয়া যতেক জীব অধর্ম্ম সঞ্চয় লভ
কত কড়ি পাও পক্ষ-মাংসে।
যতেক পক্ষের শাপে অতি গুরু পরিতাপে (কাঃ)

কৈলে জীবে শমভাব বড় পুণ্য হব লাভ
প্রভু পরিতোশ পাবে মনে ॥*
জত দেখ ভাই বন্ধু সভে পিরিতের সিন্ধু
মৈলা করে দিনা দুই শোক।
সুকৃত-দূরিত-ফলে পড়িবে যমের জালে
জতনে রাখীহ পরলোক ॥
প্রাণীবধে দিলা মন শঞ্চয় করহ ধন
তুমি মৈলা লব অন্য যনে।
জত কিছু কর মর্ত্তে পাপ পুন্য জাব শাথে
জত দেখ সর্ব্ব অকারণে ॥
কোপে পরিহর মতি পুন্যে কর অবগতি
রাখ পক্ষ সকলের প্রাণ।
আমা লহ নৃপ-স্থানে পাবে তথা নানা ধনে
আজা হৈতে দুঃখ অবশান ॥ †
মোহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়-মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

বধ তুমি জীব এত অধর্ম্ম করহ নিত্য
কত কড়ি পাও পক্ষীমাংসে।
নিরীহ পক্ষীব শাপে অতি ঘোরতর পাপে
অবিলম্বে মরিবে সবংশে ॥ (বঃ)
* সভাকার অন্তর্যামী বুঝিয়া অনন্তস্বামী
পরিতোষ দেন সভার মনে ॥ (বঃ)
† অতিরিক্ত :—
হৈল প্রিয়া তোর বশ রাখহ আপন যশ
আমি তোর লইনু শরণ।
অনুগতে কৃপা যদি কৃপা করে কৃপানিধি
তবে হবে ধর্ম্মের লক্ষণ ॥

শুন ব্যাধ মহাশয় যে জন শরণ লয়
প্রাণপণ তাহার কারণে।
শরণপালন-গুণ শ্রবণ পাতিয়া শুন
যেই কথা শুনিনু পুরাণে॥
সূর্য্যবংশে শিবি রাজা সুত সম পালে প্রজা
দানে কল্পতরুর সমান।
ত্যজে যিনি নিজ বংশ কেবল বিষ্ণুর অংশ
জীবনামে বংশের আখ্যান॥
দেখিয়া রাজার রীত হয়ে বড় সবিস্মিত
আইলা ধর্ম্ম ছলিতে রাজারে।
আদিদেব ধর্ম্মরায় হইল সঞ্চানকায়
কপোত করিল পুরন্দরে॥
কপোত প্রাণের ভয়ে গগনে সুস্থির নহে
উপনীত রাজার সভায়।
করিয়া উভয়পাণি বলে শুন নৃপমণি
অনুগত হলেম তোমায়॥
সঞ্চান আসিয়া কয় শুন ওহে মহাশয়
এই খগ আমার আহার।
কপোত রাখিলে মোহে ক্ষুধায় উদর দহে
এই কোন ধর্ম্মের বিচার॥
শুনিয়া নৃপতি কয় এমন উচিত নয়
অনুগত না দিব ছাড়িয়া।
আর যেবা চাহ ভক্ষ্য দিব নানা জাতি পক্ষ
লৈলুঁ দান কপোত মাগিয়া॥
যদি বা রাখিলে পক্ষ আমাকে ত দেহ ভক্ষ্য
নিজ মাংস দেহ নৃপমণি।
রাজা কৈল অঙ্গীকার আনে অসি খরধার
হাহাকার করে সবে শুনি॥
মাংস কাটি খানি খানি সঞ্চানে কহেন বাণী
লহ মাংস করহ ভক্ষণ।

শুক-শারীর বন্ধন-মোচন

স্নুয়ার বচনে ব্যাধ হৈলা জ্ঞানবান।
জত বন্দী পক্ষে ব্যাধ দিলা প্রাণদান॥
কোলাহল করি পক্ষ উড়িল গগনে।
জার জেই নিজ গণে হইলা মিলানে॥
কাটিলা পাটন-কাণ্ডে দুহার বন্ধন।
করে বসাইয়া কৈলা অঙ্গের মার্জ্জন॥ *
আজী হৈতে স্নুয়া তুমি হৈলা মোর গুরু।
স্বধর্ম্ম-শঞ্চয়ে মোরে তুমি কল্পতরু॥
বৈষ্ণব জনের সঙ্গে নিস্তারের বীজ।
তোমা হৈতে ত্যাগ কৈল পাপকর্ম্ম নিজ॥ †

এমত সাহস তার অস্থি মাত্র হৈল সার
তবু রাজা কুতূহল-মন॥
এতেক জানিয়া মর্ম্ম কৃপা তারে কৈল ধর্ম্ম
অনুগত পালন দেখিয়া।
তোর আমি হব বশ রাখিবে আপন যশ
বল তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
প্রতিজ্ঞা-পালন-কাম বনবাস গেলা রাম
সমুদ্র বান্ধিল কুতূহলে।
প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে লক্ষ্মণ গেলেন বনে
দৈত্যরাজ গেলেন পাতালে॥
পক্ষিমুখে নর-বাণী অতি অপরূপ শুনি
প্রতিজ্ঞা করিল পক্ষী সনে।
বুঝিয়া তাহার মন শুক আইল ব্যাধস্থান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥ (বঃ)

* অতিরিক্ত :— যোল বাণ হেম জিনি চরণের শোভা।
রত্নের পালট জিনি পালকের আভা॥ (বঃ)

† অতিরিক্ত :— আর না করিব কভু পক্ষবধ-পাপ।
ঘুচাইলে পাপচিত্ত ধর্ম্মদাতা বাপ॥ (বঃ)

পক্ষ বলে লৈয়া চল নৃপতির পাষে।
বাড়াব তোমার ধন বলী প্রীয় ভাসে ॥
পক্ষবাণী স্থনী ব্যাধ তেজিলা কানন।
নগর ভীতরে আল্যা হরসীত মন ॥
সারী স্থয়া হাথে ব্যাধ জায় রাজ-পথে।
পক্ষ দেখি নগরিয়া চলে তার শাথে ॥
কেহ বলে পক্ষমূল্য দিব চারি পণ।
কেহ বলে য়েক খানি দিব হে বশন ॥
নগরিয়া-কথা ব্যাধ কানে নাহি করে।
দণ্ডমাত্র উত্তরিলা রাজার দুয়ারে ॥
দ্বারী-সঙ্গে জায় ব্যাধ নৃপ শন্বিধান।
শারী শুক ভেট দিয়া হৈলা নতিমান।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

নাচাড়ি। শ্রীরাগ।

শারী-শুক-সংবাদ

।· রায় সারী স্থয়া করে প্রণিপাত। *
তোমার চরণ দেখি সফল হৈল আখী
ধন্য ধন্য তুমি ক্ষিতি-নাথ ॥

---

* অতিরিক্ত :— শুকের পক্ষেব আড়ে শারী হৈল লুকা।
পক্ষীব চরিত্র দেখি রাজা হৈলা সুখী ॥ (বঃ)

। পাঠান্তর :—
রায় দুঃখ সুখ নিবেদি তোমায়।
পূর্ব্ব-জন্মকৃত গতি বিধি বিড়ম্বিল তথি
পুণ্যফলে তোমার সভায়।

শ্রীবৎস রাজার ঘরে কলধৌত সুপঞ্জরে
আছীলাঙ সভাতে পণ্ডীত।
প্রতিদিনা ক্ষিতীনাথ অঙ্গে আরোপণ হাথ
চন্দনে করিয়া বিভূশীত॥

আমার জন্মের বাণী শুন তুমি নৃপমণি
মোরে দুখ দিল হে মদন।
পুর্ব্বেতে বিধর্ম্ম কৈল পক্ষ-যোনি জন্ম হৈল
আমি বিভাণ্ডকের নন্দন॥
শুনহ বাপের কথা দশ সস্র ছিল রথা
এক কোটী অশ্ব পদাতিক।
রাউত মাউত যত তাহা না কহিব কত
চৌদ্দ লক্ষ আছিল বাহক॥
মেধস মুনির শাপে জন্ম হৈল মর্ত্তলোকে
পূর্ব্বজন্ম না যায় মোচন।
বিধি-নিয়োজিত কর্ম্ম না হয় সুকৃত ধর্ম্ম
পক্ষ-যোনি হইল জনম॥
শ্রীবৃন্দাবন পবিত্রস্থলে কালিন্দী সুস্থানদলে
জন্ম মোর কল্পতরু-মুলে।
বৃন্দাবন বাস করি নিশি দিশি দেখি হরি
আছিলাম আনন্দ-মঙ্গলে॥
গোয়ালা-বালক সঙ্গে আছিল আনন্দ রঙ্গে
নিরবধি দেখি চান্দমুখ।
বৃন্দাবন বাস করি নিশি দিশি দেখি হরি
তথা গিয়া বিধি দিল দুঃখ॥
বিধি কৈল বিড়ম্বন আইলাম নন্দন-বন
ব্যাধবর দেখিল আমায়।
অনেক প্রকার করি আমা দুহাকারে ধরি
লয়্যা গেল রাজার সভায়॥
সভা করি সুরপতি আমা দুহা লয়্যা তথি
দেখিতে আইলা দেবগণ।

ত্রিভুবনে সুদুর্লভা সুনীঞা তোমার সভা
জাতে নবরত্নের বিচার।
যুক্তি করিয়া মনে আল্যাও তোমার স্থানে
বুঝিতে তোমার ব্যবহার ॥

পক্ষ-মুখে নর-বাণী তুষ্ট হৈলা নৃপমণি
দৈব কৈল পুষ্প বরিষণ ॥
বসিতেন সভা করি ধন্য সে অমরাপুরী
বড় জ্ঞান কৈল সুররায়।
সভার সহিত ঠাই পরিনাবে ভেদ নাই
কথ দিন ইন্দ্রের সভায় ॥
স্বর্গ সুদ্বারিকা পুরী শ্রীবৎস নৃপাধিকারী
চিন্তা নামে তার মহাদেই।
শ্রীবৎস রাজার সখা সুবপুরে হইল দেখা
আমা মাগি নিলা ইন্দ্র-ঠাই ॥ (কাঃ)

শারী-শুক-সংবাদ

রায় হে! দুখ নিবেদি তোমায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগতি বিধি-বিড়ম্বিতে স্থিতি
পুণ্যবান্ তোমার সভায় ॥
কহে পক্ষী শারী শুক নিবেদি আপন দুখ
শুন হে নৃপতি দণ্ডরায়।
পূর্ব্ব পাপের ফলে জন্ম হৈল পক্ষি-কুলে
আছিলাম ধর্ম্মের সভায় ॥
আমার জন্মের বাণী শুন ওহে নৃপমণি
মোরে দুখ দিল কর্ম্মদায়।
পূর্ব্বেতে অধর্ম্ম কৈল পক্ষি-কুলে জন্ম হৈল
বীরবাহু রাজার তনয় ॥
শুনহ পাপের কথা দশ সহস্র ছিল মাতা
এক কোটী অশ্ব পদাতিক।

থ্যায়া নানা ফলরস আইলাঙ বাসাদস
নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে।
প্রবেশী তোমার দেশ প্রাণে পাইল্য অতি ক্লেশ
বান্ধা গেনু চর্ম্মময় ফান্দে ॥

স্নাহুত মাহুত যত তার নাম লব কত
চৌদ্দ লক্ষ আছিল বাহক ॥
বিশ্বামিত্র মুনির শাপে জন্ম লৈল পক্ষি-রূপে
পূর্ব্বকর্ম্ম না যায় মোচন।
বিধি নিয়োজিল যত সেহ কভু নহে হত
পক্ষি-যোনি হইল জনম ॥
বৃন্দাবন পৈতৃক স্থান কালিন্দীতে স্নান দান
জন্ম মোর কল্পতরু-মূলে।
বৃন্দাবনে চান্দমুখ দেখিয়া পরম সুখ
আছিলাম আনন্দ-মঙ্গলে ॥
গোপের বালক সঙ্গে ছিলাম পরম রঙ্গে
নিরবধি দেখি চাঁদমুখ।
বৃন্দাবনে বাস করি নিরবধি দেখি হরি
তথা বিধি গিয়া দিল দুখ ॥
বিধি কৈল বিড়ম্বন গেলাম নন্দন-বন
সুরপতি দেখিল আমায়।
অনেক প্রকার করি আমা দুহা পক্ষী ধরি
লগে গেলা দেবতা-সভায় ॥
সভা করি সুরপতি আমা দুহা লয় তথি
দেখিতে আইলা দেবগণ।
পক্ষি-মুখে অমৃতবাণী তুষ্ট হৈলা দেব মুনি
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কথায় দিলেন মন
শাস্ত্র-কথা কহিনুঁ বিস্তব।
নারদাদি মহামুনি বিশ্বনাথ সুরধুনী
মুগ্ধ হৈল সকল অমর ॥

না বুঝে অক্ষটি জাতী বুঝাইনু নানা ভাঁতী
আমার বচনে দিলা মন।
প্রাণ রক্ষণের আসে আইনু তোমার পাষে
সহস্র সুবর্ণ করি পণ ॥

বার দিন[ল] সভা করি ধন্য অমরাপুরী
বড় জ্ঞান কৈল সুররায়।
সভাতে আলাপ করি ভেদ নাহি সুরপুরী
কত দিন ইন্দ্রের সভায় ॥
স্বর্গদ্বার নাম পুরী শ্রীবৎস অধিকারী
চিন্তা নাম ভার্য্যা মহোদয়ী।
শ্রীবৎস ইন্দ্রের সখা সুরপুরে পায় দেখা
আমা মাঙ্গি নিল ইন্দ্র-ঠাঁই ॥
সুবর্ণ-পিঞ্জর পর পুষিতেন নৃপবর
ঘৃত-অন্ন যোগান ব্রাহ্মণে।
গুরু কৈল বৃহস্পতি নানা শাস্ত্রে দিয়া মতি
শুনি সদা বেদান্ত-ব্যাখ্যানে ॥
কাব্য কোষ অলঙ্কার দীপিকা সাদর আর
নৈষধ বিবিধ বিধানে।
আগম পুরাণ মুনি নাগান্ত যোগান্ত জানি
মাঘ ভট্টি জানি রামায়ণে ॥
জানি সব শাস্ত্র তন্ত্র কণ্ঠস্থ শ্রীভাগবত
অষ্টাদশ পুরাণ নিবারে।
সংসারে হারালুঁ যত পণ্ডিত আমার মত
আইলাম তোমা বরাবরে ॥
দর্পে রায় কহে বাণী স্বর্গ মর্ত্ত্য তবে জানি
নারিবে জিনিতে রত্নসভা।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী পুত্র সনে আগুসরি
সেই সভায় সরস্বতী-প্রভা ॥ (বঃ)

সহস্র কাঞ্চন দিয়া আগেতে আমারে জিয়া
প্রাণ শয় বিনে নাহি দান। *
দিয়া অক্ষটীরে ধন সুস্থীর করাহ মন
তবে সে করিব জল পান॥
পক্ষ-মুখে নর-বাণী নৃপতি বিস্ময় গনী
দিলা ব্যাধে সহস্র কাঞ্চন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নাচাড়ি।

সুকের পাখের আড়ে সারী হৈলা লুকি।
পক্ষের চরিত্র দেখি নৃপতি কৌতুকী॥
রাজা বলে হেন পক্ষ কভূ নাহি দেখি।
আজী কিবা বিধাতা আমারে হৈলা সুখি॥
দশ বাণ সোনা জিনী চরণের আভা।
জবের প্রলহ জিনী পালকের শোভা॥
নৃপতি-লক্ষণ দেখি কণ্ঠে তিন রেখা।
বড় পুণ্য দেবপক্ষ ক্ষিতিতলে দেখা॥
রাজা বলে সুন পক্ষ কোন বংশে জন্ম।
আছীলা কেমন দেশে কৈলা কোন কর্ম্ম॥
বলে সুক বলে ভূপ নিবেদি তোমারে।
ভূত্ত ভবিশ্বত আমী পারী বলীবারে॥
——— কিছু নৃপে কৈলা নিবেদন।
ইবে পক্ষ হৈলুঁ রায় বিধির ঘটন॥
শ্রীপশ্ছ নামেতে রাজা স্বর্গের দুয়ারে।
সুবর্ণ পঞ্জরান্তরে পালীলা আমারে॥

প্রাণের সমান নাহি আন। (কাঃ)

ঘৃত-অন্ন ভক্ষণ পঠন অনুক্ষণ।
আগম নিগম ভট্টী করিল গ্রহণ॥
ব্রহ্মবৃত্তি রঘুনাথ বেদান্ত দর্শন।
কুমার ——————————— ॥
ভাগবত ভারত নাটক কাব্য গীত।
নানা শাস্ত্র নৃপ-পুণ্যে আমার বিদীত॥
দৈববসে সেই রাজা বনবাসে গেলা।
দেখি সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড প্রমাদ মানীলা॥
নানাস্থানী লোক আমী ভ্রমি নানাস্থানে।
অক্ষটির জালে বন্দী বিধির ঘটনে॥
মোর বাক্যে অক্ষটি ভেজিলা প্রাণাগণ।
—— পুন্যে দেখিলাঙ তোমার চরণ॥
সুনীঞা পণ্ডিত তারে পূর্ব্বপক্ষ কৈলা।
প্রণত হইয়া সুখ তারে নিবেদিলা॥
হিতাহীত নিত্যানিত্য করেন জাতক।
অনেক প্রবন্ধে তাহা সার্দ্ধীলা অনেক॥
সভাগণ বন্দা পক্ষ পুন নিবেদয়।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ কয়॥

নাচাড়ি॥ মল্লার। চৌপদী।

প্রহেলিকা।

প্রহলিকা কহে সুয়া পিযুশ রসাল।
সুধন্য সভার লোক সুনয়ে ভূপাল॥
বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
তরু লতা নহে তার অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডীত বুঝিতে পারে দুই চারী দিবশে।
মুরুখ বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ ১ ॥

শিরস্থানে নিবসে পুরের দুই শার।
ভাল মন্দ সভাকার করয়ে বিচার॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করি তার মুখে দিয়া কালী॥ ২ ॥
বেগে রথ ধায় নাহি চলে য়েক পায়।
নাচয়ে পাথীক তথি পশারীয়া গায়॥
হিয়ালী প্রবন্ধে হে পণ্ডীত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথী ॥৩॥
পাশাণ জিনীয়া তার দৃঢ়তর কায়।
তুশার জিনীঞা শে শিতল লাগে গায়॥
জখন পৃথিবী সঙ্গে হয় শমিলন।
সেই ক্ষণে হয় তার অবশ্য মরণ ॥ ৪ ॥
মাথায় বহিয়া আনী করি জত্নবান।
বিনু অপরাধে তার করি অপমান॥
অপমান গুণ তার খণ্ডন না জায়।
অবশ্য করিয়া দেই সম্বল উপায় ॥ ৫ ॥
বিধাতা-নির্ম্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগী শেবা পুরুষ তায় বস্যে নিরাহার॥
যখন পুরুষ সেই হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥ ৬ ॥
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল সে পল্লব তার অতি সে বিপুল॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের দোসন॥ ৭ ॥
মৎস্য কৎস নহে সেই পাণী পাণী বুলে।
কুম্ভীর হাঙ্গর নহে দেখিলা সে গিলে॥
গিলে পুন উগারয় দেখে সর্ব্বজন।
হিয়ালী প্রবন্ধে হে পণ্ডীত দেহ মন॥ ৮ ॥

রঙ্গে রসে কৌতুকে ভ্রমে চারি ভাই।
জিয়ন্ত যে ভীনু ভীনু মরে য়েক ঠাই ।।
বুঝহ পণ্ডিত হিয়ালীর ছন্দ।
মূর্খে কি জানীব পণ্ডিতেরে লাগে ধন্ধ ।। ৯ ।।
তৃশাতে আকুল বড় জল খাল্যে মরে।
স্নেহ নাহী করিলা তীলেক নাহি তরে ॥
উগারয় অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সনে আলীঙ্গনে তেজয়ে পরাণ ।। ১০ ।।
দেখিতে রূপস দুই মুখ য়েক কায়।
য়েকমুখে উগারয় অন্যমুখে খায় ।।
মরিলে জীবন পায় হুতাস-পরশে।
বুঝ বুঝ নৃপবর সভামধ্যে বৈসে ॥ ১১ ।।
জিয়ন্ত যে মৌন শেই মৈলা ভাল ডাকে।
শীরে ছাল নাহি তার বিধির বিপাকে ।।
অবশ্য আনীবে তারে মঙ্গল বিধানে।
হিয়ালী প্রবন্ধ করি শ্রীমুকুন্দ ভণে ॥ ১২ ॥ *

নাচাড়ি ॥

পক্ষের কথায় পরিতোশ সভাজন।
সাধু সাধু বলী বৈল প্রশংসা বচন ॥
সুনী পক্ষ আপনার প্রশংসা উত্তর।
পুন নিবেদয়ে সুক নৃপ বরাবর ॥
কি কহিতে পারী অতি নীচ জাতী আমী।
শংশার ভীতরে রাজা বড় ধন্য তুমি

* অতিরিক্ত :—ঘরেতে পূর্ণিত তনু নহে জগজন।
থাকিয়া স্নার সঙ্গে করে আলিঙ্গন ॥
পর পরিতোষ হেতু বল করে ব্যয়।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হে হেঁয়ালি নিশ্চয় ॥ ১ ॥

লোভ মোহ কাম আদি গৃহে ধনজন।
প্রভূর মায়ায় বন্ধ শকল ভুবন ॥
ইহাতে জে জন মাইয়া-বসে বন্ধ হৈয়া।
নিজ কর্ম্ম শকল ঈশ্বরে শমর্পীয়া ॥
শকল সভারে শমান ভাব শম সুখ দুখে
সুজন মিলন সুবচন জার মুখে ॥

জলেতে জনম তার অগ্নিতে বিশেষ।
বৃষভের পিঠে চড়ি ভ্রমে দেশ দেশ ॥
এক দিগে জন্ম তার তিন দিগে খায়।
মায়েতে ছুঁইলে পুত্র মরিয়া পলায় ॥ ২ ॥
উত্তম বংশেতে জন্ম হয় নীচ ঘরে।
আপনি বিকায়্যা পরের উপকার করে ॥
উদরের ক্ষুধা বিনু খায় নানা ধন।
বিনা অপরাধে হয় নিগড় বন্ধন ॥ ৩ ॥
দেবতার শিরে থাকে সাপ সনে সঙ্গ।
গৌরবে আসিয়া তার পাথরে ঘষে অঙ্গ ॥
হিংসক জনের সেই করে উপকার।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হে হেঁয়ালির সার ॥ ৪ ॥
দ্বাদশ লোচন তার বিংশতি চরণ।
রণচণ্ডী নহে সেই পৃথিবীদলন ॥
রিপুগণ দেখি সেই উর্দ্ধমুখে ধায়।
বন্ধন ঘুচায়্যা দিলে রিও (?) মুখে খায় ॥ ৫ ॥
তিন চরণ ধরি সেই চলে পর-পায়।
অস্থি মাংস নাই বৈসে রাজার সভায় ॥
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হে হেঁয়ালি প্রবন্ধে।
মুণ্ড থাকিতে সে ভোজন করে কন্ধে ॥ ৬ ॥
জল মধ্যে বস্যে সেই নাই ছোয় নীর।
পেটেতে অঙ্কুর তার ত্রিকোণ শরীর ॥
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হেঁয়ালির রঙ্গ।
যাত্রাকালে নাম লৈলে হয় যাত্রা ভঙ্গ ॥ ৭ ॥

শকল কর্ম্মেতে করে প্রভু আরাধন।
সেই জন সাধু রায় কহে সাধুজন॥
সভাগন বলে পক্ষ বড় বিচক্ষণ।
তত্ব নিরূপণ বলে মধুর বচন॥
রাজা বলে জান যদি শকল কারণ।
আক্ষটির জালে বন্দি হৈলা কি কারণ।
ইহা সুনী সুক — করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নাচাড়ি। সুই।

অনল সমান ক্ষিতি নাই চাষ বাস।
নাই তথি কাদা পাণি নাই তথি ঘাস॥
বিচ ফেলিলে পুষ্প হয় ত প্রচুর।
আছুক বৃক্ষের দায় না হয় অঙ্কুর॥ ৮॥
আগু অন্ত নাগ মধ্যে দুই জন সত।
ব্যস্ত হৈলে প্রাণ নাশ বড়ই অদ্ভুত॥
সকলেব বরনারী সদা ভাল রিত।
হেঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ চিত॥ ৯॥ (কাঃ)

অতিরিক্ত :—

বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী।
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী॥
বুঝিয়া চলিয়া বার্ত্তা দেয় আসি কাণে।
বীরের কিঙ্কর নহে বুঝহ সিয়ানে॥ ১০॥
কমল জিনিয়া তার দেহের বরণ।
চরণ অনেক ধরে গজেন্দ্র-গমন॥
বুঝহ পণ্ডিত তার শয়ন কুণ্ডলী।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে অদ্ভুত হিয়ালী॥ ১১॥
চক্ষু আছে মুখ আছে নাহি তার পা।
সভাকার হাতে থাকে কৃষ্ণবর্ণ গা॥
শিবের উপরে থাকি করয়ে আহার।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে হিঁয়ালীর সার॥ ১২॥

যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন।
ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে ঘনে ঘন ॥
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম খায় তার মুখে ॥ ১৩ ॥
বৃক্ষ-অগ্রে বৈসে সেই নহে পক্ষ জাতি।
ত্রিলোচন জটাভার নহে পশুপতি ॥
নদ নদী নয় তার জলময় কায়।
রক্ত মাংসে জড়িত নয় নারে বলায় ॥ ১৪ ॥
একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হেঁয়ালী রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বন্ধেন পণ্ডিত ॥ ১৫ ॥
এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর।
এক নাম ধরে সেই দুই কলেবর ॥
প্রবল জীবন সেই না ধরে জীবন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১৬ ॥
দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী।
ধরাধর নহে সেই বরিষয়ে পানী ॥ ১৭ ॥
আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল।
মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল ॥
মারিলে মধুর বোলে নহে সাধু জন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১৮ ॥
জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ।
দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ ॥
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালীর সার ॥ ১৯ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (বঃ)

শুকের নিবেদন।

* সুক কহে দণ্ড রায় নিবেদি তোমার পায়
দৈবদোসে বুদ্ধি হয় নাস।
শ্রীমন্ত পুরুষকারে দৈবে না লঙ্ঘিতে নারে †
সুনহ পূর্ব্বের ইতিহাস॥
লোহীত চর্ম্মের ফান্দ পাকা খাজুরের ছান্দ ‡
দেখি লোভে হৈলাঙ তরল।
কে জানে দৈবের কথা বন্ধন লিখিলা ধাতা
দৈবযোগ না জায় বিফল॥
শকল গুণের ধাম ভানু-বংশে রাজা রাম
দৈবে অন্য কৈল তার গতি। §
সুনিয়া কেকয়ীর কথা আদেশীলা তারে পিতা
করিবারে কাননে বসতি॥ ¶

* অতিরিক্ত :—

প্রশ্ন করি ওহে পক্ষ এই বড় অশক্য
বট তুমি শাস্ত্রে বিশারদে।
অনভিজ্ঞ নহ শাস্ত্রে পড়িলে দৈবের অস্ত্রে
তবে কেনে আখেটীর ফাঁদে॥ (বঃ)

† সুবুদ্ধি পুরুষবরে দৈবে না রাখিতে পারে (কাঃ)

‡ গন্ধে (কাঃ; বঃ)

§ দৈব তার কৈল উর্দ্ধগতি (কাঃ)

¶ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

জানকী লক্ষণ সাথে চলিলা কাননপথে
বিবাদিরে করিতে নিধন।
বাস করি পঞ্চবটী স্থূর্পনখার নাক কাটি
বধ কৈলা খরের দূষণ॥

— চোর-বেশ হৈয়া জানকী লক্ষণ লৈয়া
পঞ্চবটি করিলা আশ্রয়।
মারিচ লইয়া তথা রাবণ হরিল সীতা
য়েই কথা রামায়ণে কয়॥*
বহু বিত্তা বুদ্ধি বল † চন্দ্র-বংসে রাজা নল
পাষায় হারিলা নিজ দেশ।
নিজ রাজ্য পরিহরি সঙ্গে দময়ন্তি নারী
কাননে করিলা পরবেষ॥ ‡
চিন্তা দুঃখে ক্ষিণ-দেহ দেখি না সম্ভাসে কেহ
উপবাসী প্রথম বাসরে।

মারীচ রজনীচর হয়্যা হেম মৃগবর
নৃত্য করে সীতা সন্নিধানে।
হেমমৃগ দেখি রাম পূরিতে সীতার কাম
অন্য কিছু না করিলা মনে।
শর ধনু লয়্যা হাতে চলিলা কানন-পথে
লক্ষণ চলিলা অন্বেষণে॥
শূন্য দেখি নিকেতন আসি তথা দশানন
লয়্যা গেল জনকনন্দিনী।
দৈবদোষে বুদ্ধিবাদ হৈল বড় পরমাদ
রামায়ণে এই কথা শুনি॥ (কাঃ)

* পাঠান্তর :—সকল গুণের ধাম ভানু-বংশে রাজা রাম
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি।
রাম সহ গেলা বন সীতা হরে দশানন
রামায়ণে এই কথা শুনি॥

† দৈব তারে কৈল বল (বঃ)

‡ সুদেব শ্রীবৎস রাজা সব রাজা করে পূজা,
দৈবদোষে শনি পীড়ে তায়।
হয় গজ পরিহরি দাস দাসী নিজ নারী,
মহোদয়ী পশ্চাতে গোড়ায়॥ (বঃ)

বাদ ছিলা কলি * শাথে আসি দেখা দিলা পথে
হৈয়া — পক্ষ মনোহরে॥ †
নিকটে পাইয়া তায় বস্ত্র আচ্ছাদিয়া গায়
ধরিবারে চাহে নরপতি।
নৃপ-ধন-বস্ত্র লৈয়া পক্ষ গেলা পালাইয়া
য়েকবস্ত্র পরিলা দম্পতি॥
দৈবে নিদ্রাগত নারী অৰ্দ্ধখান বস্ত্র হরি
নিজ ভার্য্যা তেজে নৃপমণি।
বুদ্ধিবাদ দৈববশে নানাদুখ দেসে দেসে
বনপর্ব্বে এই কথা সুনী॥
ধর্ম্মপুত্র নৃপমণি যথা ভীম গদাপাণী
গাণ্ডিব ধরিলা ধনঞ্জয়।
কি কব গুনের রেখা বাসুদেব জার সখা
তার কেনে হৈলা শত্রুভয়॥
শ্রীবৎস নামেতে রায় দৈবেতে লঙ্ঘিলা তায়
রাজ্য ছাড়ি গেলান কানন।

* শনি (কাঃ; অঃ; বঃ)

† পাঠান্তর :— হয়্যা মীন সকুল বিসারে॥
মৎস্য পোড়া শশীমুখী ভস্মে সমলিন দেখি
পাখালিতে নিল সরোবরে।
উহে দৈবের মায়া মৎস্য গেল পলাইয়া
রাণী হেটমুখ লজ্জাভরে॥
মৎস্য ভক্ষণের আশে রাজা স্নান করি আস্যে
শুনে পোড়া-মৎস্য-পলায়ন।
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা রাজা কৈল হেট মাথা
রাণী কৈল মৎস্য ভক্ষণ॥
এই হেতু দুই জনে বিচ্ছেদ হইল মনে
নিজ ভার্য্যা তেজে নৃপমণি। (কাঃ)

পোড়া মৎস্য পলাইল   নানা স্থানে দুঃখ পাল্য
মোহাজন হৈয়া কি কারণ ॥ *
মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই   চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

হয়্যা মীন শকুল সুন্দরে ॥
পায়্যা চারু হেম মীন   চিন্তা-দুঃখে দেহ ক্ষীণ
দিল মহোদয়ীর আঁচলে।
কহিল পোড়াও মাছে   বাথ হেন আপন কাছে
স্নান করি আসি নদীজলে ॥
পোড়াইয়া চন্দ্রমুখী   পোড়া সে মলিন দেখি
পাখালিতে নিল সরোবরে।
শুনহ দৈবের মায়া   মৎস্য গেল পলাইয়া ইত্যাদি (বঃ)

অবধান কর নরপতি।
পক্ষ হয়্যা হই জ্ঞানী   ভূত ভবিষ্যত জানি
গ্রহদোষে হইল দুর্গতি ॥
শ্রীবৎস নৃপাধিকারী   তার চিন্তাবতী নারী
আমারে পাইলা শিশু কালে।
পুত্র ভাব করি মোরে   পুষিল স্তনের ক্ষীরে
পড়াইল অধ্যয়ন-শালে ॥
অবিরত অধ্যয়ন   ঘৃত-অন্ন ভোজন
সুখাসন সুবর্ণ-পল্লব।
সারস্বত মন্ত্র সেবি   সংস্কৃত পড়াত কবি
সমস্যা পূরিয়ে নিরন্তর ॥
নৃপতি যতন করি   সারিকে আনিয়া ধরি
বিবাহ দিলেন বিধিমতে।
কথ দিনে নৃপবরে   বিড়ম্বিলা শনি তারে
দেশ ত্যাগ কৈলা আচম্বিতে ॥

গৌড় নগর যাইতে ধনপতির প্রতি আদেশ। *

*   *   *

নানা বস্ত্র পায়্যা ব্যাধ করিলা পয়াণ।
রাজা বলে অবিলম্বে ————
———— গড়াইয়া দিব সুবর্ণ পঞ্জর।

সংহতি করিয়া নারী   রাজা হৈলা দেশান্তরী
প্রজাগণ ভাবে পরমাদ।
নিজ কুটুম্ব সনে   ভ্রমিয়া বেড়াই বনে
হৃদয়ে পাইয়া অবসাদ॥
বন্ধন-দশার ফলে   পড়িল ব্যাধের জালে
বন্দী হৈলাম বিপক্ষের হাথে।
করিয়া মনেতে দুঃখ   কাদিতে লাগিলা শুক
নৃপতি বুঝান বিধিমতে॥
শুক বিবাদ না ভাব তুমি মনে।
যেমতে আছিলে তুমি   তেমতি রাখিব আমি
বাড়াইব তোমার সম্মানে॥
মোর অধ্যয়ন-শালে   বসিয়া পণ্ডিত-মেলে
বিচারহ আগম পুরাণ।
নফর চাকর যত   করাইব নিয়োজিত
তেজহ মনের অভিমান॥
মহামিশ্র ইত্যাদি (কাঃ)

* দামিন্যার পুঁথির ৭১।৭২ পৃষ্ঠা স্পষ্ট পড়া যায় না। যে অংশ পড়িতে পারা যায় তাহাই উপরে দেওয়া হইল। নিম্নে কার্ত্তিক পুথি ও বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে পাঠ দেওয়া হইতেছে,—

রাজা বলে কাটি আন সুবর্ণ পঞ্জর।
ঘৃত-অন্ন দিয়া পক্ষ পালহ সত্বর॥

——— পাত্র হেট কৈলা মাথা।

*　　*　　*　　*

গৌড় * ————————

তথাকারে পাঠাইব *————

*　　*　　*　　*

————— বণিকনন্দন।

কর জুড়ি পাণ লৈয়া করিলা বন্দন ॥

এ বোল শুনিয়া পাত্র হেট কৈল মাথা।
পঞ্জরের তরে কারিকর নাই হেথা ॥
গউড় পাটনে হয় দ্রব্যের উৎপত্তি।
তথাকারে পাঠাও বানিয়া ধনপতি ॥
পাত্রের ইঙ্গিত রাজা বুঝিয়া সত্বরে।
ধনপতি ভায়া যাও গউড় নগরে ॥
রাজার চরণে সাধু করে নিবেদন।
দুই জায়া ঘরে মোর নাহি উপেক্ষণ ॥
রাজা বলে মোর বাক্যে কর অবধান।
আপনি রাখিলে রয় আপনার মান ॥
পাত্র মিত্র বলে সাধু না কর বিষাদ।
করিতে রাজার কার্য্য কোন পরমাদ ॥
কালু দও বলে -- কত সাধ মান।
থাকিয়া রাজার রাজ্য খাও হেম দান ॥
এতেক বচন যদি কৈল কালুদাস।
ধনপতি নিল পান পাইয়া তরাস ॥
পঞ্জরের তরে সোনা দিলেন জুখিয়া।
চলে সাধু ধনপতি বিষাদ ভাবিয়া ॥
কাঞ্চন লইয়া সাধু হইল বিদায়।
বিলম্ব করিতে তথা নারে নৃপভয়ে ॥
লহনারে ডাকিয়া কহিলা সবিশেষ।
পঞ্জর কারণে আমি যাই গৌড় দেশ ॥

পঞ্জরের তরে সোনা লহ ——— জুঁখিয়্যা।
———————— বিদায় করিয়া ॥
নিকেতনে গিয়া ——— করিলা ভোজন।
লহনারে খুল্লনা ————————

কার্য্যবশে বিলম্ব হইবে কথোদিন।
খুল্লনারে সমর্পিলু তোমার বহিন ॥
সতীনের ভাব মনে কর যদিস্যাত।
এত বলি মাথায় তুলিয়া দিল হাথ ॥
খুল্লনারে হাথে হাথে কৈল সমর্পণ।
গমন-সময়ে গদগদ তিনজন ॥
যাত্রার সময়ে পরমিষ্ঠ সদাশিব।
হৃদয়ে ভাবিল তাঁর চরণ-রাজীব ॥
গমন-সময়ে সাধু চাপিয়া দোলায়।
ভোট গাড়ু লইয়া কিঙ্কর পাছু ধায় ॥
অবিলম্বে সদাগর চলিলা সত্বরে।
প্রথমে করিলা বাসা মজলিসপুরে ॥
বারবকপুর গেলা তৃতীয় দিবসে।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি অবশেষে ॥
সিতলপুর গেলা সাধু চতুর্থ দিবসে।
বড়গঙ্গা পার হয়্যা গৌড় প্রবেশে ॥
রাজার সভায় সাধু হল্যা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত ॥
বসিবার তরে আদেশিলা নৃপবর।
নৃপাদেশে আসনে বসিলা সদাগর।
পরিচয় জিজ্ঞাসে নৃপতি গুণধাম।
কোন দেশে বসতি তোমার কিবা নাম ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (কা
রাজা বলে হেন পক্ষী কোথাও না দেখি।
আজি আমারে কিবা বিধি কৈলা সুখী ॥

———————সদাগর চলিলা উত্তরে।
প্রথমে করিলা———————
বারবকপুরে গেলা দ্বিতীয় দিবসে।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি-অবশেষে

ষোল-বাণ সোণা জিনি চরণের শোভা।
মাণিক সমান দুই লোচনের আভা॥
রাজা বলে শীঘ্র আন সুবর্ণপিঞ্জর।
ঘৃত-অন্ন দিয়া পক্ষী তোষহ সত্বর॥
এ বোল শুনিয়া পাত্র হেঁঠ কৈল মাথা।
পিঞ্জরের তরে কারিগর নাহি হেথা॥
গৌড় পাটনে পিঞ্জর উৎপত্তি।
তথাকারে পাঠাও বেণিয়া ধনপতি॥
পাত্রের ইঙ্গিতে রাজা বুঝিল সত্বর।
ধনপতি ভায়া যাহ গউড় নগর॥
রাজার বচনে সাধু করে নিবেদন।
দুই জায়া ঘরে মোর নাহি অন্যজন॥
আর একজন যাউক গউড় পাটন।
অবধান কর ভূপ মোর নিবেদন॥
রাজা বলে শুন পাত্র কর অবধান।
কভু নাহি রাখে লোক আপনার মান॥
পাত্র মিত্র বলে ভায়া না কর বিষাদ।
করহ রাজার কাজ কোন্ পরমাদ॥
কালু দত্ত বলে ভায়া কত সাধ মান।
বৈসহ রাজার রাজ্যে খাও ত ইনাম॥
এতেক বচন যদি কৈল কালিদাস।
ধনপতি হৈল প্রাণ পাইয়া তরাস॥
নৃপবর বলে সব বুঝিলাম ভায়া।
দুঃখ লাগে ছাড়িয়া যাইতে ছোট জায়া
তেঁই তোমা পাঠাইতে সর্বদা বিহিত।
পিঞ্জর লইয়া তুমি আসিবা ত্বরিত॥

বালীঘাটে উত্তরিলা দোলার ধায়নী

* * *

————————গেলা চতুর্থ দিবসে

————————————————প্রবেশে ॥

প্রণতি করিলা গিয়া নৃপতির পায়।

সভা————ভেট দিয়া বসিলা তথায় ॥

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।

শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

লজ্জায় হাসিয়া সাধু কৈল অঙ্গীকার।

নৃপতি প্রসাদ দিয়া কৈল পুরস্কার ॥

কাঞ্চন জুখিয়া লয়ে হইল বিদায়।

বিলম্ব করিতে নারে নৃপের আজ্ঞায় ॥ (বঃ)

গৌড় রাজ্যে ধনপতির গমন

পিঞ্জরের তরে স্বর্ণ দিলেন জুখিয়া।

চলিলেন সদাগর বিদায় লইয়া ॥

ঘরকে যাইতে নাহি রাজার আদেশ।

দূত-মুখে লহনাকে কহিল বিশেষ ॥

বিদায় লইয়া সাধু চলিলা সত্বরে।

প্রথমে করিল বাসা মজলিসপুরে ॥

বারবকপুরে গেলা দ্বিতীয় দিবসে।

বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি-অবশেষে ॥

বালীঘাটা উত্তরিল দোলার ধায়নী।

রন্ধন ভোজন করি গোঙায় রজনী ॥

রাত্রি দিন চলে সাধু না করে রন্ধন।

ক্ষীরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভক্ষণ ॥

শীতলপুর উত্তরিলা চতুর্থ দিবসে।

বড়গঙ্গা পার হয়্যা গৌড় প্রবেশে ॥

রাজভেট নিল সাধু সুধারিয়া ভেড়া।

পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী লৈল দুই ঘোড়া ॥

নাচাড়ি। সুভগা।

গৌড়রাজের সহিত ধনপতির কথোপকথন।

* রাজা বলে সদাগর কোথা বা তোমার ঘর
(কোন জাতি) কি নাম তোমার।
(সংসার) ছাড়িয়া বাস কিবা কাজে পরবাস
(কেন বা তোমার আগুসার ॥)
(ছত্রিশ আশ্রম খ্যাতি গন্ধবণিক জাতি)
উজানী নগরে (মোর স্থিতি।)
নিজ বৃত্তি অনুসারে আল্যাঙ তোমার পুরে
অবিধান আমার ধনপতি ॥
রাজা বড় কৌতুকী পাইলা উত্তম পাখী
(নিয়োজিল সুবর্ণ পিঞ্জরে।)
(কামিন্যা) না পায়্যা তথা (আমাক পাঠালা হেথা)
(আত্মভাব করিয়া তোমারে ॥)

কান্দি দশ নিল রাঙন নারিকেল।
ঘড়া পূর‍্যা নিল চিনি লাড়ু গঙ্গাজল ॥
রাজার সভায় সাধু হৈলা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত ॥
বসিবারে আদেশ করিল নৃপবর।
নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর ॥
পরিচয় জিজ্ঞাসে নৃপতি গুণধাম।
কোন দেশে বসতি তোমার কিবা নাম ॥
পরিচয় দেয় সাধু রাজার চরণে।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥ (বঃ)

* দামিন্যার পুঁথির এই অংশ স্পষ্ট পড়া যায় না। যে যে অংশ দামিন্যা-পুঁথিতে পড়া যায় না তাহা অন্যান্য মুদ্রিত সংস্করণ হইতে পূরণ করা হইল ও সেই সেই অংশ বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া হইল।

(সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমণি)
(ডাকিয়া) আনীলা কারীকর।
পান ফুল দিয়া হাথে কাপড় বান্ধিলা মাথে
গড়ে তারা সুবর্ণ পঞ্জর ॥ *
(কামিন্যা নোঙায়ে মাথা কহে করযোড়ে কথা
ইথে মোর কর অবধান।
দশ বিশ জনে বসি গড়ি যদি দিবা নিশি
তবে ছয় মাসেতে নির্ম্মাণ ॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া কয় সুবর্ণ জুঁখিয়া লয়)
কামিন্যা পাতিলা কারখানা।
কেহ কাটে কেহ জুড়ে † কেহ কেহ ফুল গড়ে ‡
সুরকালে § কেহ টানে গুণা ॥
কাটানাতে ফুল কাটি ————————
* * *
রজত কাঞ্চন বানেশ্বর।
সুরঙ্গ পাটের সুচে প্রবাল মুকুতা গাঁথে
শারী শারী ——— থরে থর ॥
¶ * * *

॥ শুক্রবার নিশাপালা সমাপ্ত ॥

---

* গঠিবারে দিল যে পিঞ্জর (বঃ)। † পোড়ে (বঃ)
‡ কেহ গড়ে কেহ ফোড়ে (বঃ)। § ছেয়ানিতে (বঃ)
¶ পাঠান্তর :—কামিন্যা দ্বাদশ জনা জুঁখিয়া লইল সোণা
গড়ে তারা সুবর্ণ পিঞ্জর।
আপন ইচ্ছায় গড়ে আজি কালি করি ভাঁড়ে
গৌড়ে রহিলা সদাগর ॥ (বঃ)
¶ গৌড়রাজের সহিত ধনপতির পরিচয়ের একটি পাঠান্তর কাইতির পুঁথি হইতে নিম্নে দেওয়া হইল,—
সাধু বলে মহাশয় করি আত্মপরিচয়
বসতি আমার উজাবনি।

প্রজার পালন রাম সকল বিদ্যার ধাম*
বিক্রমকেশরী নৃপমণি † ॥
শীল যেন সুধাকর পাত্র যেন ধনুর্দ্ধর
রূপে রতিপতির সমান। ‡
পাত্র তাঁর হরিহর জনার্দ্দন দ্বিজবর
পুরোহিত বিচার § বিধান ॥
রাজার কৃপায় রায় আমি সদাগর তায়
ধনপতি দত্ত অভিধান।
উৎপত্তি বণিক-কুলে নিবেদি চরণতলে
যেই কার্য্যে আমার পয়াণ ॥
ব্যাধ বন্দী করি বনে ভেট দিলা রাজস্থানে
আনিয়া দিলেক শারীশুক।
পক্ষ শাস্ত্রকথা কয় তাহা শুনি মতি লয় ¶
নরপতি পাইলা কৌতুক ॥
দেখি শারী অপরূপ ‖ পুরট পঞ্জর ভূপ
গড়াইতে করিলা যতন।
সে দেশে কামিনা নাই পাঠাল্য তোমার ঠাই
আত্মভাবে নৃপতিনন্দন ॥
সাধুর বচন শুনি চন্দ্রহাস ** নৃপমণি
অব্যাজে আনিলা কারিকর।
প্রসাদ করিয়া তারে দিল পঞ্জরের তরে
যতনে জুখিয়া চামিকর ॥
পুটাঞ্জলি করি কয় অবিরত মাস ছয়
যদি গড়ি দশ বিশ জন।
তবে সে পঞ্জর হয় নহিলে তুরিত নয়
নিস্মাইব সভে অনুক্ষণ †† ॥

* সমস্ত গুণের ধাম (বঃ)। † গুণমণি (বঃ)।
‡ সুশীতল সুধাকর রামবৎ ধনুর্দ্ধর রূপে মীনকেতুর সমান। (বঃ) § বিদ্যার (বঃ)।
¶ অতিশয় (বঃ)। ‖ দেখিয়া তাহার রূপ (বঃ)।
** আনন্দিত (বঃ)। †† যদি সুগঠন (বঃ)।

সপত্নীপ্রেম।

সাধু গেলা গৌড়-পথে লহনার হাথে হাথে
খুলনা করিয়া শমর্পণ।
পালীতে স্বামীর সত্য জননী শমান নিত্য
খুলনার করয়ে পালন ॥

আদেশিলা মহীপাল তথাই পাতিলা শাল
গড়ে কলধৌত পঞ্জর।
সাবধানে কেহ মাঠে ছেয়ানিতে ফুটে কাটে
কোন জন বিবিধ প্রকার ॥ *
চারি খুঁটি আটা পাটা বিচিত্র সোণার কাঁটি †
চারি চাল করিল চৌরস।
বান্ধিল গুণায় গিরা মধ্যেতে পাথর হীরা
তাহে আল করে দিগদশ ॥ ‡
চারি চারি কোণে আর চারি চারি সুতা তার
উলটিয়া পিঠে গড়ে মুখ।
নানারত্ন দিয়া পাখে গবাক্ষ-সমুখে রাখে
মনোহর দেখিতে কৌতুক ॥

---

* সাবধানে পিটে পোড়ে ভোঙরিতে কেহ ফোড়ে,
দেখিয়া হরিষ সদাগর ॥ (বঃ)

অতিরিক্ত—
তাঁতিয়া গাঁথিয়া সোণা সাঁড়াশীতে টানে গুণা
নিরূপণ সুতার সঞ্চার।
সাবধানে কেহ আঁটে, ছেয়ানিতে কেহ কাটে
কোন জন বিবিধ প্রকার ॥ (বঃ)

† পাঁচ পাড়ি চারি খুঁটি বিচিত্র বলয়া কুটী (বঃ)

‡ রূপা দিয়া করিল কলস। (বঃ)

যবে ছয় দণ্ড বেলা কুমকুমে তুলিয়া মলা
নারায়ণ তৈল দেই গায়।
হইয়া প্রাণের সখি শীরে দিয়া আমলখি
তোলা জলে স্নান করায় ॥
আপনি লহনা নারী তোলয়ে অঙ্গের বারি *
পরিবারে যোগায় বসন।
আপনে চিরুণী ধরি কেশের মার্জ্জনা করি
অঙ্গে দেই ভূষণ চন্দন ॥
জবে বেলা দণ্ড দশ হেম থালে ছয় রস
সহিত যোগান অন্নপান।
ডানী ভাগে হেম ঝারী ভুঞ্জয় খুলনা নারী
লহনার খুলনা পরাণ ॥
ওদন পায়স পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা।
পরিশে লহনা নারী গায় দেখি ঘর্ম্মবারী
পাখা ধরি বিচয়ে দুবলা ॥
অন্ন খায় লাজ করি যদি বা খুলনা নারী
লহনা মাথার দেই কিরা।
দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ দুসতীনে প্রেমবন্ধ
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা ॥

আজি কালি করি নিত্য নৃপতি সহিত প্রীত
পায়্যা ধনপতি সদাগর।
রাত্রদিন খেলে পাশা ভক্ষণ-সময় বাসা
জায়া মাত্র পাসরিলা ঘর ॥
গৌড়ে রহিলা সাধু মন্দিরে লহনা বধূ
খুল্লনায় করেন পালন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি রচন ॥ (কাঃ)

* ঢালয়ে অঙ্গেতে বারি (বঃ)

ভোজন করিয়া নারী আচমন করে ফিরি
জল আদি যোগায় দুর্ব্বলা।
খটায়ে পাতিয়া তুলি খাট্যায়া মুশরী জালী
শয়ন করয়ে শশীকলা॥
কর্পূরবাসিত গুয়া পান সে যোগান দুয়া
সুগন্ধি চন্দন দিয়া গায়।
বিচিত্র মালতী ফুল ফিরে তথি অলিকুল
মালাকার আনিয়া যোগায়॥
পরসিষ্টী টাবারস বিকালে ব্যঞ্জন দশ
ভোজন করয়ে কলাবতী।
কর্পূর তাম্বুল লয়্যা দুসতীনে থাকে সুয়্যা
য়েকত্র শয়নে দিবারাতি॥
অতি প্রেম দুসতীনে দুবলা বিষাদ মনে
শাত পাঁচ ভাবে দুঃখমতি।
শপনে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামন্যাতে জাহার বসতি॥

সপত্নীপ্রেম দর্শনে দুর্ব্বলার

প্রেমবন্ধ দুসতিনে দেখিয়া দুবলা।
হৃদয়ে ভাবয় দাসী কালকূট-জ্বালা॥
লহনা খুলনা যদি থাকে য়েকমিলী।
কার্জ্য * করি মরিব দুজনে দিবে গালী

* পাইট (সং)

যেই ঘরে দুসতিনে না করে কন্দল।
সে ঘরে যে বসে চেড়ি সে বড় পাগল॥
অনুক্ষণ দুসতীনে করয়ে কন্দল।
তবে দাসদাসী পায় পরম মঙ্গল॥
য়েকের কহিতে কথা জাব অন্যস্থান।
সে ধনী মানিবে মোরে পরাণ শমান॥
দুহেতে কন্দল ——— ——— ।
আপনা বলিয়া সে করিব অবধান॥
য়েমন বিচার দুয়া ভাবি মনে মনে।
উপনিত হইলা লহনা বিদ্যমানে॥
চিরণী করিয়া করে বিচারয়ে কেশ।
লহনারে দুবলা কহেন উপদেশ॥
নিবিষ্ট করিয়া মন অভয়াচরণে।
অম্বিকামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

নাচাড়ি সুই।

লহনাকে দুর্ব্বলার কুমন্ত্রণা দান।

শুন শুন মোর বোল শুন গো লহনা।
ইবে সে আপনা নাশ করিলা আপনা॥
ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালশাপ॥
খুলনার রূপ দেখি সাধু হৈব ভোল।
য়ই ছাড়াইব তোমার সুস্বামীর কোল॥

নানা উপভোগ দিয়া পোসহ সতীনী।
আপনার কার্জ্য নাশ করিলা আপনী॥
বাঘিনী শাপিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবসেসে য়ই তোমা বধিব পরাণে॥
কদম্ব-কোরক জিনী খুলনার স্তন।
তোমার গলিত কুচ দোলায় পবন॥
ক্ষীণমধ্যা খুলনা জেমন মধুকরী।
গলিতা যৌবনে হৈলা তুমি ঘটোদরী॥
আসীবেন সাধু গৌড়ে থাকি কথ দিন।
খুলনার রূপে হৈব কামের অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মোরণ করিবে পরিণামে॥
কলাপি-কলাপ জিনী খুলনার কেশ।
অর্দ্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥
খুলনার মুখশশী করে ঢল ঢল।
মাছ্যতায় মলীন তোমার গণ্ডস্থল॥
নেউটিয়া আস্যে ধন সুত বন্ধু জন।
না আইসে পুনর্ব্বার জীবন জৌবন॥
দুবলার কথা সুনি করে বহু মান।
অম্বিকামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান॥ *

নাচাড়ি। সুই।

লীলাবতীকে আনয়ন।

তোমা বিনে প্রিয় মোর কেহ নাহি আর।
বিপদসাগরে ডুয়া কর মোরে পার॥

* কাণে সোণা দিয়া তার সাধিল সম্মান॥ (বঃ)

জতেক কহিলে মোরে জীবন উপায়।
তোমা বিনে তথি মোর কে আছে সহায়॥
আমার লাগুক ধন তোর হৌক যশ।
প্রকার করিয়া * মোর স্বামী কর বশ॥
আছয়ে ব্রাহ্মণী সই নাম লিলাবতী।
তাহারে আণিতে তুমি যাহ লঘুগতি॥
লহনার বাক্যে চলে চেড়িকা দুবলা।
ভেট লয় কান্দি দশ পাকা চাঁপা কলা॥
তীন ভার মৎস্য লয় সাত ভার দই।
দশ ভার পান লয় গুয়া সাতানই॥
চারি ভার ডালী লয় দুই ভার বড়ি।
শতেক কাহন ভেট লয় ঘিচি কড়ি॥
সুবর্ণে জড়িত লয় অঙ্গুরী পাসুলী।
হিরায় জড়িত লয় কলস † বউলী॥
কদলী লইলা কিছু রজত শঁকুড়া।
লইলা সুন্দর হার হিরা-মতি-বেড়া॥
দোছুটী করিয়া পরে বার হাত ভূণী।
দাসীগণ বিষেসে অনেক কলা জানী॥ ‡
আগে পিছে ভারি জায় মধ্যেতে দুবলা।
পথে কিনী লয় রামা চম্পকের মালা॥
গা চারী গুবাক লয় আপনার তরে।
য়েক বারে পাচ গুয়া দুয়া মুখে পুরে॥
লঘুগতি যায় দুয়া দিয়া বাহু নাড়া।
বাম ভাগে য়েড়ি যায় কায়স্তের পাড়া॥
দক্ষিণে বিজয়হাটী বামে গোলাহাট।
শমুখে মদনপুর সওা ক্রোশ বাট॥

* ঔষধ সাধিয়া (বঃ) † কনক (বঃ)

‡ দুর্ব্বলা চলিল যেন কুঞ্জরগামিনী। (বঃ)

প্রবিষে ব্রাহ্মণপাড়া দুয়া হরশীত।
বাড়ুরা ওঝার ঘরে হইলা উপনিত॥
নিলা ঠাকুরাণী বলি ডাক দিলা চেড়ি।
দুবলার বাক্যে নিলা আইলা দড়বড়ি॥
ভেট দিয়া দুবলা তাহারে গড় করে।
আসীস করিয়া নিলা তার হাতে ধরে॥
জিজ্ঞাসোলা লিলাবতী সইর বারতা।
বহু দিনে আইলা কেমন আছে সতা॥ *
কহিলা দুবলা তারে জত বিবরণ।
ঔষধ লইবে কিছু পিরিত কারণ॥ †
দাসী সঙ্গে জায় রামা সাধুর ভবন।
লহনা আসীয়া তাঁর করিল পূজন॥ ‡
জিজ্ঞাসিলা — তাঁরে কুশল কারণ। §
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নাচাড়ি। সুই। শ্রী।

লহনা-লীলাবতী-সংবাদ

জিজ্ঞাস কি আর কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
ঘরে নাহি পতি সতার উন্নতি
দুঃখের উপরে দুঃখ॥

---

* অনেক দিবস দুয়া নাহি আইস হেথা॥ (বঃ)
† তোমা সনে আছে তার বিরল-কথন॥ (বঃ)
‡ লহনা করিল তার চরণ বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
কর্পূর তাম্বুল দিল নানা আয়োজন॥ (বঃ)
§ লীলাবতী করে তারে কুশল জিজ্ঞাসন। (বঃ)

প্রভূ নাহি ঘরে   প্রান কেন করে
কি মোর ঘর করণ।
দিবা নিসী গণি   মোর গুণমণি
রহিলা কি কারণ॥
রাজার আরতি   গৌড়ে গেলা পতি *
তথা হৈলা চির কালে।
কুশল বারতা   নাহি সুনি য়েথা
কি মোর আছে কপালে॥
হইয়া আকুলী   কত চিত্তে গুনী †
পাজর বিন্ধিল ঘুণে।
খুলনা দারুণী   নিশাচর গণি
কি সাধু নাত্তি কল্যাণে॥ ‡
ধীক সাধুয়াল   দুঃখে গেল কাল
বেরুণীঞা ভাল জীয়ে।
হাস পরিহাস   করি বার মাস
পতি-মুখে মধু পিয়ে॥
নারীর যৌবন   কেবল অধন †
জেমন জলের ফোঁটা।
দুষ্ট কামশর   অঙ্গ জরজর
দিনে দিনে হয় টুটা॥
আইলা কি ক্ষণে   আমার ভবনে
পাপিনী য়ই দারুণী।
বিষম আরতি   দিলা নরপতি
ঘর ছাড়ে গুণমণি॥

---

* গড়িতে পিঞ্জর   গেল সদাগর (বঃ)
† তুলি (কাঃ; বঃ; অঃ)
‡ কি সাধ নাহিক প্রাণে॥ (বঃ)
§ অধীন (কাঃ) অধম (অঃ) আধন (বঃ)

দিনে থাকি ভাল রাত্তি আস্থে কাল
দুস্বহ বিরহ-বেথা।
এ নব-জোবনী দারুণ সতিনী
য়ই সনে মনঃকথা ॥
তুমি দিয়া মন আন গুণীজন
যে নাথে আনাত্যে পারে।
জুঁখিয়া আপনা তারে দিব সোণা
প্রাণ দান দেগু মোরে ॥
য়েমন লহনা- বিরহ-বেদনা
সুনী কহে নিলাবতী।
রচিয়া সুছন্দ গাইলা মুকুন্দ
বদনে জার ভারতী ॥

লীলাবতীর প্রবোধবাক্য।

কেনে গ লহনা হয়্যাছ বিমনা
দেখিয়া য়েক সতিনী।
এ ছয় সতিনী নাহি মনে গণী
মানত * মোর পরাণী ॥
ফুলীয়া নগর মোর বাপ-ঘর
বাপারা ফুলে † মুখটী।
ভূবনে বিখ্যাত মোর প্রাণনাথ
সেহ কুলে বন্দ্যঘাটী ॥
বিত্তা-কুল-যুত শংশারে পুজিত
দেখিয়া গৌরব মনে ‡।

* সাবাসি (বঃ) † কুলে (কাঃ ; বঃ) ‡ রূপ যৌবনে (বঃ) বাসয়ে গৌরব মনে (অঃ) মোর বর মনে (অঃ) মোর রমণে (কাঃ)

নাহি কৈল দয়া বাপ দিল বিয়া
দারুণ ছয় সতিনে ॥
অলপ বয়স আমার প্রবেষ
ছয় সতীনের ঘরে ।
ঔষধেতে বন্দী সাশুড়ি ননন্দী
আমার বচন ধরে ॥
কিবা মোর গুণে স্বামী বোল সুনে
জেন পঞ্জরের সুয়া ।
নিদ্রা গেলা আমী চিয়ায়্যা সুস্বামী
আপনে খাওয়ান গুয়া ॥
ঔষধের বশে প্রকার বিষেসে
স্বামী ধূলা ঝাড়ে মুখে ।
গেলে পিতৃবাস থাকে উপবাস
যাবদ আমা না দেখে ॥
সুনী মধুমতি নিলার ভারতি
ঔষধ মাগে লহনা ।
ব্রাহ্মণী সহাস করয়ে আশ্বাস
মুকুন্দ কৈলা রচনা ॥

লীলাবতীর উপদেশ।

নাচাড়ি। শ্রী। চৌপদী।

সুন লহনা উপদেশ মোর।
যে হব স্বামীর চিত্তের চোর॥
হাসি পরিশে অলবণ রান্ধে।
স্বামীর চিত্তে আপনারে বান্ধে॥
কান্দিয়া পরিসে কর্পূর চিনী।
নিম শম তিত নব-যৌবনী॥
মুখরা যগুপী জৌবনবতি।
রূপে নিন্দে যদি ভারতি রতি॥
সুপুরুষ তায় না করে কেলি।
সিম্বলী-কুশমে না বসে অলী॥
অপ্রিয়কারিণী * জৌবন-ধন্ধ।
ভ্রমরে না রুচে কেতকী-গন্ধ॥
পতিভক্তি বিনে মোঘ জৌবন।
দুঃখ-হেতু জেন কৃপণ-ধন॥
সুপ্রিয়কারিণী † জৌবন রূপ।
পতিমন-মৃগ ভ্রময়ে ‡ কূপ॥
নিজ অনুভবে করহ শাক্ষী।
কোকীল কৌসকে § কে হয় সুখি॥
কালীয়া কৌস্তুরি সুগন্ধে রাজা।
রূপ থাকিতে গুণে রাগে পূজা ¶॥

* অপ্রিয়বাদিনী (বঃ) † অপ্রিয়কারিণী (কাঃ) প্রিয় বাণী সই (বঃ)

‡ যেমন (বঃ) ভ্রমর (কাঃ) § বিহরে যেমন (বঃ) বিহরে মন (কাঃ)

¶ আগে গুণের পূজা (বঃ)

শ্রীয় বাণী পতি বসকরণ।
কালা কোকিলা-রবে হরে মন *।
শঙ্ক্ষেপে তোমারে কহি শকল।
মুখে বসে মধু হৃদে গরল।
কুবাণী-পতি-মন-উচ্চাটন ॥
সানুভবে গান কবিকঙ্কণ ॥

লহনার বিনয় বচন কথনে অক্ষমতা প্রকাশ ও ঔষধ প্রার্থনা।

নাচাড়ি। শ্রী।

নাহিঁ জানী বিনয় বচন।
ঘরে শতন্তরা আমী অধিন আমার স্বামী
শীরে লয় আমার সাশন ॥
দেখিয়া স্বামীর দোষ উঠে গ পরম রোষ
করি পিড়ি পড়্ডতি প্রহার।
বিনয় বচন বিনে উপায় চিন্তহ মনে
আমার দুঃখের প্রতিকার ॥
পূর্ব্বে জানীতাঙ্ আমী অধিন আমার স্বামী
স্মর-জোরে পোহাব রজনী।
না জানী দৈবের মাইয়া আসি কোন পথ দিয়া
নারিকেলে সান্ধাইল পানী ॥
জানীতুঁ এমন যদি বিপাকে পাড়িব বিধি
করিতাঙ প্রকার প্রবন্ধ।

* কোকিলের রবে কে নহে সুখী (বঃ)

সুন গ সুন গ সই লোচনে দংশীল য়ই *
কোন খানে দিব তাগা বন্ধ ॥
প্রিয়বাহু-দৃঢ়পাযে বান্ধা আছীলাঙ বাসে
তথি হৈল দ্বিতীয় বন্ধনে।
আমার দিবস মন্দ শতিন পূর্ব্বের বন্ধ †
বান্ধা বোঝা জেন সপ্নোজনে ॥
চির দীনে দুহুঁ দেখা কত দুঃখ দিব লেখা
রাখ মোরে পূর্ব্বের সম্মান।
কৃপা কর ঠাকুরাণী করিয়া ঔষধ পানী
চরণকমলে দেহ স্থান ॥
ডাকিয়া লহনা কান্দে মলিন বদনছান্দে
আশ্বাস করয়ে নিলাবতি।
শপনে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামন্যাতে জাহার বসতি ॥

লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থা।

পয়ার চৌপদি।

‡ মোর বোলে লহনা কর অবধান।
ঔষধ করিয়া তোর সাধীব সম্মান ॥
পত্রিকার কলা-গাছে রোপিবে অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তথি দিবে দিনে দিনে ॥

* অহি (কাঃ) † শ্লথ হৈল পূর্ব্ব বন্ধ (কাঃ) লিখন পূর্ব্বের বন্ধ (অঃ; বঃ)
‡ অতিরিক্ত :— জীবন যৌবনে বড়ই পিরিত।
আন্তের অক্ষরে দুই জনে মিত ॥

নিরামিস্ত অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হব কিঙ্কর খুলনা হব চেড়ি ॥
জতনে আনাবে জোড়া আসতের দল।
দুর্গার প্রদীপ-তৈলে পাড়িবে কাজল ॥
লোচনে অঞ্জন দিয়া চাবে য়েকবার।
সাধুকে করিয়া দিব কণ্ঠের হার ॥
দন্ত্যা বলদের গাজ্যা ঔষধের শার।
পানে চুনে খয়েরে মিশাবে তার খার ॥
গারড়ের গালের আনিবে তুমি গুয়া।
ইহা খায়্যা সাধু হব পঞ্জরের সুয়া ॥
দুর্গার মুখের আনীবে হরিতাল।
উপরাগ শময়ে তুলীবে বেড়া-জাল ॥
দুই বস্তু কপালে ধরিবে সাবধান।
সোহাগ বাড়ীব তোমার দুর্গার শমান ॥
শ্মশান-খিরাই কাল কবর-বিছাতি।
বসন তেজিয়া গ আনীবে শেষ রাতি ॥
ইহা বাটি দিবে সাধু খুলনা-বসনে।
খুলনা পড়িবে তার বিষের নয়নে ॥
পত্রিকা ভাসায়্যা আন্য হরিদ্রার মুল।
শ্মসানের আনিবে জতনে তিলফুল ॥
ইহা ধরি সত্যভামা বস কৈলা নাথ।
জার প্রেমে গেবিন্দ আনীলা পারিজাত ॥

এই বড় দুঃখ রহিল মনে।
না গেল জীবন যৌবন সনে ॥
জৌবন যত্তপি কৈল পয়াণ।
তা সনে না গেল নিঠুর পরাণ ॥
অপমানে প্রাণ রহে অকারণে।
শ্রীকবিকঙ্কণ কবিতা ভনে ॥ (অঃ ; বঃ)

আনীবে আটালী কিট ফনী-ফনা হৈতে।
বিদ মুড়ি তাহারে * রাখিবে বাম হাতে
পঞ্চ পতি য়েকা নারী দ্রৌপদ-নন্দিনী।
ইহা ধরি জয় কৈলা শকল সতিনী ॥
বসুদেব-সুতা দেবি কৃষ্ণের ভগিনী।
দ্রৌপদীর হৈলা তিনি প্রবল সতিনী ॥
য়েই ঔষধের বস দেখহ সাক্ষাৎ।
পতি ছাড়ি রহে জথা ভাই জগন্নাথ ॥
সাপ লকুলের হাড় ঘষিবে চন্দনে।
দুজনের কপালে করিবে আরোপণে ॥
ইহা বই ভুবনে নাহিক উচ্চাটন।
বিষারদ ঔষধে মুকুন্দ বিরচন ॥ †

* তাবিজ গড়াইয়া (বঃ)

† ঔষধ-প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।
বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ ॥ (অঃ ; বঃ)

অতিরিক্ত :—

একছত্রি গাছ আন হাই-আমলাতী।
শনি-মঙ্গলবারে জাগাইবে নিশারাতি ॥
কাঙরের কামিক্ষে মুখে বাটিহ প্রভাতে।
ললাটে তিলক দিলে প্রীত নানা মতে ॥
ত্রিশূল্যার পত্রেতে পাড়িয়া আন কালি।
কালিয়া বিড়াল আনি দ্বারে দিহ বলি ॥
যতন করিয়া আন গুগুকের তেলে।
ঘৃতের প্রদীপ জালি ভুঞ্জ কুতূহলে ॥
শূকর শকুনীর হাড় আনিহ যতনে ॥
আইবড়-চুলের পানি অাঁইষ-হাঁড়ির লোপে ॥

নাচাড়ি। সুই। শ্রী।

লীলাবতীর পত্র-লিখন।

ঔষধ-প্রবন্ধে কিছু না লাগিলো মনে।
ভীতর মহলে [যেয়ে] বসিলা দুইজনে॥
খুলনার রূপনাশে চিন্তীলা উপায়।
উপভোগ দুর কৈলা রূপ নাশ জায়॥

ভুজঙ্গের ছাল আর নকুলের তুণ্ড।
কেশরী স্মরণ করে' আন গজমুণ্ড॥
ছিনা জোঁক আর শ্বেতকাকের শোণিত।
কালিয়া কুকুর মারি আন তার পিত্ত॥
কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোটরের পেচা আন গোধিকার আঁত॥
বাদুড়ের পাখা আনা শজারুর কাঁটা।
তেমাথার পোড়ায়ে ললাটে লিহ ফোঁটা॥
শঙ্খের মুখুটী জেঠী-মুষিকের মুণ্ড।
জোমা-গারড়ের শিং চাতকের তুণ্ড॥
দিগম্বরী হইয়া কাঙরি-মুখে বাটে।
অলক্ষিতে পায় স্বামী শয়নের খাটে॥
মালীর মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল।
শিরীষ কুসুম কুন্দ পদ্মের মৃণাল॥
পঞ্চ ফুল সমতুল করিয়া আধান।
মন্ত্র পড়ি স্বামীরে হানিবে পঞ্চবাণ॥
পঞ্চ পতি এক নারী দ্রুপদ-নন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতিনী॥
স্বামীর সম্ভোগ-চান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘ-তেল সনে রামা মাখিবে বদনে॥ (বঃ)

দুই সই যেকভাবে করিয়া যুগতি।
কপট পত্রিকা ভাস লিখে নিলাবতি ॥ *
পত্রিকা প্রবন্ধে ধনপতিরে লিখিলা।
লহনা মঙ্গলজুতা সাধব কহিলা ॥
প্রীত আসীর্ব্বাদ তথি করিল লিখন।
তবে সে লিখন কন বিশেষ বচন ॥
আমার সম্বাদ দুত-বদনে স্তনীবে।
তোমার কুশল প্রিয়ে লিখিয়া পাঠাবে ॥
কুক্ষণে পাইল আসী রাজার আরতি।
গৌড়ে কথদিন প্রীয়ে হৈব মোর স্থিতি ॥
নিজধন দিয়া কর দুঃখ নিবারণ।
পিঞ্জরের তরে কিছু পাঠাব কাঞ্চন ॥
তোমারে সে লাগয়ে আমার গৃহভার।
খুলনার লবে তুমি অষ্ট অলঙ্কার ॥
খুলনা বিবাহ আমা কৈল পাপক্ষণে।
বিবাহের কালে রাহু † আছিলা লগনে ॥
গণিঞা গণক মোরে কহিল বিচার।
খুলনা ছাগল রাখে তবে প্রতিকার ॥
খুলনারে প্রীয়ে তুমি রাখাবে ছাগল।
নিয়মীত অর্দ্ধসের করিবে সম্বল ॥
পরিবারে খুঞা দিবে উড়িতে খোসলা।
রজনী বঞ্চাতে তারে দিবে ঢেকিশালা ॥

* পাঠান্তর :—স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গলধাম লহনা যুবতী।
তোবে আশীর্ব্বাদ দিয়ে পরম পিরিতি।
আমার বচন তুমি কর অবগতি ॥ (অঃ; বঃ; কাঃ)

† কেতু (কাঃ)

নিসাচর গণী কন্যা না পাই সন্তোষ।
অপমান করিলা ঘুচিব জত দোষ॥
তোরে বলী প্রিয়ে মোর পালিবে আদেশ।
নাঁহি সত্য পালীলা মুড়াব তোর কেশ॥
অবশ্য অবশ্য লিখি ইত্যাইয়া * পাতি।
শ্রী লিখিয়া মোহর করিলা নিলাবতি॥ †
লহনারে পত্র দিয়া করিলা গমন।
ঘর-ব্যবহারে পাইলা পঞ্চাশ কাহন॥
পত্র লিখি বিলম্ব করিলা দিনা শাথে।
খুলনার লহনা পত্রিকা দিলা হাথে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনাকে লহনার কৃত্রিম পত্র প্রদান ও উভয়ে কলহ।

নাচাড়ি।

সখি সঙ্গে রামা করি বিচার।
হাথে পত্র লোচনে জলধার॥
খুলনা কোলেতে কান্দে কপটে।
কেমনে বলা তরিবে শঙ্কটে॥

---

* ইত্তাইল (কাঃ)

† অবশ্য অবশ্য করি লিখিলেন পাতি।
শ্রীমুখ খণ্ড্র কবি কবিলেন ইতি॥ (বঃ)

প্রভুর পত্রে স্থন ব্যবহার।
তাঁর ঠাই কেবা পাবে নিস্তার ॥
বিভা করি সাধে টুটায় মান।
তার মুখে নারীকে লাগে আন ॥
বিনু দোষে করে সম্মান চুর।
কোন দিনা মোরে করয়ে দুর ॥
কি জানী কেমন তাঁহার হিয়া।
তিল য়েক তাঁর নাহিক দয়া ॥
লহনার বোলে পড়িয়া পাতি।
হাসেন বর্ণ দেখে ভিন্ন ভাতি ॥
বলে বনী ইথে না কর ত্রাশ।
কে লিখি পত্র করে পরিহাস ॥
প্রভুর অক্ষর ভিনএিঃ ছন্দ।
কে লিখিলা পাতি কপট বন্ধ ॥
প্রভুর বোলে লিখে যদি আন।
কেবা তারে করে অল্প গেয়ান ॥
শতেক শেবক আছয়ে পাসে।
কে লিখিলা জানী তাঁর আদেশে ॥
স্বামীর সাসন রাজার বড়।
বন্দী য়াছে ছেলী চরাইতে নড় ॥
যদি স্বরূপে নাথ দিয়াছেন পাতি।
আনীলা জে জন সে গেলা কতি ॥
নাথ সঙ্গে আছে শত নফর।
পত্র লইয়া কেহ আসিত ঘর ॥
কি মোরে দেহ ঘন বাহু নাড়া।
আমা সনে নাহি কর্য্যা ঝগড়া ॥
পঞ্চর গড়াতে না য়াঁটে শোনা।
তা লৈয়া ঝাট গেল তিন জনা ॥

বিলম্ব নাঁহি কৈলা য়েক তিলে।
আছীলী গুঞে পাসারঙ্গ নিলে ॥ *
প্রভুর আদেশ আইলা পাতি।
ছেলী চরণে † পর্য্যা খুঞা ধুতি ॥
মাথায় মুকুট আইলুঁ বাসে।
বসি নাঁহি কভু স্বামীর পাযে ॥
কিবা দোষ মোর দেখিয়া পতি।
কেনে দিব মোরে লঘু আরতি।
কত দেখা মোরে গৃহিনীপনা।
আপনা চিনীঞা থাক লহনা ॥
তুঞিও অলক্ষ্মী রাক্ষসগণা।
কোন পাপক্ষণে আইলী দারুণী ॥
বিষম ভূপতি কৈলা আদেশ।
পঞ্জর পাকে প্রভুর পাজর শেষ ॥
য়ই দোষে হৈলী ছাগল-রাখাল।
আমা কেন দোস দোস কপাল ॥
তুমি আমি দুহু সাধুর নারী।
সাধু বিনে হয় দুহার গারী ॥
ধন ভোগে ‡ তুমি সাধুর দারা।
তোর মুই চেড়ি বটি পারা ॥
হেদে ল বাঁজি মোরে নাহি ঘাটা।
গৌরবে দে মোরে গৃহের বাঁটা ॥
অধিক ধীক বলে ছোট হৈয়া।
সুনীস দুবলা রয়্যাছি সয়্যা ॥
কালী আইলা ছুড়ি মাথায় মউড়ি।
মো সঙ্গে আজি করে হুড়াহুড়ি ॥

---

* তখন আছিলে পাশার খেলে। (বঃ) † বনে রাখ ছেলী (বঃ)
‡ লোভে (কাঃ : বঃ)

ঝনঝন দুজনে বাহু-নাড়া।
সুনীএগ্রা ধাইল বণিকের পাড়া ॥
হাথ খুলনার দৈবের পাকে।
বাজিল বড় সতিনের মুখে ॥
লহনার কোপে অনল জলে।
সভা সাক্ষী করি ধরিলা চুলে ॥
কেশাকেশী দুই সতিন ফিরে।
প্রবোধ করিতে কেহ না পারে ॥
হইয়া লহনা অনলকনা।
মুখে মারে তিন বড় টোনা * ॥
কেবা ছোট বলে সতিন-কাঁটা।
য়েসী মুখে চাসী গৃহের বাঁটা ॥
দেখি নারীগণ করয়ে মানা।
না মার না মার স্তন লহনা ॥
লহনা বলে সবে আইলা ধায়্যা।
উচিত না বল দুচক্ষু খায়্যা ॥
কটু বোলে সভে চলিল বাসে।
কন্দল-প্রসঙ্গ মুকুন্দ ভাসে ॥
হরি হরি বল সকল বন্ধু।
হেলাতে তরিবে এ ভবসিন্ধু ॥

নাচাড়ি। সুই। পয়ার।

।· কেশে ধরি কিল লাথি মারে তার পিঠে।
জ্যৈষ্ঠমাসে গোয়ালা গোয়ালা জেন পিটে ॥

---

* চড় ঠোকনা (বঃ)

। পাঠান্তর : মল্লা যেন কোন্দলে যুঝে দুসতীন।
বিদেশে সদাগর পাইয়া শূন্য ঘর
লাজ ভয় হইল হীন ॥

কাতর খুলনা দেই সাধুর দোহাই।
আকুল দেখিয়া লহনার দয়া নাই॥
বলে লয় শিরোমণী কানের কনক।
ললাটিকা লয় বৌলী * গলার পদক॥

বড় বড়ী প্রবলা ছোট জন একলা
কলহ হইল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া রোষযুতা হইয়া
খুল্লনা হইল বলাধীন॥
চরণ থর থর আদেশে ধর ধর
কর্ণেতে দোলমান সোনা।
করিয়া মহা ক্রোধ না মানে উপরোধ
খুল্লনা মারিল ঠোনা॥
মূর্চ্ছাগত হৈয়া ভূতলে পড়িয়া
দেখয়ে শরিষার ফুলে।
সম্বিত পাইয়া উঠিল কাঁপিয়া
ডুহাঁবে ধরিল চুলে॥
চট চট চাপড় ছিণ্ডিলেক কাপড়
বেগে মারিলা কঙ্কণ।
দোঁহে করে ধুম কিলের গুম গুম
মেঘ যেন শিলা বরিষণ॥
কিঙ্কিনী কনকন বাজয়ে ঝনঝন
ঘন বাজে সদাগর-বাসে।
দেখি হুড়াহুড়ি বড় ঘরের বহুড়ি
নারীগণ পলায়ে ত্রাসে॥
পায় পায় জড়ায়ে করে কর ধরিয়ে
ক্ষিতিতলে ত পড়িয়া।
দোঁহার অলঙ্কার ঝনঝন ঝঙ্কার
শবদে তরতর হইয়া॥
খুল্লনায় বিধি বাম দুজনার সংগ্রাম
লহনার হইল জয়।
যৌবনে ঢলঢল হাসয়ে খলখল
শ্রীকবিকঙ্কণে কয়॥ (বঃ

* সিঁথী (বঃ)

নাক-চলা + লয় সিথি আঙ্গুঠে পাসুলী।
কাঞ্চন অঙ্গদ লয় দিয়া গালাগালী ॥
শঙ্খ ভাঙ্গি লয় হেম মাণীক্যর গড়ি ‡।
শতেশ্বরী হার লয় কনকের চুড়ি ॥
খুঞা পরাইয়া পট্টষাড়ি কৈলা দুর।
কিঙ্কিণী লইলা তার বাজন নুপুর ॥
শকল-ভূষন-সুন্যা হৈলা দুই হাথ।
বাম হাতে নোয়া মাত্র রাখিলা আইয়াত ॥
হাথে গলে দড়ি দিয়া ফেলিলা অঙ্গনে।
তৃশাতে আকুল রামা করয়ে রোদনে ॥
ধাইয়া দুবলা আস্থে হাথে লৈয়া ঝারি।
সানুকম্পা হৈয়া তার মুখে দেই বারী ॥
দুবলারে বলে রামা বিনয় বচন।
রক্ষা কর দুইয়া তুমি আমার জীবন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দুর্ব্বলার নিকট প্রার্থনা।

নাচাড়ি। শ্রীগান্ধার।

খুলনা দুঃখমনা কান্দয়ে অচেতনা
ধরয়ে দুবলার পায়।
বিনতি তোরে করি দশনে তৃন ধরি
বারতা দেহ মোর মায় ॥

+ নাকের বেসর (বঃ) ‡ হেমময় কড়ি (বঃ)

হাম সে দুঃখমতি বিদেশ গেলা পতি
নিকটে নাহি বন্ধুজন।
পাইয়া স্নুন্যঘরে লহনা বধে মোরে
তুবলা রাখহ জীবন॥
অনাথা দেখি দুয়া বারেক কর দয়া
চলহ ইছানী নগরে।
প্রানের দুয়া মোর যদি বা হেলা কর
আমার বধ লাগে তোরে॥
মুগধ মোর মায় বিষেস কবে তায়
খুলনা মরিল মারণে।
খুলনা ঝিয়ে বধি সাধিলে কত নিধি
থাকহ পরম কল্যাণে॥
না গনী হেন কথা প্রবল দেখি সতা
লহনা ভুকিল বাঘিনী।
অপেক্ষা করি দূর নিদয়া কি নিঠুর
দিলান খুলনা হরিণী॥
কহিবে মোর বাপে বিষম পরিতাপে
অনলে ফেলিল খুলনা।
দেখিয়া হেন সতা বিবাহ দিলেন পিতা
কেবল যমের যন্ত্রনা।
খুলনা বলে বাণী তুবলা মনে গণী
কান্দিয়া করে নিবেদন।
দিলান অনুমতি ব্রাহ্মণ মহীপতি
গাইলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ভৈরবী।

খুল্লনার প্রতি দুর্ব্বলার উপদেশ।

দুবলা বলেন মাতা স্থন নিবেদন।
অন্য না করিব আমি তোমার বচন॥
ঘরে নাহি স্বামী হৈলা সতা মুখরা।
নিরস্ত করিয়া তোরে হৈব সতন্তরা॥
সবাসে সর্ব্বথা তুঁহে সাধুর ঘরণী।
ভীন্ন পর নহ তুমি খুড়াত্য বহিনী॥
কিবা দোষে তোমার করিলা অপমান।
দোস কৈলা মোর যদি কাটে সব কান॥
তৎকালে বারতা আমি দিতে নাহি পারি।
ছাগল রক্ষণ কর দিন দুই চারি॥
আন ছলে গিয়া আমি কহিব বারতা।
যতন করিয়া জেন লৈয়া জায় পিতা॥
আমার বচন তুমি বুঝ অনুগুণ।
আরবার লহনা পাড়য়ে পাছে খুন॥
বিভা কৈলা সাধু মিলী না কৈলে বিচার।
ছেলী যদি রাখ তবে হয় প্রতিকার॥
না সুন্যাছ তুমি রামায়ণ ইতিহাস।
শ্রীরামের বাক্যে সীতা কৈলা বনবাস॥
দুবলার কথা সুনী খুলনা যুবতি।
ছাগল রক্ষণে রামা দিল অনুমতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নৌতুন সঙ্গীত॥

খুল্লনাকে ছাগ প্রদান।

খুলনার বরাবরী গণণ সাধুর নারী *
সাধুরে খুলনা দেয় গালি।
পাষ পড়শীতে দেখে ভাণ্ডার কায়েস্ত লিখে †
ডুবলা ধরিয়া আনে ছেলী॥
শাউলা বিমলা ধলা ধলি চাঙ্গ উসাবলী ‡
সুরে রেখা § পিঙ্গলা কলাবতি।
আওলা কমলা ছায়া চোঙরি ভোঙরি মাইয়া
অবলাথ ভাঙ্গা সিংহিবতি॥ ¶
আগুয়াআনী খড়িকাঠ বেবিসুতী আবুষাট
ছানী তন্বী বাকাদতি বগী। ‖
বাউটি গগন দোসী মঙ্গলাচার্য্যের খাসী
বাতাসী পবনী ধানী মেগী॥
পাথরী পাণ্ডুণী ব্যাঙ্গা হাসী ডাঁসী বুড়া রাঙ্গী
কাটাবোতি মোহানী মঙ্গলা।
সুন্দর সুন্দর দইয়া ধরণী সরণী বাইয়া
ক্ষেমা খাটী যুঝারী পিঙ্গলা॥
চাউড়ি ঝগড়ি বানী তুলী দলী উভকানী
শমানী পাগলী সুশা নেড়ি।

* লহনার বরাবরি গেলেন খুল্লনা নারী (কাঃ ; বঃ)
† লীলা ঠাকুরাণী লিখে (বঃ) ‡ ধূলিচাছা উষমলী (বঃ)
§ সুবেশা (কাঃ) ¶ আধনাক ভাঙ্গা শৃঙ্গবতী (বঃ)
‖ আগুয়ানি বাড়ড়ি কাটবরী সুরিয়া-কড়ি
ছানীচখী ভাঙ্গাদাঁতা বকী॥ (বঃ)

রাঙ্গড়ি দিগড়ি গেড়ি শোনা রূপা হিরামড়ি *
হরিনী নেমামী য়ানী বাড়ি ॥
সর্ব্বসী নেউলী কালী কর্পূরা চামোসা মালী
সারেঙ্গী কপিলা কালমুখি ।
চন্দনী চামরী বসী কাকলী কাঙ্গলী শশী
সুকৃতি সুরভি সুখি দুখি ॥
লিখিলা তেত্রিশ ছায় বোকা লিখে কুড়িটায়
সাতটা লিখিলা বিচবোকা ।
কালশার‍্যা উভসিংহা জুঝার‍্যা আভঙ্গা †
মদন-মাতাল রণবাকাঁ ॥ ‡
বেড়িয়ে লহনা কয় জানা বা বদল হয়
দাগ দেই সভাকার গায় ।
ইথে যদি কেহ মরে আনা দেখাইব মোরে
তবে খুল্লনার নাহি দায় ॥ §

*, বাঙ্গালি দীঘলগতি সোনা রূপা হীরা মোতি (বঃ)
† যুঝারিয়া রণভঙ্গা (কাঃ)
‡ মদ নরা কাল ধল বাকা (বঃ)
§ অতিরিক্ত :— দুলাল সিংহের সুতা দনা দেবী পাটমাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত ।
তার সুত নৃপরত্ন করিল বহুত যত্ন
বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ ॥
আড়রা উচিত ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবনে গোপাল কামেশ্বর ।
দ্বিগুণ করিয়া আশে নৃপতির অভিলাষে
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥ (বঃ)

খুল্লনার ছাগ চারণ।

খুলনারে দুবলা তুলিলা হাথে ধরি।
সারিয়া পড়িল খুঞা খুলনা সুন্দরী॥
সানুকম্পা খুলনা অঙ্গের ঝাড়ে ধুলি।
দুবলা বন্ধন করে বেণী * করি চুলী॥
প্রভাতে চলিলা রামা লইয়া ছাগল।
হাথে ছাট করিয়া † জেমন পাগল॥
নানা শৈস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি।
চৌদিকে কৃষাণ জন দেয় গালাগালী॥
শিরীষ-কুসুম তনু অতি অনুপম।
বসন ভিজিয়ে তার গায়ে বহে ঘাম॥
প্রবেশ করিলা ছেলী দণ্ডক ‡ কানন। §
লহনা লইয়া কিছু সুনীব বচন॥

দুর্ব্বলার ইছানি গমন।

দুবলার হাথে ধরি কহেন লহনা।
মন দিয়া তুয়া মোর সাধহ কামনা॥
তঙ্কা দশ বার লৈয়া চল স্থানে স্থান। ¶
ঔষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান॥
দুবলা বলয়ে যদি ভ্রমি দিন চারি।
তবে সে ঔষধ আমি করিবারে পারি॥

* দৃঢ় (বঃ) † লাঠি হাথে পাত মাথে (বঃ) ‡ গহন (অঃ; বঃ; কাঃ)

§ অতিরিক্ত :—কেঙদা-ডাঙ্গায় রামা দিল দরশন॥
চোরা ছাগল সব চারিদিকে ধায়।
ভুকিল কুশের কাঁটা রক্ত পড়ে পায়॥
বৃক্ষতলে বসে ছেলি করে অপেক্ষণ। (বঃ)

¶ সাধু সনে করি দেহ একই পরাণ (বঃ)

— বলী ডুবলারে বিদায় করিয়া ।
পুরস্কার কৈলা তারে নানা ধন দিয়া ॥
ঔষধের ছলে দাসী করিলা বিদায় ।
লঘুগতি ইছানী-নগর-মুখে ধায় ॥
প্রভাতে চলিলা যদি হইলা দুপর ।
ডুবলা পাইলা গিয়া লক্ষপতি-ঘর ॥
(ডুবলার) যাড়া পায়্যা আইল রম্ভাবতি ।
চরণে ধরিয়া ডুয়া করিল প্রণতি ॥ *
রম্ভাবতী জিজ্ঞাসেন ঝিয়ের কারণ ।
বিরস বদনে ডুয়া বলেন বচন ॥
তোমার কন্যার——— ——— । †
বিদেশ গমনে সাধু দুঃখ পায় বহু ॥
সদাগর গণক গনাএগা তব — ।
দোসখণ্ড ——— ছাগল-রাখাল ॥
ছাগল রক্ষণে যদি তুমি কর বাদ ।
তোমার জামতা লয়ে পড়িবে প্রমাদ ॥
য়েত বাক্য হৈল যদি ডুবলার মুখে ।
আকাস ভাঙ্গিয়া পড়ে ——— ——— ॥ §

* জিজ্ঞাসা করেন তারে ঝিয়ের বারতা ।
অনেক দিবস ডুয়া নাহি আইস এথা ।

† খুল্লনারে সাধু বিভা করিল কুক্ষণে ।
বিভাকালে কেতু কিবা আছিল লগনে ॥
গণিয়া গণক তারে কহিল বিচার ।
খুল্লনা ছাগল রাখে তবে প্রতীকার ॥ (কাঃ)

§ হেন বাক্য হইল যদি ডুব্বলার তুণ্ডে ।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রম্ভাবতীর মুণ্ডে । (অঃ)

রম্ভাবতীর খেদ।

কান্দে রম্ভাবতী খুল্লনার মায়া মোহে।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে॥
কি করিব কোথা যাব বিদরয়ে হিয়া।

স্পন্দন করয়ে মোর ডানি ভুজ আঁখি।
কুৎসিত স্বপন আমি দিনা দুই দেখি॥
গরল মাহুর দুয়া আনি দেহ দান।
খুল্লনার শোকে আমি তেজিব পরাণ॥ *
প্রবোধ না মানে রামা অনেক জতনে।
সমর্পণ কৈল ঝিয়ে দুবলার স্থানে॥
বিদায় করিলা তারে দিয়া নানা ধনে।

উজাবনী গিয়া রামা ভাণ্ডে লহনারে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে॥ প

নাচাড়ি। মল্লার। চৌপদি।

* সাজিয়া দিলাম কারে সুবর্ণের ডালি।
সাধের খুল্লনা ঝিয়ে কেবা দেই গালি॥
ননীব পুতুলি বাছা আন্ধাবের বাতি।
কেবা ঝিয়ে মারে মোর কিল চড় লাতি॥
বিভা দিল সদাগব দেখিয়া সুজন।
ছাগল রাখিতে তারে করিলা ভেজন॥
দনাই পণ্ডিত আসি মোরে হল্য কাল।
হৃদয়ে রহিল মোর বড় দুখশাল॥ (কাঃ)
চল রে ময়াই পুত্র উদ্দেশ করিতে।
ময়াই বলেন দুঃখ নারিব দেখিতে॥ (বঃ)
দিন দুই চারি রহি দুয়া আইল ঘবে। (বঃ)

খুল্লনার গৃহে আগমন।

অজ রাখি * আইলা রামা বেলা অবসেষে।
অজশালে অজা আসী করিলা প্রবেষে॥
দুয়ারে দাণ্ডায় রামা বুকে দিয়া হাথ।
লহনার আদেশে আনয়ে কচুপাত॥
পরীশীতে লহনা করয়ে গতায়াত।
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী গর্ত্তে পাড়ি পাত।
পুরাণ খুদের জাউ তথি কিছু কোণ।
শকল ব্যঞ্জনে বাঁজি না দিচ্ছে লোণ॥
রান্ধ্যাছে পাজড়া † গিমা কলম্বি কাচড়া।
কলাই-খুদের পড়াতে তুলিছে কিছু বড়া॥
বাগ্যানের খারা লাউ-কুমড়া-বেকলা।
গড়ই মাছের পোঁটা মুড়া করি তথি মেলা॥
খৈলের বেসার দিয়া জাল দিয়াছে দড়।
তৈল লোণ নাহি তথি সন্তলন বড়॥
উডম্বর ফল কিছু রান্ধ্যাছে পিণ্ডিরা।
কাঠ সিম ব্যঞ্জনে পুরিয়া দেই সরা॥
দুঃখে নাহি ভুঞ্জে ‡ রামা চক্ষে পড়ে জল।
কোপেতে লহনা আখি করিলা পাকল॥
খুলনারে গঞ্জিয়া লহনা কিছু বলে।
এ তীন ব্যঞ্জন দিল ভাত নাহি চলে॥
দারুণ হৃদয় § বড় পাপমতি বাঁজি।
অবযেসে বড় সরা পুরিয়া দেই কাঁজি॥
কিছু খায় কিছু ফেলে খুলনা সুন্দরী।
ভূণের সজ্যায় তার গেলা বিভাবরী।
প্রভাতে ছাগল লইয়া চলিলা কানন।
মুকুন্দ গাইলা গীত দুঃখের ভোজন॥

---

* লয়া (বঃ) † পাঙ্গাগা (বঃ) ‡ মুখে নাহি রুচে (বঃ) § হৃদয়ে কপট (বঃ)

খুল্লনার কষ্ট বর্ণনা।

প্রভাতে ছাগল লৈয়া চলিলা খুলনা।
অঞ্চলে ডুবলা বান্ধে চালু অর্দ্ধ কোনা॥
ছাট হাথে ডাল * মাথে ধিরে ধিরে জায়।
জল আনিবার ছলে ডুবলা গোড়ায়॥
কতদুরে ডুবলা করয়ে নিবেদন।
গিয়াছিনু তোমার বাপের নিকেতন॥
য়েকস্থানে আছিলা তোমার মাতাপিতা।
তার ঠাঁই কহিল তোমাব দুঃখের কথা॥
ভালমন্দ কিছু না কহিলা লক্ষপতি।
মৌন করি রহিলা জননী রম্ভাবতী॥
দিলেন তোমার তরে কড়ি চারিপণ।
দেখিলা তোমার পিতা বড়ই কৃপণ॥
ইতা সুনা রূপবতী ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ডুবলারে বলে নাহি যাব পিতৃবাস॥ +
খুলনা রাখয়ে ছেলী দুঃখে জ্যৈষ্ঠমাষে।
অগ্নিশম পোড়ে অঙ্গ রবির প্রকাশে॥
বহু দুঃখে রূপবতি গোঙায়ে বরসা।
গৃহে না আইল পতি না পুরিল আশা॥ ‡

পাত (অঃ ; বঃ)
পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ। (অঃ বঃ)
লহনারে না বলিহ যাব পিতৃবাস॥ (কাঃ)
আষাঢ়ে পূরিত মহী নব মেঘে জল।
ছাগল রাখিতে রামা নাই পায় স্থল॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
ছাগল রক্ষণে স্থল নাহিক অবনী॥ (কাঃ)
সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি॥ (বঃ)

দুঃখে দুঃখে খুলনা শরত কাল ভাবে।
আসীবেন প্রাণনাথ দেবির উৎসবে ॥*
বলবান বিধি তায় করিলা নৈরাস।
আনীয়া কার্ত্তীকে হিম করিলা প্রকাস ॥
হেমন্ত শিশীর ঋতু দুঃখ চারিমাস।
খুলনার শীতখণ্ডে রবির প্রকাশ ॥
আইলা বসন্ত ঋতু দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুক ফুটে বাসন্তি কাঞ্চন ॥

শরের আড়াতে রামা চরায়েন ছাগী।
কোলে করি নালা পার করে দুঃখভাগী ॥
ভাদরে চরায় ছেলি ভিজে সব্ব গা।
অঙ্গুলির সন্ধিতে পাকুই হৈল ঘা ॥
ভাদবের জল বৃষ্টি যেন বাজে শেল।
দিন তিন চাহিলে লহনা না দেয় তেল ॥ (বঃ)
দুখে দুখে ভাদ্রমাসে পতিমন ভাবে।
আশ্বিনে আসিবে অম্বিকা উৎসবে ॥ (কাঃ)
দুঃখে সুখ খুল্লনা শরৎকালে ভাবে।
আশ্বিনে আসিবে প্রভু অম্বিকা-উৎসবে ॥
নিকেতনে প্রাণনাথ কৈল বনবাস।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ ॥
তুষার-শীতল ঋতু হিম চারি মাস।
খুল্লনার শীত খণ্ডে রবির প্রকাশ ॥
আইল বসন্ত ঋতু প্রচণ্ড তপন ;
অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন ॥
নগরিয়া প্রজাগণ শুকায় কেহ ধান।
অপরাধ কৈলে লোক করে অপমান ॥
উজানী-নগর-কাছে অজয়-নদীর পানী।
খুঞা তুলি পার ছেলি করে টানাটানি ॥
গহন কাননে রামা দিল দরশন।
বৃক্ষতলে বসি ছেলি করে অপেক্ষণ ॥

বসন্ত।

বসন্তে খুল্লনার খেদ।

সঙ্গেতে মকর-কেতু আইলা বসন্ত ঋতু
তরুলতাগণ পল্লবীত *।
অজয়-নদের কুলে অশোক তরুর মূলে
কামশরে রামা চমকিত ॥
লোহিত পল্লবগণ রামার হরয়ে মন
দেখি মনে ভাবেন খুল্লনা।
বসন্ত আসিয়া কিবা অটবীর কৈলা শোভা
ভালে দিয়া সিন্দুর অর্চ্চনা ॥
য়েক ফুলে মকরন্দ পান করি প্রেমানন্দ
ধায়ে অলি অপর কুসুমে।
য়েক ঘরে পায়্যা মান গ্রামজাজি দ্বিজ জেন †
অন্যঘর চলয়ে সম্ভ্রমে ॥
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়য়ে বনে
অঞ্চলেতে ধরেন খুলনা।
হইয়া কামের দাস প্রভু আসিবেন বাস
ভাবি করে কামের অর্চ্চনা ॥
কোকাল পঞ্চম গায় অলি মকরন্দ খায়
মন্দ মন্দ সুগন্ধ পবনে।
তরু-ডালে শারী সুকে আলীঙ্গই ‡ মুখে মুখে
দেখি রামা আকুল মদনে ॥

বনে বনে ছেলি লয়ে ভ্রমেন যুবতী।
অটবী ভ্রমিয়া বুলে কাম-সেনাপতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (বঃ)

* তরুগণ হৈল মঞ্জরিত (কাঃ) পুলকিত (অঃ ; বঃ)
† জন (কাঃ) যান (অঃ ; বঃ) ‡ আলিঙ্গন (কাঃ ; বঃ ; অঃ)

দেখি মুকুলীত তরু কামশরে রামা ভীরু
গঞ্জীয়া বলেন সারী সুকে।
বসন্তের উপাক্ষাণ শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে॥

সারী শুক প্রতি খুল্লনা।

তুমি দিলা য়েতেক যন্ত্রনা।
গেলা রাজ বিদ্যমান পঞ্জরে সাধিলা স্থান*
অনাথিনী করিতে খুলনা।
গৌড়ে গেলা প্রাণনাথ ছেলি রাখী খাই ভাত
পরিতে না মিলে পরিধান।
সতীন মরণ ডাকে কেবল তোমার পাকে
খুলনার জত অপমান॥
আমার বধিতে প্রাণ আলা কিবা য়েইস্থান
পঞ্জরেব বিলম্ব দেখিয়া।
তুমি পক্ষ বড় পাপ দেখি য়েত পরিতাপ
তথাপি না কর মোরে দয়া॥ †
শিখিয়া ব্যাধের কলা করে ধরি শাত-নলা
কাননে পাতিব জাল ফান্দে।

* সাধিতে মান (সং . বং : কাঃ)

† হের আইস সারী শুক ঘুচাহ মনের দুখ
গউড়ে বারত্তা দেহ গিয়া॥ (বঃ)

তোমারে বধিয়া স্তুক ঘুচাব মনের দুখ
য়েকা যেন সারী বসি কান্দে।
সারীর খাইয়া মাথা দেখ মোরে দুঃখ বেথা
তোমারে লাগিল মোর বধ।
কর ধর্ম্মে অবধান রাখহ আমার প্রাণ
জাহ তুমি গৌড় জনপদ।
আমারে করিয়া দইয়া দুঃখের বারতা লৈয়া
দেহ মোর স্বামীরে বারতা।
উড়ি জায় সারী স্তুক খুলনা ভাবয়ে দুঃখ
মুকুন্দ গাইল গীত গাথা।

তরুলতার প্রতি খুল্লনা।

মন্দ মন্দ বহে শীত * দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুক জাতি করিয়া মিলন ॥ +
কেতৃকি ধাতকী ফুটে চম্পক কানন।
কুসুম-পরাগেতে ভূমিত ‡ অলীগণ ॥
লতায়ে বেড়িত রামা দেখিয়া অশোক।
খুলনা বলেন তরু তুমি বড় লোক ॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপ কহিবে সই তপ কৈলে কোথা ॥
তোমা হৈতে আমার § জনম বটে ভাল।
তোমার সোহাগে সই বন কৈলা আলো।
ময়ূর ময়ূরি ডাকে সুমধুর নাদ।
দেখি খুলনার চিতে বাড়য়ে বিষাদ ॥

* হিম (বঃ)। + অশোকে কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন। (বঃ)

‡ মত্ত হৈল (বঃ)

§ আমা হৈতে তোমার (বঃ)

য়েক ফুলে মধু খায় ভ্রমর-দম্পতি।
সুমধুর গায় গীত দুঁহে য়েকমতি।
বিনয় করিয়া কিছু বলয়ে খুলনা।
যুড়িয়া উভয় পানী করয়ে জাচনা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নাচাড়ি। সুই। ধানসী

ভ্রমরের প্রতি খুল্লনার বাক্য।

ভ্রমর † ভ্রমর তোরে জুড়ি কর
না গাহ মধুর গীত ‡।
তোর মৃদু রায কামশর-ঘায়
চিত্ত কৈলা চমকিত॥
থাক য়েই বনে সুখে মধুপানে
তিন তায় অতিথ।
তুমি হইয়া সুখি পরে কর দুঃখি
এ তোর নহে উচিত॥
সঙ্গেতে অলিনী নিবসে § নলিনী
না জান বিরহ-বেথা।
চিত্ত বিচলাত ¶ যদি গাহ গীত
খাহ ভ্রমরার মাথা॥

---

* মানলা (বঃ)। ভমরা (অঃ; বঃ)

‡ কাল ভ্রমরা রে তোরে যোড় করি
নাহি গায়্যো গীত। (কাঃ)

§ নিবাস (অঃ; কাঃ) নিবস (বঃ)

¶ চমকিত (অঃ; বঃ; কাঃ)

তুঞি * মাতোয়াল   মোরে হৈলা কাল
না শুন বিরহ + বাণী।
ধুতুরার ফুলে   কিবা মধু পিলে
য়ই আমী মনে গণি ॥
সঙ্গে তোর বধু   পান কর মধু
কি কব ‡ সুখের উর।
অনাথা দেখিয়া   নাহি কৈলা দয়
চিত্তে হৈলা মোর চোর। §
———— ¶   পাপি কলি পথে ::
বিনয় মাতয়ে য়রি। **
করিল বিনয়   না হৈলা সদয়
কিশেরে বিনয় করি ॥
ছাড়িয়া দিবিধ ††   চলে ষটপদ
কোকিল সুনাদ পুরে।
বিনয় চরণ ‡‡   করয়ে খুলনা
কর জোড় করি শিরে ॥
রাজা রঘুনাথ   গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ   রচি চারু পদ
শ্রী কবিকঙ্কণ গান ॥

* তো তুই (বঃ) + বিনয় (অঃ ; বঃ : কাঃ) ‡ না জান (বঃ) করহ (কাঃ)
§ চিত কৈলে মোরে চোর। (কাঃ) চিত হৈল মোর চোর। (বঃ)
¶ স্বপথে বিপথে (অঃ : বঃ) সাপ ডুধে মাতে (কাঃ)
পাপ কৈলি পথে (অঃ : বঃ) পাপ কৈলি কতে (কাঃ)
** বিনয়ে মাতয়ে হরি (অঃ) বিনয়ে মাতয়ে অরি (বঃ)
বিরহে মাতয়ে অলি (কাঃ)
†† সুহৃদ (অঃ ; বঃ) ‡‡ অচ্চনা (অঃ ; বঃ)

কোকিলের প্রতি খুল্লনার বাক্য

।*

মধুস্বরে দিবানিশ নিত্য উগারহ বীষ
বিরহী জনের পোড়ে গায় ॥
নন্দন-কাননে বাস সুখে থাক বারমাস
কামের প্রধান সেনাপতি।
কে তোমারে বলে ভাল ভীতরে বাহিরে কাল
বধ কৈলে অনাথা যুবতী ॥
আর যদি ডাক এথা খাও মদনের মাথা†
বসন্তের শতেক দোহাই। ‡
তোর রব সম শর অঙ্গ কৈল জরজর
অনাথীরে তোর দয়া নাই ॥
জাতি অনুসারে রা না চিনিহ বাপ মা §
কাল সাপ কালীয়া বরণ।

* বাবাড়ি।
দারুণ কোকিলা রে।
কতি কাড় সুললিত রা। (কাঃ)
কোকিল হে কত ডাক সুললিত রা। (বঃ)

† আর যদি কাড় রা মদনের মাথা খা (অঃ; বঃ)

‡ দামিন্যার পুঁথিতে ইহার পরের অংশ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে নষ্ট হইয়াছে। ইহার পর মূলে অন্য পুঁথি অবলম্বন করা হইল। অন্যান্য সংস্করণ হইতে পাঠান্তর দেওয়া হইল।

§ জাতি অনুরোধে গাও না চিনিস বাপ মাও (অঃ; বঃ)

প্রভু মোর * আছে যথা কেন নাহি যাও তথা
এই বনে ডাক অকারণ ॥ †
যদি আসিবেন নাথ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত
হেম থালে করাব ভোজন।
সুবর্ণ-পঞ্জর-বাস পূরিব তোমার আশ
দাসী হয়্যা করিব সেবন।
খুল্লনার দুঃখবাণী কোকিল মনেতে গণি
ছাড়ি চলে গহন কানন।
দামিন্যা-নগর-বাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

* সদাগর (অঃ ; বঃ)

† পাঠান্তর :—আসিয়া বসন্ত কালে বসিয়া রসাল-ডালে
প্রতিদিন দেহসি যন্ত্রণা।
হেন লয় মোর মনে আসি কিবা এই স্থানে
পিকরূপী হইল লহনা ॥
খাও স্বাদু নানা ফল উগারহ হলাহল
যোষা বধ করহ কি রীতি।
বায়স তোমারে পোষে পাপ-সহযোগ-দোষে
অনাথীর বধে দেহ মতি ॥
পিক যায় অন্য বন খুল্লনা অস্থির-মন
চলে রামা অপর কানন।
রচিয় ত্রিপদী ছন্দ পাচালী করিলা বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (অঃ ; বঃ)

বসন্ত।

রম্ভাবতীর বেশে চণ্ডীর খুল্লনাকে ছলনা।

প্রচণ্ড তপনে সদা গায়ে ঘর্ম্ম গলে।
পল্লব-শয্যায় রামা বসি তরুতলে ॥ *
নিদ্রায় আকুল হয়্যা হরিল চেতনা †।
কোমল পল্লব দেখি ‡ ধায় ছাগগণ § ॥
রথ আরোহণে যান দেবী মহেশ্বরী। ¶
জয়া বিজয়া সঙ্গে পদ্মা সহচরী ॥
অধোমুখ হইয়া দেখেন ভগবতী।
কহ তরুতলে পদ্মা কাহার যুবতী।
পরম সুন্দরী কন্যা দেব-অবতার।
পরিতে নাহিক বস্ত্র অঙ্গে অলঙ্কার।
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণী।
রত্নমালা ঐ কন্যা ইন্দ্রের নাচনী।
তালভঙ্গ শাপ দিয়া আনিলে অবনী।
ইবে অবধান নাই কর নারায়ণী। **
এমত শুনিয়া দেবী পদ্মার ভারতী।
কপটে ধরিলা চণ্ডী রম্ভার মূরতি ॥ ††

---

* প্রচণ্ড তপনে রামার গায়ে ঘর্ম্মজল।
পল্লব-শয্যায় রামা শোয় তরুতল ॥ (বঃ)

† হল্য অচেতন (বঃ) ‡ লোভে (বঃ)

§ ছেলিগণ (বঃ) ¶ আকাশ গমনে মাতা যান মহেশ্বরী। (বঃ)

ছলা করি (বঃ)

** অতিরিক্ত :—সতীনের হাতে রামা পড়িল সঙ্কটে।
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে ॥ (বঃ ; অঃ)

†† অতিরিক্ত :—খুল্লনার শিয়রে বসিলা ভগবতী।
কান্দিয়া কান্দিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী ॥ (বঃ)

কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে।
সর্ব্বসি ছাগল তোর খাইল শৃগালে ॥
তোর দুস্থ দেখিয়া পাঁজরে হৈল * ঘুণ।
আজি গো লহনা তোরে করিবেক খুন ॥
এমন স্বপন দেখাইয়া মহেশ্বরী।
পঞ্চব্রতে নিয়োজিলা পঞ্চ বিদ্যাধরী ॥ †
বিদ্যাধরীগণ স্নান ‡ করে সবোবরে।
ছাগ চুরি করি চণ্ডী রাখিলা অম্বরে ॥ §
নিদ্রা তেজি ¶ উঠে রামা খুল্লনা সুন্দরী।
ভূতলে পড়িয়া || কান্দে জননী সোঙরি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মাতৃ-স্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ।

নিদয়া নিঠুরা হয়্যা অভাগীরে তেয়াগিয়া **
ঘর গেলা বলিয়া †† বোলান।
খাইয়া আমার মাথা দেখ মোর দুঃখ ব্যথা ‡‡
তুয়া কোলে যাউক পরাণ ॥ §§

* বিন্ধে (বঃ)
† নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী ॥ (বঃ)
‡ ব্রত (বঃ)
§ ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিলা অম্বরে ॥ (বঃ)
¶ ভাঙ্গি (বঃ)
|| ধরণী লোটায়্যা (বঃ)
** দেখা দিয়া (বঃ)
†† না দিয়া (বঃ)
‡‡ দুখ-কথা (বঃ)
§§ অতিরিক্ত—

দুঃখ পায়্যা দশ মাস দিলে মোরে গর্ভবাস,
কোলে কাঁখে করিলে পালন।
নিরপেক্ষে এক দণ্ডে ফেলিলে অনল-কুণ্ডে,
মা হয়্যা হইলে অভাজন ॥ (বঃ)

না গণিলে য়েত্ত কথা যে ঘরে লহনা সতা
একচারী ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদগলে * দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী ॥ ণ
এখনি শিয়রে ছিলে না বলিয়া কোথা গেলে
তুয়া পদে মাগি গো বিদায়।
সর্ব্বসি মরিল জত্থি প্রাণ মোর নিল বিধি ;
জল দানে হইবে সহায় ॥
উঠিয়া পর্ব্বত-আড়ে নেহালয়ে ঝোড়ে ঝাড়ে
দরী গিরি শিখরী কানন।
এখানে করিয়া জাগ সর্ব্বসি নাই পাই লাগ
ধায় রামা হয়্যা অচেতন ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

হাতে গলে (বঃ)
অতিরিক্ত –
জলে ঝাঁপ দিয়ে যদি শুকায় অগাধ নদী,
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিলে কোলে সেহ নাহি মুখ মেলে,
নিদারুণ প্রাণ নাহি যায় ॥ (বঃ)
শুখাল্য অগাদ নদী (বঃ)

খুল্লনার ছাগী অন্বেষণ।

অচেতন হয়্যা কান্দে হারায়্যা সর্ব্বশী।
লোচনের জলেতে মলিন মুখশশী ॥ *
একে একে বুলে † রামা সকল কানন।
সর্ব্বসির কোথাহ না পাল্য অন্যাসন ॥ ‡
§ কথোদূরে পাল্য শব্দ বহু হুলাহুলী।
উভমুখে ধায় রামা নাহি বান্ধে চুলি ॥ ¶
খরশ্বাস বহে ঘন গেলা সরোবরে।
জিজ্ঞাসে ছাগের কথা যুড়ি দুইকরে ॥
ইন্দ্রের নন্দিনী বলে নাহি দেখি ছাগে।
পরিচয় দেহ রামা দেখ্যা দুঃখ লাগে ॥ ‖
যদি সত্য বল তব ঘুচাব সন্তাপ।
মিথ্যা যদি বল তবে দিব অভিশাপ ॥
এ বোল শুনিয়া রামা দিল পরিচয়।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ কয় ॥

* অতিরিক্ত—
উভরায় কান্দে রামা শিরে হানে ঘাত।
বলে রামা কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ ॥ (বঃ)

† ভ্রমে (বঃ) ‡ সর্ব্বশীর সনে কোথা নাহি দরশন ॥ (বঃ)

§ অতিরিক্ত—
উছটে ছিঁড়িল মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
সর্ব্বশী বলিয়া রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ (বঃ)

¶ কথো দূরে সরোবরে শুনি হুলাহুলী।
খুল্লনা বলেন কেবা ছাগ দেই বলি ॥ (বঃ)

‖ পরিচয় দেহ কন্যা কেন দুখভাগী ॥
উর্ব্বশী সমান রূপ জাতিতে পদ্মিনী।
কিসের কারণে বনে ভ্রম একাকিনী ॥ (বঃ)

খুল্লনার পরিচয়।

কহিব কি আর কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
সতা সতন্তর স্বামী দূরন্তর
নিত্য দেই মোরে দুঃখ ॥
গন্ধবাণ্যা জাতি বাপ লক্ষপতি
স্বামী সাধু ধনপতি।
আনিতে পঞ্জর গৌড় নগর
গেলেন রাজ-আরতি ॥ *
করিয়া প্রহার অষ্ট অলঙ্কার
সতিনী লইল বলে।
পট্ট সাড়ি লয়্যা দিল মোরে খুঞা
নিযুক্ত কৈল ছাগলে ॥
কুবের সমান স্বামী ধনবান
ধন খায় জগজনে। †
পরিতে বসন না মিলে ওদন
ছাগ রাখ্যা বুলি বনে ॥
উদর-দাহন পোড়ে সর্ব্বক্ষণ
তৈল বিনে ঘুরে মাথা।
কি বিধি নিঠুর নিল কর্ণপূর
কারে কব দুঃখ-কথা ॥
নিরবধি ফিরি ঝোড় দরী গিরি
সাপ বাঘে নাহি খায়।
বঞ্চিল গোসাঞিঙ হেন জন নাঞিঙ
মোর সতিনে বুঝায় ॥ ‡

---

* গেছেন আমার পতি (বঃ)

† উজানী-সমাজে জানে (বঃ)

অতিরিক্ত— লহনার ভয়ে উচিত না কহে
যে আছে পাট-পড়শী।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বশে অলস-আবেশে
শুইলুঁ এক তরুতলে।
হারাইয়া ছাগি পাপিনী অভাগী
চায়্যা বুলি বনতলে॥ *
লহনার বাহে † প্রাণ স্থির নহে
কেমন করে উপায়।
হইয়া সদয় দেহ পরিচয়
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥

দেবকন্যাগণের পরিচয়।

আমরা ইন্দ্রের কন্যা এ পঞ্চ ভগিনী।
চণ্ডীর করিতে পূজা আইলাম অবনী॥
ক্রমের ‡ উচিত হয় ভারতের ভূমি।
বিপদনাশিনী যবে ব্রত কর তুমি॥

---

* অতিরিক্ত—

কহিতে উচিত করে বিপরীত,
লহনা পাপ রাক্ষসী॥
মোর পিতা মাতা না গুণিল সতা,
লহনা কাল-সাপিনী।
এক সঙ্গে মেলা রাহু-শশিকলা,
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী॥ (বঃ)

হইয়া আকুল নাহি বান্ধি চুল,
না পাই চাহি ছাগলে।
যদি ছাগ পাই সুখে ঘরে যাই,
নতুবা মরিব জলে॥

* * * *

আপনি লহনা কবয়ে গণনা
সন্ধ্যাকালে যত ছেলি।
সর্ব্বশী হারায়্যা বুলি আমি চায়্যা
শুনি আইলুঁ হুলাহুলী॥ (বঃ)

† ভয়ে (বঃ) ‡ পূজার (বঃ)

পূজিহ চণ্ডীকা তুমি প্রতি ভৌমবারে।
বিপদ-সময়ে চণ্ডী হবে কর্ণধারে॥ *
এই ব্রত-ফলে তব আসিবেন পতি।
স্বামীর প্রেমের ফলে হবে পুত্রবতী॥
হারালো ছাগল পাবে ইথে নাহি আন।
লহনা মানিবে তোরে পরাণ সমান॥
হারালো ছাগল পাব শুনিয়া খুল্লনা।
যুড়িয়া উভয় পাণি করেন কামনা॥
সভে মেলি দিলা তারে পূজার করণ।
পরিবার তরে দিলা উত্তম বসন॥
খুল্লনা করেন ব্রত দেবকন্যা সনে।
অভয়া-মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

খুল্লনার চণ্ডী-পূজা

গোময়ে লেপি সদ্ম তথি অষ্টদল পদ্ম
লেপিলা + সুগন্ধি চন্দনে।
আরোপি হেমঘটে অঞ্জলি করপুটে
গণেশ কৈল আবাহনে॥ ‡

---

* ইহার নিম্নে অতিরিক্ত পাঠ :—
দুর্ব্বাসার শাপে হৈতে ইন্দ্র সুরপতি।
অরি জিনি নিল তার রাজ্য ধন ক্ষিতি॥
সুরলোকে সুস্থির করিল সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায়॥ (বঃ)

+ লিখিল (বঃ)

‡ মধ্যে হেমঝারি খুল্লনা সুন্দরী
করেন অভয়া পূজনে॥ (বঃ)

খুল্লনা পূজে চণ্ডী 	শোকদুঃখখণ্ডী
মেলিয়া ইন্দ্রের নন্দিনী।
মৃদঙ্গ সুমহরি 	সপ্তস্বরা ভেরি *
সঘনে দেই শঙ্খধ্বনি ॥ †
মহী গন্ধ শিলা 	দুর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
মধুর সুকষায়া 	আমায় পূরিয়া
দিলেন বহু নানাবিধি ॥
প্রথমে লম্বোদর, 	পূজিলা দিবাকর,
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।
ময়ূরবাহনে 	পূজিলা ষড়াননে
পূজিলা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ‡

* 	কুমারীগণ মিলি 	দিলা হুলাহুলী (বঃ)

† অতিরিক্ত--

কুমারী কহে বিধি 	খুল্লনা ভূতশুদ্ধি
কবাল্য আগম বিধানে।
ইন্দ্রের কুমারী 	পাশে হেমঝারি
সুগন্ধি গঙ্গাজলে স্নানে ॥
শিখির ঊৰ্দ্ধে ব্যোম 	তাহার ঊৰ্দ্ধে সোম,
বামাক্ষী বিন্দুবিভূষিত।
আসিয়া বিদ্যাধরী 	তাহারে কৃপা করি
করিল কার্য্যের পুরোহিত ॥ (বঃ)

‡ অতিরিক্ত—

তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা 	জাহ্নবীজল-গর্ভা
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি।
অঞ্জলি-সবসিজে 	চণ্ডিকা রামা পূজে,
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী ॥ (বঃ)

খুল্লনা পুটপাণি * পূজিলা ন· নারায়ণী
অভয়া বরদারূপিণী।
দিলেন অনুমতি ব্রাহ্মণ মহীপতি
কৃপা কর নারায়ণী ॥ ‡

চণ্ডিকার বরদান।

দুরাশয় দুঃখ পায় দগ্ধ হইল কায়া।
অকিঞ্চনে ডাকে দুর্গা দেহ পদছায়া ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
নির্ম্মলতারিণী নামে কলঙ্ক রহিবে ॥
নাহি জানি জপ মন্ত্র নাহি জানি পূজা।
দয়া কর দানবদলনী দশভুজা ॥
গিরিজা গণেশমাতা গতি সভাকার।
গোকুল রাখিলে গো গোকুলে-অবতার ॥
তোমার মহিমা কি বলিব নরজাতি।
দক্ষের দুহিতা তুমি পতিব্রতা সতী ॥
খুল্লনার স্তুতি শুনি সর্ব্বমঙ্গলা।
মন বুঝিবারে মাতা করিলেক ছলা ॥
জরাধি ব্রাহ্মণী বেশে দিলা দরশন।
কহিতে লাগিলা তারে মধুর বচন ॥

* পুষ্পপাণি (বঃ)

† উবিলা (বঃ)

‡ শ্রীকবিকঙ্কণ কবিল বিরচন,
বদনে নাচে যার বাণী ॥ (বঃ)

অভয়া * বলেন কেন পূজ মহামায়া। †
যদি কর্ম্মফলে মোরে দুর্গা করে দয়া॥
ইথে না করিব দয়া অভয়া পার্ব্বতী।
দ্বাদশ বৎসর কর তাহারে ‡ ভকতি॥
খুল্লনা বলেন বিধি হেথাই লাগিল।
অভাগীর কপালে কি লিখন আছিল॥
শ্রীদুর্গা বলিয়া রামা কান্দিতে লাগিল।
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী চতুর্ভুজা হৈল॥
মাগ ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর।
কামনা করিব পূর্ণ কানন-ভিতর॥
অষ্ট সুতণ্ডুল দূর্ব্বা হেমঝারী লয়্যা।
পূজাহ মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া॥ §
কি বর মাগিব যারে তুমি অনুকূলি।
আছুক অন্যের কাষ্য নাই পাই ছেলি॥ ¶

---

* ব্রাহ্মণী (বঃ)

† অতিরিক্ত— এই ত অরণ্যে চণ্ডী বড়ই নিদয়া॥
না নিন্দ ব্রাহ্মণী তুমি, না নিন্দ অভয়া। (বঃ)

‡ দ্বাদশ বৎসরাবধি করিবে (বঃ)

§ ইহার নিম্নে অতিরিক্ত পাঠ :—
মঙ্গলবারে পূজিব মা কোন্ দেবতাকে।
তোমারে চিহ্নিতে নারি তুমি বট কে॥
আমা নাহি চিন ঝিএ সাধুর বাণ্যানি।
আমি ত মঙ্গল-চণ্ডী দুর্গতিনাশিনী॥ (বঃ)

¶ দুই সন্ধ্যা মিলে অন্ন, হারাইলে ছেলি। (বঃ)
অতিরিক্ত—
অই কোন্ বোল ঝিয়ে, করাব সম্মতি।
মুখ্যা গৃহিণী হবে, হবে পুত্রবতী॥
সকল ভাণ্ডনা বোল বল গো পার্ব্বতি।
স্বামী ঘরে নাহি কেন হব পুত্রবতী॥ (বঃ)

হাসিতে লাগিলা মাতা সেবকবৎসল।
দানা হাকারিয়া গোঠে আনাল্যা ছাগল॥
ছাগল দেখিয়া রামা চিত্তে উত্তরোল।
সর্ব্বসি সর্ব্বসি বলি ঘন দেই কোল॥
জন্মে জন্মে ছাগ তুমি হয়্য নিজজন। *
তোমা হইতে চিনিল মঙ্গলচণ্ডীগণ॥
অভয়া বলেন ঝিয়ে লহ তুমি বর। †
যে বর মাগিবে দিব অরণ্য-ভিতর॥
পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাই ঘরে।
কি করিব ধন, বহু আছয়ে ভাণ্ডারে॥
যদি বর দিবে গো মঙ্গলচণ্ডীগণ।
তোমার চরণে মা রাহুক মোর মন॥ ‡
মরীচি বিরিঞ্চি যারে না পায় ধেয়ানে।
হেন বর খুল্লনা মাগিয়া নিল বনে॥ §
অষ্টবিদ্যাধরী গৌরী চাপাইয়া রথে।
কনকের বারি দিলা খুল্লনার হাথে॥ ¶
জয় দিয়া খুল্লনা চণ্ডীকা পূজে বনে।
বিদ্যাধরীগণ গেলা আকাশ-বিমানে॥

---

* নিয়োজন (বঃ)

† আরে ঝিয়ে খুল্লনা মাঙ্গিয়া লহ বর। (বঃ)

‡ যদি বর দিবে মাতা সেবকবৎসলে।
অনুক্ষণ রহু মতি তব পদতলে॥ (বঃ)

§ অতিরিক্ত—
খুল্লনার শিরে চণ্ডী আরোপিল পাণি।
অভিপ্রায় পুত্রবর দিল নারায়ণী॥
দিল বর তারে চণ্ডী যত কৈল আশা।
ইন্দ্রকন্যা সঙ্গে রামা গোঙাইল নিশা॥ (বঃ)

¶ কনকের ঝারি দিয়া খুল্লনার মাথে। (বঃ)

খুল্লনার তরে মাতা কহি উপদেশ।
লহনার শিয়রে বসিলা নিশাশেষ ॥
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে, গলে মুণ্ডমালা।
কাতি কর্পর হাথে করে নানা খেলা ॥
লহনা গঞ্জিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥ *

লহনাকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

তোরে গো লহনা বলি হইলি কুলের কালি
সতিনীরে রাখায়্যা ছাগল।
যারে সমর্পিলে † পতি তার কৈলে এ দুর্গতি
স্বামী আল্যা পাবে প্রতিফল ॥
ধরসি বাঁঝার চিহ্ন সতিনেরে বাস ভিন্ন
যাহা হইতে কুলের প্রকাশ।
অধর্ম্মে হইলে বাঁঝ দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁঝ
সতিনের না কর তপাস ॥
নিশ্চিন্ত আছিল ঘরে সতিনী কাননে ফিরে
জাতি-নাশে নাই তোর ভয়।
শার্দ্দূল ভল্লুক সনে খুল্লনা ফিরয়ে বনে
স্ত্রীর বধে পড়িবে নিশ্চয় ॥ ‡

* তরাসে স্বপনে রামা হৈল কম্পবতী ॥ (বঃ)
† সমর্পিল (বঃ)
‡ ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ :—
জ্ঞাতি নাহি ধরে ছল নৃপতি না করে বল
ধিক রহু এই ছার দেশে।
স্বামী যার লক্ষেশ্বর ধনপতি সদাগর
নারী বুলে কাঙ্গালের বেশে ॥

কর নানা পরিবন্ধ লেপহ কুমকুমগন্ধ
আর নাহি উঠিবে * যৌবন।
শুনিয়া লহনা কান্দে গান মনোহর ছান্দে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার জন্য লহনার চিন্তা।

হেদে গো দুবলা মোরে কহ উপদেশ।
ভাবিতে গণিতে মোর তনু হল্য শেষ ॥
কালি ছাগল লয়্যা গেল প্রভাতে বহিনী। +
আজি বিষ্ণুপদতলে উরিল তরণী ‡ ॥
আপনার মাথা খায়্যা কৈল অপমান।
অনাথা বহিনী কিবা তেজিল পরাণ ॥ §

আমার বচন শুন নাহি তোর রূপ গুণ
আপনি রাখহ নিজ মান।
সাধু জিজ্ঞাসিবে তোরে কি ব'লে ভাণ্ডাবে তারে
মোর আগে কর সমাধান ॥
তোর সোহাগ করিব দূর গরব করিব চূর
বারেক আসুক ধনপতি।
গরব করিলি যত তত রূপে হবে হত
মতির মত হইবেক গতি ॥
তোর সই পাপমতি কপটে লিখিল পাতি
অধোগতি যাবে লীলাবতী।
সাধু আসুক দেশে ঘুচাইব দাস-বেশে
ইহার উচিত দিব শাস্তি ॥ (বঃ)

* নেউটিবেক (বঃ
+ সতিনী (বঃ) ‡ ভবানী (বঃ)
§ অভিমানে কিবা আজি ত্যজিল পরাণ ॥ (বঃ)

নির্গম কাননে তারে খাইল কিবা বাঘ।
চোর খণ্ড লম্পট পাইল কিবা লাগ * ॥
না জানি বহিনী কিবা হৈল সাপডঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক ॥ †
মরিল খুল্লনা বনি ‡ পর্ব্বতের চূড়া।
উদ্দেশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া ॥
অবনী বিদরে যদি পূরয়ে কামনা।
তথি প্রবেশিয়া লাজ খণ্ডাও লহনা ॥ §
দেখিল ভৈরব ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি কর্পর হাথে গলে মুণ্ডমাল ॥
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥
খুল্লনার উদ্দেশে লহনা চলে বন।
পথে যাত্যে দুসতিনে হল্য দরশন ॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কাঁদেন লহনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী রচনা ॥

* নাগ (বঃ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—মোর হাথে আরোপণ করি নিজ শিরে।
সমর্পিয়া প্রাণনাথ গেল খুল্লনারে ॥
তারে বধি বিমল কুলের হৈল কালি।
আমি হৈব স্বামীর চক্ষের যেন বালি ॥ (ব.)

‡ নারী (বঃ)

§ অতিরিক্ত—
বৈশাখে অনল সম নিরন্তর খরা।
মূর্চ্ছায় মরিল বোন পায়্যা খরা-চোরা ॥
পরের বচনে তারে দূর কৈলুঁ দয়া।
অন্নকষ্ট দিয়াছি আপন মাথা খায়্যা ॥ (বঃ)

সপত্নী-মিলন।

হের গো তোমারে বলি মাগো পরিহার।

আমার দিবস মন্দ পর করাইল ধন্দ *

মোরে কৃপা কর একবার ॥ †

কালি তুমি ছিলে কোথা আমার হৃদয়ে ব্যথা

জাগরণে পোহাল্য রজনী।

দেখিয়া তোমার মুখ পাশরিল সব দুঃখ ‡

কোল দেহ আসিয়া বহিনী ॥ §

যে ঘরে বসয়ে সতা অবশ্য কলহ-কথা, ¶

ভিন্ন ভাব না করিহ মনে।

যার সঙ্গে বার মাস একত্র করয়ে বাস

অবশ্য কন্দল তার সনে ॥

কৌশল্যা রামের মাতা কেকই তাহার সতা,

দোঁহার কন্দলে সর্ব্বনাশ।

রাম গেলা বনবাস নৃপতি হইল নাশ ;

শুনহ পূর্ব্বের ইতিহাস ॥

* তোমা সনে হৈল দ্বন্দ্ব (বঃ)

† বলি বল্যা ক্ষম একবার। (বঃ)

‡ ক্ষমহ আমার দোষ, দূর কর অভিরোষ, (বঃ)

§ অতিরিক্ত :—

আজি হৈতে তুমি প্রাণ, ইথে মোর নাহি আন,

ক্ষমহ আমার অপরাধ।

আমি তোরে কহি দৃঢ়, যেই সহে সেই বড়,

মনে নাহি বাধহ বিবাদ ॥ (বঃ)

¶ কন্দল তথা (বঃ)

রাম সীতা গেলা বন, সীতা হরে দশানন, (বঃ)

লহনার বাণী শুনি খুল্লনা মনেতে গণি
লহনার পড়িল চরণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

সপত্নী-সোহাগ।

হরিদ্রা কুসুম-তৈল * আনিল দুবলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা॥
আমলখি দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।
স্নান করি পরে রামা উত্তম বসন॥ †
ফল মূল উপহার নৈবেদ্য পাকলা।
করিয়া পূজেন ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা॥ ‡

---

* হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল (বঃ)

† অতিরিক্ত—

অঙ্গে আরোপিল রামা ভূষণ চন্দন।
একভাবে স্মরে রামা চণ্ডীর চরণ॥ (বঃ)

‡ অতিরিক্ত—

রন্ধন করিতে লহনার হৈল ত্বরা।
ঘণ্টে পূরায়্যা রাখে কুড়িয়া পাথরা॥
কটু-তৈলে কই-মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ।
মুঠে নিচোড়িয়া তাহে দিল আদারস॥
খণ্ড মুগের সূপ, উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন দিল থাল তাহার উপরে॥
রন্ধন ত্যজিয়া দোঁহে বসিলা ভোজনে।
থালীতে ওদন, বাটী পূরিয়া ব্যঞ্জনে॥

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
প্রেমালাপে দুসতীনে করিলা ভোজন ॥ *
ভোজন করিয়া দুঁহে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ॥
প্রথম নিশায় দুঁহে করিয়া শয়নে।
নিদ্রায় আকুল রামা রহিল ভবনে ॥ †
নিশাকালে দেখে রামা স্বামীকে ভবনে।
চিয়াইয়া শুনে রামা কোকিল-নিঃস্বনে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার বিরহ।

কহ তুয়া উপদেশ মোরে।
কামরূপী হই আমি যদি হই বিহঙ্গমী
উড়্যা যাই গৌড় নগরে ॥

* অতিরিক্ত পাঠ :—

কিরা দিয়া রুই-মুড়া দিল খুল্লনারে।
দেখিবারে পাইল বোচা টঙ্গের উপরে।
বোচা বিড়াল তার সর্ব্ব তনু হাসা।
অর্দ্ধখান লেজ নাহি দুই চক্ষু ডাসা ॥
হাগ মোচড়িয়া বোচা মুড়া লয়ে যায়।
দুর্ব্বলা ধরিয়া ঠেঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায় ॥
লয়্যা রুই-মুড়া যায় যার যেবা ভোগ।
দুর্ব্বলা চেড়ীকে হৈল যেন পুত্রশোক ॥ (বঃ)

† একত্র শয্যায় দোঁহে করিল শয়ন।
সেই দিন রজনী বঞ্চিল দুইজন ॥ (বঃ)

শয়নে আছিল আমি স্বপনে আমার স্বামী
বাহু পসারিয়া কৈল কোলে।
স্বপনে পাইল নিধি তথি বিড়ম্বিল বিধি
চিয়ালা কোকিল কোলাহলে ॥
দিনে থাকি গৃহকাজে পাঁচ জনা সখী-মাঝে
যামিনী আইসে মোর কাল।
জলে বা * মন্দির-পথে প্রবেশ করয়ে কতে
হিমকর-কর-শর-জাল ॥
দুঃসহ মদন-বাণে সাপ ডংসে তনু জিনে
শীতল চন্দন হলাহলে।
অবতরি পুরে কাক খুল্লনা সম্মুখে ডাক
কহিছেন মধুরস বোলে ॥ †

* জ্বালায় (বঃ)

† পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

বৈরি কোকিলের স্বর, মোর তনু জরজর,
বন যেন পোড়ে দাবানলে ॥
শুতিলে নলিনী-দলে কলেবর মোর জ্বলে
জল দিলে নহে প্রতিকার।
বৈরি কুসুম-বাণ আকুল করিল প্রাণ
পতি বিনে জীবন অসার ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি আপনি কলমে বসি
যে বলান যেই বা লিখান।
না জানি কি কৌতুকে অভয়া মুকুন্দ-মুখে
জয়-সঙ্কীর্ত্তন-রস গান ॥ (বঃ)

চণ্ডিকার কাকরূপ-ধারণ।

* কহ কাক কুশল বারতা।

যোড় হাতে করি স্তুতি যদি আসিবেন পতি
পূর্ব্বমুখে কহ মোরে কথা † ॥
তোমার সমান পাখী এই গ্রামে নাই দেখি
আইলে আমার ভাগ্য-কালে ‡।
যদি আসিবেন পতি উড়্যা যাহ লঘুগতি
পুনর্ব্বার বৈস মোর চালে ॥
যদি আসিবেন নাথ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত
হেম থালে করাব ভোজন।
সুবর্ণ পঞ্জর বাস পূরিব তোমার আশ
দাসী হয়্যা করিব সেবন ॥
পরাশর ভৃগু গর্গ আদি যত মুনিবর্গ
গায় তোমা বসন্তের রাজে।
যত দেখ চরাচর নহে তুয়া অগোচর
থাক ধর্ম্মরাজার সমাজে।

* অতিরিক্ত—

অবতরি কাক-রূপে খুল্লনার সম্মুখে
কহিছেন মধুরস বাণী।
শুন হে খুল্লনা রামা, বিধি বিড়ম্বিল তোমা,
সহায় হইলা নারায়ণী। (বঃ)

† কহ পুনরপি মোরে কথা। (বঃ)

‡ ভাগ্য-ফলে (বঃ)

খুল্লনার দেখি দুঃখ হল্যা চণ্ডী উর্দ্ধমুখ
গেলা মাতা গৌড় নগরে। *
গিয়া অবসান নিশি সাধুর শিয়রে বসি
স্বপ্ন কহেন ধীরে ধীরে + ॥ ‡

সাধুকে স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষ ধরি লহনার বেশ
গেলা মাতা সাধু-সন্নিধানে।
তাঁর কাছে পদ্মাবতী ধরি খুল্লনার মূর্ত্তি
শিয়রে বসিয়া দুই জনে॥
গর্জ্জিয়া বলেন সদাগরে।
পরনারী দেখিয়া পাসরিলে দুই জায়া
সুখে থাক গৌড় নগরে॥
পাশায় গোঙাও দিন মর্য্যাদা করিয়া হীন
হলো নিজ কুলের কলঙ্ক।
সাধে কৈলে দুই বিয়া কেমনে ধরহ হিয়া
দুই জায়া যার পতিরঙ্ক॥

* খুল্লনার স্তুতিবাণী, কাক-রূপী নারায়ণী
উড়ি গেল গউড় নগরে। (বঃ)

\+ সদাগরে (বঃ)

‡ অতিরিক্ত—
কামবাণ পঞ্চশরে খুল্লনা বিষাদ করে,
তুয়া মোর শুনহ বচন।
দামিন্যা-নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)

আইলে নৃপতি-কাজে রহিলে পাশার * বাজে
বেউস্থা জনার রতিনাশে + ।
মিথ্যা কর শিব পূজা তব নিন্দা করে রাজা
এ মুখ দেখাও নিজ দেশে ॥
না করিলে ভাল কর্ম্ম রাজার করিলে মর্ম্ম
পঞ্জর গড়াইবার ছলে ।
রাজার হইলে অরি লুটি গেল ঘরগারি
নাশ গেল নিজ কর্ম্মফলে ॥
সদা দুই জায়া কান্দে কেশপাশ নাই বান্ধে
দেখিয়া চিয়ন্ত সদাগর ।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
গাইলা মুকুন্দ কবিবর ॥ ‡

---

* পাসরি (বঃ)
+ অভিলাষে (বঃ)
ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—

পিঞ্জর বর্ণন ।

গড়ে কারিগর স্নবর্ণ পিঞ্জর,
দেখিতে অতি মনোহর ।
কুম্ভ সারি সারি অতি মনোহারী,
গড়ে চতুঃশালা ঘর ॥
জ্বালি হুতাশন আউটে কাঞ্চন,
চারি ভিতে স্বর্ণ বাড় ।
স্বর্ণময় ঘর দেখিতে স্নন্দর
পক্ষী বসিবার আড় ॥
তাতে স্বর্ণ কাটি বর্ণ দিয়া মোটি
চৌদিকে স্বর্ণের জাল ।
স্বর্ণ জলবাটী অতি পরিপাটী,
স্বর্ণের গড়িল থাল ॥

ধনপতির স্বদেশে যাত্রা।

স্বপ্ন দেখিয়া উঠে সাধু ধনপতি।
শিরে ঘা মারিয়া সাধু করে আত্মঘাতি ॥
মনে ভাবে সদাগর কৈল কোন কাজ।
শারী সুয়া মুণ্ডে আসি ঝাট পড়ুক বাজ ॥
পক্ষ যদি হইত উড়িয়া যাই ঘর।
চিন্তাশোকে সদাগর হইলা জর্জ্জর ॥ *

স্বর্ণের কলস দেখিতে রূপস,
বিচিত্র পতাকা উড়ে।
স্বর্ণের কপাট অতি বড় আঁট,
আপন ইচ্ছায় পড়ে ॥
সুবর্ণ নূপুর গড়েন প্রচুর
চৌদিকে ঝমঝম বাজে।
অরুণ-বরণ, ভুবন-মোহন,
যেন রবি-রথ সাজে ॥
গঠিল পিঞ্জর নাম বিশ্বম্ভর,
নিল রাজ-সন্নিধানে।
দেবতা-নির্ম্মাণ, অতি অনুপাম,
তাহে দিল চক্ষুদানে ॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত,
রসিক-মাঝে সুজান।
তার সভাসদ্ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ (বঃ)

পাঠান্তর— স্বপন দেখিয়া উঠিল যে সদাগর।
চিন্তায় চিন্তিত সাধু হৃদয় জর্জ্জর ॥
রাজ-ভেট নিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া।
খান দুই সগোলাদ খান দুই গড়া ॥
কান্দি বান্ধা নিল রাজন নারিকেল।
ঘড়ায় পূরিয়া নিল নাড়ু গঙ্গাজল ॥ (বঃ)

রাজারে প্রণাম করে দিয়া নানা ভেট।
বিদায়ের নামে রাজা মাথা করে হেট॥
একমাস থাক তারে বলে দণ্ডরায়।
রাজার বচনে সাধু নাই দেই সায় *॥
প্রণতি করিলা সাধু সকল সভায়।
নানা ধন দিয়া রাজা করিলা বিদায়॥
হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া যুঝারি † কুঞ্জর।
কামিনা আনিয়া দিল সুবর্ণ পঞ্জর॥
পঞ্জর দেখিয়া সাধু মনে মনে গণি।
শত তঙ্কা দিল দান পঞ্জরের বাণি॥
বন্দিয়া ভূপতি-পায় পণ্ডিত-সমাজে।
শুভক্ষণে ধনপতি চড়ে গজরাজে॥ ‡
গজপৃষ্ঠে সদাগর চলে অতি ত্বরা।
নাই মানে সদাগর বসন্তের খরা॥
লহনা খুল্লনা বিনে আর নাহি মনে।
ছয় দিনের পথ সাধু চলে একদিনে॥ §

---

* রাজার বচনে সাধু মাঙ্গেন বিদায়। (বঃ) † সুক্তান (বঃ)

‡ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত—

ব্রাহ্মণ গণক ভাটে দিয়া নানা ধন।
শুভক্ষণে সদাগর চড়িল বারণ॥
দুইজনে কোলাকুলি পরম সাদরে।
সকরুণে নৃপবর বলে সদাগরে॥
তোমা সনে দেখা মিতা না হইবে আর।
কহিতে কহিতে চক্ষে বহে জলধার॥
নৃপতিরে মেলানী করিল বুহিতাল।
বড়গঙ্গা পার হৈলা চাপিয়া বিশাল॥
শীতলপুর ললিতপুর কালাহাট দিয়া।
সর্পাড়ি বড়লখালি বামদিকে থুয়া॥ (বঃ)

§ নয়দিনের পথ সাধু আইল তিন দিনে। (বঃ)

রাতি দিন চলে সাধু না করে রন্ধন।
ক্ষীর খণ্ড দধি কলা করয়ে ভক্ষণ ॥
শিমুলিয়া, বালিঘাটা পশ্চাৎ ফেলিয়া।
উজানি নগরে সাধু উত্তরিলা গিয়া ॥
উপনীত সদাগর রাজার দুয়ারে।
শুনিয়া সাধুর কথা রাজা আগুসরে ॥
পঞ্জর এড়িয়া সাধু নত হৈল মাথা।
নৃপতি জিজ্ঞাসে তাবে কুশল বারতা ॥ *
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাৎ।

ভায়া এতেক বিলম্ব কি কারণে।
উড়া গেল সারিস্তক অকারণে পালো দুখ
কলধৌত পঞ্জর গঠনে ॥

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত—
সিমলি বালিঘাটায় ফাসুড়িয়ার ভয়।
ত্বরা করি চলে সাধু তিলেক না রয় ॥
রায়খাল পাছু করি প্রবেশে রাজপুরে।
অজয় এড়িয়া আইল উজানী নগবে ॥
আউটবেক ত্রিমুহানি চলিয়া এড়ায়।
উপনীত ধনপতি রাজার সভায় ॥
পিঞ্জর এড়িয়া সাধু নয়াইল মাথা।
নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে গৌড়ের বারতা ॥ (বঃ)

তুমি গেলে পরবাস তথা হৈল * বারমাস
দূর গেল পাশার কৌতুক।
দেখিতে হইল সাধ কত হৈল কান্দা বাদ
সারি শুক দিল এত দুখ॥ †
মরা্যা যাগু সারিশুয়া তোমার বালাই লয়্যা
তোমা বিনে মনে নাহি আন।
সফল হইল আশা আজি পোহাইল নিশা
দেখিলাম তোমার কল্যাণ॥
বিলম্ব না কর ভায়া দুঃখ পায় দুই জায়া
ঘরে যায়্যা কর স্নান দান।
রাজা করে পরিহাস প্রেমানন্দ বহে ভাষ ‡
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ধনপতির নিজালয়ে গমন ও দুর্ব্বলার নিকট লহনার ঔষধ গ্রহণ।

§ ভূপতি-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চড়িয়া পাটের দোলা যান নিজ ধাম॥

---

* দুঃখ পাই (বঃ)

† অতিরিক্ত :—
গিয়াছ আমার কাজে রয়েছ পিঞ্জব-ব্যাজে
অপেক্ষণ নাহি তোর ঘরে।
লোক দেয় অনুযোগ কিবা সাধুর হৈল রোগ
অবিরত ভাবনা অন্তরে॥ (বঃ)

‡ ভূষণ চন্দন আদি প্রশংসিল যথাবিধি (বঃ)

§ অতিরিক্ত—
পিঞ্জর দেখিয়া রাজা করে সাধুবাদ।
সাধুকে দিলেন পাণ ভূষণ প্রসাদ॥ (বঃ)

বন্ধুজন সম্ভাষয়ে নগরে নগরে।
লহনা লইয়া কিছু শুনিব উত্তরে॥
পতি-আগমন-বার্ত্তা শুনি লোক-মুখে।
দুর্ব্বলারে ডাকে রামা পরম কৌতুকে॥ *
চিরদিনে প্রাণনাথ ঘর আইসে মোর।
খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর॥
কোথা এড়িয়াছ মোর ঔষধ-উপায়।
প্রাণনাথে কর মোর হইয়া সহায়॥
আমার লাগুক কড়ি তোর হকু যশ।
ঔষধ করিয়া মোর স্বামী কর বশ॥
লহনার হাতে দিল ঔষধের পেড়ি।
চাব দেখি আল্যাইল দঢ়বন্ধ দড়ি॥ †
একে একে ঔষধের নাম লব কত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার অভিসার।

আর শুন্যাছ ছোট-মা গো সাধু আল্য ঘরে।
বারি হয়্যা শুন গিয়া বাজনা নগরে॥
আজি পোহাইল গো দারুণ দুখ-নিশা।
ইবে তোর ভবানী সফল কৈল আশা॥
আপন বলি দয়া চেড়ি রাখিবে চরণে।
দুবলা আনের দাসী নহে তোমা বিনে॥
তোমার প্রাণের অরি পাপমতি বাঁজি।
সাধুকে বলিয়া আজি আলাইব পাঁজি॥

---

* স্বামীর বারতা বামা দূতমুখে শুনি।
দুর্ব্বলাকে কহে কিছু বিষাদে আপনি॥ (বঃ)

† অবধানে আলুয়ায় দঢ়-বন্ধন-দড়ি। (বঃ)

দোষের মত যদি নাহি করে প্রতিকার।
সাধুকে প্রবাসে দুঃখ দিল বারে বার ॥
যত দুঃষ্খ পালে তুমি মোর মনে সে ব্যথা।
তোমার হয়্যা সাধুকে কহিব সকল কথা ॥
দনার ছোট খোঁয়ার বাস লহ বাসঘরে।
চক্ষের বালি সাধুর করাব লহনারে ॥
অলকা তিলক বেশ নয়ানে কাজল।
স্বামীরে ভেটিতে ভৃঙ্গারেতে লহ জল ॥
এক বলিতে দশ বল্য না কর্য তরাস।
উন বুকে নাহি কর্য সতিনীর বাস ॥
দুবলা-বচনে হাসে খুল্লনা সুন্দরী।
পুরস্কার কৈল তার মাণিক অঙ্গুরী ॥
দুবলার যুক্তি রামা মানিলেন সার।
শ্রবণে কুণ্ডল দিতে কৈলা অঙ্গীকার ॥
খুল্লনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক-ভাণ্ডারে আনে অভরণ-পেড়া ॥
ছাব দেখি আল্যাইল দৃঢ়-বন্ধ দড়ি।
দোছটি করিয়া পরে তসরের সাড়ী ॥
দুবলা মার্জয়ে কেশ লতা-প্রসাধনি।
বাম করে হেমদণ্ড রসের দাপনি ॥
নয়নে অঞ্জন পরে কপালে সিন্দূর।
মার্জনা করিয়া পরে মণিকর্ণপূর ॥
জাবকের রসে কৈল অধর রঞ্জন।
রসের দর্পণ-তলে নেহালে বদন ॥
শ্রবণ-উপরে পরে কনক বউলী।
সজল জলদে যেন পরয়ে বিজুলি ॥ *

---

* দুর্ব্বলা মার্জ্জন করে লয়ে প্রসাধনি।
বাম করে হেম-দণ্ড রসাল দর্পণী ॥

বাহুযুগে আরোপিল কনক কেয়ূর।
পদযুগে আরোপিল বাজন নপুর॥
মণি-বিরাজিত মুখ হেমের কিঙ্কিণী।
পদে পদে যেন মত্ত মরালের ধ্বনি॥
ডানি করে লয় রামা রজতের ঝারী।
বাম করে নারায়ণ-তৈল পুর্যা খুরি॥
কবরীতে আরোপিল মল্লিকার মাল।
হেনকালে সদাগর আইল পাঠশাল॥
প্রণাম করিয়া পুরজন যায় ঘর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলা সদাগর॥
খুল্লনা আইসে তথা কুঞ্জরগামিনী।
আছিল পূর্ব্বেতে রামা ইন্দ্রের নাচনী॥
কি করিব কি বলিব করে অনুমান।
না জানি সুরতিরস কি হবে নিদান॥
দুবলা রহিলা পিছে কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে যায় রামা সাধুর নিয়ড়ে॥
অবনীতে এড়িলেন ঝাটি জলঝারি। *
সাধুকে প্রণাম করে রূপবতী নারী॥
শিব সোঙরিয়া সদাগর কিছু বলে।
হেটমুখে খুল্লনা শুনেন সেই স্থলে॥
না দেই উত্তর রামা সাধুর বচনে।
অভয়া-মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

কবরী বাঁধিয়া দিল কুসুমের গাভা।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন বিদ্যুতের শোভা॥ (বঃ)
অবনী লোটায়ে তৈল এড়ে জল-ঝারি। (বঃ)

খুল্লনার প্রিয়-সম্ভাষণ।

রামা, মাথা তুলিয়া কও কথা।

বলিবারে করি ভয় দেহ মোরে পরিচয়

মনের ঘুচাহ দুঃখ ব্যথা ॥

বিচিত্র মালতীমাল ফিরে তথা অলিজাল

মণিময় জাদ তথি দোলে।

রত্নময় কর্ণপূর তিমির করয়ে দূর

অচঞ্চলা বিজুলি কপালে ॥

নাহি লখি কি কারণে ধরসি অপাঙ্গ-তূণে

কাজল-গরল-যুত বাণ।

তোমার কর্ণিকা-ফান্দে মনোহর মৃগ * বান্ধে

কার তরে পূরাছ সন্ধান ॥

বদন শরত-ইন্দু তথি শোভে † বিন্দু বিন্দু

সুধা-মণ্ডলেতে ‡ যেন তারা।

ওহে। অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি

রামরম্ভা জিনি উরুভরা ॥ §

তোর কুচে অনুপাম মণি মুকুতার দাম

মেরুশৃঙ্গে বহে মন্দাকিনী।

যত প্রিয় ভাষে সাধু, ঝাঁপিয়া বদন-বিধু

চলে রামা কিছু নাহি শুনি ॥

গো-গজ-বাহন-অরি তার পৃষ্ঠে ভার করি

যায় রামা ভিতর মহলে।

দোঁহার রাখিতে প্রীতি যায় দাসী লঘুগতি

লহনারে নাই ¶ কিছু বলে ॥

---

* মোর মন-মৃগ (বঃ) † স্বেদ (বঃ) ‡ সুধাংশু-মণ্ডলে (বঃ)

§ বাড় তোর কেশপাশ, আইসে করিতে গ্রাস.
পুণ্যের সময় হৈল পারা ॥ (বঃ)

¶ টাঁই (বঃ)

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনার অভিসার।

আর শুন্যাছ বড়-মা গো সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধুর ঠাঁই কহে বিপরীত॥
যেই সদাগরের পাইল ভেরী-সাড়া।
মাণিক-ভাণ্ডারে আনে আভরণ-পেড়া॥ *
মুখে মুখে কয় কথা ঈষৎ হাসিয়া।
হেন বুঝি কহে কিছু তোমারে গঞ্জিয়া॥
আড় নয়নে কয় কথা অমৃতের কণা।
কখনও না দেখি যে এমন ঠাটপনা॥ †
প্রথম বাসরে ছুঁড়ি ‡ নাহি করে ডর।
হেন বুঝি লবেক তোমার বাসঘর॥

* অতিরিক্ত—

অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত কৈল গা।
যৌবন-গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
সেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে॥ (বঃ)

† অতিরিক্ত—

তুমি বড় ভগিনী গুরুজন জোষ্ঠ সতীন তথি।
স্বামী ভেটিতে যায় না লয় অনুমতি॥
উঘারি সে গোরা গা নহলি যৌবন।
গর্কিত দেখিয়া বুকে না দেই বসন॥ (বঃ)

‡ সঙ্গমে ঠাটী (বঃ)

ঔষধ করিয়া ঝাঁট ভেট প্রাণনাথে।
সতিনী বিচ্ছেদ করি রাখ এইমতে ॥
দুবলার উপদেশ বুঝিয়া লহনা।
তুমি দাসী প্রাণ সম কানে দিব সোনা
চালে হৈতে আনে রামা মুড়া প্রসাধনি
বাম করে হেমদণ্ড রসের দাপনি ॥ *
আঁচড়িল কেশ তার নানা পরবন্ধে।
গন্ধযুত তৈল দিয়া তার কেশ বান্ধে ॥

অতিরিক্ত—

উহারি হাতে রাঙ্গা শাঁখা, ঐ বরণে গৌরী।
অই কি জানে স্ত্রীকলা মোহন চাতুরী ॥
অব্যাজে দেখায় রূপ যৌবন-সম্পদ্।
দড় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ ॥
হেলন দোলন চলনখানি কে সহিতে পারে।
ভাল হৈল আইল সাধু আপনার ঘরে ॥
তুমি অলক তিলক পর মোহন কজ্জল।
সাধু ভেটিবারে লহ ভৃঙ্গারের জল ॥
দুর্ব্বলার বোলে বামা করে অনুমান।
মন দিয়া শুন মোর সাধহ সন্মান ॥
লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক-ভাণ্ডারে আনে আভরণ-পেড়া ॥
অবধানে আলুয়ায় বন্ধনের দড়ি।
দোছুটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী ॥
দুর্ব্বলা মার্জ্জয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম-দণ্ড কনক-দর্পণী ॥ (বঃ)
তৈলযুত হয়ে পড়ে লহনার স্কন্ধে ॥
কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি।
দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটী ॥ (বঃ)

মাছ্যাতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড় ।
বাছিয়া পরিল মেঘডুম্বুর কাপড় ॥
বসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর ।
মোহন কাঁচুলি পরে তাহার উপর ॥
কাঁকালে দোসাজ বান্ধি হৈল যুবকায় ।
মণিময় হার কুচ গলেতে দোলায় ॥ *
লহনা বিকলা পানি পুরিয়া ভৃঙ্গারে ।
নানান ঔষধ রামা মিশাল কর্পূরে ॥
ভেট দিয়া সদাগরে করিলা প্রণতি ।
লহনা গঞ্জিয়া † কিছু বলে ধনপতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রেম-সম্ভাষণ ।

মোর দিব্য তোরে সত্য কহ মোরে
কা দিয়া পাঠালো জল ।
আকুল পরাণ মালা কাম-বাণ
জিউ করে টলবল ॥

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত—
দোহারা কাকালি বান্ধি হৈল ঋজুকায় ।
মণিময় হার কুচযুগলে লোটায় ॥
যতনে পরয়ে বামা কজ্জল সিন্দুর ।
মাজ্জন করিয়া পরে মণিকর্ণপুর ॥ (বঃ)

† সম্বোধি (বঃ)

যেন মত্ত হাথি ছুটে দিবা রাতি
নিবারি শান্তি-অঙ্কুশে।
আসিয়া সে নারী শান্তি কৈল চুরি
হস্তী নিবারিব কিসে॥
অনেক সফর * ভ্রমে নিরন্তর
না দেখি তেন রূপসী।
রম্ভা তিলোত্তমা নয় তার সমা
ইন্দ্রাণী কিবা উর্ব্বশী॥ †
দেবাসুরগণে অমৃত বণ্টনে
শ্রীহরি হল্যা মোহিনী।
তা দেখিয়া শূলী হল্যা কুতূহলী
সঙ্গে আইলা ভবানী॥
দেখিয়া মোহিনী দেব শূল-পাণি
আকুল হল্যা মদনে।
সরূপা সুব্রতা দেখি যদি সতী
স্থির নহে কাম-বাণে॥
ইন্দ্র সুরপতি তার শুন গতি
হরিল গৌতম-দারা।
এ নব যুবতী পাশে নিশাপতি
গুরুজায়া নিল তারা॥

* সহর (বঃ)

† দেখিতে হরিষ, পরশিতে বিষ,
অমৃত বিষে জড়িত।
নাহিক পণ্ডিত, নিবারিতে চিত,
বুঝিয়া আপন হিত॥ (বঃ)

বিধির কি কথা হরিল দুহিতা
মোহিনী যার আখ্যান।
একা ভীমকেতু * ধর্ম্মনাশ হেতু
কি দিব তার সমান ॥
একাদশ দশে বৎসর বয়সে
বিবাহ করিল তোরে।
ভাল মন্দ যত তোমারে বিদিত
ছল কেন তুমি মোরে ॥
শুনি মধুমতী সাধুর ভারতী
বিনয়ে বলে লহনা।
রচি নানা ছন্দ গাইল মুকুন্দ
সারদা কবি ভাবনা ॥

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি।

মোর হাত দিয়া শিরে আরোপিলে খুল্লনারে
গৌড় গেলে গড়াতে পিঞ্জর।
তোমার আদেশ পায়্যা করিল পরম দয়া
পালিলাম এক সম্বৎসর ॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম † লয়্যা ঘরে ঘরে ‡ বুলি চায়্যা
করিতে অঙ্গের মলা দূর।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার আদি যত অলঙ্কার
আপনি পরাই কর্ণপূর ॥ §

* মীনকেতু (বঃ) † পিটালী (বঃ) ‡ খুল্লনারে (বঃ)

§ নাহি বাড়ে নাহি রান্ধে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
আপনি বন্ধন করি কেশ।
চারি পাঁচ সখী মিলে রাত্রি দিবা পাশা খেলে
যতনে উহার করি বেশ ॥ (বঃ)

যবে বেলা দণ্ডদশ হেম-থালে ছয় রস
সহিত করাই অন্নপান।
ভুঞ্জাই মৎস্যের ঝোলে শয়ন করাই কোলে
আপনি যোগাই গুয়া পান ॥ *
আপনি ভাঙ্গাই † তঙ্কা কারে নাই করি শঙ্কা
যে ইচ্ছা সতত করে ব্যয়।
আমি যেন দেখি প্রাণ খায় পরে করে দান
কার তরে নাহি করে ভয় ॥
একেলা ঘরের কৃত্য আপনি করি যে নিত্য
খুল্লনার দুবলা কিঙ্করী।
পাশায় গোঙায় দিন মনে না বাসি যে ভিন
নিবেদি তোমার বরাবরি ॥ ‡
লহনা যতেক ভাষে শুনি সদাগর হাসে
প্রসাদ করিলা হেম-হার।
উমাপদ-হিত-চিত রচিলা নূতন গীত
আজ্ঞা লয়া ব্রাহ্মণ রাজার ॥

* কলা খণ্ড ক্ষীর দধি ভেট পাই নানাবিধি,
পুনর্ব্বার না করি তপাস।
সুখে বঞ্চে মোর ঠাঁঞি নাহি গুণে বাপ ভাই,
নাহি যায় মায়ের নিবাস। (বঃ)

† ভাঙ্গায় (বঃ)

‡ চিয়াখা খাওয়াই ভাত, শুনহ পরাণ-নাথ,
কেবল তোমারে ভয় করি ॥ (বঃ)

দুর্ব্বলার প্রতি বেসাতি করিবার আদেশ।

হাস পরিহাস কথা কহে ধনপতি। *
জিজ্ঞাসে ঘরের কথা সাধু মহামতি॥
লহনা কহেন সাধু তুমি পুণ্যবান।
তোমার প্রসাদে হেথা সকলি কল্যাণ॥ †
সাধু বলে প্রিয়ে যদি তুমি কর মন।
খুল্লনা রসই-শালে করুণ রন্ধন॥
নিমন্ত্রণ দেহ প্রিয়ে যত বন্ধুজনে।
অন্ন খাব খুল্লনার প্রথম রন্ধনে॥
সাধুকে দেখিতে আলা যত বন্ধুজন।
সেই স্থানে দুয়া চেড়ি দিল নিমন্ত্রণ॥
পান দিয়া দুবলারে সাধু দিলা ভার।
কাহন পঞ্চাশ লয়া চলহ বাজার॥ ‡
নিয়োজিল তারে ভারী দিয়া দশজন।
ধীরে ধীরে দুয়া চেড়ি করিলা গমন॥

---

* হাস্য পরিহাসে দোঁহে বসিলা দম্পতি। (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

কৌতুকে জিজ্ঞাসে সাধু খুল্লনার কথা।
লহনার হৃদয়ে লাগিল বড় ব্যথা॥ (বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

বেসাতি করিতে যদি নাহি আঁটে কড়ি।
তঙ্কা দুই চারি লয়ো বণিকের বাড়ি॥ (বঃ)

রন্ধনের নানা দ্রব্য কিনিল বাজারে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে॥ *

* নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আদর্শ পুঁথিতে নাই :—

দুর্ব্বলার বেসাতি।

দুর্ব্বলা হাটেরে যায় পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়
কাহন পঞ্চাশ লয়্যা কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া হাতে পাণ, মুখে গুয়া,
পরিধান তসরের সাড়ী॥
দুর্ব্বলা হাটেরে যায় দুআধারী লোক চায়
হের আইসে সাধুঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ যার আছে ভয় লাজ
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই॥
লাউ কিনে কচি কুমড়া গণ্ড-মূলে পলা-কড়া
পাকা আম কিনে ঝুড়ি-মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি
গণ্যে পণ-মূলে পান নিলে॥
মূল দিয়া পণ দশ কিনিল জীয়ন্ত শশ
ভরঠ কমঠ কিনে কই।
খরসুলা কিনে কই কিনিল মহিষা-দই
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই॥
বাছি কিনে তাল-শাঁস ইক্ষু জাবা রসবাস
চৈ মেথি জোয়ানী মহুরী।
মুগ মাষ বরবটী কিনিল সরলপুঠী
সের দরে ঘৃত গড়া পুরি॥
বন্ধন-সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে,
শোল পোনা কিনিল চিঙ্গড়ী।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহণেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি॥

রন্ধনশালে চণ্ডিকার বরদান।

খাসি ভেট দিয়া দুয়া করিলা প্রণাম।
সুবর্ণের গাঁঠ্যা দুটী করিলা ইনাম॥
সদাগর বলেন দুবলা শুন বা।
কি করে জানিয়া আস্য তোর ছোট মা॥

পূজি-মূলে নারিকেল কুল করঞ্জা পানীফল
কাটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুলগাভা করুণা কমলা টাবা
সেরে জুখি লয় ফুলবড়ি॥
তোলা-মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত,
আদা বিশা দরে দশ বুড়ি।
মান ওল কিনি সারি দুগ্ধ কিনে ভার চারি
ভার দুই কিনিল কাকুড়ি॥
কলা কিনে মর্ত্তমান সরস গুবাক পাণ
কর্পূর কিনিল শঙ্খচুণ।
শাক বাগুণ সার-কচু খাম-আলু কিনে কিছু
বিশা দুই তিন কিনে লুণ॥
নিৰ্ম্মাণ করিতে পিঠা বিশা সাত কিনে আটা
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহণে কিনে খাসী
তবে কিছু মাঙ্গ্যা লয় ভাট॥
কিনিয়া রন্ধন-সাজ অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ
হরিদ্রা চুবড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা খায় দধি খণ্ড কলা
চিড়া দই দেয় ভারী জনে॥
আগু পাছু ভারী জন দুয়া যায় নিকেতন
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুর সাধুর দাসী আগে ভেট দিয়া খাসী
প্রণাম করিল সদাগরে॥

রন্ধন করিতে তারে নিতে বল পান।
খুল্লনারে আনে দুয়া সাধু বিদ্যমান ॥
অঞ্জলি করিয়া রামা নিল গুয়া পান।
সে কথায় লহনা পাতিয়া আছে কাণ ॥

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত.
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ। (বঃ)

হাটের হিসাব।

হাটের কড়ি লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুর্ব্বলার প্রাণ।
লেখা পড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গুণি
এক দণ্ড করহ বিশ্রাম ॥
প্রবেশিতে হাট-মাঝে আসি হরি মহারাজে
ডাকে মীনরাশির কল্যাণ।
আশিষে তোমারে গজ্জি আসিয়া শুনালা পঞ্জী
তারে দিলুঁ কাহণেক দান ॥
কান্ধে কুশের বোঝা নগরে কুশাই ওঝা
বেদ পড়ি করিল আশিষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ দিলুঁ তারে পণ দশ,
দক্ষিণা আছিল বহু দিস ॥
বাজারে কর্পূর নাই চায়্যা বুলি ঠাঁই ঠাঁই
যতনে পাইলুঁ পাঁচ তোলা।
পাঁচ কাহণের দর পচিশ কাহন ধর
চারি কাহণের নিলুঁ কলা ॥
আলু কচু শাক পাত আর যত বস্তুজাত
নিলুঁ চারি কাহণ দশ পণে।
তৈল ঘী লবণ ছেনা পাঁচ কাহণের কেনা
খাসী নিলুঁ আষ্ট কাহণে ॥

তর্জ্জন গর্জ্জন করে অধর দশনে।
পান নিতে বিচার না কৈল আমা সনে ॥ *
লহনার কথা সাধু না করে সোয়াদ।
ভিতর মহলে চলে ভাবিয়া বিষাদ ॥

প্রবেশ করিতে হাটে তথা মিলে রাজ-ভাটে
রায়বার পড়ে উভ হাথ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ তারে দিলুঁ পণ দশ
কানা কড়ি পড়িল পণ সাত ॥
সঙ্গে ভারী দশ জন তা-সভারে দশ পণ
আমি খাইলুঁ চারি পণ কড়ি।
হাটে ফিরে অনুদিন সেথ ফকীর উদাসীন
তায় ব্যয় ত্রয়োদশ বুড়ি ॥
প্রাণ-ভয়ে দুয়া কয় সাধু বলে নাহি ভয়,
দুর্ব্বলা করিল প্রাণপণে।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিবে দুয়ার নাসা
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে ॥ (বঃ)

* অতিরিক্ত—

সদাগর বলে প্রিয়ে তুমি কর মন।
খুল্লনা রসুই-শালে করুক রন্ধন ॥
লহনা বলেন প্রভু শুনহ বচন।
তোমার চরণে করি এক নিবেদন ॥
সভাকার মন যেবা করয়ে রঞ্জন।
সেই পাণ নিব রান্ধিতে ভাত ব্যঞ্জন ॥
কেহ ছোঁচা কেহ বোঁচা কেহ বা সরল।
কেহ অসরল আছে, কেহ আছে খল ॥
নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু।
পর-রান্ধা ভাত খায়্যা চাঁদপারা মু ॥
পাণ নিতে আমা সনে না করে বিচার।
রন্ধন করিতে ছুঁড়ি আনিবে খাথার ॥ (বঃ)

খুল্লনা গঙ্গার জলে করি স্নান দান।
চণ্ডীপূজা করে রামা করিয়া ধেয়ান॥
ফলফুল উপহার নৈবেদ্য পাজলা।
করিয়া পূজেন ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী॥
সুরলোকে সুস্থির করিলে দেবরায়।
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়॥
নাহি জানি জপমন্ত্র নাহি জানি পূজা।
দয়া কর দানবদলনী দশভুজা॥
বিপদনাশিনী মাতা তোমার চরণ।
রন্ধনশালেতে কর কৃপাবলোকন॥ *
একভাবে পূজে রামা চণ্ডীর চরণ।
রন্ধনশালেতে মাতা দিলা দরশন॥

* অতিরিক্ত :—

বন্ধনের তরে রামা ভাবে এক চিতে।
হেন কালে অভয়া আছিলা ইলাবৃতে॥
সুমেরু-উপরে আছে কুমুদ ভূধর।
তাহার উপরে আছে বট-তরুবর॥
এগার যোজন সেই তরুবর বট।
তার সুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট॥
তাহার কোটরে আছে পাচখানি নদী।
তাহে বহে খণ্ড ক্ষীর ঘৃত মধু দধি॥
তাহে ঝুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখীগণে।
হেন কালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে॥
পাঞ্চখানি নদী লয়্যা দেবীর গমন।
রন্ধনশালাতে গিয়া দিল দরশন॥
পাচ নদী চণ্ডিকা রাখিলা তার পাশে।
ব্যঞ্জন অমৃত যার রসের পরশে॥ (বঃ)

চণ্ডিকা দেখিয়া রামা মুখে নাহি বোল।
আরোপিয়া হাথ শিরে চণ্ডী দিলা কোল॥
নখ-ইন্দু-ভাসে দূর গেল অন্ধকার।
কবরী-মল্লিকামালে ভ্রমর-ঝঙ্কার॥
শিরে হাত দিয়া চণ্ডী করিলা আশ্বাস।
উজানী মোহিত তোর রন্ধনের * বাস॥ †
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রন্ধন।

প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধে খুল্লনা নারী
সোঙরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘি লবণ ঝাল আদি নানা বস্তুজাল
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
বার্ত্তাকু কুমড়া ভাজা কাঁচকলা দিয়া মাজা
বেসারি পিঠালি ঘন বাঁটি।
ঘৃতে সন্তলিল তথি হিঙ্গ জিরা দিয়া মেথি
সুক্তার রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নটাশাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁঠালবীচি দিয়া।
ঘৃতে নালীতার শাক তৈল বাথা দড় পাক
খণ্ডে ফেলে বটিকা ভাজিয়া॥

---

* সন্তলের (বঃ)

† হেনকালে খুল্লনা করিল অন্নবন্ধ।
প্রথম সন্তলে উঠে অমৃতের গন্ধ॥ (বঃ)

দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড — জ্বাল দিল তুই দণ্ড
সাঁতলিল মহুরার বাসে।
মুগসূপে ইক্ষুরস — কই ভাজে গণ্ডাদশ
মরিচাদি দিয়া আদারসে ॥
মুসরী-মিশ্রিত মাস — সূপ রান্ধে হিঙ্গবাস
দিয়া জিরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল — রোহিত মৎস্যের ঝোল
মানকড়ি মরিচে ভূষিত ॥ *
কলাবড়া মুগসারি — খিরভাজা † খিরপুরা
মাংস রান্ধিল ‡ অবশেষে।
অন্ন হইল অবশেষে — শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
রন্ধন-পণ্ডিত উপদেশে § ॥

* অতিরিক্ত :—
বোদালি হেলঞ্চা শাক — কাঠি দিয়া কৈল পাক
ঘন বেসার সম্বোলন তৈলে।
কিছু ভাজে বাইখড়া, — চিঙ্গুড়ের তোলে বড়া,
খরসোলা পুতি দশ তোলে ॥
করিয়া কণ্টকহীন — আম্রে শকুল মীন
খর লোণ দিয়া ঘন কাঠি।
রান্ধিল পাকাল ঝস — দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাটি ॥ (বঃ)

† ক্ষীর-মোদনা (বঃ)

‡ নানা পিঠা রান্ধে (বঃ)

§ পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশে। (বঃ)

ভোজ।

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন হইল রন্ধনে।
ঝাট জানাইল দুয়া সাধু সন্নিধানে॥
আস্ত আস্ত প্রাণ চেড়ি গো দুবলা।
বিদগদ সদাগর পাতে কিছু ছলা॥
চারি দণ্ড আছয়ে শুনিতে শ্রুতিপাঠ।
রন্ধন ভুঞ্জাহ আগে যায় দূর বাট॥
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন।
তার বাক্যে দুবলা ভুঞ্জায়ে বন্ধুগণ॥
প্রশংসা করয়ে সভে সকল ব্যঞ্জন।
শুনি লহনা রহেন সজল নয়ন॥ *
সমাপি ভোজন তারা হইল বিদায়।
বসন কাঞ্চন সভে সাধুস্থানে পায়॥
সন্ধ্যা দূর হইল ফুরাল্য পাঠস্তুতি।
সালগ্রাম শিলার জল নিলা ধনপতি॥ †
শিব সোঙরিয়া সাধু করেন ভোজন।
খুল্লনা কাঞ্চন থালে যোগায় ওদন॥
সুবর্ণের বাটীতে দুবলা দেই ঘি।
হাসিয়া পরসে রামা বণিকের ঝি॥

---

* অতিরিক্ত :—

ভোজন করিয়া সাঙ্গ যত বন্ধুগণ।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥ (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

লহনা যোগায় জল পাখালিল পা।
ভোজন-মন্দিরে সাধু তুলিলেন গা॥
ভোজন করিয়া গেল যত বন্ধু জ্ঞাতি।
পশ্চাতে ভোজনে বৈসে সাধু ধনপতি॥ (বঃ)

সোঙরিল জগন্নাথ প্রধান পুরুষ।
সুরনদী-জলে সাধু করিলা গণ্ডূষ ॥
প্রথমে সুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট সূপ।
মীন-মাংস ভোজনে আপনে বাসে ভূপ
ভোজন মৌনতে সাধু করে বার মাস।
খুল্লনা-রন্ধনে সাধু না করে উপহাস ॥
যতেক ব্যঞ্জন খাইল প্রীতি নাই তথি।
তার না পাইল রামা পরম পিরীতি ॥ ‡
হাসিয়া পরশে রামা কুমুড়ার খোলা।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাসিয়া দুবলা ॥ §
হেটমুখে ধনপতি রহিলা বিমনা।
হরিদ্রা গুলিয়া করে দিলেন খুল্লনা ॥

* প্রথমে সুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক।
ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন।
ভোজন করয়ে সাধু আনন্দিত মন ॥
ঘৃতে জবজব খায় মীন মাংস বড়ি।
বাদ করি কৈ-ভাজা খায় দেড়বুড়ি ॥
আম খাইল পিঠা জল ঘটা ঘটা।
দধি খায় ফেনি তথি করে মটমটি ॥
দধি পিঠা খাইল সাধু মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সাধু কামে হৈল বশ ॥ (বঃ)

† আজি ভোজনের বেলা (বঃ)

‡ যতেক ব্যঞ্জন খাই রাগি নাহি তথি।
টাবা হৈতে পাইলাম পরম পিরীতি ॥ (বঃ)

§ অতিরিক্ত :—

দুবলা হাসয়ে সচিন্তিত ধনপতি।
হেন বুঝি গন্ধ মোরে করিল যুবতী ॥ (বঃ)

হেনকালে পড়ে মনে পুঁথি অভিধান ॥
রজনী-পর্য্যায় যত হরিদ্রা আখ্যান। *
হেন বুঝি ছলে † মোরে দিল নিশাদান ॥ ‡
ভোজন অধিক আচমনে কুতূহল।
কর্পূর তাম্বুল খায় হাসে খল্ খল্ ॥
সাধুর ইঙ্গিত দাসী বুঝিয়া সত্বরে।
শয্যা বিছাইতে যায় বিনোদ মন্দিরে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ §

* হরিদ্রা পর্য্যায়ে আছে রজনী আখ্যান। (বঃ)

† বামা। (বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন।
দুর্ব্বলায় আদেশ করিল তত্ক্ষণ ॥ (বঃ)

§ নিম্নলিখিত বিষয়টি আদর্শ পুঁথিতে নাই :—

দুর্ব্বলার শয্যা রচনা।

সাধুর আদেশ ধ'রে প্রবেশি শয়ন-ঘরে
খট্টা করে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি পুষ্পের দামে আমোদিত কৈল ধামে
লহনার উচাটন চিত ॥
দুর্ব্বলা আয়াস-ঘরে বিছায় শয়ন।
চৌদিকে উন্নত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে
যেমন দেখি ইন্দ্রের ভবন ॥
দড়ি করিয়া আঁট প্রথমে বিছায় খাট
তুলিকা মসারি সাজে ঝাঁপা।
কিতা করিয়া বান্ধা উপরে টানালা চান্দা
বিছায় মালতী যুতি চাঁপা ॥

লহনার ক্রোধ-শান্তি

শয্যার সামগ্রী রামা করে সমাপনে।
ঝাট জানাইল যায়্যা সাধুর চরণে॥
চরণে পাউড়ি সাধু চলিলা শয়নে।
আরোপিল সঙ্গে তার ভূষণ চন্দনে॥
বিনোদ-মন্দিরে সাধু করিলা শয়ন।
দেখিয়া লহনা দুঃখ ভাবে মনে মন॥ *

ধবল চামর বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
প্রতি চালে মুকুতার ঝাবা।
পাটের মসারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড়
মাঝে মাঝে গোল পাটের ডোরা॥
দুই দিকে আলবাটী জলে পূরা গাড়ু ঘটী
দুই দিকে রাখে দুই পাখা।
বাটা ভরি বীড়া গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া
সুগন্ধি প্রসূন মদ-লেখা॥
অঙ্গুরী পাশলি কাঁচি সুবর্ণের কড়ি মাছি
মণি মোতি পলা হেম-হার।
সাধু খুল্লনারে দিতে আনিয়াছে গৌড় হৈতে
আছে তাহে গুপ্ত পরকার॥
শয্যা বিছায়্যা দাসী ধরিতে না পারে হাসি
বার চারি গড়াগড়ি যায়।
সাধু আইলে নিকেতনে শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে
হৈমবতী যাহার সহায়॥

* অতিরিক্ত :—

রন্ধনে খুল্লনা আছে রন্ধয়ের শালে।
সাধু ভেটিবারে বাঝী যায় হেন বেলে॥
এমত দেখিয়া চণ্ডী চিন্তিলেন মনে।
এই হেতু সদাগরের হরিল জীবনে॥ (বঃ)

ভোজন করিতে কিবা * ডাক রে আমারে।
গঞ্জিয়া তাহারে কিছু বলে উচ্চস্বরে ॥
যে কালে রন্ধনে তোরে দিল গুয়াপান।
বচনেক মোরে না করিল সমাধান † ॥
মোর সনে বিচার না কৈল গর্ব্ব করি।
এখন খাইব ভাত ভুখে পারা মরি ‡ ॥
দিদি, ঘরের প্রধান তুমি বড় সবাকার।
তোমার সকল ভার মনে কর কার § ॥
চারি পাঁচ দুঃখ মোর হয়্যা গেল জড়।
তিলেক ¶ অধিক ছোট কিবা আমি বড় ॥
লহনা দুবলা মেলি যত কিছু ভণে।
রসইসালে ‖ থাকিয়া খুল্লনা সব শুনে ॥
সম্ভ্রমে আসিয়া তার ধরিল চরণ।
ঘুচিল কন্দল দুঁহে করিলা ভোজন ॥
একজন সহিলে কন্দল যায় দূর।
বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ॥

* দুয়া (বঃ) † অবধান (বঃ)
‡ অতিরিক্ত :—
বাসী পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন।
তাহা খেয়ে লহনা যে কিনিয়াছে দিন ॥ (বঃ)
§ মান কর কারে (বঃ)
¶ তৃণের (বঃ) ‖ কপাট আহড়ে (বঃ)

খুল্লনার প্রতি লহনার উপদেশ

দুবলা বুঝিয়া কাজ আনিল রসের * সাজ
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনে।
ভাণ্ডার প্রবেশে চেড়ি আনে অলঙ্কার-পেড়ি
লহনা বিষাদ ভাবে মনে ॥ †
খিনোদরি ভয় বালা ‡ নাই জান রতিকলা
না জাইহ প্রভুর নিকটে।
রাহুর ভোগের বেলা তুঁহু নব শশিকলা
পড়িবে ত বিষম সঙ্কটে ॥

* বেশের (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

পীত তড়িতবর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়য়ে বিজুলী।
রজত পাশলি ছটি পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহুবিভূষণ ঝলমলী ॥
পরে দিব্য পাটশাড়ী কনক-রচিত চুড়ী
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত-কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক ॥
নানা আভরণ পরি ডানি করে হেম-ঝারী,
বাম-করে তাম্বূল-সাঁপুড়া।
সুনাদ নূপুর পায় কুঞ্জরগামিনী যায়
লহনা শুনিতে পায় সাড়া ॥
হৃদে বিষ মুখে মধু হাসিয়া লহনা-বধু
কহে হিত-উপায়-বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (বঃ)

‡ তুহু অতি ক্ষীণ বালা (বঃ)

রতিরঙ্গ সদাগর চিরদিনে আল্যা ঘর
জরজর মন্মথ-শরে।
মদনে আকুল চিত নাহি গুণে হিতাহিত
তৃষাকুল বিরহের জ্বরে॥
কে যাবে * সাধুর পাশে নিরালম্বে † সাধু ভাসে
চিরদিন বিরহ-সাগরে।
করিয়া রতন ভরি তুঁহু ত নতুন নারী
কেমনে হইবে পারাবারে ‡॥
আকুল দেখিলে জায়া সাধু না করিবে দয়া
বিনয় বচন নাহি শুনে।
সাধুর ব্যাজের লীলা নলিনী যেমন বালা
মূঢ়মতি তুঁহো কামবাণে॥
শুন গো শুন গো সই অকপটে তোরে কই
নাই জান প্রভুর বারতা। §
লহনা যতেক ভাষে শুনিয়া খুল্লনা হাসে
লহনার হৃদয়েতে ¶ ব্যথা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ||

* যাবে কি (বঃ) † নিরানন্দে (বঃ)

‡ কামে অতি তনু জরি তুহুঁ গো নৌতুন তরী
কেমনে করিবে পার তারে॥ (বঃ)

§ আমি জানি সাধুর বারতা। (বঃ) ¶ মনে লাগে (বঃ)

|| অতিরিক্ত :—

লহনার উপদেশ

কোথা রে চল্যাছ একেশ্বরী।
বোল মোরে প্রাণের দোসরি॥

খুল্লনার উত্তর ও শয়ন-গৃহে গমন।

না বল না বল দিদি নিষেধ বচন।
আপনার প্রাণনাথ অঙ্গের ভূষণ ॥
সহস্র ভূষণ * পরি সহস্রকিরণ।
সহিতে তাহার চাপ † নারে অন্যজন ॥

বুঝি পারা যাহ বাসঘরে।
ভেটিবারে কান্ত সদাগরে ॥
তোমার নাহিক ইথে দোষ।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিতে পরিতোষ ॥
দুঃখ বড় শৃঙ্গার-সমরে।
সমানে সমানে বল করে ॥
যেমন শৈচান কাক নাশে।
রাহু যেন চন্দ্রমা গরাসে ॥
ভেক যেন ধরে বিষধরে।
মৃগপতি যথা করিবরে ॥
যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা।
বিড়ালেতে যেন রে মূষিকা ॥
চিলে যেন ছুয়্যা লয় মীন।
তেন তোর সুরতি সতীন ॥
মোরা আজি হয়েছি গুর্ব্বিণী।
লাজ বাসি যাইতে একাকিনী।
লাজ ভয় নাহি তোর ঠেঁটী।
আমি কেন বলি খায়্যা মাটি ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।
লহনারে প্রবোধ-বচনে ॥

* যোজন (বঃ) † তাপ (বঃ)

তার কোলে জায়া সদা থাকয়ে ভূষিত।
প্রভুর প্রতাপ নিবারিতে সমোচিত ॥ *
দশশত বাহু বাণে † বলির নন্দন।
বিনতা ‡ কেমনে সহে তার আলিঙ্গন ॥ §
দশমুখে চুম্বন সহেন মন্দোদরী।
ভিন্ন নাহি করে নারী বনিতার পুরী ॥ ¶
ভোজনের কালে সাধ্যে কর‍্যাছি আশ্বাস।
তাঁর সত্য ভাঙ্গিতে আমার বড় ত্রাস ॥
শুন গো শুন গো দিদি লহনা বাহ্যানী। ||
রমণে পরাণ যায় ** কোথাহ না শুনি ॥
আগে স্বর্গে ছিলা ইন্দ্র মহাবলবান।
কেমনে কামিনী সতী †† দিল রতিদান ॥
তবে দেখ রঘুবীর মহাশক্তি ধরে।
কেমতে জানকী দেবী তাঁহারে সম্বরে ॥ ‡‡

* তাঁর কোলে ছায়া সন্ধ্যা থাকেন শীতল।
প্রভুর প্রতাপে বনিতার সুমঙ্গল ॥ (বঃ)

† ধরে (বঃ)

‡ বনিতা (বঃ)

§ অতিরিক্ত :—
স্বামীর প্রতাপ বনিতার সুলক্ষণ।
রতিসুখ বিনে তার না পূরে যে মন ॥ (বঃ)

¶ ভিন্ন নাহি কৈল বিধি কুমারীর পুরী ॥ (বঃ)
দশ-মুণ্ড বিশ-বাহু লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে শৃঙ্গার তার সহে মন্দোদরী ॥ (বঃ)

|| বহিনী (বঃ) ** রমণী মরে (বঃ)

†† শচী (বঃ)

‡‡ কেমনে কামিনী সীতা তাব ঘর করে ॥ (বঃ)

ভীম সম বলবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
কেন না দ্রৌপদী মরে * তাহার রমণে ॥ †
লহনার পদধূলি রামা নিল মাথে।
সমপুটে ‡ ঝারি দিল দুবলার হাথে ॥ §
ধীরে ধীরে যায় রামা সাধুর নিয়ড়ে।
বাড়িল অনঙ্গরস দেখি কামশরে ॥
অভয়া স্মোরণ করি প্রবেশিলা ঘরে।
নিদ্রায় আবেশ রামা দেখে সদাগরে ॥ ¶

* কেমনে দ্রৌপদী তরে (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

অসিতার চারু অঙ্গ নিন্দিত কমল।
কেমনে শৃঙ্গার সহে না খায় গরল ॥
সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।
ভবানী কেমনে সহে তাহার রমণ ॥ (বঃ)

‡ সুবর্ণের (বঃ)

§ অতিরিক্ত :—

লহনা বিষাদ ভাবে খুল্লনা-বচনে।
মদনে পীড়িত রামা যায় পতি-স্থানে ॥
দুই দিগে দেউটী জলয়ে সারি সারি।
আগৌর চন্দনে রামা পূরি লৈল থুরী।
হাথে তাম্বূলের বাটা সুবাসিত জল।
দেখিয়া লহনা রামা হইল বিকল ॥
দুর্ব্বলা রহিল তথা কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে গেল রামা পতির নিয়ড়ে ॥
তুরিত-গমনে রামা গেল বাস-ঘরে।
দেখিলেন স্বামী আছে বিরহের জ্বরে ॥ (বঃ)

¶ অতিরিক্ত পাঠ :—

বুঝিতে দাসীর ভক্তি দেবী মহেশ্বরী।
বাস-ঘরে সাধুর চেতন নিল হরি ॥

চণ্ডিকা সোঙরি রামা করেন রোদন।
উঠিলেন সদাগর তেজিয়া শয়ন॥

সাধুকে দেখিয়া রামা হৈল চমকিত।
বসিয়া সাধুর পাশে হইলা বিস্মিত॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল তার অগৌর চন্দন।
কর্ণমূলে ঘন ঘন ঝঙ্কারে কঙ্কণ॥
মলয়ার বাতাস নারীর হস্তে পায়্যা।
দ্বিগুণ হইল নিদ্রা খট্টায় শুতিয়া॥
শিরে ঘা মারিয়া রামা ছাড়য়ে নিশ্বাসে।
বাসঘরে মৈলা প্রভু কিবা দৈবদোষে॥
চিয়ায়া উত্তর দাও সাধু অধিকারী।
তোমার মরণে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
চিকুর চাঁচর প্রভু বরণ শ্যামল।
গজস্কন্ধ সদাগর দশন উজ্জ্বল॥
ভালই আছিলা প্রভু গোউড় নগরে।
হেন বুঝি দেশে আইলা মরিবার তরে॥
দুর্ব্বলাকে ডাকিয়া আনিল রূপবতী।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি প্রাণপতি॥
চিয়াও চিয়াও বলি রামা বসিল শিয়রে।
আকুল করিল চিত মনসিজ-শরে॥
নাহি জানি কিবা আছে কপালে লিখন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)

খুল্লনার বিলাপ

মৃতপতি কোলে করি কান্দয়ে খুল্লনা নারী
চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার।
বিধির দারুণ দণ্ড কজ্জলে মলিন গণ্ড
ধুলায়ে লুটায় হেম-হার॥

উন্নত হইয়া সাধু * বসিলা আসনে।
আকুল করিলা † চিত্ত মনসিজ-বাণে ॥

কেমন দারুণ বেলা পায়রা উড়াতে গেলা
কোন পাপক্ষণে হৈল দেখা।
কেবল উত্তর দুখ দেখিলে আমার মুখ
ভাদ্রে চতুর্থী-চান্দ-রেখা ॥
বিবাহ করিয়া আইলে নৃপ-সম্ভাষণে গেলে
সারী শুক হয়ে আইল কাল।
তুমি গেলা দূর পথ না পূরিল মনোরথ
হৃদয়ে রহিল বড় শাল ॥
অভয়া করিল দয়া আইলা পিঞ্জর লয়্যা
মোরে চান্দ হইলা প্রকাশ।
আজানু দীঘল বাহু অকালে ভুখিল রাহু
দৈবে কৈল উদয়ে গরাস ॥
খুল্লনা রাক্ষসগণী হেন কথা নাহি জানি
বিবাহ করিলে পাপ কালে।
তার প্রতিকার হেতু ছাগল রাখিলুঁ নিতু
এই মোর কলঙ্ক কপালে ॥
বিলম্ব করহ কিসে আনহ মাহুর বিষে
দুর্ব্বলা প্রাণের সহচরি।
তেজিব মনের দুখ না দেখিব লোকমুখ
যেন প্রভাত না হয় বিভাবরী ॥
পতিব্রতা শিবশক্তি দেখি খুল্লনার ভক্তি
সাধুকে চিয়ান কুতূহলে।
তেজিয়া মনের ব্যথা বসনে ঢাকিল মাথা
খুল্লনা লুকায় খট্টাতলে ॥
মহামিশ্র ইত্যাদি। (বঃ)

* চিয়াইয়া সদাগর (বঃ)

† আনন্দ হইল (বঃ)

বিকলা * হইয়া সাধু করে মহাখেদ।
চেতনাচেতন তারে নাই করে ছেদ ॥ †
কহ খট্টা কোথা গেল খুল্লনা সুন্দরী।
কহ হে প্রদীপ কোথা মোর সহচরী ॥
কহ গো আমারে সত্য মধুকরবধূ।
করবিমল্লিকামালে কোথা পিলে মধু ॥ ‡
অনুবধি হয়্যা সাধু ভ্রমেন অবনী।
খট্টাতলে শুনে সাধু নূপুরের ধ্বনি ॥
সত্বরে আসিয়া তার ধরিল আঁচল।
সম্ভ্রমে আইল রামা ছাড়ি খট্টাতল ॥

* উন্মত্ত (বঃ)

† চেতনাচেতন তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
দেখিতে দেখিতে হাথে হারাইলু নিধি।
এত দুঃখ পুরুষের সৃজিলেন বিধি ॥

‡ অবিরোধে কহ কথা মধুকরবধূ।
যার কবরী-মল্লিকামালে পান কৈলে মধু ॥
চিত্রের পুত্তলি যত আছে গৃহ-ভিতে।
তাহাকে জিজ্ঞাসে সাধু হইয়া একচিতে ॥
এতদিন একেলা আছিলু পরবাসে।
স্বপনে খুল্লনা-নারী থাকিতেন পাশে ॥
প্রবাস ছাড়িয়া আমি আইলু নিজ ঘর।
কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলে পাগর ॥
খুল্লনা লুকায় ধনপতি নাহি জানে।
বিরহে ব্যাকুল সাধু হৈল কামবাণে ॥
খুল্লনা চাহিয়া সাধু হইল বিকলা।
আঁখিঠারে দিয়া হাসি বোলয়ে দুর্ব্বলা ॥
কেমনে কামিনী সাধু হারাইলে কোলে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নারী খট্টাতলে ॥ (বঃ)

কর ছাড়াইয়া পুন ধরেন বসনে।
বিনয় বচনে তারে সাধু কিছু ভণে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শয়ন-গৃহে ধনপতি ও খুল্লনা

কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে।
চান্দে কামশর যেমন ব্যাজে ॥ *
জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ।
জিহ্বার সহসা উঠে কাঁপ ॥ †
অঙ্গে লেপি যদি চন্দন-পঙ্কে।
দহে তনু যেন সাপের ডঙ্কে ॥
আনের ‡ গন্ধ কি না সহে নাসা।
শুখয়ে বদন নাহি পিপাসা ॥
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত।
কেতু কুসুম সে কামের অস্ত্র ॥ §
তোর মুখে গঞ্জে খঞ্জন যোড়।
নিত্য হানে পূর্ণলোচন চোর ॥
মরমে বিন্ধিল বন্ধাবকুল ¶।
মধুকর হল্য কর্ণের শূল ॥ ||

* চান্দের কর শর সদৃশ বাজে (বঃ)
† কম্পিত অধর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ ॥ (বঃ)
‡ চন্দনের (বঃ)
§ কেতকী-কুসুম কামের কুন্ত ॥ (বঃ)
¶ রঙ্গ বকুল (বঃ)
|| অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—

ঝন ঝন ঝন কোকিল-গান।
হরে মোর প্রাণ জগৎপ্রাণ ॥
ব্যাধি হরে তোর বদন-রস।
বৈদ্য হয়ে রাখ আপন যশ ॥

ব্যাধি যার তোর আবির রস।
সও হয়্যা রাখ আপন যশ॥
অপাঙ্গ তূণের অমোঘ বাণে।
কাজল-গরল তাহে অধিনে *॥
করুণা তেজায়া বিন্ধিল বাণ।
ব্যাধি ভেল মোরে তুঁহু নিদান॥
তোমার যৌবন মোর জীবন।
চতুরঙ্গে † করে দুজনে রণ॥
পড়িল রামা পতিপদতলে। ‡
স্থির হইল সেই পুণ্যের বলে॥
সাধু কহে যত মধুর ভাষে।
শুনিয়া খুল্লনা ঈষৎ হাসে॥
সাধুকে রামা পরিহার যাচে।
রচিলা মুকুন্দ অক্ষর নাচে॥ §

---

* আধান (বঃ) † চিত্তরঙ্গে (বঃ)

‡ হারি সাধু পড়ে সে পদতলে। (বঃ)

§ অতিরিক্ত :—

ধনপতির বিনয়

রামা হে, নয়ান না কর বঙ্কা।
তোমার ভাবে চিত উতবোল
মনে লাগে বড় শঙ্কা॥
কানড়-খোঁপায় কনক-ঝাঁপা
পাটের থোপা দোলে।
তোর বোলখানি মধুরস-বাণী
ভ্রমর পড়িল ভোলে॥
বয়ান বিমল কনক-কমল
গজমতি-হার সাজে।
পাটের সাড়ী করাছ পরিধান
চলিতে নূপুর বাজে॥

সদাগর সমীপে খুল্লনার দুঃখ কথন।

দাণ্ডায়্যা সাধুর পাশে খুল্লনা মধুর ভাষে
জানিল তোমার যত দয়া।
তোমার কপট বাণী গাছ কাট্যা দেহ পানি
দূর কন্দল ভেজায়া॥
মুখে কর মধু বৃষ্টি কেবল কপট দৃষ্টি
হৃদয় তোমার হলাহল।
কিবা পাল্যে অপরাধ কেন কৈলে বিসম্বাদ
পরে পরে ভেজাল্যে কন্দল॥

কামের ধনুক কামের শর
ছাড়্যাছ সাধুর তবে।
শ্রীকবিকঙ্কণ করিল রচন
দেবী অভয়ার বরে॥ (বঃ)

বিহার বর্ণন

মনে মদনে দুহে বাজল দ্বন্দ্ব।
আকুল মুগধে পড়ি গেও ধন্ধ॥
মানিনী রমণী না বৈসে পতিপাশে।
নয়নে আরতি নাহি ভজে রতিরসে॥
বিমল কমল ঝাঁপই করতলে।
পীন কঠিন অঙ্গ দরশায় ছলে॥
সুপুরুখ পরশহি মদন-বিকাশ।
বালার হৃদয়ে লজ্জা ভয় বিনাশ॥
লাজ তেজিয়া রামা করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)

সাধুজন যেবা হয় কাহারে না করে ভয়
দোষ গুণ দেখি ফলাফল।
না বুঝি তোমার মতে স্ত্রী মরে পরের হাথে
বিপরীত তোমার সকল॥
আইলাম তোমার বাস মনে করি বড় আশ
দক্ষিণ নায়ক সদাগর। *
যশেতে † পড়ুক বাজ বনিতা-সমাঝে লাজ
লাথি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর॥
তুমি সাধু বসুপতি ‡ ধর্ম্মপথে দিয়া মতি
প্রত্যাশ § করয়ে জগজন।
অর্দ্ধেক উদর ভরি খুঞার বসন পরি
এ তোমার ব্যবস্থা কেমন॥
জগজনে তোমা জানি কুবের সমান ধনী
সাত নায়ে করহ বেপার।
গৌড় গেলে যবে তুমি ¶ ছাগল রাখিতাম আমি
সেই লাভে ভরিবে ভাণ্ডার॥
শুনহে আমার বাণী যেমত আমার বাণী ||
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।
যত দুঃখ দিল সতা কহিবে কতক কথা
তোমার নিদ্রায় হয় ভঙ্গ॥
দুবলা যেমত আছে থাকিব তোমার কাছে
দূর কর নারী-ব্যবহার।
জানি যে তোমার গুণ করিবে আমারে খুন
লহনা তোমার ক্ষুরধার॥

* বিধি বাম আমার উপর। (বঃ) † আশায় (বঃ)
‡ শুদ্ধমতি (বঃ) § প্রকাশ (বঃ)
¶ তুমি হেন মোর স্বামী (বঃ)
|| উথলে আমার বাণী শ্রাবণের যেন পানী (বঃ)

কহিতে বিদরে বুক না চাই তোমার মুখ
বিধি কৈল অধম অবলা।
সন্তাপে পোড়য়ে মন দাবানলে যেন বন
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা॥
যদি মোর ছিল দোষ ক্ষমিতে নারিলে রোষ
গলে কেন নাই দিলে কাতি।
এই বড় দোষ বলি * মুখে দিলে চূনকালী
সতিনী হাতাতে মাল্যে লাথি॥
কহিতে কহিতে দুঃখ ধরণে না জায় বুক
মূরছি পড়িল ভূমিতলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সদাগর হাতে ধরি তুলে॥

সদাগরের হস্তে পত্র প্রদান।

দনার ছাট, খুঞার বাস এড়য়ে পতির পাশ
পত্র দিল বন্ধুয়ার করে।
নিকটে রাখিয়া বাতি সদাগর পড়ে পাতি
ভাসে রামা লোচনের নীরে॥
মঙ্গলবিধান পাতি গ্রহ প্রতি করে স্বস্তি *
লহনারে লিখে ধনপতি।
ধরিয়া কুন্তল তার † নিবে অস্ট অলঙ্কার
পরিবারে দিবে খুঞাধুতি॥

* ঠাকুরালী (বঃ)
* সাক্ষর লিখন পাতি গৃহ প্রতিকার ইতি (বঃ)
† মুড়ায়্যা কুন্তলভার (বঃ)

দিবে তারে অন্নকষ্ট যৌবন করিবে নষ্ট
নিয়োজিহ ছাগল-রক্ষণে।
পর্য্যন্ত তুলিকা সাড়ী লবে অলঙ্কার কাড়ি
দিবে তারে খোসলা উঠানে॥ *
বিভাবরি †· তৈল গুয়া কুমকুম কস্তুরি চুয়া
লবণ ব্যঞ্জন ঘৃত দধি।
সেই কন্যা নিশাচারী না বলিহ মোর নারী
নানা দুঃখ দিবে যথাবিধি॥
সোওাবে অজার শালে অনুদিন ‡ নিশাকালে
পূরে যেন অর্দ্ধেক উদর।
যদি তার হয় ব্যাধি আমার গৌরব সাধি
ঔষধ না দিবে ব্যাধিহর॥
জ্যৈষ্ঠের ডেড় দিন জায়ার করমহীন §
সাক্ষী আছে উজানি নগর।
সমাপ্ত করিয়া পাঁতি অবশেষে লিখে ইতি
গাইলা মুকুন্দ কবিবর॥

ধনপতির উত্তর।

পত্র পড়ি পরম লজ্জিত সদাগর।
এই পত্র নহে প্রিয়ে আমার অক্ষর॥
যদি গো আমার পত্রে আছে অনুমতি।
করেন আমারে দণ্ড শিব পশুপতি॥

---

* পর্য্যঙ্ক তুলী পাড়ি নিবে আভরণ-পেড়ি
দিহ তারে খোসলা ওঢ়নে॥ (বঃ)

† নিবারিবে (বঃ) ‡ অন্ন দিবে (বঃ)

§ জ্যৈষ্ঠের তারিখ দিল মানহীন জায়া কৈল (বঃ)

শত শত করি আমি শিবের সম্প্রীতি।
শাপিনী লহনা কৈল তোমার দুর্গতি *।
কুলমা কুলের † তুমি কুলবতী জায়া।
বিদেশেতে প্রাণনাথ ছাড় কেন দয়া॥
দরিদ্র আচারহীন যদি হয় পতি।
নিন্দার আশ্রম পতি নাই ছাড়ে সতি॥
ক্ষমা কর প্রিয়ে তোর ধরিলাম হাথ।
কোপ দূর কর হকু রজনী প্রভাত॥ ‡
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ §

* সত্য সত্য বলি আমি শিবের শপথ।
পাপিনী লহনা তোরে করিল এমত॥
অপাঙ্গগুণে তব কাজলযুত শর।
বিঁধিয়া ছাড়হ মোর মন-মৃগবর॥ (বঃ)

† কুলের কলিকা (বঃ)

‡ অতিরিক্ত ঃ—
লহনারে প্রিয়ে তুমি রাখায়্য ছাগল।
নিয়ম করহ অর্দ্ধ সেরের সম্বল॥
পরিবারে খুঞা ধুতি উড়িতে খোসলা।
শয়নের স্থান তারে দিহ ঢেঁকিশালা॥ (বঃ)

§ ইহার পর নিম্নলিখিত বিষয়টি আমাদের আদর্শ পুথিতে নাই ঃ-

খুল্লনার বারমাস্যা

এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন।
বারমাসের দুঃখকথা করায় শ্রবণ॥
প্রথম জ্যৈষ্ঠে গেল্যা প্রভু গড়াতে পিঞ্জর।
প্রবল সতিনী ঘরে হৈল স্বতন্তর॥
ছেলি রাখিবারে পত্র আইল যেই দণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥

লহনার ছলনা।

লাজেতে পড়ুক মোর বাজ। *

অপরূপ তুহেঁ। অলি মুকুলে করহ কেলি

ধন্য ধন্য বিদগদরাজ ॥

শুন সদাগর প্রভু শুন সদাগর।
জানায়্যা তোমার পায়ে যাই বনান্তর ॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল।
ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল ॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোক নাহি খায় ফণী ॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥
কাননে ছাগল রাখি শিরে গাছের পাতা।
একাকিনী বনে ফিরি কারে কব কথা ॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
খালি জুলি ভরা হইল না চলে ছাগল ॥
ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটানি।
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি মুঢ়া কানিখানি ॥
আশ্বিনে অম্বিকা লোক পূজয়ে হরিষে।
শুনিলু পিঞ্জর লয়্যা তুমি আইলে দেশে ॥
নিকেতনে প্রাণনাথ কৈলা বনবাস।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ ॥
প্রথম কার্ত্তিকে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
নিয়োজন কৈল বিধি সভার কাপড়ে।
ঢেঁকিশালে শয়ন আমার পোয়ালের খড়ে ॥
মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান ॥

* লাজে পড়িল দ্বিজরাজ (বঃ ; অঃ)

পড়ি শুনি হৈলে ভাল কামশরে মাতোওাল
নতুন যৌবনে ভোলা হৈলে।
না বুঝিয়া বাস গন্ধ লুবধ ভ্রমর ধন্ধ
বৈসে যেন সিমুলের ফুলে॥

উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
তূলী তৃণপাতি (তনুনপাৎ—অঃ) তৈল তাম্বূল তপনে।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণে॥
পৌষ মাসেতে প্রভু অতি গুরু শীতে।
কাটা খোচা ভাঙ্গি অগ্নি জ্বালি চতুর্ভিতে॥
তাহাও দেখিতে নারে দারুণ সতিনী।
ডব্বলা হাথাঞা তায় ঢালি দেয় পানী॥
মাঘ মাসে এক পাঠা খাইল শৃগালে।
অবনী বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে॥
ছিল মোর কম্মের সান্তনা।
চুলে ধরি কীল লাথি মারয়ে লহনা॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত মলয়-সমীরণ।
খুল্লনার গায়ে বস্ত্র খুঞার বসন॥
নয় মাসে খুঞাখানি হয়্যা গেল গুঁড়া।
সতিনী প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া॥
শয়ন ঢেঁকিশালে মোর শয়ন ঢেঁকিশালে।
নিদ্রা না আইসে খুদি-পিপীলিকা-জ্বালে॥
মধুমাসে মারুত-মলয় মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
বনিতা-পুরুস-অঙ্গ পীড়িত মদনে।
খুল্লনার অঙ্গ পোড়ে উদর-দাহনে॥
বৈশাখ মাসের দুঃখ শুন সদাগর।
তব আজ্ঞায় এত রাতি এক সংবৎসর॥

দূর কর কামশঙ্ক ভুহুঁ সাধু অতিরঙ্ক *
গড় কর বনিতার তরে।
রসহীন কাদম্বিনী চাতক মাগয়ে পানি
আপন গৌরব করি দূরে॥

শুন বেণিয়ার বালা শুন বেণিয়ার বালা।
যত দুঃখ পাইনু সাক্ষী আছয়ে দুর্ব্বলা॥
তুমি আইস নিজাগারে শুনিয়া লহনা।
দিন দুই চারি কৈল আমারে মাননা॥
খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখের কাহিনী।
প্রবোধ করেন তারে পোহাক রজনী॥
সাধু সঙ্গে খুল্লনা যতেক কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি লহনা সব শুনে॥
সাধুকে ভর্ৎসিতে বামা সান্ধাইলা ঘরে।
রচিল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে॥ (বঃ ; অঃ)

বারমাস্যা।

শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন।
খুল্লা পরাইয়া নিল যত আভরণ॥
আষাঢ়ে গগনে মেঘ উঠিল প্রচণ্ড।
বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে এক দণ্ড।
শ্রাবণে বরিষে ঘন পৃথুলের (মুষলের—অঃ) ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার॥
ছাগল চরাই গিয়া পুকুরের পাড়ে।
দুরন্ত ছাগল নাহি আইসে নিয়ড়ে॥
পর-ক্ষেতে যায় ছেলি পর-ক্ষেতে যায় ছেলি।
নগরিয়া লোকে মোরে দেয় গালাগালি॥
প্রচণ্ড বাদল বড় ভাদ্রপদ মাসে।
নদী নালা একাকার কত ঢেউ আইসে॥
ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটানি।
কাকালে তুলিয়া বান্ধি খুঞা ধুতিখানি॥

* রতিরঙ্ক (বঃ); রতিরঙ্গ (অঃ)

ঐরি তব পঞ্চবাণ বিলম্ব না সহে প্রাণ
অলিনী তোমার সহচরী। *
দারিদ্র চাতকগণ সেবয়ে কৃপণধন
খিনোদরি রামা এই নারী॥ ৭

বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল।
তিন দিন ব্যতীতে লহনা দেয় তেল॥
আশ্বিনে ছিলাম নাথ বড় মনোরথে।
শুনিলু পিঞ্জর লয়ে তুমি আইস পথে॥
অনশন ব্রত করি পূজি ভগবতী।
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি॥
রামা পরে অলঙ্কার রামা পরে অলঙ্কার।
তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার॥
কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশ।
জগজনে করে শীত নিবারণ বাস॥
ছমাসের খুঞাখানি হৈল মোর গুঁড়া।
লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
অগ্নিসেবা করি শীত করি সমাধান॥
মার্গশীর্ষ মাসে ধান কাটয়ে সংসারে। †
ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভবে॥
দারুণ বিধাতা যদি অন্ন দিল মোরে।
শমন-সমান শীত লাগিল আমারে॥
অজা সহ অজাশালে প্রত্যহ শয়ন।
অঙ্গে দিতে নাহি আঁটে গোসলা বসন॥
পৌষেতে করে লোক নানা উপভোগ।
সভাকার বস্ত্র বিধি করিল সংযোগ॥

* অভিসারী তুহুঁ সহচরী। (অঃ; বঃ)

† দরিদ্র যতেক জন সেহ নহে ত কৃপণ
কেন বিলম্বহুঁ অধিকারী। (অঃ)
কেন বিলম্বন অধিকারী। (বঃ)

ওহোঁ রতিকলাবতি উজজানে দিবারাতি *
কুতূহলে তরাসে চঞ্চলা।
স্থির সৌদামিনী যেন আলিঙ্গন ঘনে ঘন
ধন্য ধন্য বিদগদ-লীলা ॥

লহনা প্রসাদ কৈল পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা ॥
মাঘমাসে অনিবার সর্ব্বদা কুজ্ঝটি।
তৃণ-লোভে ধায় ছেলি না আসে নেউটি ॥
দৈব যোগে এক ছেলি খাইল শৃগালে।
অবনী বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে ॥
কত করিলাম নতি কত করিলাম নতি।
কেশে ধরে লহনা মারিল কীল লাথি ॥
ফাগুনে দ্বিগুণ শীত উত্তর পবন।
খণ্ড খণ্ড হৈল মোর খুঞার বসন ॥
কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনি গহন কাননে।
বেহান বিকাল যায় দহন সেবনে ॥
শয়ন ঢেঁকীশালে নাথ শয়ন ঢেঁকীশালে।
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র-পিপীলিকা-জালে ॥
চৈত্রেতে চাতক জল মাগে জলধরে।
কমলে লোটয়ে মধু ভ্রমরী ভ্রমরে ॥
বনিতা-পুরুষ-অঙ্গ পীড়য়ে মদনে।
আমার পোড়য়ে অঙ্গ উদর-দহনে ॥
আমার কর্ম্মদোষে নাথ আমার কর্ম্মদোষে।
বিধাতা বঞ্চিত মোরে তুমি দূরদেশে ॥
শুভ চন্দ্র হৈল মোর প্রথম বৈশাখ।
চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক ॥
তব আগমন-বার্ত্তা পাইয়া লহনা।
এবে দিন দশ মোরে করিল মাননা ॥
এবে ছেলি নাহি রাখি এবে ছেলি নাহি রাখি
দুই চারি দিবস লহনা কৈল সুখী ॥

* ও না জানে বৈদগধি (বঃ ; অঃ)

লহনা যতেক বলে শুন্যা সদাগর জ্বলে
ক্রোধে চাপে দশনে অধর।
লহনার করে পাতি আরোপিল ধনপতি
গাইল মুকুন্দ দ্বিজবর॥

লহনাকে ভর্ৎসনা।

উজবনি নগরে যতেক জনাজনি।
একে একে সভার অক্ষর আমি জানি॥
পাপমতি হিংসা অতি তুমি সে দুঃশীলা।
কপটে লিখিল পত্র তোর সই লীলা॥
চল ঘর ছাড়ি বাঁজি চল ঘর ছাড়ি।
যদি নাই খাবি বাঁজি পাউড়ির বাড়ি॥
অভিমানে লহনা অনল হেন জ্বলে।
খুল্লনারে মনে মনে গঞ্জি কিছু বলে॥
অপমান পায়্যা রামা গেল অন্য স্থানে।
পাশা খেলাবার হেতু সাধু কৈলা মনে॥ *

খুল্লনার দুঃখকথা শুনি সদাগর।
হেট মুখ করি সাধু চিন্তেন অন্তর॥ (বঃ; অঃ)

অপমানে লহনা অনল হেন জ্বলে।
খুল্লনা গঞ্জিয়া নিজ নিকেতনে চলে॥ (বঃ; অঃ)

অতিরিক্ত :—

লহনা কর্তৃক খুল্লনার নিন্দা।

খুল্লনা লইয়া সাধু সুখে কর ঘর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব নায়র॥
সিন্দুরে সুন্দর ফোঁটা করে ভালদেশে।
অধর রঞ্জিত করে তাম্বূলের রসে॥

খুল্লনার সহিত পাশাক্রীড়া

হাথে ধরি বসাইল খট্টার উপর।
খেলিব তোমার সনে বলে সদাগর॥
মন্ত্র পড়ি সদাগর পাটী কৈল বশ।
ডাক দিয়া সদাগর ফেলে দান দশ॥

করেতে দর্পণ ধরি নেহালে বদন।
অঙ্গে পরে আভরণ করিয়া মার্জ্জন॥
জাতি যূথী মল্লিকায় সদা বান্ধে কেশ।
স্বামী ঘরে নাহি যার তার কেন বেশ॥
দু-সন্ধ্যা চিকণী ধরি পাড়ে মোহন পাটী।
সদাই কাজল পরে, গলা-ভরা কাটী॥
হাতে পান মুখে গুয়া বেড়ায় বাটী বাটী।
প্রতিবাসী বলে দেখি এ ত বড় ঢেটি॥
যৌবন-মদেতে মত্ত কুলের খাঁকার।
এই হেতু নিলুঁ তার অষ্ট অলঙ্কার॥
স্বামী ঘরে না থাকিলে বেশে কিবা কাজ।
আমি না থাকিলে হৈত তব কুলে লাজ॥
ছাগল রাখিতে আমি দিলুঁ দুঃখীজনে।
আপনি ছাগল লয়ে ভ্রমে বনে বনে॥
তোমার প্রসাদে ঘরে নাই কোন ধন।
আপন আদেশে দেয় ছাগে আলিঙ্গন॥
আমা হৈতে হৈল তোমার জাতির রক্ষণ।
বিষের সমান তুমি কহ কুবচন॥
মিথ্যা পরিবাদে রামা কান্দে অভিমানে।
বদন-সরসীরুহ ঝাঁপিয়া বসনে॥
কান্দা বুঝি লহনারে ভৎ সয়ে সদাগর।
পাঁচালী রচিল শ্রীমুকুন্দ কবিবর॥ (বঃ; অঃ)

খুল্লনা ফেলিল পাটী পড়িল বামপঞ্চ।
চারি পাঁচ বান্ধে রামা করিয়া সুসঞ্চ ॥ *
বিদু ন· ফেল্যা সদাগর করিল চৌসার।
পুনশ্চ খুল্লনা পাটী ফেলে আরবার ॥
বিঘটিত দুই পাটী পড়ে দুয়াচারি।
পাটীর পড়নে বুঝে আপনার হারি ॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি সাধু করে পণ।
দুবলা বলেন রামা নাশ কৈল ধন ॥ † ‡
হারিলে সাধিতে হবে বড় পরমাদ।
ক্ষীণাতনু তুমি পাছে পাও অবসাদ ॥
পাশাতে জিনিল সাধু সুমন্ত্রের বরে।
কামে সদাগর তার ধরিল আঁচলে ॥ §
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ¶

* মনে কবে সদাগর পাঁচনী প্রকার।
যোড় দিয়া বান্ধে সাধু ভিতর চৌসাব।
খুল্লনা ফেলিল পাষ্টি পড়িল বা পঞ্চ।
চারি পাচ বান্ধে রামা করিয়া স্বচ্ছন্দ ॥ (অঃ)

† চারি (বঃ)

‡ সিয়ান দুর্ব্বলা পাষ্টি ধরিল তখন। (বঃ ; অঃ)

§ পাশা এড়ি কৈল সাধু খুল্লনারে কোলে।
দুর্ব্বলা বান্ধিয়া পাশা রাখিল আঁচলে ॥ (বঃ)
পাশা এড়ি সদাগর ধরিল তখন।
দুর্ব্বলা লইয়া পাশা করিল গমন ॥ (অঃ)

¶ অতিরিক্ত :—

ধনপতির সহিত পুনঃ খুল্লনার পাশা খেলা।

খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখ অবশেষে।
লজ্জা পেয়ে সদাগর কহে প্রিয় ভাষে ॥
তোমা হৈতে প্রিয় নহে লহনা বেণ্যানী।
বিচারিয়া দিব ফল পোহাকু রজনী ॥

সাধুর বিলাস।

আলিঙ্গন প্রেমরসে ধরি দুই ভুজপাশে *
দুই তনু নিবিড় বন্ধন।
তরল ঘামের ব্যাজে উলঙ্গ সমরে সাজে
অভিনব হয় রতিরণ॥ †

যামিনী-সময়ে দ্বন্দ্ব নহে যুক্তি-মত।
কোন্দল করিলে হয় রঙ্গরস হত॥
সাধুর বচন শুনি বলেন খুল্লনা।
দূর কর প্রাণনাথ কপট রচনা।
বিশেষ বুঝিনু নাথ তোমার চরিত।
অন্য হাথে অন্যের করহ বিপরীত॥
খুল্লনার অভিমান বুঝি কহে পতি।
প্রেমরসে দ্বন্দ্বরস ছাড়হ সরতি॥
সদাগর প্রিয় ভাষে রতি-রস-আশে।
শুনিয়া সুন্দরী কিছু বলে প্রিয় ভাষে॥
দূর কর প্রাণনাথ রতি-রস-আশা।
আইস যামিনী-যোগে দোঁহে খেলি পাশা॥
সদাগর বলে প্রিয়ে পরম মঙ্গল।
পাশায় হারিলে দিব ভাণ্ডার সকল॥
তুমি যদি হার তবে দিবা রতি পণ।
সদাগরে কিছু বামা করে নিবেদন॥
বেছে লব আগে আমি রাজা পাশা সারি।
সাধু বলে প্রিয়ে শেষ হয় বিভাবরী॥
দুর্বলা আনিল পাশা খেলেন দম্পতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥ (অঃ ; বঃ)

* দুহুঁ দুহুঁ ভুজপাশে (বঃ) দুহু দুহে প্রেমে ভাসে (অঃ)
† বলয়া ঘাঘর বাজে অনঙ্গ-সমরে যুঝে
অভিনব রাতয়ে মদন। (বঃ)
অভিনব-মুরতি মদন। (অঃ)

শোভে অতি অনুপাম বিন্দু বিন্দু তথি ঘাম
উত্তরিল তরাল * কৌতুকে।
স্থির সৌদামিনী যেন আলিঙ্গন ঘনে ঘন
দুই তনু নিবিড় পুলকে ॥ †

* উতরোল তরাস (বঃ)

† অতিরিক্ত ঃ—

সাধু মদনের সখা, অধরে কজ্জল-রেখা,
কপালে সিন্দূর বিভূষণ।
নিভৃতে নিকলে শ্বাস, মুখে গদগদ ভাষ,
দূর গেল কবরী-বন্ধন ॥
খুল্লনা বুঝিয়া কাজ, ত্যজে কুল-ভয় লাজ,
লহনারে বলে কটু বাণী।
শুন রামা সাবধান, আপনি আপন মান,
রাখি যাহ কুল-কলঙ্কিনি ॥
তুই অতি ক্রূরমতি, জানহ অনেক ভাতি,
নিজ গুণ না কর প্রকাশ।
কিবা মনোহর বেশ, পাকিল মাথার কেশ,
কোন্ লাজে কর পতি-আশ ॥
ছাড় বাঝি আপন বড়াই।
সাধু নাহি ছিল যবে, তেঁই ডরাইলুঁ তোরে,
না জানিয়া বলিলুঁ গোসাই ॥
কেবা ভাল বলে তোরে, কালকূট অন্তরে,
স্বামী-সঙ্গে না কৈলি সম্ভোগ।
দেখিয়া পরের ধন, সাত পাঁচ চোরের মন,
বুড়া কালে বাড়াইলি রোগ ॥
খুল্লনার কটু ভাষ, শুনিয়া ছাড়য়ে শ্বাস,
লহনা অনল হেন জ্বলে।
তোরে আমি ভাল জানি, মূঢ়মতি কলঙ্কিনি,
কলঙ্ক রাখিলি নিজ কুলে ॥

ধৌত সুবসন বাস ঘামে পত্রাবলি নাশ
চলাচল ঘাঘর নপুর।
বিচলিত হৈল বাস মুখে মন্দ মন্দ হাস
কবরী-বন্ধন গেই দূর ॥
অশোক আয়াস ঘুমে প্রেমালাপে বাসধামে
কুতূহলে গেল একমাস।
সাধুসঙ্গে সহবাসে পুরুষ-পরশ-আশে
সুগর্ভে * কুসুম পরকাশ ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ †

না জানি রসের সীমা, বহু দিনে পেয়ে তোমা,
সাধু বশ মদন-বিহারে।
দরিদ্র যাচক জন, না বুঝিয়া দোষ গুণ,
হেম ত্যজি পিতল আদরে ॥ (বঃ ; অঃ)

* স্বয়ম্ভু (অঃ)

† অতিরিক্ত :—

রবিবারের দিবাপালা আরম্ভ।
রাম রাম স্মঙরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেলা নিশানাথ ॥
কুসুম-শয়নে সাধু ছিলা নিদ্রা-ভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে ॥
অরুণ লোচনযুগ মলিন অধর।
খলিত বসনে সাধু পালটে অম্বর ॥
বারি হৈতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট।
লজ্জার কারণে সাধু মাথা কৈল হেঠ ॥

লহনার প্রতি ধনপতির উক্তি।

শত ফুলের মাঝে মণিমালতির গন্ধ।
সভাই শোভয়ে গো রোহিণানাথ চন্দ্র ॥
হরিয়া সভার চিত্ত কাম রতিপতি।
তেন গো লহনা তুমি মোর প্রাণপতি ॥
এতেক বলিল সাধু বিনয় বিধান।
লহনার করিলেক কোপের বিরাম ॥ *

নিত্য নিয়মিত কার্য্য করি সমাধান।
অজয় নদীর জলে কৈল স্নান দান ॥
পরে সাধু কাঞ্চন বসন বিভূষণ।
এক ভাবে পূজে সাধু শিবের চরণ।
নানা দিকে নানা কর্ম্ম করে দাসগণ।
অবধানে শুনে সাধু রাজপ্রয়োজন ॥
নিত্য নিয়মিত কার্য্য করিল খুল্লনা।
চণ্ডিকা পূজেন রামা করিয়া অর্চ্চনা ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (বঃ ; অঃ)

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

লহনা ও ধনপতির কথোপকথন।
লহনারে দেখি সাধু ক্রোধের বিরাম।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান ॥
বিকশিত ফুলে অলি মালতীর বন্ধ।
সপ্তবিংশ ভার্য্যায় রোহিণী-নাথ ইন্দু ॥
অমিয়া সভার চিত্তে কাম রতিপতি।
তেন গো লহনা মোর তুমি প্রেমবতী ॥

খুল্লনার পুষ্প-উৎসব

পুরুষ-পরশ তার হৈল একমাস।
খুল্লনার সুগর্ভে কুসুম পরকাশ॥
ভিতরে হুলইধ্বনি যোড়া শঙ্খ বাজে।
গণক গর্ব্বিত হেট মুখ করে লাজে॥

এমত বলিয়া সাধু লহনা সদন।
লহনার কৈল কিছু ক্রোধ সম্বরণ॥
এমন বলিয়া সাধু তার বিগুমান।
লহনার কৈল কিছু দুঃখ অবসান॥
সকাল করিয়া স্নান করহ রন্ধন।
ব্যবস্থা করিয়া রান্ধ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
যেই দিন প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন।
সেই দিন নহে মোর উদর পূরণ॥
লহনা বলেন সাধু ত্যজ পরিহাস।
স্নয়া মাগু রান্ধি দেক ব্যঞ্জন পঞ্চাশ।
যতেক বলহ প্রভু সকল কপট।
খুল্লনা দেখিয়া পাছে না আস্যে নিকট॥
যৌবনে অধিক গুরু নবীন অঙ্গনা।
বাসি ফুলে মধুকর না করে বাসনা॥
লহনারে দেখি সাধু ক্রোধের আবেশ।
মধুর বচনে তাকে কহে উপদেশ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ : অঃ)

লহনার প্রতি ধনপতির উপদেশ।

প্রিয়, খুল্লনা তোমার নহে ভিন।
তুমি বড়-লোকের ঝি, তোমারে বুঝাব কি.
ছোট ভগিনী তোমার অধীন॥

সভে মিলি সাধু পাশা খেলে পাটশালে
লহনা আসিয়া তার শিরে জল ঢালে ॥
এক কাণ দুই কাণ নগরে বারতা।
খুল্লনার শুনি পুষ্প-উৎসবের কথা ॥

তোর অনুমতি লয়্যা করিলু দোয়জ বিয়া.
দিব্য দিয়া কৈলু সমর্পণ।
কপটে লিখিয়া পাতি, মজাইলে মোর জাতি,
যগে যগে রহিল গঞ্জন ॥
সেই নারী ভাগ্যবতী. ধনমান যার পতি,
বিবাহ করয়ে দুই তিন।
এক নারী পুত্রবতী. সবার উত্তম গতি,
সতীনের পুত্র নহে ভিন ॥
গর্ভ তোর ভাগ্যে নাই, যদি দেয় গোসাঞি
অন্য গর্ভে বংশের সঞ্চার।
সঙ্গীত পুরাণ-কথা শুনিয়াছিলাম সতা
পরলোকে হয় প্রতিকার ॥
আমার বচন রাখ, একভাবে দোঁহে থাক,
ওই কাজে নাহিক বিনাশ।
সতিনী কন্দল যথা, অবশ্য বিঘন তথা,
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥
সদাগর যত ভণে, এক চিত্তে রামা শুনে,
দোষ মাঙ্গি লয় তার পায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥ (বঃ ; অঃ)

লহনার আক্ষেপ।

দুর্ব্বলা, আনিয়া দেনা মোর প্রাণের সই।
পেচাকে অধিক ভীত, নিমকে অধিক তিক্ত,
এবে হৈল বাসঘরে রই ॥

সাধুর ভবনে আল্যা পরিহাসি জন।
ছোট পাঁচ ভাই সাধুর মাতুল-নন্দন॥
পরিহাস করে সাধ্যে দিয়া কাদা জল।
হরিদ্রার জলে ওঝা পাড়য়ে মঙ্গল॥
সভে মেলি সাধুকে করিল দিগম্বর।
পদ্মপত্র পরি সাধু বলে ধর ধর॥

ফুরাল্য যৌবন-কাল, এবে সে সতিনী কাল,
তৃণ সম আপনাকে বাসি।
ঔষধ সাধিল যত, সব হৈল বিপরীত,
ঠাকুরাণী হয়্যা হৈলুঁ দাসী॥
ব্যয় করি নানা ধন, সাধিলাঙ (সেবিলাম—অঃ) গুণিজন,
না হইল সোহাগ সম্পদ্।
যৌবন পরম ধন, যৌবনে পতির মন,
যৌবনের নিছনি ঔষধ॥
যৌবন মোহন ফান্দ, ঔষধ বালির বান্ধ,
মৃত্যু ভাল যৌবন-বিহীন।
শত পরি অলঙ্কার, সকল দেহের ভার,
যৌবন তনুর আভরণ॥
যৌবন মোহন ফাঁস, স্বামী যৌবনের দাস,
শোভা পায় যৌবনে তাগুব।
কুল শীল রূপ ছিল, যৌবন গোড়ায়্যা গেল,
যৌবনের পশ্চাতে গৌরব॥
সঞ্চিত করিয়া গারী, বঞ্চিত লহনা নারী,
যৌবন গোড়ায়্যা গেল আন।
যৌবন টুটিল যদি, শুকাল অগাধ নদী,
এবে হৈলুঁ তুলার সমান॥
ফুরাল বরিষা কাল, পাকিয়া পড়িল তাল,
শূন্য গাছে না চাহে মানব।
যৌবন ঔষধ (ঔরস—অঃ) ফলে, পাকিয়া পড়িল তালে,
আর আছে কিসের গৌরব॥

বেলা হইল প্রচুর বলিল মাধুদাস।
জল খেলা সাঙ্গ হৈল চল যাই বাস ॥
আনিয়া দিলেক রামা হরিদ্রের ধুতি।
স্নান করি যায় সাধু আপন বসতি ॥
বারি হয়্যা কুলবধূ করে পানি-খেলা।
আপনি উরিলা তথা সর্ব্বমঙ্গলা ॥
চৌষট্টি যোগিনী সব দেয় করতালি।
অষ্ট নায়িকা সঙ্গে দিয়া হুলাহুলি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ *

কপটের পরবন্ধে, শুনিয়া দুর্বলা কান্দে,
লীলাকে আনিতে ত্বরা যায়।
উমা-পদে হিত চিত, বাচিল নৌতুন গীত,
হৈমবতী যাহার সহায় ॥ (বঃ ; অঃ)

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

খুল্লনার রজোদর্শন।

পরম রহস্যে (রসে—অঃ) ভাব গেল চারি মাস
খুল্লনার স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ ॥
রবিবার মৃগশিরা তিথি ত্রয়োদশী।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে শুভস্থানে শশী ॥
ভিতরে উলাই পড়ে জোড়া শঙ্খ বাজে।
গণ গর্ব্বিত হেঠ মাথা কৈল লাজে ॥
প্রিয় সঙ্গে খেলে সাধু বসি পাঠশালে।
লহনা আসিয়া তার শিরে জল ঢালে ॥
এক কাণ দুই কাণ নগরে বারতা।
খুল্লনার শুনে সবে উৎসবের কথা ॥
সাধুর মন্দিরে আইল পরিহাসা জন।
রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ হরি সনাতন ॥

খুল্লনার গর্ভ-সঞ্চার।

মঙ্গল-রাগ।

দশমী পূর্ণ * তিথি তনয় জন্ম † তথি
সুযোগ করিয়া বাসরে। ‡
সকল-দোষ-হীন আজু শুভদিন §
প্রথম গর্ভ-সঞ্চারে॥

সাধুর খেলার সঙ্গী বলাইরাম দা।
আইসে শালীপতি-ভাই যশোমন্ত খাঁ॥
পোয়ালে জড়াইয়া তারে দেই কাদা-জল।
হরিদ্রা-জলে দনাই ওঝা পড়য়ে মঙ্গল।
অজয়নদীর তটে ডগের ব্যবহার।
জল-ছিটা (জল-বাঁতা—অঃ) ছুটে যেন বিজুলির ধার॥
নাম গঙ্গাধর নন্দী জাতি তারা তাতি।
গ্রাম সম্বন্ধে সাত ভাই সদাগরের নাতি॥
সভে মিলি সদাগরে করে দিগম্বর।
পদ্মপাতা পরা্যা সাধু বলে ধর ধর॥ (বঃ; অঃ)

জলক্রীড়া।

সাধুর আদেশে চেড়ী গিয়া নগরিয়া-বাড়ী
নিমন্ত্রণ দিল বন্ধজনে।
রন্ধন ভোজন ছাড়ি চলয়ে সাধুর বাড়ী
বিপর্যায় করি আভরণে॥
কুলবধূ কামতন্ত্র রজক তুকলা তন্ত্র, (রজকে শুকল তন্ত্র—অঃ)
বালুকা সহিত জল পূরে।
জল দেয় যার অঙ্গে, সেই নারী দেই ভঙ্গে,
আচ্ছাদিল লোচন অম্বরে॥

* জন্ম (অঃ ; বঃ) † লাভ (অঃ ; বঃ)
‡ শুভক্ষণ গুরুবার। (অঃ ; বঃ) § বিচার করিল দিন (অঃ ; বঃ)

শঙ্খ বীণা বেণী কাঁসর বাজে সানি
পড়াহ মৃদঙ্গ বাজন।
স্বস্তিক বাচন করয়ে দ্বিজগণ
গণেশ কৈলা আবাহন ॥

ধরিয়া নারীর মায়া, পদ্মা বিজয়া জয়া,
নগেন্দ্র-নন্দিনী নারায়ণী।
বণিক্-বধূর বেশে উরিলা সাধুর বাসে,
কৌতুকে পায়ে (শিরে—অঃ) ঢালেন পানী ॥
সাত-পাঁচ আয়োজনে, লহনাকে ধরি আনে,
গায়ে তার দেই কাদা-জল।
লীলাবতী ধায়্যা যায়, আয়্যা ধরি আনে তায়,
দুর্ব্বলা হাসয়ে খল খল ॥
দেখিয়া কুলের ক্রীড়া (জলের কুড়া—অঃ) কুলবধূ জন বুড়া (জল বিড়া—অঃ)
মদন-মঙ্গল গীত গায়।
যতেক যুবতী মেলি জল খেলে কুতূহলী,
লাজ পায়্যা পুরুষ পালায় ॥
কেহ গায় কেহ বায়, কেহ কাদা দেই গায়,
কেহ নাচে করি উতরোল।
কেহ বা লুকায় কোণে, কেহ বা ধরিয়া আনে,
দূর হৈতে শুনি গণ্ডগোল ॥
পর্ব্বের হাব্যাসে (হাত্যাষে—অঃ) বুড়ি, ধরিয়া বেতের বাড়ি (নড়ি—অঃ),
হাসে নাচে গড়াগড়ি যায়।
সাধুর ভাণ্ডার লুঠে, আনি ঘৃত দধি ঘটে
আনন্দিত কর্দ্দমে ফেলায় (ঘৃত দধি কর্দ্দম খেলায়—অঃ) ॥
সাত পাচ সখী বেড়ি, ধরিয়া দুর্ব্বলা চেড়ী,
বিবসন করিয়া নাচায়।
জল-খেলা সাঙ্গ করি, ঘর চলে যত নারী,
সাধু-গৃহে নানা ধন পায় ॥

* করিয়া পুটহাত আরাধি গণনাথ
দিবাকর মহেশ্বরে।
বিরিঞ্চি আদি আর ষোড়শ উপচার
আনন্দে পূজে পুরহরে॥

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ; অঃ)

ধনপতির পুনর্ব্বিবাহ।

পরিহাসিজন যত হরিষ-অন্তর।
বিবাহের উদ্যোগ করিল সদাগর॥
বেদ-বিহিত আদি যত কর্ম্ম ছিল।
হরষিতে পুরোধা সকল সমাপিল॥
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করয়ে যুবতী।
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী॥
নানা অলঙ্কার দিল উত্তম বসন।
গণেশ স্থাপিয়া পঞ্চ দেবতা পূজন॥
ষোড়শ মাতৃকা পূজা কৈল দ্বিজগণ।
হরিষে করিল সভে ষষ্ঠীর পূজন॥
নিম্মাইল পিঠালীর একুশ পুতলী।
দম্পতী প্রবেশে ঘরে হয়্যা কুতূহলী॥
পিঠালীর পুতলী সাধু কুড়াইয়া চলে।
একত্র করিয়া রাখে নেতের আঁচলে॥
উত্তম আসনে আসি বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেই যতেক যুবতী॥
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটসাড়ী।
কুঙ্কুম চন্দন দর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥
বিদায় হইয়া গেল যত আইয়্যগণ।
খুল্লনা সহিত সাধু আনন্দিত মন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ)

* অতিরিক্ত :— বিদর্ভ মণ্ডপে, টাঙ্গায়্যা চন্দ্রাতপে,
বাটীতে পূরিয়া চন্দন।
আনিয়া তিল কুশে, জাহ্নবী-জল শাপে,
সঙ্কল্প করিল বাচন॥

চৌদিকে দাসগণ পূজার আয়োজন
করয়ে বিবিধ বিধানে।
যতেক দ্বিজমুনি করেন বেদধ্বনি
সম্বায় বেদ উচ্চারণে॥ *
লোহিত পট্টবাসে পরিয়া সাধুপাশে
বসিলা খুল্লনা সুন্দরী †।
যজ্ঞের ধূম দেখি লোহিত হৈল আঁখি
করিল দুহাতে বন্দরী ‡॥
স্মরিয়া পুরহর দম্পতী যুড়ি কর
মিহিরে দিল অর্ঘ্যদান।
রচিয়া নানা ছন্দ গাইলা শ্রীমুকুন্দ
পাঁচালী করিয়া নির্ম্মাণ॥

আরোপি হেম-ধারা, উপরে ফুল-ঝারা,
বসায় কনক আসনে।
সম্পুট করি হাথে, আরাধি গণনাথে,
পূজিয়া করিল বন্দনে॥ (বঃ ; অঃ)

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—
চৌদিগে দাসগণ, পূজার আয়োজন,
করয়ে নৈবেদ্য রচনা।
পূজিল দিবাকর, গোবিন্দ গদাধর,
করিল গৌরীর অর্চ্চনা॥
পূজিল প্রজাপতি, কমলা সরস্বতী,
বাসব আদি দিকপাল।
ইচ্ছিয়া পূজি পৃষ্টি, অর্চ্চনা করি ষষ্ঠী,
চন্দন ধূপ দীপ মাল॥
ব্রাহ্মণ শুভকালে, অনল-কুণ্ড জ্বালে,
আবাহন নাথ প্রজাপতি।
গ্রহের শান্তি ঋদ্ধি, করিল গ্রহশুদ্ধি,
বুঝিয়া জ্যোতিষ-গতি॥ (বঃ ; অঃ)

† সুন্দরী খুল্লনা (অঃ ; বঃ) ‡ বন্দনা (অঃ ; বঃ)

উৎসবান্তে বন্ধুগণের বিদায়।

দক্ষিণা শতেক ধেনু দিলা সদাগর।
হোমের তিলক ভালে দিলা দ্বিজবর॥
বেদমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ।
কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধুগণ॥ *
যত বন্ধু মেলি কৈল পিঠালি-মণ্ডলী।
তথি থুয়্যা যায় সাধু সাতটী পুতুলি ‡॥
তুলিয়া লয়্যা নারী করিলা আঁচলে।
পরিহাসি জন দেখ্যা হাসে কুতূহলে॥ ❀
বান্ধবজনার সনে ভাসে পরিহাসে।
নিরামিষ্য অন্ন খায় একুশ দিবসে॥
ফিরিয়া ডাবরে সাধু কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥
বিনোদ মন্দিরে যায়্যা করিলা শয়ন।
হোথা সুরপুরে হয় কালীয়-দমন॥
নাচে মালাধর নৃত্য দেখে দেবগণ।
মৃদঙ্গ মুহরি ঘন বাজায়ে বাজন॥
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী করিয়া বিচার।
মালাধর-অঙ্গে রহে হয়্যা অলঙ্কার॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

---

* দম্পতী মিলিয়া দোঁহে করয়ে স্তবন।
আগু যান ধনপতি পশ্চাতে খুল্লনা।
পটহ কাংস্য বেণা বাজয়ে বাজনা॥ (বঃ ; অঃ)

‡ পোটলী (বঃ ; অঃ)

❀ বন্ধুজনে সদাগর করে পুরস্কার।
দিন গোঙাইল সাধু রস-ব্যবহার॥ (অঃ ; বঃ)

মালাধরের অভিসম্পাত।

গৌরী-সঙ্গে ত্রিপুরারি গঙ্গায় বাঁধিয়া তরী
কৃষ্ণকথায় কুতূহল মন।
ভাবেতে আকুল চিত নারদ গায়েন গীত
রচিলেন কালীয়দমন ॥
নৃত্য করেন মালাধর।
তাথেনি তাথেনি থেনি মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি
ঘন বাজে তরল ঘাঘর * ॥
গণেশ পাখাজ-পাণি তাথেনি তাথেনি ধ্বনি
নন্দী ভৃঙ্গী ধরে করতাল।
হরি হরি পদ্মযোনি নৃত্য দেখে দেবমুনি
হরিধ্বনি করে মহাকাল ॥ †

* সুবর্ণ ঘাঘর (বঃ) কঙ্কণ তরল (অঃ)

† অতিরিক্ত :—
ভুবন-লোহন (মোহন—অঃ) কাচে, ধূর্জ্জটী তাণ্ডব নাচে,
গান মুনি রাধার বিষাদ।
মন্থর (মুখর—অঃ) নূপুরশালী, পঞ্চতাল একমেলি,
দেবগণ করে সাধুবাদ ॥
শ্যামল সুন্দর তনু, করতলে ধরে বেণু,
আজানুলম্বিত বনমালা।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে,
বাহুযুগে হেম তাড়বালা ॥
প্রভু বিশ্বম্ভরকায়, যশোদা-নন্দন রায়,
ভয়ে ভঙ্গ দেয় ফণিগণ।
ফিরি ফিরি বনমালী দেয় ঘন করতালি,
নাগবধূ লইল শরণ ॥ (বঃ ; অঃ)

একশত ফণা মেলি দারুময় কর্য্যা কালী
মাথে আরোপিয়া মালাধর।
হয়্যা সবে একমেলি পঞ্চমেল করে কেলি
গান গীত গোবিন্দ-বাসর॥
তল হৈতে যেই ফণা নাটচ্ছলে নারায়ণা
কৈলা লঘু তারে পদাঘাতে।
মণি পড়ে ত্যজি ফণা শতমুখে বহে ফেণা
ক্ষরে শ্বাস নাক মুখ হৈতে॥
ভাবে সমাকুল কেশ ধরিয়া নন্দের বেশ
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন।
যশোদার বেশ ধরি তাণ্ডব করেন গৌরী
পুলকিত তরুলতাগণ॥
নাচে ভট্টা * কৃত্তিবাসা দিল তারে কণ্ঠভূষা
হাড়মালা বিভূতি ভূষণ।
কনক প্রবাল হার আদি নানা অলঙ্কার †
প্রসাদ করেন দেবগণ॥
মণি-আভরণ-মাঝে হাড়মালা নাহি সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর।
সভার অন্তর্য্যামী বুঝিয়া প্রমথ-স্বামী ‡
কোপদৃষ্টে চান পুরহর॥
কোপে কম্প কলেবর ডাকিয়া বলেন হর
মূঢ়মতি শুন মালাধর।
বুঝিল তোমার যুক্তি কেবল কপট ভক্তি
তুঁহু লব নরের কিঙ্কর॥ §

---

* তুষ্ট (বঃ)
নাচে তুষ্ট কৃত্তিবাসে দিল দান অবশেষে
হাড়মালা বিচিত্র ভূষণ। (অঃ)

† হীবার গাথুনি যার (বঃ; অঃ)

‡ প্রথম স্বামী (অঃ; বঃ)

§ তুঁহু লুব্ধ ধনের কিঙ্কর॥ (বঃ; অঃ)

আমি অকিঞ্চন * জন হরি-ভক্তি মোর মন
সোণা রূপা নাই আভরণ।
দিল তোরে দিব্য মালা তারে কর অবহেলা
এই মালা শির-নিকেতন † ॥
এই ত মালার গুণ সাবধান হয়্যা শুন
পূর্ব্বে ছুঞাছিল দশাননে।
এই ত মালার ‡ পাকে বিদিত ভুবন-লোকে
পরাজয় কৈল দেবগণে ॥
যতবার মৈল গৌরা সেই অস্থি জড় করি
কণ্ঠেতে পরিলাম করি হার।
যে জন পরশে হাড়ে তারে লক্ষ্মী নাই ছাড়ে
ভুবনে বিদিত এই সার ॥
নাচ হয়্যা ধনকাম বিধাতা তোমারে বাম
হাড়মালে কর উপহাস।
গৌরব করিল তোর ধনলোভে হয়্যা ভোর
আমা দেখ্যা না কর তরাস ॥
নত না করিলে মন না করিলে বন্ধন
না লইলে প্রসাদ মালারে।
প্রমাদে অধিক হত বিশেষ কহিব কত
মূঢ়মতি না ধরিলে শিরে ॥
করিয়া ধনের আশ সেইজন হরিদাস,
তার ভক্তি কেবল ব্যাপার।
যেন মতি তেন গতি চল ঝাট বসুমতী
কুলে জন্ম লভ বেণিয়ার ॥

---

* অবধূত (বঃ ; অঃ)
† শ্রী-নিকেতন (বঃ, অঃ)
‡ ইহার তপের (অঃ); মালার প্রতাপে (বঃ)

হেন বাক্য হর-তুণ্ডে পড়ে কুমারের মুণ্ডে
ভাঙ্গিয়া শতেক মহীধর।
চরণে ধরিয়া হরে কুমার বিনয় করে
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

মালাধরের স্তুতি ও তনুত্যাগ।

চরণে ধরিয়া স্তুতি করে মালাধর।
এইবার অপরাধ ক্ষম মহেশ্বর॥ *
তুমি অর্থ † তুমি মুক্তি তুমি মোক্ষকাম।
বিফল জনম প্রভু তুমি যারে বাম॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলে জয়।
যে জন তোমারে ভজে নাহি তার ভয়॥
জন্ম জরা মৃত্যু প্রভু ব্যাধি আর শোক।
তাবদ যাবদ নহে তোমার সন্তোখ॥ ‡
এতেক স্তবন যদি কৈল মালাধর।
প্রসাদ করিয়া কিছু কহেন শঙ্কর॥
দেবমানে নবশাক রহ চারি মাস। §
কর যায়্যা চণ্ডীর পূজার প্রকাশ॥

---

* অতিরিক্ত :—
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সনাতন।
তুমি জলশায়ী সর্ব্ব-হেতু নারায়ণ॥
তুমি অর্ক তুমি সোম তুমি হুতাশন।
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি প্রভঞ্জন॥ (বঃ ; অঃ)

† ধর্ম্ম (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
লঘু দোষে গুরুদণ্ড নহে সমুচিত।
বিশ্বনাথ নাম তোমার ভুবনে বিদিত॥ (অঃ ; বঃ)

§ দেবমানে অবনীতে রহিবে চারিমাস। (বঃ ; অঃ)

*এতেক বচন যদি দিবেন কামরিপু।
দেখিতে দেখিতে তার লুকাইল বপু॥
বেগে ধায় মালাধর উজোবনি দেশ।
খুল্লনার জঠরে করিলা পরবেশ॥
মালাধরের শ্রেষ্ঠা নারী নাম হারাবতী।
সালবাহন-ঘরে হইলা উৎপতি॥
অম্বুজ রমণী তার বড় পতিব্রতা।
হল্যা দেবী বিক্রমকেশরীর দুহিতা॥ †

* অতিরিক্ত :—

আমার সেবক তথা আছে ধনপতি।
তার বনিতার গর্ভে লহ রে উৎপত্তি॥ (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

মালাধরের তনু-ত্যাগ।

পঠমঞ্জরী রাগ।

শিবের বচন শুনি, মালাধর মনে গুণি,
হৈলা অতি বিষাদিত-মতি।
হরের ইঙ্গিত পায়্যা, দাণ্ডাইলা মহামায়া,
মোরে দিলে বিষম আরতি॥
কান্দে কুমার মনের সন্তাপে।
ত্যজিয়া অমর-পুরী, দেবরূপ পরিহরি,
কেমতে গোঙাব নররূপে॥
নাহি করি অপরাধ, বিনা দোষে অবসাদ,
দিল মোরে দেব শূলপাণি।
চণ্ডিকার কাজ সাধি, আমার পরাণ বধি,
দুই নারী কৈল অনাথিনী॥
পদ্মাসনে করি ধ্যান, যোগেতে ছাড়িল প্রাণ,
পড়িয়া রহিল কলেবরে।
উজানী নগরে স্থিতি, খুল্লনা ঋতুমতী (যথা খুল্লনা যুবতী—অঃ),
প্রবেশিল তাহার জঠরে॥

খুল্লনার গর্ভসঞ্চার।

প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসের বেলা করে কানাকানি ॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
প্রিয়া সনে সদাগর খেলে পাঠশালে।
এমন সময়ে পুরোহিত কিছু বলে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দুই জায়া তার সঙ্গে, অনুমৃতা হৈলা রঙ্গে,
ত্যজিয়া আপন নিজ পুরী।
শোকে উনমত বেশ, উদ্দাম করিয়া কেশ (মুক্ত মাথার কেশ—অঃ),
আম্র-পল্লব করে ধরি ॥
অবশেষে নৃত্য গায়, অগোর চন্দন কায়,
দুই সতী করে চারু বেশ।
স্বর্গগঙ্গার নীরে স্নান করিয়া তীরে,
অনলে করিল পরবেশ ॥
তার এক জীব লয়ে, দক্ষিণ পাটনে গিয়ে,
জন্মাইল শালবান্-ঘরে।
আর জীউ জয়াবতী (তাহার দোয়জ সতী—অঃ), উজানী নগরে স্থিতি,
প্রবেশিল বিক্রম-বাসরে (কেশরে—অঃ) ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (বঃ; অঃ)

ধনপতির পিতৃ-শ্রাদ্ধের আয়োজন।

* শুন হে শুন হে ভায়া পাঁজি দেখ আল্যাইয়া †
অবধান করহ বচন। ‡
জৈষ্ট শুক্ল ত্রয়োদশী খুড়া হৈলা স্বর্গবাসী
রবিবারে § তার প্রয়োজন ॥

সাধুর প্রতি জনার্দ্দন ওঝার উক্তি।

মরতে আইল কোঙার দেবীর আরতি।
মধুমাসে খুল্লনা হইলা গর্ভবতী ॥
মধুমাস আপায় মাধব পরবেশ।
দনাই পণ্ডিত কিছু বলে উপদেশ ॥
নিশ্চিন্ত রহিলা কেন বেণ্যার নন্দন।
এই মাসে হয় তোমার গুরু-বিয়োজন ॥
সাধু বলে বহুদিন আছে সেই তিথি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥ (বঃ ; অঃ)

* অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—

দেবীর আরতি পায়, মর্ত্তে মালাধর যায়,
প্রবেশিল খুল্লনা-উদরে।
মধুমাস সপ্রকাশ খুল্লনার পূর্ণ আশ,
নিজ গর্ভে ধরে মালাধরে ॥ (অঃ)
একদিন পাঠশালে সখা-সঙ্গে পাশা খেলে,
হাস্য পরিহাসে ধনপতি।
হেন কালে পুরোহিত হয়ে তথা উপনীত,
নিবেদন করে তার প্রতি ॥
কি কর কি কর ভায়া (অঃ ; বঃ)

† আইলাম পাঁজি দেখিয়া (অঃ) আসি পল্লী দেখ গিয়া (বঃ)
‡ শুন ভাই মোর নিবেদন (বঃ ; অঃ)
§ বলিবারে (বঃ ; অঃ)

পঞ্জর গড়াত্যে গেলা করিয়া পাশার খেলা
এক সমা গোঙাইলে তথা।
বৎসর তোমার বাসে . জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আস্থে
কেন না করহ মনঃকথা ॥ *

এই পুরী উজোবনী জগতে তোমারে জানি
ধনে মানে খ্যাতি সদাগর।
ব্রহ্ম-তেজ যেন রবি কুলীন পণ্ডিত কবি †
আসিবে শতেক দ্বিজবর ॥

তুমি লোকে খ্যাতি দাতা শুনিয়া শ্রাদ্ধের ‡ কথা
হইবে তোমার খ্যাতি তথি।
আসিবে ব্রাহ্মণ ভাট কড়ি চাহি পাটে পাট
যোড়া যোড়া চাহি কাচা ধুতি ॥

আনাইহ চালু বড়ি শতেক কাহন কড়ি
চিড়া কলা দধি গুয়া পান।
চালু দালি রাশি রাশি জোড়া জোড়া চাহি খাসি
জ্ঞাতি-কুটুম্বের চাহি মান ॥

আমি তব পুরোহিত নিরন্তর চাহি হিত
পিতৃকার্য্যে দেহ ভায়া মন।
সেবকে পাঠাহ হাট বান্ধব আনিতে ভাট
করহ ক্রিয়ার § আয়োজন ॥

* ইথে নাহি কর কোন কথা (অঃ; বঃ)

† ব্রাহ্মণ যেমন বেদী কুলীন পণ্ডিত আদি (অঃ)
ব্রাহ্মণ যেমন রবি কুলীন পণ্ডিত কবি (বঃ)

‡ ভাগ্যের (অঃ; বঃ)

§ পিতার (অঃ; বঃ)

দ্বিজের বচন শুনি সদাগর মনে গুণি
দেশে দেশে পাঠায় বার্ত্তন।
সপ্তগ্রাম বর্দ্ধমান যায় গুয়া স্থানে স্থান
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রাদ্ধোপলক্ষে কুটুম্ব-সমাগম।

* বর্দ্ধমান হৈতে বান্যা আসে রামদত্ত।
সর্ব্বলোকে গায় যার কুলের মহত্ত্ব॥
বিষ্ণু কৃষ্ণ আইলেন পামরী আচলা।
সাত ভাই আল্যা চাপি সাতখান দোলা॥
চাম্পাই নগরে আলা চান্দ সদাগর।
সঙ্গে লক্ষীধর আল্যা চাপিয়া কুঞ্জর॥
কর্জ্জনার আইল হরিদত্ত নীলাম্বর।
নয় ভাই নয় ঘোড়া বিজুলি নস্কর॥
সপ্তগ্রাম হৈতে বান্যা আইল রামদাঁ।
বিষ্ণুপুরের বান্যা আল্যা যশোমন্ত খাঁ॥
আইল গোপাল বিন্দু তেঘরার বান্যা।
রাত্র দিন চলে বার্ত্তনের কথা শুন্যা॥
গুণদত্ত সহিত আইল ধূসদত্ত।
চৌবেড়া বহিয়া শুনি যাহার মহত্ত্ব॥
সিতলপুর হৈতে বান্যা আইল রামরায়।
কেহ অশ্বে আল্যা কেহ আইলা দোলায়॥
নগরের আইল্যা বান্যা সোনাতন চন্দ।
তার দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ॥

---

* অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—

দ্বিজ-মুখে শুনে সাধু পিতৃকার্য্য শুদ্ধি।
জয়পত্র (সজ্জাপত্র—অঃ) সহযোগ করিল নানাবিধি॥

কাইথির বান্যা আইল অভিরাম দাস।
রঘু কুণ্ডু আল্যা যার জাড়গাঁ নিবাস॥
গোতানের ধুসদত্ত আইল ছয় ভাই।
যাদব মাধব আল্যা শ্রীধর বলাই॥
আইল নায়েক বাসু বাড়ি দশঘরা।
কর্জ্জনার হরিদত্ত শ্রীধর হাজরা॥
আইল বাসুদেব দত্ত নিবাস নওগাঁ।
পাঁচড়ার বান্যা আল্যা চন্দ্রদাস খাঁ॥
সাঁক হৈতে আল্য বান্যা নাম শঙ্খ দত্ত।
রাত্র দিন চলে যার গজ অশ্ব রথ॥
সাধুর শ্বশুর আল্যা নিধি লক্ষপতি।
নানা ধন লয়্যা আল্যা সাধুর বসতি॥
একে একে বণিকের কত লব নাম।
সাতশত বান্যা আল্যা ধনপতি-ধাম॥

দেশে দেশে আছয়ে যতেক বন্ধু জাতি।
প্রত্যেক সভাকে পাতি লিখে ধনপতি॥
ব্যবহার গুবাক সন্দেশ নিমন্ত্রণ।
ঘরে ঘরে দিয়া আইল কাণ্ডার বুলন॥
বৰ্দ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধুসদত্ত।
ষোলশো বেণের মাঝে যাহার মহত্ত্ব॥
তাহার পশ্চাতে আইল দাস নীলাম্বর।
আদর করিয়া আইসে উজানী নগর॥
দুই ভাইপো সঙ্গে আর তিন শ্যালা।
নয় ভাগিনা আইল নয়খানা দোলা॥
চম্পাই নগরের বেণে চান্দ সদাগর।
সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর॥
ভালুকীর বেণে আইল অলঙ্কার কুণ্ড।
সভামাঝে কথা কহে ঘন নাড়ে মুণ্ড॥

কেহ নেই পদধূলি কেহ দেই কোল
নমস্কার-আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল ॥
সভারে কম্বল দিল বসিতে আসন।
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মণ্ডলার বেণ্যা আইল শঙ্কর লায়ের বেটা।
আঙলা বাটিয়া যার করতলে ঘাটা ॥
দুই দুই পণ বেচে আঙলা এক পাত।
তায় শিলারস চুয়া কর্পূর যাবত (জাত—অঃ) ॥
কর্জ্জনার বেণিয়া আইল পাঁচ ভাই।
যাদব মাধব হরি শ্রীধর বলাই ॥
ফতেপুর বোড়শূল (বরসুনা—অঃ) গ্রাম মহাস্থান।
তার বেণে আইল হরিশ্চন্দ্র মতিমান্ ॥
বিষ্ণুদত্ত আইল গায়ে চামরী আঁচলা।
গঙ্গার সনে যার মার ধনের সয়ালা ॥
মানাদের (মাল্যানীর—অঃ) বেণে আইল সনাতন (শতানন্দ—অঃ) চন্দ
তার দুই ভাই আইল গোপাল গোবিন্দ ॥
বাসুলা আইল যার বাড়ী দশঘরা।
সেয়াখালার বেণ্যা আইল শ্রীধর হাজরা ॥
রাম দত্ত আইল যার বাড়ী লাড়ুগাঁ (লাউগাঁ—অঃ)।
পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ ॥
আইল শঙ্কর দত্ত কারথির (কায়তির—অঃ) বেণে।
রাত্রি দিনে আইসে বার্ত্তন নাম শুনে ॥
সাঁকো হইতে বেণে আইসে নাম শঙ্খদত্ত।
রাত্রি দিবা বহে যার অষ্ট ঘোড়ার রথ ॥
বাসুলা আইল যার বাড়ী খাঁড়ঘোষ (খণ্ডঘোষ—অঃ)।
কুলে শীলে ব্যবহারে যায় হীন দোষ ॥
সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি।

শ্রাদ্ধ-সমাপন

তিন কলসী গঙ্গোদক পট্টবস্ত্র রস্তাত্মক
যব দুর্ব্বা কুসুম চন্দন।
সাবধানে পুরোহিত করিয়া সর্ব্বনেত
শ্রাদ্ধ করে বাণ্যার নন্দন॥
কপাল যুড়ি ফোঁটা বসিলা দ্বিজঘটা
সম্বায় বেদ উচ্চারণে।
কি তার কব শ্রদ্ধা উপরে দিল চান্দা
ধূমে আমোদিত কৈল স্থানে॥
বসন কাঞ্চন যত দান করে শতশত
করে কুশে বউলী রচন।
স্বাগত আনন্দবাণী দ্বিজ করে বেদধ্বনি
নিয়োজিত কৈল কুশাসন॥
অর্ঘ্য গন্ধ আদি দান দ্বিজগণ সাবধান
পাত্রে বিধি অন্ন সম্প্রদান।
যথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ কৈল সাবধান
ব্রাহ্মণের কৈল বহুমান॥

ইছানি নগরে দুই ভায়ের বসতি॥
(নানা ধন লয়ে আইল সাধুর বসতি॥—অঃ)
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সাধু বসিতে আসন।
মধুপর্ক আদি দিলা নানা আয়োজন॥
একে একে বণিকের কত লব নাম।
ষোল শত বাণ্যা আইল ধনপতির ধাম॥
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল।
কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ ; অঃ)

যার যত অভিলাষ পূরে সভাকার আশ
হেম রূপা বাস ধেনু দিয়া।
সাতশত দ্বিজবর আইলা সাধুর ঘর
পূজা কৈল সন্তোষ করিয়া॥
চন্দন কুঙ্কুম মালা পূরিল সাধুর গলা
দ্বিজগণ কৈল সমাধান।
সদাগর মনে ভাবে কার পূজা করি আগে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ *

পাঠান্তর :—
তিল তুলসী গঙ্গোদক কুশ-বটু রম্ভার্দ্রক,
যব দূর্ব্বা কুসুম চন্দনে।
স্মরি শত দূর্ব্বা বাণী দ্বিজে করে বেদধ্বনি,
নিয়োজিত কৈল কুশাসনে॥
দ্বিজগণে তার শিরে যজুর্ব্বেদ শান্তি করে,
যজ্ঞেশ্বর করে আবাহন।
অবধানে পুরোহিত করি দেয় নিয়োজিত,
শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন।
ভালেতে জুড়িয়া ফোঁটা বসিল পণ্ডিতঘটা,
সগোত্রাদ পামরী কম্বলে।
ক্রতুর সময়ে বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা,
ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে॥
যার যত অভিলাস পূরিল সভার আশ,
হেম রূপা বৎস ধেনু দিয়া।
শত শত দ্বিজবর আইল সাধুর ঘর,
পূজে তারে সন্তোষ করিয়া॥
পাদ্য অর্ঘ গন্ধ দান দ্বিজগণে সাবধান,
পাত্র বিধিমত কৈল দান।
যথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ কৈল সমাধান,
বিপ্রেরে কৈল বহু মান॥

মালা-চন্দনের বিবাদ

মনে ভাবে সদাগর কার করি পূজা।
সভার অধিক বটে চান্দ মহাতেজা॥
গোত্রে গার্গ ঋষি * বাণ্যা সভার প্রধান।
ইহার অগ্রেতে আগে কেবা লবে মান॥
এতেক বিচার সাধু করি মনে মনে।
আগে জল দিল চান্দ বাণ্যার চরণে॥
কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে।
এমন সময়ে শঙ্খ দত্ত কিছু বলে॥
বণিক্‌-সভার আগে আমি পাই মালা।
সম্পদে মাতিয়া ইবে মোরে কর হেলা॥
যেকালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধূস দত্ত।
যাহার সভায় বাণ্যা হৈল ষোলশত॥
সভার আগে শঙ্খদত্তে কৈল মান।
ধূসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥
ইহা শুনি ধনপতি দিলেন উত্তর।
সেইকালে নাহি ছিল চান্দ সদাগর॥
কুলশীলে ধনবানে চান্দ নহে রাকা। †
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা॥
ইহা শুনি কহে কিছু নীলাম্বর দাস।
কলঙ্ক খণ্ডায় ধন কুলের প্রকাশ॥ ‡

চন্দন কুসুম মালা পুরিয়া কনক-থালা,
চলে সাধু বান্ধব-পূজনে।
দামিন্যা-নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥ (বঃ ; অঃ)

* দুর্ব্বাসা (অঃ ; বঃ)

† ধনে জনে রূপে শীলে চান্দ নহে বাঁকা। (অঃ ; বঃ)

‡ ধন হইতে হয় কিবা কুলের প্রকাশ। (অঃ ; বঃ)

ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়।
ধনে হৈতে চান্দ হৈল সভামাঝে ষাঁড় ॥
যাদু * বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস।
তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস ॥
হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা।
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা ॥
নিরন্তর হাথাহাথি বারবধূ সনে।
নাই স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে ॥ †
নীলাম্বর দাস বলে শুন রাম রায়।
পসরা করিত বাপা জাতি নাহি যায় ॥
কড়ার পুটলী বান্ধি জাতি-ব্যবহার।
আঠ্যা চোপা খাল্যে হয় কুলের খাঁখার ॥
রাম রায় নীলাম্বর দাসের শ্বশুর।
ধনপতি নিন্দিয়া সে বলিছে প্রচুর ॥
জাতিবাদ হয় নাই যদি হয় রঙ্ক।
বনে জায়া ছাগ রাখে তার সে কলঙ্ক ॥
কেহ তথা কিছু বলে কেহ দেই সায়।
বিড়ম্বিতে হরিবংশ শুনে রামরায় ॥ ‡
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

* চান্দ (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—

কড়ির পুটলি সে বান্ধিত তিন ঠাঁই।
সভা মধ্যে কত কথা কিছু মনে নাই ॥ (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

দামিন্যা-নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য।
শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য ॥ (অঃ ; বঃ)

হরিবংশ-কথা

বাণ্যা বৈসে একজায় শুনে সাধু রাম রায়
হরিবংশ পড়ে দ্বিজবর।
অপর বণিক হাসে কেহবা নিষ্ঠুর ভাষে
হেটমুখে রহে সদাগর॥
কংস বলে শুন ভাই আপনার যশ গাই
হই উগ্রসেনের তনয়।
দ্রুমিল দৈত্যের বংশ ভুবনে বিখ্যাত কংস
উগ্রসেনে কি কারণে ভয়॥
জন্মের ভাজন মাতা যার বীর্য্য সেই পিতা
শতরূপে * সেই অন্যকায়।
লোকে অপযশ গায় জারজাত কংসরায়
লেখা গেল ধর্ম্মের সভায়॥ †
কিশোরে রক্ষায় তাত যৌবনে পরাণনাথ
বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।
দৈবে নাই দিয়া মন উগ্রসেন অভাজন
অন্তঃপুরে না রাখে বনিতা॥
রূপে জিনি দেবমায়া উগ্রসেনের জায়া
মোর মাতা কেশিনী অঙ্গনা।
তার শুন দৈবগতি হয়্যা সেই ঋতুবতী
বনখেলা করিলা রচনা॥ ‡

---

* সুতরূপে (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

পুরাণ-বসন-ভাতি, অবলা জনের জাতি,
রক্ষা পায় পরম যতনে।
যথা তথা উপনীত, দুহাকার একচিত,
হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥ (অঃ ; বঃ)

‡ জলে খেলা করিল কামনা। (অ ; বঃ)

চারি পাঁচ সখীজন বন-বিহারে তেমন
দেখে রামা পর্ব্বতের শোভা।
ছুর্ম্মিল * দেখিতে পায় কামশরে তিতি কায়
কেশিনী দেখিয়া বাঢ়ে লোভা ॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি দ্রুমিল দানব-পতি
ধরে উগ্রসেনের মূরতি।
থাকিয়া কানন-ভাগে তারে আলিঙ্গন মাগে
নির্ভয়ে বঞ্চিলা দুহে রতি ॥
দ্রুমিল-কায়ের ভরে রামা অনুমান করে
এইজন নহে মোর পতি।
কামরূপী কোন জন হরিলা মোর মন
কার সনে ভোগ কৈল রতি ॥
দ্রুমিল সতীর ভয় তিল আধ নাই রয়
নাহি কহে হাস্য-রস-কথা।
সন্দেহ ভাবিয়া মনে আইলা রামা নিকেতনে
স্বামী দেখি হেট কৈল মাথা ॥
এসব রহস্যবাণী শুনিয়া নারদ মুনি
কহিলা আমারে উপদেশ।
সেই উপদেশ হৈতে আন নাহি মোর চিত্তে
উগ্রসেনে নাহি ভক্তিলেশ ॥
বনে ফিরে যার নারী বিফল তাহার গারি
তার কেন বিবাহের সাধ।
যার অপেক্ষণ বিনে জায়া ভ্রমে বনে বনে
অবশ্য তাহার জাতিবাদ ॥
অধ্যা হৈল † সমাপন দ্বিজে দিলা হেমদান
পাঠক বন্ধন করে পুঁথি।
খল খল বাদ্য হাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
সুখী রঘুনাথ নরপতি ॥

---

* দুঃশীল (বঃ) দুর্ম্মিল্য (অঃ) † অধ্যায়ন (অঃ; বঃ)

রামায়ণ-কথন

কলহে আরোপি মন রামদত্ত রামায়ণ
শুনে ধনপতি বিড়ম্বিতে।
অন্য বণিক যত রামদত্তে অনুগত
শুনে রামায়ণ একচিত্তে॥
সীতার উদ্ধার হেতু সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু
পার হল্যা শ্রীরঘুনন্দন।
সঙ্গেতে * সুগ্রীব নল হনুকপি মহাবল †
বেড়িল লঙ্কার উপবন॥
বিভীষণ পরাভবে রামের শরণ লভে
গড় বেঢ়ি কপি দিল থানা।
দেহারা ‡ উদ্যান ঘর ভাঙ্গে যত কপিবর
তরুগণ ভাঙ্গে রামসেনা॥
ইহা শুনি দশানন নিয়োজে রাক্ষসগণ
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে।
দেবান্তক মহোদর নরান্তক নিশাচর
অতিবল প্রভৃতি শত সুতে॥ §
সুমিত্রা-নন্দন-বাণে ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে
পরাভবে চিন্তিত রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বীর ছিল রামবাণে সেই মল্য
দশানন করে বহুরণ॥

---

* অঙ্গদ (অঃ ; বঃ) † নীল হনু কপিবল (অঃ ; বঃ)
‡ বিহার (অঃ ; বঃ)
§ অতিরিক্ত :—
বিষম সমরে ধীর অঙ্গদ সুগ্রীব বীর,
কুমদ পনস হনুমান্।
চড় চাপড়ে রণ করয়ে বানরগণ,
যত সেনা ত্যজয়ে পরাণ॥ (অঃ ; বঃ)

সকল বিনাশ দেখি রাবণ হইলা দুখী
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মুকুট কাটিলা চক্রবাণে॥
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইলা যান
সেই রথে সারথি মাতলি।
চড়ি রাম সেই যানে যুঝে রাবণের সনে
দেখিয়া দেবতা কুতূহলী॥
বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্ম্য অস্ত্র বাণ জুড়ি
মাল্য রাম রাবণের বুকে।
রথ হৈতে বীর পড়ে কদলি যেমত ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশ মুখে॥
রাবণ পড়িলা রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণে দিলা সিংহাসন।
শুভক্ষণ করি বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আল্যা রাম-সম্ভাষণ *॥
সীতার বদন দেখি রঘুনাথ হৈলা দুখী
হেট মুখে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালী রচন॥

এক নিশা যার নারী পরগৃহে থাকে।
অনুদিন তাহারে গঞ্জয়ে সর্ব্বলোকে॥
চিরদিন ছিলে তুমি রাবণ-ভবনে।
আরোপিব রঘুবংশে কলঙ্ক কেমনে॥
তোমারে জানকী গো যেমন আমি জানি।
ভুখিল সিংহের হাথে যেমত হরিণী॥

* সন্নিধানে (অঃ; বঃ)

সেতু বন্ধ কৈল আমি বধিল রাবণ।
উদ্ধারিণী সীতা তবে চল যথা মন॥ *
হেন বাক্য হৈল যদি শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সীতা পড়ে ভূমিতলে।
সুমিত্রানন্দন তার শিরে জল ঢালে॥
অনেক যতনে সীতা পাইল চেতন।
কৃপাময় প্রভু তাবে বলেন বচন॥
বহিতে আমার স্থানে যদি আছে মতি।
অনল-পরীক্ষা লও যদি বট সতী॥
এতেক বচন যদি কৈল রঘুপতি।
পরীক্ষা লইতে সীতা দঢ় কৈলা মতি॥
হংস-বাহনে ব্রহ্মা হৈল অধিষ্ঠান।
পরীক্ষা করিলা সীতা সভা-বিদ্যমান॥
দেবগণ করিলা কুসুম বরিষণ।
তাণ্ডব করয়ে কপি-সেনা বিভীষণ॥
পরীক্ষায় শুদ্ধ হৈলা জনক-নন্দিনী।
প্রভুর বাসরঘরে পোহালা রজনী॥
অধ্যা সমাধান হৈল দ্বিজ বান্ধে পুঁথি।
শুনি হেটমুখে রহে সাধু ধনপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

* উদ্ধার করিলুঁ যাও যথা লয় মন। (অঃ; বঃ)

কুটুম্বগণের প্রস্তাব

সভার প্রধান বড় অলঙ্কার কুণ্ড। *
সভা সনে কহে কথা ঘন নাড়ে মুণ্ড ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের পতি রঘুনাথ।
ব্রহ্মা আদি দেব যারে করে প্রণিপাত ॥
তার জায়া ছিল বনে অপেক্ষণ বিনে।
পরীক্ষা করায়্যা সীতা আনিল ভবনে ॥
রামরাজা হৈতে বড় সাধু ধনপতি। †
বনে অজা লয়্যা যার ভ্রমিল যুবতী ॥
কেন ভিন্ন আদি করি শতেক মাতাল। ‡
সেই বনে যার নারী ছাগল-রাখাল ॥
দোষ ঘাটি তার নাহি করিয়ে মোচন।
খুল্লনার ঠাঁই করে শয়ন ভোজন ॥
পরীক্ষা করুক রামা যদি বটে সতী।
তবে নিমন্ত্রণে সভে দিব অনুমতি ॥
পরীক্ষা করিতে যদি করিবেক শঙ্কা।
নহিলে ইহার দণ্ড এক লক্ষ তঙ্কা ॥
এতেক বচন যদি বলে অলঙ্কার।
বণিক্-সমাজে তার কৈল পুরস্কার ॥ §

---

* বেণ্যাতে মুখর বড় অলঙ্কার কুণ্ড। (বঃ)

† রাম সনে রুজ্ হৈল সাধু ধনপতি। (বঃ)

‡ যেই বনে কানু ভানু শতেক মাতাল। (বঃ)
যেই বনে আছে কত শত মাতোয়াল। (অঃ)

§ অতিরিক্ত :—
ঝারি হাথে সদাগর ছলে ঘরে চলে।
লহনা গজ্জিয়া সদাগর কিছু বলে ॥ (অঃ ; বঃ)

শঙ্খদত্ত বলে সভে চল ঘর যাই।
লক্ষপতি দত্ত দেই রাজার দোহাই ॥ *
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

জ্ঞাতিগণের ক্রোধ

বলে বেণ্যা শঙ্খদত্ত রাজবলে তুমি মত্ত
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল।
জ্ঞেয়াতির অভিরোষে গরুড়ের পাখ খসে
ইহার উচিত পাবে ফল ॥
গরুড় বিহঙ্গজাতি † তার পুত্র সম্পাতি
জ্ঞাতিরে করিলা অহঙ্কার।
ভাড়িয়া গগনতলে উঠে ভানুমণ্ডলে
তার পাখে পড়ে রবিকর ॥
প্রাণ নেই দণ্ডধর আর নহে নৃপবর ‡
জ্ঞাতি দেই নেই বন্ধুজন।
রাজগর্ব্বে হয়ে মানী দশের না বোল শুনি
সমরে পড়িল দুর্য্যোধন ॥
যারে নিন্দে দশ নর সেই যদি নৃপবর
তথাপি মলিন তার যশ।
রজকের শুনি কথা পরীক্ষা করাল্য সীতা
পাঠাইলা রাম বনবাস ॥

* অতিরিক্তঃ—
[illegible]কিনী ভ্রমণে ভূষণ নহে নারী।
গাঠ্যের [গাছের (অঃ)] গরল খাইলে সে মরি ॥ (বঃ

† বিহঙ্গ-পতি (অঃ; বঃ) ‡ ধন লয় নৃপবর (অঃ; বঃ)

রাজপাত্র ধনপতি • অন্য বাণ্যা চষে ক্ষিতি

সকল রাজার পরিবার।

মেলিয়া শতেক ভাই চলিব রাজার ঠাঁই

রাজা করে উচিত বিচার ॥ *

বণিক-সমাজে বৈসে লক্ষপতি প্রিয় ভাষে

শঙ্খদত্ত বলেন বচন।

হয়্যা সাধু পরায়ণি † লহনারে বলে বাণী

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

লহনাকে ভর্ৎসনা।

রামা কি কাজ করিলি আমা খায়্যা।

খুল্লনা তোমার পাকে কাননে ছাগল বাঘে

বিপাক পড়িল আমা দিয়া ॥

তোর অনুমতি লয়্যা করিল দোওজ বিয়া

দিবা দিয়া কৈল সমর্পণ।

কপটে লিখিয়া পাতি মজাইলি মোর জাতি ‡

যুগে যুগে § রহিল গঞ্জন ॥

* অতিরিক্ত :---

কহিয়া এতেক তত্ত্ব বলে বাণ্যা শঙ্খদত্ত

চল সঙ্গে নিজ ঘরে যাই।

বুঝিয়া কার্য্যের গতি বলে সাধু লক্ষপতি

দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই ॥

গুণিরাজমিশ্র-সুত সঙ্গীতকলায় রত

বিচারিয়া অনেক পুরাণ।

দামিন্যা-নগরবাসী সঙ্গীত-অভিলাষী

শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ (বঃ)

† অভিমানী (অঃ) ‡ তোর সই লীলাবতী (অঃ) § বংশে বংশে (অঃ; বঃ)

আপনার হিত অংসা * সতিনে করহ হিংসা
করিলে কপট ব্যবহার।
তোমার যতেক দোষ কুল যশ কৈলে রোষ †
বসুমতী থুইলি গাঁথার॥
রাজা যদি করে বল জ্ঞাতি যদি ধরে ছল
সাপ যদি খেদাড়িয়া খায়।
তুঁহু পাপমতি বাঁজি হলি অপযশ-পাঁজি ‡
বল মোরে কেমন উপায়॥
ধনবান যার পতি সেই জায়া ভাগ্যবতী
বিবাহ করয়ে দুই তিন।
এক বধূ পুত্রবতী সভার উত্তম গতি
সতিনের পুত্র নহে ভিন॥
তোর ভাগ্যে বংশ নাই যদি করে গোঁসাই
অন্য গর্ভে বংশের সঞ্চার।
শুনিয়া পুরাণ-কথা তোমারে দিলাম সতা
পরলোকে ভয় প্রতীকার॥
পিতা কৈল পুত্র হেতু স্বর্গ যাতো ধর্ম্ম-সেতু
পরলোকে জল-পিণ্ডদান।
আর যত উপকার পুত্র বিনে অন্ধকার
নরকে নাহিক পরিত্রাণ॥
অপুত্র যাহার গারি তার ধনে রাজা ঐরী §
পরে নেই আওয়াস মিরাস ¶।
শূন্য ভাবে তুহো লোক মরমে পরম শোক
প্রথম বাসরে উপবাস॥

---

* সুখাশংসা (অঃ; বঃ)
† তোমার দারুণ কোপ কুলমান হৈল লোপ (বঃ)
‡ অপযশভাজী (অঃ; বঃ) § বৈরী (অঃ; বঃ) ¶ নিবাস (অঃ; বঃ)

কি আর জীবনে ফল আনি দেহ হলাহল
তেজিব বিফল জীবলোক।
যদি মরে ধনপতি তু সতিনে হব প্রীতি
লহনার দূর হব শোক॥
সাধু করে আত্মঘাতি গলে দিতে যায় কাতি
নিশ্বাস ছাড়য়ে * দাবানলে।
খুল্লনা আসিয়া কাছে পরীক্ষা লইতে ইচ্ছে
সবিনয়ে সাধু কিছু বলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়-মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনাকে সান্ত্বনা।

তোরে বলি প্রিয়ে বসি থাক গৃহে
পরীক্ষায় নাহি কাজ।
পড়িলে † পরাক্ষে না দেখিব চক্ষে
ভুবন ভরিয়া লাজ॥
যদি থাকে দোষ নাহি অভিরোষ
তো বালা অবলা জন।
ভ্রমি নিরন্তরে কি দোষিব তোরে
আমি সাধু ‡ অভাজন॥

* জিনয়ে (অঃ ; বঃ

† ঠেকিলে (বঃ)

‡ পতি (অঃ ; বঃ)

শতেক বনিতা • মধ্যে পতিব্রতা
ভাগ্যে পায় একজন।
নারীর চরিতে শুন্যাছি ভারতে
ইতিহাসে দেহ মন॥
পুরুষ ছিল যথা শুন তার কথা *
কন্যা-কালে ছিল ভানু।
বিদ্যা শিখি পূর্ব্বে কর্ণ হৈল গর্ভে
কর্ণ হৈতে হৈল জনু॥
পাণ্ডু নৃপবরে বিভা করি তারে
সাঁপে দূর গেল রতি।
তার শুন কর্ম্ম ইন্দ্ররাজ ধর্ম্ম †
আনিয়া কৈল সন্তুতি॥ ‡
দ্রুপদ-নন্দিনী তার শুন বাণী
পঞ্চ জনে কৈল পতি। §
গরুড়জপতি ভজে নিশাপতি
বুধ তাহাব সন্তুতি॥

* সুরসেন-সুতা নাম তার পৃথা (বঃ ; অঃ)

† ইন্দ্র বায়ু ধর্ম্ম (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

পাণ্ডু নৃপমণি তাহার রমণী
মদ্র-মহীপতি-সুতা।
অশ্বিনীকুমারে আনি নিজাগারে
হইল দ্বিসুত-মাতা॥ (অঃ)

§ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল অর্জ্জুন
সহদেব মহামতি॥
ইন্দ্র সুরপতি শুন তার গতি
হরিল গৌতমদারা।
স্ত্রী নব যুবতী পাশে নিশাপতি
গুরুজায়া হবে তারা॥ (বঃ)

দূর কর শঙ্কা দিব লক্ষ তঙ্কা
বান্ধবে করিব বশ।
অবুধ সশঙ্ক থাকয়ে কলঙ্ক *
ধন থাকে দিন দশ ॥
শুনি মধুমতি সাধুর ভারতী
হাসিয়া বলে খুল্লনা।
রচিয়া সুছন্দ গাইলা মুকুন্দ
সারদা করি ভাবনা ॥

খুল্লনার পরীক্ষাদানে আগ্রহ-প্রকাশ।

অবোধ পরাণনাথ বলি হে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ॥
মিছা দায়ে ধন দিয়া তুমি হবে রঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক ॥ †

* আর যে বিপক্ষ তারে দিব লক্ষ। (অঃ ; বঃ

† অতিরিক্ত :—

পরীক্ষা লইব আমি নাহি কোন দায়।
প্রণতি করিয়া নাথ বলি হে তোমায় ॥
ধন দিয়া পরীক্ষা কারবা নিবারণ।
উজানি জুড়িয়া মোর রহিবে গঞ্জন ॥ (অঃ)
ধনপতি বলে প্রিয়ে থাকহ বসিয়া।
পরীক্ষা লইবে তুমি কিসের লাগিয়া ॥
যদি তুমি পরীক্ষায় ঠেক গুণবতী।
বণিক-সভায় মোর হইবে অখ্যাতি ॥

পরীক্ষা লইতে যদি তুমি কর আন।
গরল ভখিয়া,আমি তেজিব পরাণ॥
খুল্লনারে ধনপতি বুঝিল অপাপ।
দূর হৈল সব তার মনের সন্তাপ॥ *
সভামধ্যে পরীক্ষা করিলা অঙ্গীকার।
আটদিগে নানা কার্য্যে ধায় পরিবার॥
নিমন্ত্রণ দিতে সাধু পুনর্ব্বার যায়।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গায়॥

জ্ঞাতিগণের সহিত ধনপতির পুনর্ব্বার আলাপ।

পুনরপি ধনপতি দিল নিমন্ত্রণ।
খুল্লনা রান্ধিবে সভে করিবে ভোজন॥
সপক্ষ বণিক যত করিল আশ্বাস।
হেট মাথা কর‍্যা বলে নীলাম্বর দাস॥
দশমী দিবসে মোর গুরু প্রয়োজন।
কেমনে আমিস্থ অন্ন করিব ভোজন॥

খুল্লনা বলেন প্রভু করি নিবেদন।
একভাবে সেবি যদি চণ্ডীর চরণ॥
বিপদ্‌ভঞ্জিনী দুর্গা কহে চারি বেদে।
পরীক্ষায় ভয় নাই তাঁহার প্রসাদে॥
তোমার বচনে যদি না যাই আনলে।
অভাগীর কলঙ্ক রহিবে দুই কুলে॥ (বঃ)
সামান্য নহ তুমি কুলীন হেন তোক।
সভাতে কন্দল দ্বন্দ্ব খোঁটা দিবে লোক॥ (অঃ ; বঃ)
হৃদয় সন্তোষ বড় ঘুচিল সন্তাপ। (বঃ)
সরস বদন হৈল ঘুচিল সন্তাপ॥ (অঃ)

পূর্ব্বের ঝকড়া * ছিল ধনপতি সনে।
গাণ্ডটি † করিল বাঞ্ছা তথির কারণে॥
চড়ই চতুর জয়পতির নন্দন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া নিল বিপক্ষের মন॥
ভোজন করিতে তোরে নাই বলি আমি।
ব্রাহ্মণ রান্ধিবে তুমি করিবে দশমী॥
দশমী করিয়া তুমি বসিবে সভায়।
তোমার প্রসাদে যেন যজ্ঞ হয় সায়॥
গয়া গঙ্গা করিয়া দেখিল বৈদ্যনাথ।
দঢ়ায়্যাছি ভিন্ন গোত্রে নাহি খাই ভাত॥
ধনপতি কটাক্ষিয়া বলে দুরক্ষর।
কোপে ধনপতি দত্ত দিলেন উত্তর॥
বাওন্ন পুরুষে যার লোণের ব্যাপার।
সেই বেটা মোর আগে করে অহঙ্কার॥
হাটে লয়্যা বেচে লোণ কিনে ডোম হাড়ি।
ব্যাজের কারণে ছুঞা করে কাড়াকাড়ি॥
পাঁচ পল ‡ বেচিতে এক পল করে চুরি।
সভামাঝে বসিয়া লুণ্যার আটম্বরী॥
ধনপতি তারে যদি বৈল লুন্যা ভণ্ড।
সভার উকীল হয়্যা বলে রাম কুণ্ড॥
নীলাম্বর দাস তারে চাপিলেন আঁখি।
হাত পসারিয়া সভাজনে কৈল সাক্ষী॥
জাতিয়ে বণিক লোণ বেচি সর্ব্বকাল।
কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল॥
তুমি বিভা কৈলে সাধু রূপসী দেখিয়া।
বনে বনে ফিরে সেই ছাগল রাখিয়া॥

---

* কড়ক (অঃ) † আলটী (বঃ) ‡ পণ (অঃ; বঃ)

সুকানের মৎস্য আর নারীর যৌবন।
অনায়াসে * পাইলে তেজয়ে কোনজন॥
অযত্নে পড়িয়া থাকে রজত কাঞ্চন।
দেখিয়া ভুলয়ে তথা মুনিজনার মন॥
খুল্লনা পরীক্ষা লকু জ্ঞাতির সভায়।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গায়॥

খুল্লনার চণ্ডীপূজা।

খুল্লনার রিপু-সিন্ধু করিতে মার্জ্জন।
একভাবে পূজে রামা চণ্ডীর চরণ॥
স্নান করি গঙ্গাজলে রামা হৈল শুচি।
পট্টবস্ত্র পরে ইন্দু-কুন্দ-কামরুচি † ॥
নানাবিধি ধূপ দীপ নৈবেদ্য সাজলা।
করিয়া পূজেন ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা॥
কংসভয়ে রক্ষা কৈলে দেব নারায়ণ।
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ॥
দুর্ব্বাসার শাপে রক্ষা কৈলে দেবগণ।
তোমার মায়াতে স্থির হয় কোন জন॥
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়।
প্রথম সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়॥
রাবণের বধ হেতু মেলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন তোমা করিল বিধাতা॥
ষোল উপচারে গো পূজিলা রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈল সমরে নিপাত॥

---

* ত্রপান্তরে (অঃ; বঃ)
† স্নান করি পরে বাস ইন্দুদাম-রুচি॥ (অঃ)

হইলা নন্দের সুতা যশোদাজঠরে।
তোমা দিয়া বসুদেব ভাণ্ডিল কংসেরে ॥
অবনী লোটায়্যা স্তুতি করে বারবার।
সাক্ষাৎ হইলা চণ্ডী আল্যা পূজাগার ॥
নখইন্দুভাসে দূর গেল অন্ধকার।
করবী-মল্লিকা-মালে ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
চণ্ডিকা দেখিয়া রামা মুখে নাই বোল।
আরোপিয়া হাথ শিরে চণ্ডী দিলা কোল ॥
খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়া মোহ।
নেতের আঁচলে মুছি লোচনের লোহ ॥
পরীক্ষা লইতে তারে দিল অনুমতি।
আশ্বাসিল ঝিয়ে তোর থাকিব সংহতি ॥
এমন বলিয়া চণ্ডী রহিলা অম্বরে।
ধনপতি পরীক্ষা মানিল উচ্চস্বরে ॥
খুল্লনা পরীক্ষা লয় সাধুর আদেশে।
পাঁচালি প্রবন্ধে শ্রীমুকুন্দদ্বিজ ভাষে ॥ *

পাঠান্তর :—

খুল্লনা পরীক্ষা দেকু যদি হয় সতী।
তবে নিমন্ত্রণে সভে দিব অনুমতি ॥
সভা মাঝে পরীক্ষা করিল অঙ্গীকার।
এই কথা সর্ব্বজন কহে বারবার ॥
খুল্লনা করিল গারী সিন্দুরে মার্জ্জন।
একভাবে স্মরে রামা চণ্ডীর চরণ ॥
দুর্গা দুর্গা পরা মাতা দুর্গতি-নাশিনি।
দুরিতনাশিনি জয়া নগেন্দ্র-নন্দিনি ॥

নিদ্রারূপী হয়্যা তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী।
যখন দেবকী-গর্ব্ভে জন্মিলা শ্রীহরি॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে তুমি হইয়া শৃগালী॥
ভূভারখণ্ডনে কৈলে আপনি প্রকার।
কংস-ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার॥
কৌতুকে শুতিয়া ছিলে দৈবকীর কোলে।
করপদ ধরি কংস বধিবারে তোলে॥
বিপদ্‌নাশিনী তোমা কয় হরিবংশে।
কৃষ্ণেরে করিলে রক্ষা ভাণ্ডাইয়ে কংসে॥
রাবণের বধ হেতু মেলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন তোমা করিল বিধাতা॥
ষোল উপচারেতে পূজিলা রঘুনাথ।
তাহে রাবণের হৈল সবংশে নিপাত॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই অসুরের বধে নারায়ণে গতি॥
সত্য করি ভগবতী বোলে দিল বর।
পাইয়া তোমার বর পতি আইল ঘর॥
বাসঘরে পতি সনে করাল্যে মিলন।
বিপদ্‌সম্পদ্‌হেতু তোমার চরণ॥
জ্ঞাতি ধরিল ছল অন্ন নাহি খায়।
একবার রক্ষা কর জ্ঞাতির সভায়॥
সুবর্ণের বাটীতে দিল নিজ অঙ্গ বলি।
সঘনে অভয়া বল্যা দিল হুলাহুলী॥
শ্রুতমাত্র গগনে উরিলা ভগবতী।
শ্বেত-মাছি রূপে ঘটে কৈল অবস্থিতি॥
পরীক্ষা করিতে যায় জ্ঞাতির সভায়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়॥ (বঃ)

বণিক্-সভায় খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান।

সাধু ধনপতিদত্ত আনিয়া পণ্ডিত শত
সভায়ে বসায় বরাসনে *।
হয়্যা সভে একবুদ্ধি বিচারে পরীক্ষা শুদ্ধি
নিবেদিয়া ধর্ম্মের চরণে † ॥
সাধু জনার মর্ম্ম বন্দনা করিয়া ধর্ম্ম
লিখে পত্র অশ্বত্থের দলে।
আনিয়া পথিক দুই তার শিরে পত্র থুই
ডুবাইল সরোবর-জলে ॥
দুইজনে ক্রমে ‡ উঠে বিপক্ষের বল টুটে
পরীক্ষায় খুল্লনার জয়।
ফিরি পুন সেই পাতে দিল পথিকের মাথে
পুনর্ব্বার হইলা নিশ্চয় ॥
খুল্লনা পরীক্ষা লয় কোন বান্ধ্যা কিছু কয়
উজোবনী করে ধন্যি ধন্যি।
অষ্ট নাইকা লয়্যা খুল্লনারে করি দয়া
রথভরে উরিলা ভবানী ॥
অলঙ্কার দত্ত কয় জলের পরীক্ষা নয়
পথিকের সঙ্গে আছে আন। §
তেজিয়া কপট বিধি পরীক্ষা করিবে যদি
সর্পঘট কর বিদ্যমান ॥

---

* সিংহাসন (অঃ, বঃ)
† ধর্ম্মরায়ে করি নিবেদনে ॥ (অঃ; বঃ)
‡ ডুবে (অঃ; বঃ)
§ পথিক সহিত ছিল সান। (অঃ; বঃ)

সাধুর আদেশে মাল সর্প যেন আনে কাল
দুই আঁখি করঞ্জা সমান।
থুইল নতুন ঘটে গর্জ্জনে কলস ফাটে
সাপ চালে চন্দ্র মতিমান॥
সুবর্ণ অঙ্গুরী তথি ফেলে বান্ধা ধনপতি
ধর্ম্ম-সভা করে হাহাকার।
ভূতলে পাতিয়া জানু প্রণাম করিয়া ভানু
অঙ্গুরী তুলিল সাতবার॥
মেলি নীলাম্বর দাসে * রাম দাঁ নিঠুর ভাষে
খুল্লনা গঞ্জিয়া কয় কথা।
করিয়া কপট ধন্ধ সাপে দিল মুখ-বন্ধ †
সাপ যেন রহে মহালতা॥
আজ্ঞা দিল বুহিতাল কামারে পাতিল শাল
সাবল তাতায় হুতাশনে।
প্রভাতের যেন রবি হইল সাবল-ছবি
সাধুর সন্দেহ লাগে মনে॥
দ্বিজ মন্ত্র ‡ লিখে পাতে দিল খুল্লনার মাথে
করে দিল অশ্বথের দল।
সাঁড়াসি ধরিয়া আনে খুল্লনার বিদ্যমানে
জবাফুল সমান সাবল॥
খুল্লনা সাবলে কয় শুন বহ্নি মহাশয়
থাক সর্ব্বজীবের অন্তরে।
যদি বা সুকৃত পাপ স্বরূপে কহিবে বাপ
সাক্ষী হবে মোর দুই করে॥ §

---

* মোদ সেনা দূর দেশে (বঃ); মোন সে দুর দেশে (অঃ); মিলি নীলাম্বর দাসে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাচীনতম পুথির পাঠ)।

† সাপে দিল মুখবন্ধ দুই চক্ষু হয় অন্ধ (বঃ)

‡ বীজমন্ত্র (অঃ; বঃ) § নহে শাম্য হও মোর করে॥ (অঃ; বঃ)

পাতে রামা দুই পাণি কামারে সাবল আনি
আরোপিলা তার পাণিপুটে।
করে রামা প্রণিপাত লংঘিয়া মণ্ডলী সাত
ফেলাইল লয়্যা তৃণকূটে * ॥
পুড়্যা গেল তৃণচয় ধনপতি তেজে ভয়
শঙ্খদত্ত বলে কটুবাণী।
শঙ্খদত্ত কটু কয় † সাবল পরীক্ষা নয়
ভারিলে সাবল হয় পানি ॥
আজ্ঞা দিল বুহিতাল ঝিজে দেই ঘৃতে জ্বাল
ঘৃত হৈল অনল সমান।
ভয় নাই করে সতী আরোপি কাঞ্চন ‡ তথি
তুলিল সভার বিদ্যমান ॥
কহেন মাধব চন্দ এসব কপট ধন্ধ
ভারিলে অনল হয় জল।
তঙ্কা দেহ এক লাক ঘুচাই মনের পাক
পরীক্ষায় নাই ফলাফল ॥ §
রোষযুত ধনপতি পুন দেই অনুমতি
তৌল পরীক্ষার বিধানে।
খুল্লনা করিলা তুলা হারিল বণিকগুলা
শ্রীকবিকঙ্কণে রস ভণে ॥

* কৃণকুটে (বঃ);
† বলিবারে কিবা ভয় (অঃ; বঃ)
‡ অঙ্গুরী (অঃ; বঃ)
§ অতিরিক্তঃ—

পনইব কথা শুনি চিন্তে বেণে-নিতম্বিনী,
চণ্ডিকা পূজেন হেমঘটে।
দারুণ পনই-জল দেখি বড় ভয়ঙ্কর
রাখ মোরে বিষম সঙ্কটে ॥

জতুগৃহের ব্যবস্থা।

ধূসদত্ত বলে ভাই তোর দায়ে আমি দাই
কহি হিত উপদেশ বাণী।
এসব পরীক্ষা বাজী ইথে কেহ নহে রাজী
সভার ধরিলা পুটপাণি * ॥
অন্য পরীক্ষা নাই জানি সভে করে কানাকানি
না ঘুচিল কুলের গঞ্জন।
জৌঘর করেন সীতা সভাকার এই কথা
তথি সবাকার লয় মন ॥
সীতার পরীক্ষাবিধি নাই ভাই মান যদি
কেহ নাই নিব নিমন্ত্রণ।
উচিতে কিবা ভয় মান্যা লহ পরাজয়
ধন দিয়া ঘুচাহ গঞ্জন ॥
তুমি মাসতিত † ভাই তোমার কল্যাণ চাই
কহিতে করহ পাছে রোষ।
জৌঘর করুন বধ্ তবে শোভে যশবিধু
তবে সে কুলের ঘুচে দোষ ॥

খুল্লনার ভয় দেখি চণ্ডিকা হইলা দুঃখী,
পনইতে আবোপিল হাথ।
চণ্ডিকা দেখিলা সতী করজোড়ে করি নতি
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত ॥
স্নান করি রূপবতী নীর তোলে শীঘ্রগতি,
লইল সভার বিদ্যমান।
রাম দত্ত তবে কয় পনই-পরীক্ষা নয়,
পরীক্ষা করুক বামা আন ॥ (অঃ ; বঃ)

* পদ পাণি (অঃ ; বঃ) † মামাইত (অঃ ; বঃ)

কহে বনমালা চন্দ নাই ন্যাই নাই দ্বন্দ্ব
উচিত কহিতে চাই কথা।
জায়া উদ্ধারিয়া রাম তবে সে আনিলা ধাম
জৌঘর যবে কৈলা সীতা॥
হইয়া অবনী-রাজা লোকের করেন পূজা
কৃপাময় প্রভু ভগবান্।
যে পথ করিলা হরি তাই দঢ়াইয়া ধরি
সেই পথ কেবা করে আন॥
শুনিয়া ধুসার কথা মনে সাধু ভাবে ব্যথা
যুক্তি কৈলা খুল্লনা সহিত।
জৌগৃহ গড়িবারে খুজে সাধু কারিকরে
মুকুন্দ রচিলা শুদ্ধগীত॥

জতুগৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টা।

নিয়োজিল ধনপতি যতেক কিঙ্করে।
কারিকর চায়্যা তারা আটদিগে ফিরে॥
যত কারিকর ছিল নগরে নগরে।
জৌগৃহ নামে তারা মাথা হেট করে॥
দেব-পরাক্ষার কাজ দেবতা সে জানে।
জৌঘর নামে কেহ নাহি শুনে কাণে॥
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।
ফিরাইল শতপল সুবর্ণ চাঙ্গড়া॥
নগরে নগরে সাধু দিলেক ঘোষণা।
জৌগৃহ গড়্যা নেকু শতপল সোনা॥

আট দিগে বাজনাতে হল্য গণ্ডগোল।
ঘন বাজে বীরঢাক কাড়া পড়া ঢোল॥
খুল্লনা চিন্তিলা তথা চণ্ডীর চরণ।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার চণ্ডীস্তব ও জতুগৃহ নির্ম্মাণ।

দুরাশয় দুখ্খ পায় দগ্ধ হৈল কায়া।
অকিঞ্চনে ডাকে দুর্গা দেহ পদছায়া॥
নমো নমো নমো দুর্গা নমো নারায়ণী।
কাতরে করুণা কর তবে গুণ জানি॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবনী নাম কেহ না বলিবে॥
এত স্তুতি কৈলা যদি চণ্ডীর চরণে।
জানিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈলা পদ্মা সনে॥
বিসাই চণ্ডী করিলা স্মোরণ।
স্মৃতি মাত্র বিশ্বকর্ম্মা আল্যা ততক্ষণ॥
পান দিয়া চণ্ডীকা দিলেন তারে ভার।
ঝটিত নির্ম্মাণ কর জৌমহাগার॥
তবে সে ত্বরায় মাতা করি যে নির্ম্মাণ।
যদি সঙ্গে দেহ মোর বীর হনুমান॥
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি।
আগে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
যেইক্ষণে আদেশ করিলা ভগবতী।
সেইক্ষণে দুই জনে হলা নরাকৃতি॥
একজন শিশু হৈলা আরজন বুড়া।
আসিয়া ধরিলা তারা সুবর্ণ চাঙ্গড়া॥

গৌরব করিয়া ধনপতি দিলা পান ।
জৌঘর গঢ় তুঁহে হয়্যা সাবধান ॥
ডাকিয়া আনিল যত নগরিয়া নড়ি ।
সাতনয়্যা বন্ধে বিশাই ধরিবেক দড়ি ॥
সাত হাত খন্দ কোঁড়ে দেখিতে সুন্দর ।
জৌয়ের দেয়াল দিল অতি মনোহর ॥
জৌয়ের আড়প দিল জৌয়ের ঝনকাঠ ।
জৌয়ের সাঁড়ক দিল জৌয়ের কপাট ॥
জৌয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বন্ধনি ।
ষোল পাট দিয়া কৈল জৌয়ের ছাওনি ।
ঘর গড়ি বিশ্বকর্ম্মা হইলা বিদায় ।
ঘর দেখি হরষিত হইলা * সভায় ॥
নীলাম্বর দাস বলে হৈল জৌঘর ।
সতী হৈলে বাঁচিবেক ইহার ভিতর ॥
পরীক্ষা লইতে রামা পুনর্ব্বার যায় ।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গায় ॥

খুল্লনার শঙ্কা ।

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে খুল্লনা রমণী ।
কেমনে তরিব আমি জৌয়ের আগুনি ॥
তিল আধ আগুনে মজিল লঙ্কাদেশ ।
কেমনে জৌয়ের ঘরে করিব প্রবেশ ॥
উভরায় কান্দে খুল্লনার বাপ মা ।
ঝিয়ে ঝিয়ে বলি রম্ভা ঘন কাড়ে রা ॥

* বিপক্ষ (বঃ); বণিক্ (অঃ) ।

রম্ভা বলে ঝিয়ে কেন মরিবে আগুনি।
থাকহ আমার ঘরে হইয়া রান্ধুনি * ॥
খুল্লনা বলেন যদি ডরাব অনলে।
অভাগীর কলঙ্ক রহিবে দুই কুলে ॥
বণিক্-সভায় তবে দিলা অনুমতি।
জৌগৃহে প্রবেশ করিলা রূপবতী ॥
খুল্লনা পূজিলা চণ্ডী ষোল উপচারে।
পঞ্চ স্ন অঞ্জলি লয়্যা দুই করে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার চণ্ডিকা স্তোত্র।

সম্পুট করিয়া পাণি প্রণমহোঁ নারায়ণি
অধিষ্ঠান হও পূজা-ঘটে।
স্মোরণ করয়ে দাসী হরিয়া বিপদরাশি
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে ॥
প্রবল দানব মারি ত্রিদশের ঈশ্বরী
সুরলোকে করিলে সুস্থির।
মহিষ ভাস্কর † জম্ভ হরিলে সভার দম্ভ
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর ॥
তোমার করিয়া পূজা জয়ী হৈলা রামরাজা
রাবণের করিলা নিধনে।
নিশাচরীগণ-জিতা আপনি রাখিলা সীতা
আরোহণ করি রামাগণে ॥

* গৃহিণী (খঃ)। † রাক্ষস (অঃ; বঃ)।

বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী ‡ সকল দেবের পক্ষী *
অনন্তরূপিণী রাজবংশে ‡ ।
দেহ যারে অনুমতি সেই জন হয় সতী
তুমি সতীজন-অবতংসে ॥
উরিয়া নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর ।
দৈবকীর কোলে হৈতে তোমা ধরি নিল হাথে
বধিতে লইলা কংসাসুর ॥
ছাড়িয়া কংসের হাথে চড়িয়া অলক্ষী রথে
গগনে হইলা অষ্টভুজা ।
নাম থুইল বনমালী কুমুদা কর্ণিকা কালী
অষ্টলোকপাল কৈল পূজা ॥

---

* সমর-বিজয়ী লক্ষ্মী (অঃ ; বঃ) ।
‡ রাজঋষি (অঃ) ; নিজ বংশে (বঃ) ।

পাঠান্তর :—

তোমা ভাবে শুদ্ধ মতি, সেই জন মহামতি,
রাখ সতীকুল-অবতংসি ॥
মণি-আভরণ-যুত, প্রবেশি পাতাল-পথ,
নিরুদ্দেশ হৈলা যদুপতি ।
দৈবকী রুক্মিণী মেলি, দিয়া জয় হুলাহুলী,
তোমারে করিলা স্তব স্তুতি ॥
তুমি দিলা বর দান, জয়ী হৈলা ভগবান্,
সমরে জিনিলা রঘুপতি ।
যশোদা-নন্দিনী জয়া, শিবদুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্ক-শেখরী শিবদূতী ॥
নীলপুরে তুমি নীলা, পুরী কৈলা মুণ্ডশিলা,
রঙ্গিণীরূপিণী ভয়ঙ্করা ।
ধরি বিশালাক্ষা নাম, বারাণসী কৈলা ধাম,
নৈমিষকাননে লিঙ্গধরা ॥ (অঃ ; বঃ)

খুল্লনার স্তুতি শুনি আদ্যা তথা নারায়ণী
কৃপা করি শিরে দিলা হাথ।
লোচনে প্রমোদ-বারি করয়ে খুল্লনা নারী
ধরণী লোটায়া প্রণিপাত॥
খুল্লনা চিন্তিয়া ভয় জৌগৃহের কথা কয়
আশ্বাস করেন ভগবতী।
চণ্ডীর চরণ সেবি গাইলা মুকুন্দ কবি
প্রকাশিলা ব্রাহ্মণ ভূপতি॥

খুল্লনার জতুগৃহে প্রবেশ।

* জৌগৃহ দেখি মাতা বড় লাগে ডর।
কেমনে থাকিব আমি অগ্নির ভিতর॥
অগ্নি দেখি ভয় ঝিয়ে না করিহ তুমি।
জৌগৃহে তব সঙ্গে থাকিব যে আমি॥
খুল্লনার ভদ্রকালী চিন্তিয়া কল্যাণ।
পদ্মাবতী সনে মাতা করি অনুমান॥
ধনঞ্জয় বলি মাতা করিলা স্মোরণ।
চণ্ডী স্মোরণে দেব আলা ততক্ষণ॥
প্রণিপাত করি বহ্নি করিলা অঞ্জলি।
কি কাজ করিব আজ্ঞা কর ভদ্রকালি॥
চণ্ডিকা বলেন পুত্র কহি হে তোমারে।
মোর দাসী প্রবেশ করিলা জৌঘরে॥
হাতে হাতে তোমারে করিল সমর্পণ।
যতনে ইহার কর্য়া ভয় নিবারণ॥

---

* অতিরিক্ত :—
খুল্লনা চণ্ডিকা পূজে হয়্যা একমতি।
দাসীরে করহ রক্ষা আপনি পার্ব্বতি॥ (বঃ)

সতী দেখি হই আমি তুষার-শীতল।
বিশেষে তোমার আজ্ঞা পরম মঙ্গল॥
ইহা বলি তখন জ্বলেন স্বাহানাথ।
খুল্লনার প্রত্য হেতু দেখাইলা হাথ॥
খুল্লনার হাথে বহ্নি তুষারশীতলে।
আছুক অন্যের কার্য্য জো নাহি গলে॥
খুল্লনা আরোপি গলে তুলসীর * মালা।
উপনীত হল্যা রামা যথা জো-শালা॥
বণিক সকল পুনঃ দিলা অনুমতি।
জোগৃহে প্রবেশ করিলা রূপবতী॥
চণ্ডীর চরণ-পদ্ম করিয়া ভাবনা।
সম্মুখ-দুয়ারে অগ্নি দিলেন খুল্লনা॥
দুয়ারে ভেজিয়া অগ্নি প্রবেশিলা ঘরে।
বাড়িতে লাগিলা সেই জোএর মন্দিরে॥
সতী দেখি দেহে † ভয় হইলা অনল।
তুষার চন্দন হিম তুষার শীতল॥
জোগৃহে বাড়ে অগ্নি কোশ পরিমাণ।
প্রলয় গণিয়া সিদ্ধা ছাড়ে নিজস্থান॥
প্রথম গগনতলে প্রবেশিল ধুম্রা।
খেচর চাতক যত হৈল উভমুণ্ডা॥
ক্রমে ক্রমে ঘুড়ি বহ্নি উঠি লয় আশা।
পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিশা॥
জোএর ভিতরে ‡ বহ্নি ডাকে হনহন।
দম্ভে মেঘ ডাকে যেন আষাঢ়ে গর্জ্জন॥
সতীর পরীক্ষা শুনি যত দেবগণ।
আইল যতেক দেব যার সে বাহন॥

---

* চণ্ডিকার (অঃ)   † সতীদেহ দহে (অঃ)

‡ উত্তর পবনে (অঃ; গঃ)

আল্যা দেব চক্রপাণি চাপিয়া গরুড় ।
বৃষভে চাপিয়া আল্যা দেব চন্দ্রচূড় ॥
হরিণের পৃষ্ঠে ঊনপঞ্চাশ পবন ।
রাশিচক্রে চাপিয়া আইলা গ্রহগণ ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ ।
বিমানে চাপিয়া আল্যা পরীক্ষাসদন ॥
সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিষণ ।
কলিকালে হেন কর্ম্ম করে কোনজন ॥
পূর্ব্বেতে সীতার কর্ম্ম শুনিল শ্রবণে ।
খুল্লনা-পরীক্ষা আজি দেখিল নয়ানে ॥
লুকায় গগনবাসী মেঘের আড়ে ।
কেহ দিগান্তরে গেল বহ্নিবত্ ঝড়ে ॥
সূর্য্যের রথের ঘোড়া হৈল চলাচল ।
ঘোড়ার চলনে হৈল সারথি বিকল ॥
পালায় সূর্য্যের ঘোড়া শূন্য হৈল রথ ।
শচীপতি এড়িয়া পালায় ঐরাবত ॥
বৃষভ পালায় এড়ি দেব চন্দ্রচূড় ।
এড়িয়া কমলাপতি পালায় গরুড় ॥ *
পরীক্ষা দেখিতে তথা আল্যা সতীগণ ।
বিমানে দৌড়িয়া গেলা নিজ নিকেতন ॥
শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে যায় ।
বন্ধুজন মেলিয়া তারে ধরিয়া রহায় ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

---

* অতিরিক্ত :—

ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রবর্ত্তী ফিরে ।
ত্রাসে পলাইয়া গেল সমুদ্রের তীরে ॥ (অঃ ; বঃ)

সাধুর বিলাপ।

কাঁদে ধনপতি করি আত্মঘাতী
লোটায়্যা ধরণীতলে।
মেলি বন্ধু দশে ধরি ভুজপাশে
না দেই যাত্যে অনলে॥
তোরে না দেখিয়া পোড়ে মোর হিয়া
উঠ প্রিয়ে একবার।
তোমা বিনে মোর ঘর হৈল ঘোর
জীবন ধরি অসার॥
আনিতে পঞ্জর গৌড় নগর
গেলাম আপনা খায়্যা।
সহিত বাঘিনী থুইল হরিণী
উত্তর না বিচারিয়া॥
আমি অভাজন না করিল শাসন
ছাগল রাখিল বনে।
না করি অপেক্ষা বিষম পরীক্ষা
দিলাম তরুণীজনে॥
দিয়া মহা শোক গেলে পরলোক
আমারে না কৈলে সঙ্গ।
কৃষ্ণসার বিনে একা ফিরি বনে
শোভা না পায় কুরঙ্গ॥
তুমি গেলে যথা আমি যাব তথা
ব্যাজে দিনা দুই তিন।
কামা করি তোরে মরিব সাগরে
নহিব তোমার হীন *॥

* তোমা বিহীন (অঃ; বঃ

বন্ধুজন কান্দে কেশ নাহি বান্ধে
কান্দে সাধু লক্ষপতি।
করিয়া করুণা কান্দেন লহনা
প্রবোধয়ে লীলাবতী ॥

খুল্লনার পরীক্ষায় বণিক্‌গণের শঙ্কা।

অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে খুল্লনা সুন্দরী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ *
ভালুই আছিল আমি গউড় নগরে।
দেশেতে আইলুঁ রামা তোমা পোড়াবারে ॥
কেমনে পুড়িবে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কেমনে পুড়িবে অঙ্গে পাটের বসন ॥
নহুলি † যৌবন পুড়্যা হলা ছার খার।
তোমা বিনে প্রিয়া ‡ আমি না দেখিব আর ॥
ভাসে ধনপতি দত্ত লোচনের জলে।
বন্ধুজন মেলিয়া প্রবোধ বাক্য বলে ॥
শঙ্খ দত্ত আদি বাণ্যা আস্যাছিল যত।
অন্তরে গণিয়া লাজে মাথা কৈল নত ॥
কপট কান্দনা কান্দে লহনা বাণ্যানী।
প্রবোধ করেন তারে লীলা ঠাকুরাণী ॥

---

* অতিরিক্ত :

অবনী লোটায়ে কান্দে সাধু ধনপতি।
ধুলায় ধুসর অঙ্গ শোকাকুল মতি ॥ (অঃ ; বঃ)

† নওলী (অঃ) ; নহলী (বঃ)

‡ তো হেন সুন্দরী (অঃ ; বঃ)

খুল্লনা বহিনী মোর লাগে মায়া মোহ।
কপট কান্দয়ে তার চক্ষে নাহি লোহ॥
সভার সকল লোক করে হাহাকার।
ছলে এক দিক হৈল দন্ত অলঙ্কার॥
নিধূম হইল অগ্নি টুট্যা গেল শিখী।
না দেখি খুল্লনা সাধু হৈল বড় দুখী॥
নিব্বাণ হৈল অগ্নি বক্ত যেন জ্বলে।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে॥
শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে যায়।
অগ্নির ভিতরে রামা ঈশ্বরী ধেয়ায়॥
বারাল্য সুন্দরী রামা জয় জয় দিয়া।
মস্তকে কুন্তল-জল পড়িছে খসিয়া॥
সেইমত ছিল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মলি * নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন॥
আকাশ-বিমানে আইলা যত দেবগণ।
প্রশংসা করিয়া কৈলা পুষ্পাবরিষণ॥
খুল্লনা দাণ্ডাল্য আসি সভা বিদ্যমানে।
বণিক-সভায় তারা ধরিল চরণে॥ †

---

* গলি (অঃ)

† পাঠান্তর :—

নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি ভাল হেন জ্বলে।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে॥
যত বন্ধুগণ সবে করে হাহাকার।
ছলে এক দেখাইল দন্ত অলঙ্কার॥
[illegible] পড়ে গেল একাইল শিখী।
[illegible] আছিলা [illegible] পূর্ণচন্দ্রমুখী॥
খুল্লনা আইলা তথা সভা বিদ্যমানে।
বণিক সমাজে তার পড়িল চরণে॥ (অঃ; বঃ)

খুল্লনার পরীক্ষায় বণিক্‌গণের শঙ্কা

সকল বণিক তারা সোঙরে শ্রীহরি।
ধন্য ধন্য করে তারে উজবনি পুরী ॥
বণিক বিনয়ে বলে নাই দিহ শাপ।
অপরাধ বোল বৈল শঙ্খদত্ত পাপ ॥ *
নীলাম্বর দাস বলে আমি তব ভাই।
ভাত খায়্যা ঘর যাব মান নাহি চাই ॥
অঞ্জলি করিয়া সবে নিল নিমন্ত্রণ।
খুল্লনা রাঁধিবে সবে করিব ভোজন ॥
রামদা আসিয়া বলে সকরুণ বাণী।
তুমি যে মনুষ্য নহ ইহা মোরা জানি ॥
কাহারে কহিব তত্ত্ব কেবা ইহা জানে।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে ॥ +

* পাঠান্তর :—

শঙ্খদত্ত আদি কবি এসেছিল তথা।
অন্তরে শুনিয়া লাজে হেট কৈল মাথা
সকল বণিক বলে নাহি দিহ শাপ।
অপরাধ করিলাম মোরা মহাপাপ ॥ (বঃ)
অপরাধ বলি বোল অহঙ্কার পাপ ॥ (অঃ)

\+ অতিরিক্ত :—

খুল্লনা বলেন তবে সভার ভিতরে।
তোমা সবার দোষ নাই দৈবে এত করে ॥
খুল্লনা কহেন কথা গঞ্জি হরিদত্তে।
সভার ভিতর রামা কথা কহে তত্ত্বে ॥
গঙ্গার কলঙ্ক যেন (দেখ) পাপ ভরা।
দেবাসুর নাগ নর দোষহীন কারা ॥
গুরুপত্নী হরি ইন্দ্র সহস্রেক-যোনি।
কুচনী-নগরে নিত্য যান শূলপাণি ॥
উঠিল বাপের বাদ দেবী বিষহরি।
কাহার সহিত ছিল সতী চিন্তা নারী ॥

নারদ চণ্ডিকা-স্মরণ।

শুন গো খুল্লনা উত্তম ধীষণা
খঞ্জন-নয়ানি রামা।
আলা বাণ্যাজাল মোরে হয়্যা কাল
দুঃখ করাইতে তোমা॥
বলে বাণ্যাকুল খাব অন্ন জল
যদি একবারে পাই।
হইয়া প্রসন্ন যারে দিবে অন্ন
বাড়িবেক তার আই॥

যদি সতী কেহ নাহি এ তিন ভুবনে।
নিষ্কলঙ্ক কেহ নাহি যত বেণে গণে॥
মন্ত্রণার গুরু তুমি আগে হরিদত্ত।
বিপাকেতে আমা হ'তে হারালে মহত্ত্ব॥
ক্ষমানন্দ সদানন্দ থাকে কীর্ত্তিপুরে।
জ্ঞাতি গোত্র অন্ন জল খাওয়াইতে নারে॥
কর্জ্জনার হরি দা তার শুন কথা।
গরু-চোর বাদে তার মুড়ায়েছে মাথা॥
চম্পাইনগরবাসী চাঁদ সদাগর।
ছয় রাঁড় লয়ে তার ঘর স্বতন্তর॥
শাপ দিল রূপবতী পাইয়া যন্ত্রণা।
সর্ব্বাঙ্গে ধবল হৈল অতি পাপমনা॥
যতেক বণিক বলে শুনহ বচন।
অভিশাপ খণ্ড মাতা করি নিবেদন॥
বেণের দুর্গতি দেখি খুল্লনার দয়া।
ঘুচান দুর্গতি তার পূজিয়া অভয়া॥ (অঃ; বঃ)

সাধুর বচন করিয়া শ্রবণ
বলেন খুল্লনা নারী।
সর্ব্বকথা সভারে দিব একবারে
অন্নজল-অধিকারী॥
সাধু গেল তথা শুনিয়া এ কথা
বলে বাণ্যা সভাকারে।
হেথা রূপবতী চিন্তে ভগবতী
এবার রক্ষিবে মোরে॥
দাসীর স্মোরণে মরত-ভুবনে
উরিলা ত্রিলোক-মাতা।
সভে হৈল ধন্ধ দেখাতো প্রবন্ধ
আইলা হেমন্ত-সুতা॥
সাধু স্নান করি ঘৃতে পূরি বারি
মিষ্ট অন্ন প্রতিজনে।
সভে মদমন করিলা ভোজন
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

খুল্লনার রন্ধন ও কুটুম্ব ভোজন।

* পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিলা রন্ধনে।
ঝাট জানাইল দুয়া সাধুর চরণে॥

অতিরিক্ত :—

* পরীক্ষায় বাঁচিল রামা অভয়ার বরে।
রন্ধন করিতে আজ্ঞা দিল সদাগরে॥
স্মরিয়া অভয়া রামা বাসলা রন্ধনে।
তুর্ব্বলা যোগায় দ্রব্য যে চায় যখনে॥

ভোজনে বসিলা আসি যত বন্ধুজন।
খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন॥
সুবর্ণের বাটীতে দুবলা দিল ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥
প্রথমে সুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সভে ব্যঞ্জনের পাক॥
ভাজা দিল ঝোল আদি মাংসের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত কৈল রন্ধন-ভবন॥
দধি দুগ্ধ দিল রামা মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সভে লাজে হৈল বশ॥
ভোজন করিয়া সভে হইলা বিদায়।
বসন কাঞ্চন সভে সাধুস্থানে পায়॥
ধূসদত্তে দিলা সাধু পামরা আঁচলা।
চান্দ সদাগরে দিল সাজানিয়া দোলা॥
শঙ্খদত্তে দিল সাধু চন্দ্র মতিমান।
কুলপুরোহিতে সাধু বাড়াল সম্মান॥
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন ভাটজনে।
বহুদিন সদাগর আছেন ভবনে॥ *

শাক সূপ রান্ধিয়া ভাজিয়া ওলায় বড়ি।
ঘৃত দিয়া ভাজিল উত্তম পলাকড়ি॥
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ।
মুঠে নিঙোরিয়া তাহে দিল আদার রস।
খণ্ড মুগের সূপ উভাবে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা খান দিলেন উপরে॥ (অঃ; বঃ)

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

ভোজন সমাধি সভে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূল কৈল মুখের শোধন॥
চার খাঁধ পাইলো সারবানি দোলা
(হয় পন পায় দান সহ মানদোলা।—অঃ)

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥
ইতি পরীক্ষাপালা সমাপ্ত।

অথ ধনপতির সিংহল যাত্রা।

ধনপতির রাজ-সম্ভাষণ।

বিপদ্‌সাগরে সদাগর হল্যা পার।
রাজ-সম্ভাষণে গেলা রাজার দুয়ার॥
ভেট দিয়া সদাগর করিলা প্রণতি।
হেনকালে পুরাণ শুনেন নরপতি॥
পাঠকে পুরাণ গায় জ্যৈষ্ঠের মহিমা।
জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতের মহিমা * ॥

চন্দন চৌধুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা॥
কাশ্যপ পাইলেন চড়নের (পার্ব্বতীয়—অঃ) ঘোড়া॥
কৌশিকী পাইলেন সুবর্ণের ঝারি।
সাতগাঁর বেণে পাইল বিচিত্র পামরী॥
জনে জনে প্রত্যক্ষ (সম্মান—অঃ) পাইলেন সব।
বৃত্তি (ঋতু—অঃ) বার্জ্জন দেখ্যা করিল গৌরব॥
বিদায় করিল যত জ্ঞাতি বন্ধুগণে।
পশ্চাতে চলিলা সাধু রাজসম্ভাষণে॥
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়া বাঁন্ধা পাণ।
ভার দুই দধি চিনি চাঁপা মর্ত্তমান॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
শীঘ্রগতি সদাগর করিল গমন॥ (বঃ)

* সুকৃতির সীমা (অঃ ; বঃ)।

মহাপূজা হয় সেই জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী।
ইহাতে পূজিলে হর হয় স্বর্গবাসী॥
সেই চন্দনেতে যেবা করে শিবপূজা।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে হয় মহারাজা॥
চামর ঢুলায় যেবা শিব সন্নিধানে।
স্বর্গলোকে যায় সেই চাপিয়া বিমানে।
শিবদ্বারে যেই জন করে শঙ্খধ্বনি।
অভিমত বর পায় শিব তারে ঋণী॥ *
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রাজ-সমীপে ভাণ্ডারীর উক্তি।

অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায়
চন্দন নাহিক এক তোলা।
যত সাধু ছিল ঋণী ইবে তারা হৈল ধনী
সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা॥

* অভিপ্রায় বুঝি তারে তুষ্ট শূলপাণি॥ (অ:; ব:)।

অতিরিক্ত :—

শঙ্খ-চন্দনের তরে ভাণ্ডারী ডাকিয়া।
আরতি দিলেন রাজা হাতে পাণ দিয়া॥
বাকল চন্দন ছিল ভাণ্ডার ভিতরে।
ভাণ্ডারী আনিয়া দিল রাজার গোচরে॥
চন্দন দেখিয়া রাজা সক্রোধহৃদয়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গায়॥ (ব:)
বাকলা চন্দন দেখি নৃপ মহাশয়।
কুপিত হৈলেন কবিকঙ্কণেতে কয়॥ (অ:)

বিংশতি বৎসর হৈল রঘুপতি দত্ত মৈল
ডিঙ্গা ভরা আনিত চন্দন।
আর যত সদাগর তিলেক না ছাড়ে ঘর
না পায় চন্দন-অন্বেষণ ॥
ভাণ্ডারে নাহিক নীলা মসার নিকট শিলা *
মাণিক বিদ্রুম মতি পলা।
যতেক চামর ছিল সকল পুরাণ হল্য
উড়ে যেন শিমুলের তুলা ॥
হিঙ্গ হিঙ্গুল নাহি সাঁখা মূল সার গজ তঙ্কা
কুম্‌কুম্‌ চন্দন গন্ধ চুয়া।
দেশে সাধু হৈল হেয় না আস্যে বৈদেশী কেহ
দেখিতে দুর্ল্লভ হৈল গুয়া ॥
গজশালে গজ মরে হাতায়া † হুতাশ করে
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে ‡।
শূন্যপুরী হৈল ঘোড়া শালে মরে জোড়া জোড়া
শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে ॥ §
ভাণ্ডারী-বচন শুনি রোষযুত নৃপমণি
ধনপতি দত্তে দিলা পাণ।
দামিন্যা-নগরবাসা সঙ্গীতে অভিলাষা
শ্রীকবিকঙ্কণ-রসগান ॥

* রসালনিকর শিলা (অঃ নঃ)। † হাত্যারা (নঃ); রক্ষক (অঃ)।

‡ এক তোলে (অঃ)।

§ অতিরিক্ত :—

চামরী চামর ভোট, সগোল্লাদ গজ ঘোট,
একখানি নাহিক ভাণ্ডারে।
শঙ্খ পরিবার তবে রামাগণ সাধ করে,
পিত্তল ভূষণ মাত্র (ঘরে—অঃ) ধরে ॥

রাজ-সমীপে ধনপতির বিনয়।

* রাজাকে করিয়া নতি . বলে বাণ্যা ধনপতি
এবার পাঠাও অন্যজনে।
জুড়িয়া উভয় পাণি বলে সবিনয় বাণী
নৃপতি বচন নাহি শুনে॥

আমার বচন শুন, ধনপতি দণ্ডে আন (ভণ—অঃ),
পাটনে ত (পাটনেত—অঃ) দেহ তারে পাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

* অতিরিক্ত :—

কৃতাঞ্জলি করি বলে রাজার চরণে।
দক্ষিণ পাটনে প্রভু পাঠাও অন্য জনে॥
তোমার চরণে রাজা এই নিবেদন।
লহনা খুল্লনা ঘরে নবীনা যৌবন॥
গাবী মধ্যে শিশু কেহ নাহি অপেক্ষণ।
এবার পাঠাও প্রভু অন্য এক জন॥
এই সাত পুরুষ মোর গেল বাহি তালে।
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে॥
পানী ভেদী ডিঙ্গা মোর হৈল পুরাতন।
কেমতে যাইব রাজা দক্ষিণ পাটন॥
পাত্রগণ বলে ভায়া না কর বিষাদ।
করিবে রাজার কার্য্য কোন্ পরমাদ॥
কালি দত্ত বলে সাধু কত কর মান।
এবে রাজার রাজ্যে খাও ত ইনাম (ক্ষেমদান—অঃ)
অম্বিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (অঃ ; বঃ)

নিজ বনিতার কাজ কহিতে বাসি যে লাজ
লোকমুখে শুনিবে সকল।
হিংসায় আরোপি মন শূন্য দেখি নিকেতন
সতিনারে রাখাল্যা ছাগল॥
হৃদয়ে পাইয়া পীড়া নাহি সাধু লয় বিড়া
কোপে রাজা লোহিত-লোচন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি লয় সাধু ধনপতি
অঞ্জলি করিয়া গোয়া পান॥
আপন অঙ্গের জোড়া চড়িবারে দিল ঘোড়া
কবজ প্রসঙ্গে * জমধর।
লক্ষ তঙ্কা দিল ধন বাণিজ্যের আভরণ
বিদায় পাইল সদাগর॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ †

* প্রসাদ (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত:-

লহনার ত্রস।

সম্রমে উঠিয়া রাজা কৈল আলিঙ্গন।
ভাই ভাই বলি রাজা মধুর বচন।
সভাকার কৈল সাধু চরণবন্দন।
ভাণ্ডারী আনিয়া তঙ্কা দিল ততক্ষণ॥
লক্ষ তঙ্কা গণে দিল ডিঙ্গার সাজন।
বিদায় লইয়া সাধু চলে নিকেতন॥

সিংহল গমনে সাধু পাইল আরতি।
লহনা লোকের মুখে শুনিল ভারতী ॥
পূর্ব্ব-দুখে হিয়া-সুখে কহে মন-কথা।
বাঝা চারি পাঁচ ডাকি তাজে মনের ব্যথা ॥
আর শুনেছ,—
সিংহল যাবে সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা।
নাইয়া পাইটেব কলকলি ঘন বাজে শিঙ্গা ॥
সুয়া পরে চক্ষু পড়িলে চক্ষে চক্ষে কথা।
আমার দিকে দিঠ পড়িলে করে হেঁঠ মাথা ॥
(সোহাগে ধনের গর্ব্বে না দেখে নয়নে।
দোষ-মত শাস্তি দিতে বিধাতা সে জানে ॥—অঃ
সুয় দুয় সমান হৈল এখন হৈল ভাল।
বিক্রমকেশরী জীয়া থাকুক চিরকাল ॥
(চিরকাল জীয়ে থাকুক বিক্রমকেশর।
আরতি পাঠায়ে দেন দুর্জ্জনে সফর ॥
তোমার চরণে আমি মাগি লই বর।
পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর ॥
এই বর মাগি দুর্গা তোমার চরণ।
দ্বাদশ বৎসর কর সাধুরে বন্ধন ॥
জীয়ন্ত ভাতারে যাহার নাহি সুখ।
সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুখ ॥
জ্বলন পোড়ন তার কে সহিতে পারে।
ভাল হইল যাবে সাধু সিংহল নগরে ॥—অঃ)
উহারি হাতে রাঙ্গা শাখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ সে জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী ॥
বিয়াজে দেখায় রূপ যৌবন-সম্পদ্।
শত ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ ॥

খুল্লনার চিন্তা।

দুর্গার চরণে সাধু করিলা প্রণাম।
ত্বরা করি সদাগর আইল নিজ ধাম ॥

সদাগরের প্রতি খুল্লনার বিনয়।

প্রাণনাথ, সিংহল গমনে নাই সাধ।

পেড়ি * চন্দন শঙ্খ　　　　দিয়া হও নিরাতঙ্ক

রাজ-স্থানে পাইবে প্রসাদ ॥

ভাণ্ডারে আছয়ে নানা　　　　— নিকট শিলা †

মাণিক বিদ্রুম মরকতে।

যত আছে নিজাগারে　　　　দেহ লয়্যা নরবরে

সুখে থাক নিজ জায়া সাথে ‡ ॥ §

চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুত-লোচন।

হেন কালে খুল্লনা আইলা ততক্ষণ ॥

সাধুর মলিন মুখ-সরোরুহ দেখি।

রাজদ্বারের বারতা জিজ্ঞাসে শশিমুখী ॥

বিরস বদনে সাধু কহেন সকল।

আরতি পাইনু প্রিয়ে যাইতে সিংহল ॥

এত বাক্য হৈল যদি সদাগর-তুণ্ডে।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ॥

চিন্তায় চিন্তিত রামা করে নিবেদন।

অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (অঃ ; বঃ)

* ঘরের (অঃ ; বঃ)　　　　† রসালনিকর শিলা (অঃ ; বঃ)

‡ আবাসেতে (অঃ)

§ অতিরিক্ত :—

একলা রাখিয়া মোরে,　　　　গেলে পিঞ্জরের তরে,

গোঙাইলে তথা এক সমা।

সতা দিল যত দুখ,　　　　কহিতে বিদরে বুক,

আমার দুঃখের নাহি সীমা ॥

প্রাণনাথ হে !

বহুত মিনতি মাঙ্গি,　　　　অর্ণবে বা লও ডিঙ্গী,

পাটা যার শতেক যোজন। (অঃ ; বঃ)

যাবে হে সাগর বায়্যা সে পথ না জিয়ে নায়া
প্রাণের সঙ্কট লোণা বায়।
কহিতে পরাণ ফাটে মকরে মানুষ কাটে
দূর জাণ্ড সিংহল উপায়॥
মহা তিমিঙ্গিল আছে প্রাণপীড়া যার কাছে
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে টমক শিঙ্গা পাখ্যে ছুয়ে লয় ডিঙ্গা
সেই দেশে সঙ্কট জীবন॥
উড়ুক কচ্ছপ তুলা * শসাপারা মশাগুলা
জলৌক কুঞ্জর-শুণ্ডাকার।
রাজা বড় পাপচিন্ত ছলে হর্যা লয় চিন্ত †
শুন্যাছি দেশের দুরাচার॥
জলে কুম্ভীরের ভয় তটে শার্দ্দূলের চয়
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহলের দেশ পায় ত বহুত ক্লেশ
কহিলা আমার পিতা তাতে॥
খুল্লনা যতেক কয় শুন্যা সাধু করে ভয়,
সখা-মুখে শুনিল লহনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
পদাবলী করিয়া রচনা॥ ‡

* উড়ুয কচ্ছপগুলা (অঃ ; বঃ) † বিত্ত (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত ঃ—

সদাগরের প্রতি লহনার কপট উক্তি।

মনে বড় কুতূহল, কপটে লোচনে জল
বৈসে রামা নিজ পতি সনে।
এ হেন অশুভ বেলা, রাজসম্ভাষণে গেলা,
পরবাস যাবে চিরদিনে॥

খুল্লনাকে ধনপতির জয়পত্র প্রদান এবং ডিঙ্গা উদ্ধার।

সিংহল যাইবে সাধু দীর্ঘ পরবাস।
লাজ খণ্ডি কহি আমি গর্ভ ছয় মাস॥ *

কর প্রভু দৃঢ় বুক, হৃদয়ে না ভাব দুখ,
কর গিয়া রাজার আরতি।
না কর আসিতে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়া ভরা,
লাভ করি আসিহ বসতি॥
(যেই জন পরাধীন, সে জন অবশ্য দীন,
সুখ দুখ নাহিক বিশেষ।
রাজা মুক্তিমন্ত সম, সাপরাধে যেন যম,
রাজার সেবনে বহু ক্লেশ॥—অঃ)
শ্বশুর আছিলা রঙ্গ, আনিতা চন্দন শঙ্খ,
সাজান করিয়া সাত নায়।
বেচি কিনি হৈল ধনী ইহা সব আমি জানি,
কি বুঝাব অবলা তোমায়॥
টঙ্কা চাহি প্রতি হাটে, বসি খাইতে নাহি আঁটে,
যদি হয় কুবেরের ন্যায়।
হিত উপদেশ বলি, ফুরায় গাঙ্গের (নদীর—অঃ) বালি,
আয় বিনে যদি করে ব্যয়॥
লহনা যতেক ভাষে, শুনি সদাগর হাসে,
দৈবজ্ঞ আনিতে কৈল ত্বরা।
রচিলা ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শুভক্ষণে নায়ে দিল ভরা॥ (অঃ; বঃ)

* অতিরিক্ত :—
শুন হে প্রাণের নাথ বলি যে তোমারে।
পরীক্ষা লইতে নাথ নারি বারে বারে॥ (অঃ; বঃ)

এমন শুনিয়া সাধু তাহার * ভারতী।
জয়পত্র লিখিবার দিলা অনুমতি ॥ †
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি
অশেষ মঙ্গল-ধাম খুল্লনা যুবতী ॥
তোরে আশীর্ব্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি
সন্দেহভঞ্জনপত্র করিল‡নির্ম্মিতি ॥
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
সেইকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥
কন্যা যদি হয়ো শশিকলা নাম থুয়।
উত্তম-বংশজ বরে কন্যা বিভা দিয় ॥
যদি পুত্র হয় শ্রীপতি নাম থুবে।
পড়্যায়া শুনায়া তারে চৈতন্য করাবে
এইমত পত্র সাধু করিয়া লিখন।
খুল্লনার হাতে হাতে কৈল সমর্পণ ॥
দৈবজ্ঞ গণয়ে খড়ি রাশিচক্র পাতি।
যাত্রা করিবারে সাধো না দিল যুবতী
পাঁজি বিচারিয়া ওঝা দেখিল লক্ষণ।
শ্রবণা সমুখ দিন না যাই কখন ॥
অষ্টমী নবমী তিথি আর ব্যতিপাত।
নিসত্যভাবিনী যায় পতিপথনাথ ॥

* জায়ার (অঃ ; বঃ) † জয়পত্র লিখিবারে সাধু কৈল মতি ॥ (বঃ)

‡ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

যদি পুত্র হয় নাম রাখিও শ্রীপতি।
পড়ায়ে শুনায়ে তারে করিহ সুমতি ॥
যদি পুত্র হয় সেই ঈষৎ প্রবল।
তরণী সাজায়ে তারে পাঠাইও সিংহল ॥
এ বার বৎসর যদি না হয় আগমন।
আমার উদ্দেশ্যে যাবে সিংহল পাটন ॥

এমন যাত্রার সাধু শুন অভিসন্ধি।
এ যাত্রায় লোক গেলে তথা হয় বন্দী ॥
এমন শুনিয়া সাধু মুখ কৈল বাঁকা।
নফরে হুকুম দিয়া মারে ঘাড়ধাক্কা ॥
অভিশাপ দিয়া ওজা চলিলা নিলয়।
ধনপতি যাত্রা কৈল গোধূলি সময় ॥
প্রভাতে উঠিয়া সাধু ভাবি মনে মন।
গাবর-পাড়ায় যায়্যা দিল দরশন ॥

তিন নিদর্শন দিল বেণিয়ার বালা।
মাণিক অঙ্গুরী দিল গায়ের আঁচলা ॥
পত্র লিখি দিল সাধু খুল্লনার হাথে।
স্বস্তি স্বস্তি করি রামা বান্ধিলেক মাথে ॥
জয়পত্র লয়ে রামা যায় নিকেতনে।
আইলা গণক তবে (খড়ি রজ আইলা—অঃ) সাধু সন্নিধানে ॥
দৈবজ্ঞ পাড়িল পাঁজী রাশিচক্র পাতি।
যাত্রা গণিবারে আজ্ঞা দিল ধনপতি ॥
গণনা করিয়া ওঝা মনে কৈল সার।
অবধান কর যাত্রা নাহি এইবার ॥
পাঁজী বিচারিয়া ওঝা ভাবিয়া লক্ষণে।
শ্রবণাদি ছয় ঋক্ষ না যাই দক্ষিণে ॥
অশ্বিনী নহিল যাত্রা তার রাতি সাত।
নিষেধ ধরণী গুরু তায় ক্ষিতিনাথ ॥
কৃষ্ণপক্ষে বলিযোগে নাহি যাত্রা ভাল।
তিথি ত্র্যহস্পর্শ হৈল দশমা করাল ॥
দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়।
তিথি চতুর্দ্দশী রিক্তা ভাল নাহি কয় ॥
অতঃপর উশনা পাবেন অস্তভাব।
এমন যাত্রায় গেলে নাহি করে লাভ ॥

যত্ন করি ধন কিছু লহ রে গাবর।
নিশ্চয় চলিব রাজ্য সিংহল নগর॥ *
জলেতে ডুবারু যায়্যা করিল প্রবেশ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাল্য গঙ্গার উদ্দেশ॥
প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
আখণ্ড চাপিয়া যায় বসিতে গাবর॥
তবে আর ডিঙ্গা তুলে নামে সিংহমুখী।
তিন দিন হইতে যার মালুম-কাঠ দেখি॥
তবে আর ডিঙ্গা তুলে নামে সুয়াঠুটি।
যাতে দ্রব্য ভরা দিল বাওন্ন পউটি॥
তবে আর ডিঙ্গা তুলে নামে পানিচালা।
বিহান বৈকালে সেই করে পানিখেলা॥

নহে যাত্রা ভাল সাধু দেখি বিপরীত।
জীবন সংশয় দেখি হাবাবে বুহিত॥
এই যাত্রা শুন্যা সাধু মনে ভয় বাসি।
অগ্নিকোণে থাকে কাল তিথি ত্রয়োদশী॥
এমন যাত্রায় গেলে লোক হয় বন্দী।
কহিল পুরাণ-সার সাধু শুন সন্ধি॥ (অঃ; নঃ)

* অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—

পূর্ব্ব হৈতে আছে ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবারু লইয়া সাধু গেলা তার কূলে॥
ঘাটে জলদেবতার কৈল আবাহন।
জলেতে ডুবারু যায়্যা নামে দুই জন॥
এক ডুবারুর শুন অপরূপ কথা।
জলে ডুব দিলে জানে জলের বারতা॥
আর ডুবারুর কিছু শুনহ উত্তর।
এক ডুবে থাকিতে পারে অর্দ্ধেক সাগর॥
প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণেতে বান্ধা যার বৈঠকির ঘর॥

ধূপ ধুনা দিয়া সবে পূজে সাত নায়।
শুভক্ষণে ধনপতি ভরা দিল তায়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

(সব শুদ্ধ স্বর্ণ যায় বৈঠকিব ঘর॥—অঃ)
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যার মালুম-কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচূড় (শঙ্খশূল—অঃ)।
আশী গজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোটমুটি।
যাতে ভরা দিল চাল্ বায়ান্ন পইটি॥
(যাতে চাল ভরা চাই বায়ান্ন পউটি॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে নাটশালা।
তাহাতে দেখয়ে সবে গাবরের মেলা॥—অঃ)
মোম ধুনা দিয়া সাধু গাহিল সাত নায়।
তুরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায়॥
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোছে বান্ধি রাখে তবা লোহার শিকলে॥
অবিলম্বে সদাগর আইল নিকেতন।
ভাণ্ডারের ঘরে সাধু দিল দরশন॥
জোয়ের মোহর তার ছাব উতারিয়া।
(বহুধন রেখেছিল লোহার কুজি দিয়া।—অঃ)
আঢ়ায় করিয়া ধন লইল (দিলেক—অঃ) মাপিয়া॥
নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি।
ভ্রমরার ঘাটে গেল (তীরে আনে—অঃ) হয়ে অভিলাষী॥

ধনপতির বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ

* কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুঁটের বদলে ডঙ্ক † ॥
তুরঙ্গ ‡ বদলে মাতঙ্গ পাব
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শণ বদলে ধবল চামর
কাচের বদলে নীলা ॥
চুড়ের বদলে কর্পূর পাব
আলতার বদলে নাটি।
কম্বল বদলে সগল্লাত পাব
বদল করিয়া পাটি ॥

সাধু যাত্রা কৈল দিন না কৈল বিচার।
খুল্লনার দশ দিক্ হৈল অন্ধকার ॥
ষোল উপচারে চণ্ডী পূজেন খুল্লনা।
সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলিল লহনা ॥
সাধু-সন্নিধানে রামা দিল দরশন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
রবিবারের দিবা-পালা সমাপ্ত। (বং)

* অতিরিক্ত :—

বেদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
অষ্ট দিক্ হৈতে দ্রব্য আনে করি ত্বরা ॥ (অং ; বং)

† টঙ্ক (অং ; বং)

‡ প্লবঙ্গ (বং), পতিঙ্গ (অং)

হলদির বদলে গোরচনা পাব
পাগের বদলে গড়া ।
শুক্তার বদলে মুক্তা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব
পায়রার বদলে শুয়া ।
চঞের বদলে চন্দন পাব
বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥
মাষ মসুরী তণ্ডুল বদরী
বরবটি বাটলা চিনা ।
বলদ-শকটে তেল ঘি পুর্য্যা ঘটে
সদাগর আনিল কিনা ॥
গোধূম কিনে যব খুড়্যা সরিষা মুগ
তিল * * * ছোলা । *
কিনিয়া সদাগর পূরিল বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা ॥
জগদবতংসে পালধিবংশে
নৃপতি রঘুরাম ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম ॥

লহনার তরণী-পূজা ।†

লহনা বাণিয়ানী শতেক আয়্যা আনি
মঙ্গল দিয়া জয়ধ্বনি ।
দুন্দুভি শঙ্খ বেণি মৃদঙ্গ বাজে শাণি .
আনন্দে পূজেন তরণী ॥

---

* মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা । (বঃ ; অঃ)

† এই বিষয়টী মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না ।

জুড়িয়া দুই কর কুলের দ্বিজবর
করেন স্বস্তিক বাচন।
আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
গণেশ করি আবাহন ॥
মহা গন্ধ শিলা দুর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দূরে পূজিলা মধুকরে
শঙ্খ দিল যথাবিধি ॥
রজত তাম্র হেম পনসে জার ক্ষেম
ডিঙ্গায় কৈল আরোহণ।
মাণিকে চক্ষুদান করিলা সাবধান
অঞ্জন দিল বিলোচন ॥
গাঠ্যার গাবরে পূজিলা কর্ণধারে
বসন ভূষণ চন্দনে।
ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ করিয়া দুসতান
আইলা নিজ নিকেতনে ॥

খুল্লনার চণ্ডীপূজা

সাধু যাত্রা কৈল যদি না কৈল বিচার।
খুল্লনার দশদিগ হৈল অন্ধকার ॥
ষোল উপচারে চণ্ডী পূজিলা খুল্লনা।
প্রদক্ষিণ করি রামা করয়ে কামনা ॥
জগতজননী জয়া কৃপা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিয়া স্বামী আনহ মন্দিরে ॥

মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ।
দুর্ব্বাসার শাঁপে রক্ষা কৈলে দেবগণ * ॥
সুরলোকে সুস্থির করাল্যে সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায় ॥
ক্ষিতিভার হরণে ব্রহ্মার ৷৷ সহায়িনী ‡।
হইয়া নন্দের সুতা § যশোদানন্দিনী ॥
বিপদ্নাশিনী তোমা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলে কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে ॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে কৃষ্ণে হইয়া শৃগালী ॥
গহন কাননে মাতা হৈলে প্রতীকার।
থাকিবে নৌকার আগে হয়্যা কর্ণধার ॥ ¶
জয়শঙ্খ-ধ্বনি দিয়া পূজেন খুল্লনা।
সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলিলা লহনা ॥ **
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

* নারায়ণ (অঃ ; বঃ) ৷ বিষ্ণুর (অঃ ; বঃ)
‡ সোহাগিনী (অঃ) § সবে (অঃ ; বঃ)
¶ অতিরিক্ত :—
খুল্লনার স্তুতি শুনি সর্ব্বমঙ্গলা।
আশ্বাস করিল তারে দিয়া কণ্ঠমালা ॥ (অঃ ; বঃ)
** অতিরিক্ত :—
হাসিয়া লহনা যায় করিয়া ভাবনা।
দেখিব সুনার কিল যমত যন্ত্রণা ॥
নিকটে সাধুর গিয়া করিল বন্দন।
অবধান কর প্রভু মোর নিবেদন ॥ (অঃ ; বঃ)

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি।

প্রাণনাথ তোমা সনে আছে এক কথা ।*

তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইন-কলা

নিত্য পূজে ডাখিনী দেবতা ॥

হেমঝারি জলগর্ভা অষ্ট সুতণ্ডুল দুর্ব্বা

অষ্ট শালি তণ্ডুল উপরে ।

কুমকুম কস্তুরী দিয়া সিন্দুর চন্দন চুয়া

পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে ॥

আমান্ন নৈবেদ্য আদি ফল ফুল যথাবিধি

পাজলা অগোর ধপ ধুনা ।

দিয়া জয় শঙ্খধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী

বন্ধক্কন করে ঘানাঘুনা † ॥

করি আমি প্রণিপাত শুন খুল্লনার নাথ

কহিতে হৃদয়ে লাগে ভয় ।

কিবা আমা সনে বাদে হিংসা হেতু চণ্ডী সাধে

যাব আমি ছাড়িয়া নিলয় ॥

যদি পায় গুণবতী মঙ্গল অষ্টমী তিথি

যদি বা নবমী চতুর্দ্দশী ।

পূজে দিয়া ছাগ বলি পুষ্প তুলি হুলাহুলি †

উপবাসী থাকে দিবানিশি ॥

উচ্চ বা প্রধানে দোষ শাসন না করি রোষ

আপনি না কর নিবারণ ।‡

---

* সদাগর, তোমার আমায় আছে কিছু বিরল কথা । (অঃ ; বঃ)

† কাণাঘুণা (অঃ ; [illegible]) † পাইয়া এমন তিথি পূজা করে নিতি নিতি (অঃ ; বঃ)

‡ উচ্চে বা প্রধানে দোষ পাছে না কবিবে রোষ,

মনে পাছে না করিবে ক্ষমা । (অঃ ; বঃ)

মিথ্যা যদি হয় ভাষা কাটিহ আমার নাসা
না করিহ আমা দরশন ॥ *
পরিয়া লোহিত বাস আকুল কুন্তলপাশ
বেড়্যা ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখ্যাছি আপন চক্ষে কাঙ্গুরে কামিখ্যা মুখে
দেই ওড় পুষ্পের অঞ্জলি ॥
লহনা যতেক বলে যাত্রা ভাঙ্গি সাধু চলে
নাই করে কুন্তল বন্ধন।
অভয়ার চরণে চিত রচিল নতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীর পূজায় সাধুর কোপ।

সাধুর দেখিয়া কোপ চিন্তেন লহনা।
বিধাতা আমার আজি পূরিবে কামনা
স্বামার সোহাগে গর্ব্ব হইয়াছে বড়ি।
দেখিব সোহাগ আজি ভূমে গড়াগড়ি
পূজাগৃহে প্রবেশ করিলা ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী ॥
রোষযুত ধনপতি দেখি সন্নিধানে।
ঘট ছাড়ি মহামায়া উঠিলা গগনে ॥

* দুর্ভাবনা না দেখিবে আমা ॥ (অঃ)
পুনর্ব্বার না দেখিবে আমা ॥ (বঃ)

। অতিরিক্ত :—
সাধু-আগে চলিল লহনা নারীজন।
পশ্চাতে চলিল সাধু বাণ্যার নন্দন ॥ (বঃ)

দেখি ধনপতি দত্ত জ্বলে কোপানলে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি ধরে খুল্লনার চুলে ॥
কোপেতে লোহিত আঁখি বলে ধনপতি।
অদৃষ্টে আছিল মোর পাপিষ্ঠ যুবতী ॥
কার কোলে * নাই আছে হেন পাপ বধূ।
এমন করয়ে কেবা কুলযশবিধু ॥
বামপথী হইয়া করিস কার পূজা।
ইহা শুনি যদি মোরে ছল ধরে রাজা ॥
জ্ঞাতি বন্ধু যদি মোর পুন ছল ধরে।
পরীক্ষা করাব তোরে কত বারে বারে ॥ †
এতেক বচন যদি বৈল ধনপতি।
অঞ্জলি করিয়া বলে খুল্লনা যুবতী ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার বিনয়।

শুন নাথ পূজার সন্ধান।
রোগ-শোক-দুস্থ-খণ্ডা অনুদিন পূজি চণ্ডী
ইহা করি তোমার কল্যাণ ॥

---

* ঘরে (বঃ), কুলে (অঃ)

† অতিরিক্ত :—

এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লঙ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে ॥
ভূমিতে দেবীর বারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায় ॥
কেমন দেবতা এই পূজিস ঘটবারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ॥ (অঃ; বঃ)

তুমি যাবে পরবাস আমার হৃদয়ে ত্রাস
শূন্য হবে মোর জীবলোক।
হয়্যা সমাহিত-মতি পূজি আমি হৈমবতী
তুমি যেন নাই পাও শোক॥
যত দেখ মহাজন সভাকার প্রয়োজন
শুদ্ধভাবে পূজে মহামায়া।
হইলা যারে প্রতিকূল কেবল দুঃখের মূল *
কেহ তারে নাই করে দয়া॥
শ্রীরাম রাবণে রণ সহায় হইলা দেবগণ
বিধি কৈলা অকালে বোধন।
চণ্ডী পূজা করি রাম সাধিলে মনের কাম
সবংশে বধিলা দশানন॥ †
ভারাবতারণ আশে আল্যা বসুদেব পাশে ‡
ইচ্ছাময় § প্রভু ভগবান।
দৈবকী ছাড়িয়া বন্দী অকালে পূজিলা চণ্ডী
নন্দগৃহে হল্যা অধিষ্ঠান॥

* তেঁহো সভাকার মূল হন যবে প্রতিকূল
(অঃ ; বঃ)

† সীতার উদ্ধার হেতু শ্রীরাম বান্ধিল সেতু,
ভল্লুক বানর লয়ে সাথে।
শুন প্রভু তোরে কই, রাক্ষস-সমরে জই,
শুনিয়া ভাবেন রঘুনাথে।
সমরবিজয়ী কাম, সমুদ্রের তীরে রাম,
এক ভাবে চণ্ডী পূজে মনে।
বর পেয়ে রঘুনাথ করিয়া রাক্ষসপাত,
সীতা লয়ে গেলেন ভবনে॥ (অঃ ; বঃ)

‡ বাসে (অঃ ; বঃ) § কৃপাময় (অঃ ; বঃ)

দারুণ কংসের ভয় বসুদেব স্থির নয়
উত্তরিলা প্রভু নন্দাগারে।
আমি বসুদেব সাথে চড়িয়া কংসের রথে *
ভয় খণ্ডি উঠিলা অম্বরে॥
খুল্লনার কথা শুনি ধনপতি বলে বাণী
ওঁহো লো আমার সহচরী।
মোর যাত্রা † ভঙ্গ কৈলি হইলি কুলের কালা
আমার কুলের হয়্যা অরি॥ ‡
এতেক নিন্দিয়া নারী করেতে § ঠেলিয়া বারি
পুনযাত্রা কৈল সদাগর।
ডোমচিল উড়ে মাথে কাষ্ঠভার দেখি পথে
গাইলা মুকুন্দ কবিবর॥

চণ্ডিকার ক্রোধ।

কোপে কম্প কলেবর মুখে গদগদ স্বর
মুখবরে ¶ মিহিরমণ্ডল।
শিরে হৈতে খসে বাস আকুল কুন্তলপাশ
লোচন যুগল উৎপল॥
বলে জয়া মহাতেজা হইলা অষ্টকভুজা
বাহু সঙ্গে নানা প্রহরণ।
পদ্মাবতী আনি পাশে কহেন মধুর ভাষে
শুন পদ্মা আমার বচন॥

* হাথে (অঃ; বঃ) † ব্রত (অঃ; বঃ)
‡ মাইয়া পূজি হৈলি মোর বৈরী। (অঃ)
§ চরণে (অঃ, বঃ)
¶ মুখ নব (অঃ; বঃ)

শুন রামা আমার ভারতী।
দেহ গো নিশান সিঙ্গা ডুবাব সাধুর ডিঙ্গা
ধনে প্রাণে মার ধনপতি ॥ *
মোর ঘট করে ঠেলি দিয়া মোরে গালাগালি
সহে কেবা এত অপমান।
আমার গৌরব সাধ ধনপতি দণ্ডে বধ
উহার শোণিতে করাও স্নান ॥
ডাকহ যতেক সেনা ডিঙ্গায় দেউক হানা
লুট কর‍্যা লেক্ যত ধন।
কাণ্ডার বাঙ্গাল যত সকল করিয়া হত
করহ আমার প্রয়োজন ॥
চৌষট্টি যোগিনী ডাক ধনপতি দণ্ডে রাখ
সাত ডিঙ্গা করিয়া ছাঁকার।
আনিয়া ধনার মাথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
দোষের করহ প্রতিকার ॥
কিবা আমা সনে হট লংঘিল আমার ঘট
হেন ছার পাপসহচরি। †
কোন ছার বাণ্যা জাতি মোর ঘট ঠেলি তথি
জিবেক আমার হয়া অরি।
আছুক অন্যের কাজ সুরপুরে হৈল লাজ
না যাব শঙ্কর-সন্নিধানে।
চণ্ডীর বচন শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

* অতিরিক্ত :—সাধিব আপন কাজ; নিশ্চয় করিব আজ,
কেমনে রাখিবে পশুপতি। (বঃ)
আপনার কার্য্য সাধ, ধনপতি দণ্ডে বাধ,
কেমনে রাখিবে পশুপতি ॥ (অঃ)

† হৈল বেটা বড় অহঙ্কারী ॥ (অঃ; বঃ)

ৱ উপদেশ।

দানবে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলা ভগবতী।
বিচার করয়ে পদ্মা না লয়ে যুকতি ॥
বাদে বধ কৈলে হয় বাদের সুসার।
পশ্চাতে করিব গো বাদের প্রতীকার ॥
ধনপতি দন্তে যদি বধ এই স্থলে।
না হবে তোমার পূজা অবনীমণ্ডলে ॥
বিচারে কার্য্যের সিদ্ধি অবিচারে নাশ।
কোপ দূর কর হকু পূজার প্রকাশ ॥
পূর্ব্বের বিচার মাতা পাশরিলে কেনি।
কি কারণে রত্নমালা আনিলে অবনী ॥
মালাধর কুমারে কর্য্যালে গর্ভের বাস।
এইকালে ধনপতি না হয় বিনাশ ॥
নিজ দেশ ছাড়্যা সেই যাক কথোদূর।
তবে সদাগরে দুঃখ দিব ত প্রচুর ॥
ডুবাইব ছয় ডিঙ্গা নিব রসাতল।
এক মধুকরে সাধু চলিব সিংহল ॥
কহিব পশ্চাতে যত আছে সব সন্ধি।
রাজগৃহে সদাগরে করাইব বন্দী ॥
এতেক বচন যবে কৈল পদ্মাবতী।
ক্রোধ নিবারণ চিত্তে কৈল ভগবতী ॥
সম্ভ্রমে চণ্ডীর বারি তুলিল খুল্লনা।
জীবন্যাস করি রামা করিল অর্চ্চনা ॥
প্রদক্ষিণ করি স্তব লোটায় অবনী।
বিষম সঙ্কটে হবে আমার তরণী ॥

মূর্খ পতি আমার তোমারে না ভজে।
আমা দেখি রাখ মাতা পদ-সরসিজে॥
হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি করে প্রণিপাত।
অপরাধ ক্ষম রাখ দাসীর আয়াত॥
নানাবিধ সাম্যবাদ করেন খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী রচনা॥

চণ্ডিকার স্তব।

সম্পুট করিয়া পাণি প্রণমহো নারায়ণী *
অধিষ্ঠান হও পূজাঘটে।
স্মোরণ করয়ে দাসী হরিয়া বিপদ্‌রাশি
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে॥
প্রলয় দানবে মারি ত্রিদশের ঈশ্বরী
সুরলোকে করিলে সুস্থির।
মহিষ চিকুর জম্ভ হরিলে সভার দম্ভ
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর॥
তোমারে করিয়া পূজা জয়ী হৈল রামরাজা
রাবণের করিয়া নিধনে।
নিশাচরগণ-জিতা আপনি রাখিলে সীতা
আরোহণ করি রামাগণে॥

নমস্থ নমস্থ বাণী কৃপাময়ি নারায়নি (বঃ)
কৃপা কর নারায়ণি (অঃ)

তুমি দিলে বরদান জয়ী হৈল ভগবান
সমরে জিনিল জাম্ববানে।
জাম্ববতী করিয়া বিয়া আইলা স্যমন্ত লয়্যা
শ্রীহরি দ্বারকা মহাস্থানে ॥ *
খুল্লনার স্তুতি শুনি আসি তথা নারায়ণী
কঙ্কণ সিন্দূর দিলা দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালা করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

দেবীর বরপ্রদান

ক্ষমি অপরাধ করিলা প্রসাদ
দেবী উমা কাত্যায়নী।
শিরে হেম ঝারি নাচয়ে সুন্দরী
দিয়া জয় শঙ্খধ্বনি ॥

* অতিরিক্ত :—
মণি হরণে কীর্ত্তে (কৃতে -অঃ) প্রবেশি পাতাল-পথে
নিরুদ্দেশ হৈলা যদুপতি।
রুক্মিণী দৈবকী মিলি, দিয়া জয় হুলাহুলা,
তোমার করিল অবস্থিতি ॥
তুমি দিলে বরদান, জয়ী হৈলা ভগবান,
সমরে জিনিল জাম্ববানে।
জাম্ববতী করি বিয়া, আইলা সমস্তক লয়্যা,
শ্রীহরি দ্বারকা মহাস্থানে ॥
গোকুল গোমতি নামা, তমলুকে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে,
হরি সন্নিধানে মহামায়া ॥ (বঃ)

পূরিল কামনা নাচয়ে খুল্লনা
দিয়া ঘন করতালি।
নতি হয়্যা আগে চণ্ডীপদযুগে
সুগন্ধি ফুল অঞ্জলি॥
আদ্যা সনাতনী শম্ভুর ঘরণী *
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শূলিনী শঙ্খিনী কপালমালিনী
তিন দেবে তুয়া সেবে॥
ধাত্রী শাকম্ভরী গৌরী দিগম্বরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
সেবে পুণ্যশালী তুমি ভদ্রকালী
হরতনু হেমমালা॥
দুর্গা শিবা রমা চণ্ডী চণ্ড ভামা
বালশশীশিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী বাণী বসুমতী
সংসার-দুখ-তারিণী॥ †

* শাম্ভবী ব্রাহ্মণী (অঃ)

† অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—

শিবা ক্ষমা চণ্ডী, চণ্ডমুণ্ডখণ্ডী,
বালশশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী, রমা সরস্বতী,
সংসার-দুঃখতারিণী॥
কৌশিকী কৌমারী, রোগ-শোকহারী,
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
চণ্ডবতী চণ্ডা, চামুণ্ডা প্রচণ্ডা,
শ্রীফল-শাখা-বাহিনী॥

করিয়া আশ্বাস চলিলা কৈলাস
পদ্মাবতী নারায়ণী।
সাধু হেন কালে ডিঙ্গা মেলি চলে
মুকুন্দ রচিলা বাণী॥

দক্ষ-মখহরা, ভব-ভয়-পরা,
মহাকালী বর্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর, হর দিবাকর,
দিতে নারে তব সীমা॥
যাদব-সেবিতা, নন্দগোপ-সুতা,
শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
ক্ষম গো রঙ্গিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
শঙ্করী সিংহবাহিনী॥
ক্ষমি অপরাধ, করিল প্রসাদ,
নারায়ণী পদ্মাবতী।
সাধু শুভকালে, ডিঙ্গা মেলি চলে,
মুকুন্দ গাইল ভারতী॥ (অঃ; বঃ)

নিশাপালা আরম্ভ।

ধনপতির সিংহল-যাত্রা।

ঘরে হৈতে সদাগর করিল গমন।
উভরায় খুল্লনা জুড়িল ক্রন্দন॥
ঘরে হৈতে বারি হৈতে লাগিল উচোটা।
নেতের আঁচলে লাগে সিয়াকুল-কাঁটা॥
যাত্রার সময়ে ডোম-চিল উড়ে মাথে।
কাঠুরিয়া কাঠভার লয়ে আইসে পথে॥
শুকান ডালেতে বস্যা কুবোলয় কাউ।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা অর্দ্ধখান লাউ॥
কমঠ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলিয়া বোলয়॥

ধনপতির সিংহল যাত্রা ও পথের বিবরণ।

ভূপতি-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
পঞ্চপাত্রে সমর্পণ কৈল নিজধাম॥

চলিলেন সদাগর মনে কুতূহলী।
বামদিগে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥
ভ্রমরার ঘাটে সাধু দিল দরশন।
কাণ্ডারী বলয়ে সাধু কেন বিলম্বন
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পথের বিবরণ।

সভাকারে সমর্পণ কৈল গারি ঘর।
শিব স্মঙরিয়া চাপে নৌকার উপর॥
রই-ঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাথে কেরোয়াল সব বসিল গাবর॥
(কার হাথে কেরোয়াল কার হাথে ফাঁস
কার হাথে দণ্ড কার হাথে রায়বাঁশ॥)
দেব দ্বিজ গুরুজনে কৈল নমস্কার।
হরি হরি বলি নৌকা বাহে কর্ণধার॥
লহনা-খুল্লনা-স্থানে করিয়া মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥
(ইন্দ্রপুরে পূজা দিল লয়ে পুষ্প পানী।
বাহ বাহ বলি ডাকে সাধু গুণমণি॥)
ভাওসিংহের ঘাটখান ডাহিনে করিয়া।
মাটিয়ারি সফরথান বামে এড়াইয়া॥

জ্ঞাতি বন্ধুজনে সাধু করিয়া মেলানি।
বাহিয়া অজয়নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥

সঘন কেরোয়াল পড়ে জলে বাজে সাট।
এড়াইল চণ্ডীগাছা বোলনপুরের ঘাট॥
ত্বরা করি সদাগর দিবানিশি যায়।
পুরগনের ঘাটখান বাহিয়া এড়ায়॥
কোথায় রন্ধন কোথা চিড়া খণ্ড কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা॥
চৈতন্য-চরণে সাধু করিল প্রণাম।
সে ঘাটে রহিয়া করে রন্ধন ভোজন॥
রজনী প্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর এড়াইয়া যায়॥
ত্বরায় চালায় তরী তীরের পয়াণ।
মৃজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা করিল চাপান॥
নায়্যা পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক॥
বাহ বাহ বল্যা ঘন প'ড়ে গেল সাড়া।
বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥
মহেশপুর সদাগর বাহিল তখন।
ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
বামদিগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
বজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভে বান্দি করে কেহ মস্তকমুণ্ডন॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেই ধূপদীপে॥

ডানিভাগে নবদ্বীপ বামে পাটপুর।
শান্তিপাড়া পুরাখান রহে কতোদূর ॥

উর্দ্ধবাহু ডাকে কেহ গঙ্গা নারায়ণ।
সদাগর কর্ণধারে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সাধুর মগরায় গমন।

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল শহর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর ॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
পুররক অনায়ক গোদাবরী গয়া ॥
শ্রীহট্ট কাণ্ডর কোঁচ হাঙ্গর ত্রিহট্ট।
মাণিকা ফটিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট ॥
বাগন মালয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বরী আভলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম ॥
শিবাতট্ট মহানট্ট হস্তিনা নগরী।
আর যত শহর কহিতে কত পারি ॥
এ সব সহরে যত সদাগর বৈসে।
জঙ্গ ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্তঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম ॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি ॥

নায়্যা পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডানিভাগে রহে তার আঁবুয়া মলুক॥

বাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম।
দিন দুই সাধু তথা করিল বিশ্রাম॥
কিন্যা বেচ্যা নানা দ্রব্য নায়ে দিলা ভরা।
বাহ বাহ বলি সদাগর করে ত্বরা॥
নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠাপানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন করমানী॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী॥
নায়ের ধায়লী যদি পাইল কোন্তর।
ভক্তি পূজা কৈল সাধু মৃত্তিকাশঙ্কর॥
উপনীত হৈল সাধু নিমাইতীর্থ ঘাটে।
নিম্ব-বৃক্ষেতে যথা ওড় পুষ্প ফুটে॥
সঘনে চলয়ে তরী তীরের প্রমাণ।
বেতড় ছাড়িয়া সাধু পাইল বাগান॥
লঘুগতি সদাগর পাইল কালীঘাট।
দুই কূলে তপ জপ যাত্রিকের ঠাট॥
অম্বুলিঙ্গ দিয়া ডিঙ্গা গেল ছত্রভোগে।
তাহে রয়্যা স্নান দান ভোজন করে রঙ্গে॥
লঘুগতি সদাগর গেল কালীপাড়া।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট ঘন বাজে সাড়া॥
(হিমাই বামেতে রহে হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥)
প্রভাত হইল সাধু মেলে সাত নায়।
সেই দিন সদাগর হেতেগড় পায়॥
এক দুই তিন নৌকার মাঝি আইসে।
জবাব কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে॥

বাহ বাহ করি ঘন নায়ে পড়ে সাড়া।
বামভাগে রহে গ্রাম নামে গুপ্তিপাড়া॥

দূরে হৈতে শুনে সাধু জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন॥
মহনা বহিল সাধু করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জ্জয় মগরা॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
সদাগরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দুর্জ্জয় ঝড়।

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল ভরা॥
ঘন বজ্রধ্বনি হয় মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
অবিশ্রান্ত নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মোঙরে সকল লোক জনক জননী॥
পূর্ব্বে হৈতে আইল বাত্যা দেখিতে ধবল।
সপ্ততাল হয়ে গেল মগরার জল॥
ঝনঝনা পড়ে যেন কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া নায়ের ঘর করে খানখান॥
নদ-নদীগণ তবে করিল পয়াণ।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণ গান॥ (অঃ ; বঃ

রাত্রিদিন চলে নাহি রহে একদণ্ড।
কোথাহ রন্ধন করে কোথা চিড়্যা খণ্ড
বামদিগে হালিসহর ডাহিনে ত্রপিণী।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট কিছু নাহি শুনি॥
লক্ষ লোক এককালে করে স্নান দান।
রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ॥
গর্ব্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন।
নানা উপচারে পূজা করে কোনজন॥
কেহ পূজা করে জানি সন্ধ্যার সদন।
ঊর্দ্ধবাহু করি ডাকে গঙ্গা নারায়ণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা

অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
কহিব গঙ্গার উপদেশ।
হরিপদে অবগতি * ব্রহ্মা-কমুণ্ডলে স্থিতি
হরশিরে যার অবশেষ॥
এককালে পশুপতি পঞ্চমুখে করে স্তুতি
গান গীত হরি-সন্নিধানে।
গীতে সমাহিত মন দ্রব হল্যা নারায়ণ
বিধি কৈলা করঙ্গ আধানে॥

* উৎপত্তি (অঃ; বঃ)

ব্রহ্মা-কুমণ্ডল-বাসে আছিলে ব্রহ্মার পাশে
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক।
ইন্দ্রের সাধিতে মান কৃপাসিন্ধু ভগবান
কশ্যপ মুনির হৈলা তোক ॥
হইয়া বামন বটু ছয় অঙ্গে বেদপটু
ধরি দণ্ড মেখলা অজানে।
ত্রিপাদ ধরণী দান আল্যা বলিরাজ-স্থান
অশ্বমেধ-অবশেষ-দিনে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি জিজ্ঞাসিলা কৃতাঞ্জলি
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ।
কহিলেন ভগবান ত্রিপাদ ধরণীদান
আশে আল্যাম তোমার সকাশ ॥
দ্বীপ * দিতে চান রায় প্রভু নাই দেন সায়
দিল দান তিনপদ ক্ষিতি।
ক্ষিতি যুড়ি পদ একে আর পদ ঊর্দ্ধলোকে
তৃতীয়ে বলির মাথে স্থিতি ॥
বলি চতুর্দ্দিকে চাই কোথাহ নাহিক ঠাই
শিরে থুইল বিষ্ণুর চরণ।
সংসারের যত বল বলি নিল রসাতল
অষ্ট দেশ করিল লিখন ॥
ভূভারতারণভার চতুর্দ্দশ অবতার
হিরণ্যকশিপু দৈত্যরাজা।
ভায়্যার মরণ দেখি চিত্তে রাজা মহাদুঃখী
সহস্র বৎসর কৈল পূজা ॥

* অধিক (অঃ; বঃ)

পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলেক পুরন্দর
দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ জন্মিল।
হরিনাম নিরন্তর হিংসা করে দৈত্যেশ্বর
নরসিংহ রূপে বিদারিল ॥
হরিপদ নিজ ধামে দেখি ব্রহ্মা সুসম্ভ্রমে
পাগ্ধ দিলা কমুণ্ডল ঢালি।
কলুষনাশিনী ক্রমে আল্যা গঙ্গা দ্রব নামে
সপ্ত-ঋষি * কৈলা পুণ্যশালী ॥
আসিতে গগনতলে ক্রমে ভানুমণ্ডলে
উরিলা কনকগিরি-শিরে।
সকলকলুষহরা হল্যা গঙ্গা চারি ধারা
পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ † উত্তরে ॥
আসি হৈলা দ্রুত ধারা ‡ সিতা নামে পূর্ব্ব ভদ্রা
ভদ্রাস্বপারিণী সুরধুনি। §
ধৌত-হরিপদ-দ্বন্দ্বা দক্ষিণে অলকনন্দা
জম্বুদ্বীপ-নিস্তারকারিণী ॥
পশ্চিমে বরুণে সরা ¶ বঙ্কু নামে পুণ্যসারা
পবিত্র করিয়া কেতুমান ** ।
উত্তরে মঙ্গল ধারা †† ভদ্রা নামে শেষ ধারা
স্নানে যায় পুণ্য অবসান ‡‡ ॥
প্রবাহ §§ অবধি করি চারি হস্ত ধরি হরি
ভাগ্যবান বসে এই স্থলে।
ইথে নানা জপ তপ অক্ষয় সকল জপ
মুক্তি হয় যদি মরি জলে ॥

* সুমেরু (অঃ ; বঃ) † যাম্য (অঃ ; বঃ)
‡ ইলাবৃতে ধারা (বঃ), দ্রুততরা (অঃ)
§ সীতা নামে পুণ্য (পৃক্ক—অঃ) ধারা ভদ্রা পাবনা সুরধুনী (বঃ ; অঃ)
¶ ভুবনসারা (বঃ) ধবল ধারা (অঃ) ** কেতুমাল (অঃ ; বঃ)
†† তারা (অঃ ; বঃ) ‡‡ সুবিশাল (অঃ ; বঃ) §§ পুরাণ (অঃ)

শুনি গঙ্গা-অবতার সুখী হৈলা কর্ণধার
স্নান কৈল সতিল তর্পণে ।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে জল পুর্য্যা নিল ঘটে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

সাধুর মগরায় গমন ।

বাট মাঝে সপ্তদ্বীপ গ্রাম অনুপাম ।
দিন দুই সাধু তাহে করিলা বিশ্রাম ॥
রাতিদিন চলে, নাই রহে একদণ্ড ।
কোথা রন্ধন করে কোথা চিড়্যা খণ্ড ॥
বামের ধাউনি পাল্য কোগুর-নগর ।
তথি রহি পূজে সাধু মৃত্তিকা-শঙ্কর ॥
নায়্যা পাকি সভে এক হইলেক জড় ।
বামভাগে ছয় কোশ রহে হাত্যাগড় ॥
দক্ষিণে মেদনমল্ল বামে বীরখানা ।
কেরুয়ালের ঝটঝটী নদা জুড়্যা ফেণা ।
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন ।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন ॥
পদ্মাবতী সনে চণ্ডী করিয়া যুকতি ।
ধনপতি ছলিতে উরিলা ভগবতী ॥
ডুবাব সাধুর ডিঙ্গা মগরার জলে ।
আমায় স্মোরিলে সাধু রাখিব কুশলে ॥
এমন যুকতি চণ্ডী করি পদ্মা সনে ।
নদ নদী মেঘগণে করিলা স্মোরণে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মগরায় নদনদীগণের আগমন।

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
মগরা নদের সনে করিতে মিলন ॥

আজ্ঞা দিল ভবানী চলিল মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগণে স্থিতি।
সঙ্গে মকরজাল ছাড়িয়া পাতাল
চলিলা ভোগবতী ॥
আমোদর দামোদর ধায় দারিকেশ্বর
শিলাই চন্দ্রভাগা।
দনাই কুবাই * ধাইল দুভাই
বগড়ির খানা ধায় বগা ** ॥
বহুতর-রয়া ধায় করতোয়া ‡
ভৈরবী কম্মনাশা।
হইয়া দ্রুতপদ সোণাই ‡ মহানদ
বহুতর ধাইল পাসা § ॥
ধাইল ঝুমঝুমি করিয়া দামামি
ক্ষিয়াই মণ্ডাই ¶ সঙ্গে।
সঙ্গে তারাজুলি ভুস্করা ‖ কুতূহলী
রত্না †† চলিলা রঙ্গে ॥

---

* কেদাই দেবাই (বঃ), কোশাই দাবাই (অঃ). কোপাই দেবাই (অঃ)

** বগির কোলে ধাইল বগা (অঃ)

‡ প্রবল তরঙ্গা ধাইলেন গঙ্গা (বঃ ; অঃ) ‡ ষোড়শ (বঃ) ষোল শত (অঃ)

§ ধাইল বাহুদা বিপাশা (বঃ ; অঃ) ¶ বিশাই গড়াই (অঃ), ভিয়াই ময়াই (অঃ)

‖ গুস্করা (বঃ ; গুঙ্করে (অঃ)

†† তারা (বঃ) রত্নাবতী (অ.)

গঙ্গা যমুনা ধাইল বরুণা
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী বাঁকা ধায় গোমতী
সরযূ বেগবতী * ॥
সরাবতী বেত্রবতী ধাইল লঘুগতি
কানা ধায় দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
বুড়া মন্ত্রেশ্বর ॥
ধাইল কাসাই মহানদ বিড়াই
খরতর বামুন্যার খানা।
বিড়ঙ্গ তুরঙ্গ চলিলা উলঙ্গ †
মগরা যুড়িয়া ফেনা ॥ ‡
কৌতুকে অভয়া নদনদী দেখিয়া
রহিলা কেশরীযানে।
ললিত প্রবন্ধ দ্বিজবর মুকুন্দ
আরড়া মহাস্থানে ॥

* কংসাবতী (নঃ) বংশাবতী (অঃ)

† চারিদিকে জল ধাইল ধবল (অঃ ; নঃ)

‡ অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—

বাজায়ে দণ্ডী করহ চণ্ডী
নাড়িলা সত্বর হয়্যা।
সঙ্গে কন্যা ধাই লয়ে সাত ভাই
আব স্বর্ণরেখা লয়্যা ॥ (অঃ)
বাজাইয়া দণ্ডী কড়াই চণ্ডী
ধাইল সত্বর হৈয়া।
সঙ্গে কেলেখাই লয়ে মহামাই
ধায় স্বর্ণরেখা লৈয়া ॥ (অঃ)

দুর্জ্জয় ঝড়।

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার॥
ঈশানে উরিলা মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর-পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর॥
নিমিষেকে আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
নদী মিলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
হেলাহেলি হয় জলে একাকার ধরা॥
ঝনঝনা বৃষ্টির জলে সম্বরে বিজুলি।
দেহারা পড়িল যে আঠার গণ্ডা খালি॥
চারি মেঘে ধায় যেন পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল॥
চারি মেঘে জল দেই অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহীয়ে একত্র পুকুর * হৈল হারা॥
জলরাজধ্বনি আর মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
অবিচ্ছেদ নাই সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মোওরে সকল লোক জৈমুনি জৈমুনি॥ †
রৈঘরে পড়ে শিল বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥

---

* পথ (বঃ)

† স্মোঙরে সকল লোক জনকজননী (বঃ)

সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম সঙ্কটে ডিঙ্গা না পায় নিস্তার ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ধনপতির বিলাপ।

কাণ্ডার ভাই, রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
নাই জানি দিবারাতি ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি
ঝলকে ঝলকে লয় জল ॥
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক কাণ্ডার জীবন রাখ
নাই জানি কোন গ্রহফল।
না জানি দৈবের লীলা ঝড় বৃষ্টি অতি শিলা
সম্মুখে নির্গত বহে জল ॥
শিল যেন পড়ে গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল বাজে যেন কাঁড়।
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া বৃক্ষ পাড়ে
কাণ্ডার ধরিতে নারে ডাঁড় ॥
দেখহ নায়ের পাশে হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসে
দুকূল হানিয়া বহে খানা।
আট দিগে বহে বায়ু পর্ব্বত সমান ঢেউ
রাশি রাশি কত বহে ফেণা ॥
উঠ্ ডুবু করে ডিঙ্গা স্মোরণ করহ গঙ্গা
অন্তকালে ভজ ত্রিলোচন।
পড়িয়া বিষম ফান্দে শঙ্কর বলিয়া কান্দে
ধনপতি বাণ্যার নন্দন ॥

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ *

পাঠান্তর :—

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
বৈরী হৈল দেবরাজ, বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ,
বরিষে মুষলধারে জল ॥
শিলা বাজে যেন গুলি, ভাঙ্গয়ে মাথার খুলী,
বেগে জল যেন বাজে কাঁড়।
বিষম জলের ব্যয়, তৃণ দুইখান হয়,
দাঁড়িতে ধরিতে নারে দাঁড় ॥
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া গাছ পাড়ে,
দুকূল হানিয়া বহে ফেনা।
কহ কর্ণধার ভাই, কেমতে নিস্তার পাই,
ভাঙ্গা নৌকা ভাসে কতখানা ॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টিজলে ডিঙ্গা বুড়ে,
নায়্যা পাইক জড় হৈল শীতে।
কহ ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
জলে অহি ভাসে শতে শতে ॥
দেখ রে নায়ের পাশে কুম্ভীর মকর ভাসে,
গিরিগুহা বিকট দশন।
কাণ্ডার উপায় বল, দেখি যে প্রলয়ের জল,
আজি দেখি সঙ্কট-জীবন ॥
ডুবুডুবু করে ডিঙ্গা, শরণ করহ গঙ্গা,
অন্তকালে ভজ পশুপতি।
পড়িয়া বিষম ফান্দে, মহেশ বলিয়া কান্দে,
ঊর্দ্ধবাহু সাধু ধনপতি ॥

চণ্ডীর অনুতাপ।

পদ্মা, কেন বা আনিলে নদনদী।
বধিব সাধুর নায় শঙ্কর করিবে দায়
তখন করিব কোন বুদ্ধি॥
হয়্যা সাধু একমতি নিত্য পূজে পশুপতি
একভাবে সেবকবৎসলে।
সাধু সনে কৈল বাদ হৈল বড় পরমাদ
কেমনে ডুবাব নৌকা জলে॥
শুন্যাছি তাঁহার স্থানে দেবগণ-বিদ্যমানে
আগে ধনপতির গণনা।
বাজ বৃষ্টি শিলা পড়ে পাছে সাধু মরে ঝড়ে
দূর হব আমার মাননা॥
যেই পূজে হরি হর তা দেখি আমার ডর
ব্রহ্ম-বধ সম তার বধ।
সদাগরে দিব দুঃখ প্রভু না চাহিব মুখ
পদে পদে আমার বিপদ॥
যাও নদনদীগণ মেঘে দেহ বিসর্জ্জন
মন্দিরে চলুক হনুমান।
শিবপদে দিয়া মতি সুখে যাও ধনপতি
অবিলম্বে করুক পয়াণ॥

গুণিরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীতকলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা-নগর-বাসী, সঙ্গীত-অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (বঃ)

চণ্ডীর বচন শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী
শুন মাতা মোর নিবেদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ছয়খানি ডিঙ্গার বিনাশ

অভয়ার চরণে বলেন পদ্মাবতী।
বুঝিতে বিষম বড় নীতিশাস্ত্রগতি॥
বিচারে কার্য্যের সিদ্ধি অবিচারে নাশ।
মোর বাক্য শুন হকু পূজার প্রকাশ॥
জলাধিপে ছয় ডিঙ্গা কর সমর্পণ।
দিহ পুন দেশে যবে করিবে গমন॥
প্রসঙ্গ করিতে তথা আল্যা জলপতি।
হাথে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
শ্রীদাম সুদাম আদি গোপের বালক।
আপনেতে ব্রহ্মা যারে হইলা পালক॥
যেন মতে ছিলা তারা মাইক শয়নে।
তেন মতে রাখহ নায়ের নায়্যাগণে॥
চণ্ডী বিদ্যমানে তার হাথে দিল পান।
তাঁহার আদেশ পান বীর হনুমান॥
ডিঙ্গার চাওনি ভাঙ্গ্যা করে খান খান।
দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা ডুবে ছয়খান॥
ছয় ডিঙ্গা জলে নিল করে পরিতাপ।
শিব সোঙরিয়া সাধু জলে দিল ঝাঁপ॥
মহামায়া গগনে হাসে খলখল।
দেবীর আজ্ঞায় হৈল এক আঁঠু জল॥

হাথে ধরি তুলে তারে কাণ্ডার বুলন।
নানা উপদেশে কৈলা শোক নিবারণ ॥
করুণা করিয়া কান্দে সাধু ধনপতি।
যাগু সব ডিঙ্গা চল যাইব বসতি ॥
কাণ্ডার বুলন বলে শুন সদাগর।
নরপতি বৈল তোমা যাইতে সফর ॥
হইল নিয়ম ভঙ্গ সঙ্কট-জীবন।
গুণে কল্পতরু রাজা দোষেতে শমন ॥
শোকাকুলি ধনপতি চলিলা তুরিত।
গঙ্গাসাগরেতে ডিঙ্গা হৈল উপনীত ॥
পূজা কৈল সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বায়্যা সদাগর চলে রাত্রদিন ॥
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উত্তরিলা সদাগর সমুদ্রের কোলে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ৹

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

স্মরণ করিল মাতা পবন-নন্দন।
এক লাফে আইলা বীর ছাড়ি নিজ বন ॥
দুটি কাণ হৈল যেন বদরীর পাতা।
গুবাক সমান হৈল হনুমানের মাথা ॥
অঙ্গুলি-প্রমাণ হৈল হনুমান্ বীর।
পবনের পুত্র পবনে হয় স্থির ॥
অভয়া-চরণে বীর নোয়াইল মাথা।
কি কার্য্য করিব মাতা হেমন্ত-দুহিতা ॥
সমুদ্র শুষিব কিবা ভাঙ্গিব আকাশ।
সুমেরু তুলিব কিবা করিব গরাস ॥

শ্রীক্ষেত্র-বর্ণনা।

ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় বিশ্বে যার যশ গায়
দ্রাবিড় ভূপাল যশোধন।
দক্ষিণ জলধিকূলে অক্ষয় বটের মূলে
আরাধিল দেব নারায়ণ॥

অভয়া বলেন বাপ শুনহ উত্তর।
মোরে নিন্দি বুলে ধনপতি সদাগর॥
বরুণে ডাকিয়া মাতা তাবে দিল পাণ।
অঙ্গীকার কর বাপা মোর বিদ্যমান॥
শ্রীদাম সুদাম আদি গোপের বালক।
ব্রহ্মা যেন হৈলা তার আপনি পালক॥
তেন মত রাখ মোর নায়ের নফর।
মগরায় রাখ ডিঙ্গা জলের ভিতব॥
নাহি হবে দ্বাদশ বৎসর ভুখ শোষ।
এ কর্ম্ম করিলে মোর পরম সন্তোষ॥
অভয়া বলেন বাপু শুন হনুমান্।
ছয় ডিঙ্গা ডুবাহ আমার বিদ্যমান॥
এমত চণ্ডীর আজ্ঞা পেয়ে হনুমান্।
একবাবে ডুবাইল ডিঙ্গা দুইখান॥
দুইখান ডিঙ্গা যবে জলে ডুবে গেল।
ধনপতি বলে ভাই বিপদ ঘুচিল॥
আর না করিবে বল মগরার জল।
পাঁচখান ডিঙ্গা লয়ে চলিব সিংহল॥
পুনরপি কুপিত হইল হনুমান্।
একে একে ডুবাইল ডিঙ্গা ছয়খান॥
হংসডিম্ব হেন ডিঙ্গা মধুকর ভাসে।
ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে॥

শুন রে কাণ্ডার ভাই বড় তীর্থ এক ঠাঁই
কহিব পুরাণ ইতিহাস।
পঞ্চক্রোশ নীলগিরি ইহাতে কৈবল্যপুরী
ইথে মৈলে বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
পথে বা শ্মশানে মরে অনাথ-মণ্ডপ-ঘরে
যথা-তথা এই মহাস্থান।
ইচ্ছা করি যেবা যায় প্রসঙ্গে কনক পায়
মুক্তি পায় দেহ-অবসান॥

ঘুরণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক।
পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুম্ভারের চাক॥
সর্বে মাত্র রহিল একলা মধুকর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

নাবিকদিগের রোদন।

কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ
হলদীগুড়া হারাইল শুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাগু পো॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল।
কালা গুরা দুটী কাণ্ড সেই কোথা গেল॥
এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল॥
জনমের মত সবে হইলুঁ কাঙ্গাল।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ)

সুভদ্রা বলাই সাথে দেখ ভাই জগন্নাথে
সমুখে গরুড় মহাবীর।
শুচি হয়্যা কর ফোঁটা প্রদক্ষিণ মণিকোটা
কর ভাই বৈকুণ্ঠে মন্দির॥ *
পরশ রোহিণীকুণ্ডে ইথে যত পাপ খণ্ডে
কি কব কুণ্ডের ইতিহাস।
এই কুণ্ডে তেজি জীব সাক্ষাৎ হইলা শিব
কাক গেলা বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ +
ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
কোথাহ না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকয়ে হাটে সূপ ঘণ্ট পূরি ঘটে
আলু বড়া শুক্তার ঝোল॥

* অতিরিক্তঃ—সব্যেতে বিমলা দেবী যাহার চরণ সেবি
ত্যজে নর সংসার-বাসনা।
সঙ্গে গুহ লম্বোদর সে স্থানে আইলা হর
হরিভাবে দৃঢ় করি মনা॥ (অঃ)
+ মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান, সিন্ধুতটে পিণ্ডদান,
পিতৃলোক-উদ্ধার-কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর,
বটবৃক্ষে কর আলিঙ্গন॥
প্রবল-চপলভঙ্গা, স্নান কর শ্বেতগঙ্গা,
নীলমাধবে কর নতি।
ক্ষিতিতে বৈকুণ্ঠপুরী, আমি কি বর্ণিতে পারি,
ইথে সব দেবতার স্থিতি॥
যে বা যার অভিলাষী, অন্তকালে বারাণসী,
লভে যে বা পায় দিব্যগতি।
একদণ্ড বিশ্রামে, সে গতি পুরুষোত্তমে,
বটমূলে যদি করে স্থিতি॥

ক্ষীর খণ্ড ছেনা নাড়ু ছেনা পানা পূর্য্যা গাড়ু
মানের বেসারি আদাঝাল।
নাফরা ব্যঞ্জন-রাজা ঘৃতে পলাকড়ি ভাজা
মধুরস ব্যঞ্জন রসাল॥ *
পথশ্রমে হবে মন্দা কিনহ তোড়ানি জোন্দা
মরিচ সমান যার তার।
আজানুলম্বিত জটা সন্ন্যাসী কাপুড়্যা ঘটা
অন্ন মাগি ফিরয়ে বাজার॥ †

নীল শৈলে অবতার, চারিবর্ণ একাকার,
কিনি হাটে খায় ভাত পিঠা।
প্রসাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল,
এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা॥
কি আর বুঝাব তোমা, যে অন্ন রান্ধেন রমা,
ভোজন করেন জগন্নাথে।
সুস্বাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল,
দরশনে কলুষ নিপাতে॥ (বঃ)

* ক্ষীরখণ্ড ছানা লাড়ু, নানা পানা ভরি গাড়ু,
ক্ষীরপুলী পদ্মচিনি ছানা।
বিতণ্ডা ত্যজিয়া পাণ্ডা, কিনয়ে অমৃতমণ্ডা,
হাটে চাকি বুঝ স্বাদুপানা॥
ছোলা-বড়ি কলাবড়া, আর্দ্রকে বার্ত্তাকু-পোড়া,
মানের বেসারি আদাঝাল।
নাফরা ব্যঞ্জন-রাজা, ঘৃতে পলাকড়ি ভাজা,
মধুরুচি ব্যঞ্জন রসাল॥ (বঃ)

† প্রসাদ শুখান অন্ন, ভেদ নাহি চারি বর্ণ,
দেশান্তরে বয়্যা লয়্যা খায়।
ক্ষেত্রে বা অক্ষেত্রে খাই, এই অন্ন সুধাময়
ভুঞ্জিলে যমের নাহি দায়॥ (বঃ)

কহি আমি করপুটে কুকুর-বদন-ভ্রষ্টে
প্রসাদে না কর্য চিত্তে আন।
তেজ ভাই মিছা যুক্তি ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি
নহে জজ্ঞ ভোজন সমান॥
অন্নের বাজার মাঝে পঞ্চশব্দি বাদ্য বাজে
ঝাঁটাাতি বাইতি পায় তোলা।
সুগন্ধি মল্লিকা দনা কিনহ সকল জনা
তুলসী-কাষ্ঠের কণ্ঠমালা॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা হরিপদ-ছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
আর হরিপদ যত বিশেষে কহিব কত
এই স্থান মুক্তির সাধিকা।
পঞ্চ ক্রোশ নীলগিরি ইহাতে থাকিয়া হরি
পদবী লভিলা জগন্নাথ।
প্রকাশে উৎকলখণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট চল কর প্রণিপাত।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির শ্রীক্ষেত্র-দর্শন

লোচন ভরিয়া সাধু দেখে জগন্নাথ।
প্রসাদ ব্যঞ্জন তৃপ্তি কিন্যা খায় ভাত॥
রাজরাজেশ্বরে লক্ষ দণ্ডবত হয়্যা।
চলিলেন সদাগর বুহিত্র বাহিয়া॥

ধনপতির শ্রীক্ষেত্র-দর্শন

ডাহিনে চটইগাছি রহে কথোদূর ।
নায়ের ধাওনি পালা কলধৌতপুর ॥
ঘন কেরুয়াল পড়ে শুনি ঝাটঝাট ।
চন্দ্রহরি পুরখান করিলা নিকট ॥
বামদিগে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল ।
উত্তরিল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ❋

ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায় ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর শীঘ্রগতি যায় ॥
ডাহিন বামে ছাড়্যা যায় কত কত দেশ ।
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোণার মহেশ ॥
সদাগর কহে কিছু তার বিবরণে ।
সে সীতা পাইল শ্রীপতির আগমনে ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥
দক্ষিণে মদনমল্ল বামে নারিখানি ।
কেরোয়ালের ঝনঝনি নদী জুড়ে দেখা ॥
কলাহাটা খলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া ।
অঙ্গারপারের খাল বাম দিগে থুয়া ॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে ।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে ॥
কনকরচিত চক্র রূপার শিখর ।
উড়িছে শতেক ভাগ নেত মনোহর ॥
পুহিত বান্ধিয়া বলে বেণের নন্দন ।
আজি এইখানে করি প্রসাদ ভোজন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (নঃ

সেতুবন্ধ-কথা।

কাণ্ডার ভাই শুন সেতুবন্ধনের কথন।

রঘুবংশ ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
যমমুখ নহে দরশন ॥
ত্রিভুবনে অবতংস আছিলা মিহির-বংশ
দশরথ নামে নরপতি।
সুত সম দেখে প্রজা অবনী প'লেন রাজা
অযোধ্যায় যাহার বসতি ॥
রূপে জিনি দেবমায়া নৃপতির তিন জায়া
কৌশল্যা সুমিত্রা কেকই।
কৌশল্যা-নন্দন হরি রাম রূপে অবতরি
রণভূমি নিশাচরজয়ী ॥
ভরত কেকই-সুত রূপে গুণে অদ্ভূত
সুমিত্রা-নন্দন দুই ভাই।
অনুজ লক্ষ্মণ বীর শত্রুঘ্ন মহাবীর
দুইজন সমরে বিজই।
চারিপুত্র রণজিতা দেখি আনন্দিত তথা
নৃপতি আছেন সিংহাসনে।
যজ্ঞের কারণে রাম * আল্যা বিশ্বামিত্র নাম
মুনি দশরথ সন্নিধানে ॥
মুনির বচন শুনি পাঠাইলা নৃপমণি
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁর সনে।
পথেতে তাড়কা মারি মুনির কৌতুক করি
চু'হে নিলা জনক-সদনে ॥

* সাধিতে যজ্ঞের কাম (বঃ), যজ্ঞের কারণ কাম (অঃ)।

সাঙ্গ করি নিজ যজ্ঞ মুনি ভাবে কর্ম্মবিজ্ঞ
দুঁহে নিল যজ্ঞের সদন
তথা রাম যজ্ঞশালে নৃপতির কুতূহলে *
হরধনু করিলা ভঞ্জন ॥
দেখি রাজা অদ্‌ভূত অযোধ্যা পাঠাল্যা দূত
লয়্যা চারু হয় দিব্য যান।
ভরত শত্রুঘ্ন সাথে আল্যা রাজা দশরথে
সবিনয়ে কৈলা বহু মান ॥
ত্রিভুবনে এক ধন্যা রামে দিলা সীতা কন্যা
কিঙ্কিণী-কনকভূষাবতী।
সীতানুজা দিল † সুতা রামানুজে দিল তথা
সবিনয় জনক ভূপতি ॥
চারি পুত্র বধূ সাথে চড়ি যান দিব্য রথে
অযোধ্যা চলিলা মহামতি।
হরধনু-ভঙ্গ শুনি রুষিলা ভার্গব মুনি
আগলিলা রামের পদ্ধতি ॥
পরশুরামের গর্ব্ব শ্রীরাম করিলা খর্ব্ব
স্বর্গপথ রুন্ধি একশরে।
মঙ্গল দুন্দুভি বেণী সপ্তস্বরা বাজে সানি
রাম আল্যা অযোধ্যা নগরে ॥
রামে অনুগত প্রজা দেখি দশরথ রাজা
সিংহাসন দিতে কৈল মন।
দারুণ কেকই পাকে কাননে পাঠাল্যা তাকে
সঙ্গে গেল জানকী লক্ষ্মণ ॥

* মখস্থলে (বঃ), যজ্ঞস্থলে (অঃ)।
† তিন (অঃ, বঃ)।

শর ধনু করি হাতে চলিলা কানন-পথে
ক্রব্যাদেরে * করিতে নিধন।
বাস করি পঞ্চবটী সূর্পনখার নাক কাটি
বধ কৈল খর ও দূষণ॥
সূর্পনখা গিয়া লঙ্কা রাবণে দেখায়্যা শঙ্কা
কহিলা সীতার রূপকথা।
মারীচ সহায় করি রাক্ষসের অধিকারী †
আল্যা বীর রাম-কুড়্যা যথা॥
মণিময়-মৃগবেশে সীতার নিকট-দেশে
নাচেন মারীচ মায়াধর।
সীতার সাধিতে কাম শরধনু হাতে রাম
অনুপদি হইলা রঘুবর।
গিয়া রাম কথোদূরে মারীচ মারিলা শরে
পড়ে বীর ডাকিয়া লক্ষ্মণে
রামের সঙ্কট বুঝি সীতা শোকসিন্ধু মজি
লক্ষ্মণে পাঠালা অন্বেষণে॥
শূন্য দেখি নিকেতন আসি তথা দশানন
সীতা হরি নিল দিব্য যানে।
সমরে জটায়ু মারি রাক্ষসের অধিকারী
থুলা সীতা অশোক-কাননে॥
মৃগ বধি আল্যা রাম শূন্য দেখি নিজ ধাম
মূর্চ্ছিত পড়িলা রঘুবরে।
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা দুই ভাই খুজে সীতা
জটায়ু দেখিল কথোদূরে

* [illegible]বাদের (অঃ, বঃ)
† কপর্দীর বেশ ধর (...ঃ

সকল কহিয়া রামে গেলা পক্ষ হরিধামে
কৈল রাম তার উর্দ্ধগতি ।
ভ্রমিতে কানন-পথে সুগ্রীব বানর সাথে
সখাভাব কৈল রঘুপতি ॥
দুই মিত্র একস্থলে ভাসেন লোচন-জলে
দোঁহে দুখ করে নিবেদন ।
এক শরে বালি বধি সুগ্রীবের কার্য্য সাধি
দুঁহে গেলা শিখরা-কানন ॥
রামের সাধিতে কাজ হনুমান কপিরাজ
পাঠাইলা সীতা অন্বেষণে ।
হেলে সিন্ধু পার হয়্যা সীতার বারতা লয়্যা
পুড়্যা লঙ্কা আল্যা রাম-স্থানে ॥
দূতমুখে শুনি কথা যেমন আছেন সীতা
সঞ্চয় করিয়া কপিবলে ।
রামের সাধিতে কাজ সুগ্রীব বানর-রাজ
উত্তরিলা সমুদ্রের কূলে ।
মেলি কপিগণ যত শিলাতরু পর্ব্বত
নলেরে আনিয়া এড়ে পাশে ।
নলের পরশে ভাসে দেখি কপিগণ হাসে
সেতুবন্ধ হৈল একমাসে ॥

- - - - -

কপিমুখে কথা শুনি শোকাকুল রঘুমণি
লোটাইয়া কান্দেন ধরণী ।
সুগ্রীবের হাতে ধরি বলেন রাম দৃঢ় করি
মোর দুঃখ ঘুচাবে আপনি ॥ (বঃ)
অতিরিক্তি :— দেখি সমুদ্রের গতি রোষযুত রঘুপতি
উপবাস সমুদ্রের কূলে ।
কোপে হয়্যা কম্পবান্, করে লয়্যা ব্রহ্মবাণ
গুণ দিলা ধনুকের হুলে ॥

গিয়া রাম সেই পথে বধিয়া রাক্ষসনাথে
বিভীষণে দিলা সিংহাসন।
সীতা করি উদ্ধার পার হল্যা পুনর্ব্বার
নিজ দেশে রামের গমন॥

শ্রীরাম জুড়িলা বাণ, ভয়ে সিন্ধু কম্পবান্,
করযোড়ে মানিল বন্ধন।
হুঙ্কার ছাড়িয়া কাঁপে, ফেলিয়া ধনুক লোফে,
ভুজবলে বধিব রাবণ॥
সীতার উদ্ধার হেতু, সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু,
পার হৈলা রঘুর নন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, নীল হনু কপিবল,
বেড়িল লঙ্কার উপবন॥
বিভীষণ পরাভবে, রামের শরণ লভে,
গড় বেড়্যা কপি দিল থানা।
সোণার পাচীর ঘর, ভাঙ্গে যত কপিবর,
তরুলতা ভাঙ্গে যত সেনা॥
ইহা শুনি দশানন, নিয়োজে রাক্ষসগণ,
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে॥
দেবান্তক নিশাচর, নরান্তক মহোদর,
অতিকায় আদি যত সুতে॥
পার হৈয়া প্রভু রাম বেড়িলেন লঙ্কাধাম,
দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা।
যুকুতি করিয়া স্থির, পাঠান অঙ্গদ বীর,
রাক্ষসের করিতে গঞ্জনা॥
অঙ্গদ বীরের বোলে, দশানন কোপে জ্বলে,
সেনা সাথে করিবারে রণ।
করিয়া অনেক মান, ইন্দ্রজিতে দিল পাণ,
সঙ্গে দিল নব লক্ষ জন॥

শুনি কথা সেতুবন্ধ কর্ণধারে লাগে ধন্ধ
সেতুভাঙ্গা দিল কোনজন ।
উমাপদে হিতচিত রচিলা নতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

রাক্ষসে বানরে রণ, সচকিত দেবগণ,
ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে ।
চড় চাপড়ে (মায়ারূপী-অঃ) রণ, করয়ে বানরগণ,
রাম লক্ষ্মণ বান্ধে নাগপাশে ॥
জয় করি সংগ্রাম, ইন্দ্রজিত গেল ধাম,
মুক্ত রাম গরুড় স্মরণে ।
সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ, পাঠাইল বিরূপাক্ষ,
রাম তারে করিল নিধনে ॥
[আনিয়া আপন বাসে, মহোদর মোহ পাশে,
ত্রিশিরা অতিকা মহাবীর ।
ত্রিশিরায় অতিকায়, সমর করিতে ধায়,
দেখি রণে কেহ নহে স্থির ॥
একে একে করে রণ, পড়ে যত বীরগণ,
শুনিয়া রাক্ষস-অধিপতি ।
বাজে রণ-বাজনা, সহিত অনেক সেনা,
কেহ নাহি রামের সংহতি ॥
রাম তারে করি রাগ, মুকুট সহিত পাগ,
কাটে রাম অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ।
মনেতে পাইয়া লাজ, ভঙ্গ দিল রক্ষরাজ,
কুম্ভকর্ণে কৈল জাগরণে ॥
কুম্ভকর্ণ করে রণ, পড়িল বানরগণ,
রাম তারে করিল নিধন ।
ইন্দ্রজিত আইল রণে, পড়িল বানরগণে,
তবে তারে বধিল লক্ষ্মণ ॥ (অঃ)]

সেতুভঙ্গ-কথা

যেই হেতু সেতুভঙ্গ শুনিতে বড়ই রঙ্গ
অবধানে শুন কর্ণধার।
এই পথে যাত্যে রাম নিবেদন কৈল কাম
অঞ্জলি করিয়া পারাবার ॥

বিষম সমরে ধীর, সুগ্রীব অঙ্গদ বীর,
কুমুদ পনস হনুমান।
চড় চাপড়ে রণ, করয়ে বানরগণ,
যত সেনা ত্যজিল পরাণ ॥
সকল বিনাশ দেখি, দশানন হৈল দুখী,
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
রাবণে বিধাতা বাম, প্রথম সমরে রাম,
মুকুট কাটিল চন্দ্রবাণে ॥
সুমিত্রানন্দন-বাণে, ইন্দ্রজিত পড়ে রণে,
পরাভব চিন্তিল রাবণ।
কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল, রাম-বাণে সেহ মৈল,
দশানন কৈল বহু রণ ॥
রামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান,
সেই রথে সারথি মাতলি।
চঢ়ি রাম সেই যানে, যুঝে রাবণের সনে,
দেখি দেবগণ কুতূহলী ॥
বাণে মহামন্ত্র পঢ়ি, ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়ি,
মাইল বাণ রাবণের বুকে।
রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলি যেমন ঝড়ে,
শোণিত নিকলে দশ মুখে ॥
রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে,
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
পেয়ে শুভক্ষণ বেলা, চঢ়িয়া পাটের দোলা,
সীতা আইল রাম সন্নিধানে ॥

শুন রাম কমললোচন।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ সাধিলে আপন কাজ
না ঘুচিল আমার বন্ধন॥
রাবণ তোমার অরি আমি নাই দোষ করি
পরদোষে দণ্ড হৈল মোরে।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাই আমি
বান্ধা গেনু যেন খণ্ড চোরে॥
আমা লংহে হনুমান সহিলাম অপমান
কেবল তোমার উপরোধ।
মোর যত উপবন লুটি কৈল কপিগণ
তথাপিহ না করিল ক্রোধ॥

[সীতার বদন দেখি, প্রভু রাম হৈল সুখী,
করাইল পরীক্ষা দহনে।
সীতার পরীক্ষা দেখি, দেবগণ হৈল দুখী,
সবে আইল রাম দরশনে॥
হৈল রাম দরশন, দেখি ভাই দুই জন,
দোঁহে কৈল চরণ বন্দন।
লক্ষ্মণ বীর করি সাথে, চলিলেন রঘুনাথে,
সমুদ্র করিল নিবেদন॥ (অঃ)]
সীতার বদন দেখি, প্রভু রাম হৈল দুখী (সুখী—অঃ),
করাইল পরীক্ষা দহনে।
(পুনর্রপি দেশেরে গমন :—অঃ)
বধিয়া রাক্ষসনাথে, দেশেরে যাইতে পথে,
সমুদ্র করিল নিবেদনে॥
শুনি সেতু পরবন্ধ, কর্ণধারে লাগে ধন্ধ,
সেতুভঙ্গ কৈল কোন্ জন।
মনের সন্দেহ নাশে, সাধু কহে প্রিয়ভাষে,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)

আমি চিরকাল বর্ত্তি সগর রাজার কীর্ত্তি
তুমি হে সগর-বংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ নিজ কীর্ত্তি কৈলে লোপ
শৃগালেতে লংঘিবে সাগর॥
তুমি করি দিলে গণ পার হৈল রাক্ষসগণ
জলপথ * হবে প্রেতপুর।
ধর্ম্মপথে দিয়া মতি রাখহ আপন কীর্ত্তি
আমার বন্ধন করহ দূর॥
সমুদ্র-বচন শুনি রঘুনাথ মনে গণি †
আজ্ঞা দিল সুমিত্রা-নন্দনে।
লক্ষ্মণ ধনুক-হুলে সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা ফেলে ‡
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ধনপতির কালীদহ-গমন §

বামদিগে রহে দ্বীপ আবর্ত্তন নাম।
মকরদ্বীপেতে সাধু করিলা বিশ্রাম॥
চান্দড় ইসরমুল নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে গেল সাধু সাপদহ রায়্যা॥

* জনপদ (অঃ ; বঃ)
† সমুদ্রের শুনি কথা শ্রীরামের লাগিল ব্যথা (অঃ; বঃ)
‡ সেতু ভাঙ্গিল হেলে (অঃ), সেতু ভঙ্গ কৈল হেলে (বঃ)।
§ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর॥

মলয়জ দ্বীপখান থুয়্যা বাম ভিত।
জোঁখদহে সদাগর হৈল উপনীত॥
লহ লহ করে জোঁখ যেন করিকর।
চুণ ফেলাইয়া দিল জলের উপর॥
পঞ্চজন্য দ্বীপখান কৈল সাধু বাম।
শঙ্খদহে দিন দুই করিলা বিশ্রাম॥

চিলকা চুলির ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা বাণপুর বাম দিকে থুয়্যা॥
ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদেব ডরে॥
চিঙ্গড়িয়া দহে সাধু দিল দরশন।
গোঁফ উভ কৈল যেন নলখড়ির বন॥
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
মধ্য গাঙ্গে দেখি কেন নলখড়ির বন॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধিতে আগলী।
সেই দহে ফেল্যা দিল গুড় চাউলী॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চালাইয়া॥
নৌকার পাশে কেরোয়ালের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তার বুহিত রহায়॥
আমার দেশের কাঁকড়া রাড় চোয়াড়ে খায়।
এ দেশের কাঁকড়া ভাই বুহিত রহায়॥
বড়ই সেয়ান সব উত্তর‍্যা বাঙ্গাল।
নৌকায় পড়িয়া ডাকে যেমন শৃগাল॥
শৃগালের বোল তারা জলে হৈতে শুনে।
অমনি প্রবেশ কৈল পাতাল ভুবনে॥
বাবুই ঈষার মূল নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সাপদহ দিয়া॥

নায়্যা-পাইক-কোলাহলে হল্য গণ্ডগোল
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল ॥
নিরবধি চলে সাধু তিলেক না রহে।
উত্তরিলা সদাগর শ্রীকালীদহে ॥

সর্পদহ সদাগর কার তেয়াগন।
কুম্ভীরিয়া দহে সাধু দিল দরশন ॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের বৃক্ষ যেন ভাসিয়া বেড়ায় ॥
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই।
এমন বিষম দহ কেমনে এড়াই ॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির সাগর।
সেই দহে ফেল্য দিল পোড়ায়ে গাড়র ॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কড়িয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
পুটি মৎস্য সম কড়ি সঘনে লাফায় ॥
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মন কর পুটি মৎস্য খাই ॥
কর্ণধার বলে সাধু জনমের চাসা।
কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা ॥
জুয়ার ভাটা বুঝিয়া লোহার বাড় দিল।
পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল
কুলেতে কুড়িয়া খাত রসদ করিল।
রাম-কলার গাছ পুতে নিশানি থুইল ॥
শঙ্খদহে তবে ডিঙ্গা দিল দরশন।
রোহিত মৎস্য হেন শঙ্খ লাফায় তখন ॥
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মন কর রোহিত মৎস্য খাই ॥
তুমি নাহি জান সাধু সমুদ্রের মূল।
ইহাকে বলিয়ে সাধু সমুদ্রের কূল ॥

পদ্মাবতী সনে চণ্ডী করিয়া যুকতি।
কালীদহে মায়া পাতিলেন ভগবতী॥
আপনি হইলা মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টী যোগিনী হৈলা কমলের পাতা॥

সেই দহ সদাগর তুরিতে বাহিয়া।
হাথিয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥
হাথিয়া দহের কিছু শুনিবে কাহিনী।
যাহার নাম্বতে আছে যোজনেক পানী॥
তাহার উপর পথ গরু মানুষ বুলে।
দহেতে ঠেকিয়া তবে নৌকা নাহি চলে॥
খরশান কাতিখান নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু হাথিয়া দহ দিয়া॥
বুদ্ধিবলে সাধু হাথ্যাদহ হৈল পার।
দক্ষিণে সুমেরু-শৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার॥
মোহানে সীতাখালী প্রবেশে হাড়খাল।
বাম দিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
সেতুবন্ধ সদাগব পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া॥
চন্দ্রকুট পর্ব্বতখান যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
পর্ব্বত সমান ঢেউ বহে সপ্ত তাল।
দূর হৈতে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল॥
অলঙ্ঘ্য সাগর, ডানি বামে নাহি স্থল
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল॥
রাত্রি দিন চলে সাধু তিলেক নাহি রহে
উপনীত ধনপতি হৈলা কালীদহে॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
সদাগরে বিড়ম্বিতে পাতিলেন মায়া॥
আপনি করিলা মায়া হবের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈলা কমলের পাতা॥

অমলা কমল হৈল পদ্ম করিবর।
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর॥
পুষ্পের ধনুকে মাতা পূরিয়া সন্ধান।
মহেশের হৃদয়ে মারিলা পঞ্চবাণ॥
মোহ গেলা ধনপতি নায়ের উপর।
চেতন করাল্য তারে গাঠ্যার গাবর॥
রাজসুপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যাকে ধরিয়া নিলে রাখে কোন জনে॥
কাণ্ডার বুলন বলে শুন সদাগর।
কোথা না দেখিলে তুমি কামিনী কুঞ্জর॥
বড়ই দুরন্ত হে নৃপতি শালবান।
ধন বৃত্তি লবে আর বধিবে পরাণ॥
ধনপতি বিনে নাই দেখে অন্যজন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অমলা হইলা কমল পদ্মা করিবর।
হাসিয়া বসিলা শতদলের উপর॥
পুষ্পের ধনুকে মাতা পূরিয়া সন্ধান।
ধনপতি-হৃদয়ে মারিল পঞ্চবাণ॥
মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর।
চেতন করাইল তারে নায়ের গাবর॥
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যা ধর্য্যা নিলে বা রাখয়ে কোন জনে॥
কাণ্ডার বোলয়ে রে অবোধ সদাগর।
কোথা বা দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জর॥
বড়ই দুরন্ত এই রাজা শালবান।
ধনপতি বলে ভাই কর অবধান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ; অঃ)

কমলে কামিনী দর্শন।

ধনপতি বলে ভায়্যা শুন রে সকল নায়্যা
রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান।
দেখি লখি শতদল অতি পরিমিত জল
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গাখান॥
* মনোহর কমল-উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিবপূজা
কিবা পূজা করে ভগবান্॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদল বিকশিত
কুমুদ কল্লার কোকনদ।
হেন মোর লয় জ্ঞান দেবতার উদ্যান
দেখি বহু কুমুদ-সম্পদ॥
নাই জানি কিবা হেতু এককালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গেতে মকরকেতু বরিষা শরৎ ঋতু
বিরহিজনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বিন্ধিয়াছে † সারস সারসী নাচে
উড়্যা বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
ডাহুকা ডাহুকি ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ যামি তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥

* শুন কর্ণধার ভায়া দেখ রে সকল নায়্যা (অঃ)
গভীর দেখিয়ে জল, তাহে নানা উতপল (বঃ)
† বিন্ধি যাছে (অঃ; বঃ)

হেন মোর নহে * মতি বিধাতার আকৃতি †
অপরূপ দেখি কালিদহে।
কমলে কুমুদ ফুটে কার কান্তি নাই টুটে
চিত্র গন্ধ লয়্যা বায়ু বহে॥ ‡
দেখিয়া কমল-শোভা সাধুর বাড়িল লোভা
শঙ্কর পূজিবে শতদলে।
কমলে কামিনী দেখি সুখে সাধু মুদে আঁখি
কুমকুম নিকলে পরিমলে॥ §
পুন সাধু মেলে আঁখি নবদলে শশীমুখী
উগারি গিলয়ে করিবরে।
পূর্ব্ব তপের ফলে ধনপতি দেখে জলে
দেখ ভাই গাঁঠ্যার গাবরে॥
সাধুর বচন শুনি কর্ণধার বলে বাণী
তুমি ধন্য দিবা সুগেয়ান।
সকল বিদ্যার বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান॥
দেখি সাধু শশীমুখী কর্ণধারে করে সাক্ষী
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্ম শশীমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ¶

* লয় (অঃ; বঃ) † নহে কীর্ত্তি (অঃ; বঃ)

‡ কি আশ্চর্য্য কালীদহে স্রোতে বৃক্ষ নাহি রহে
দেখিয়া আমার বপু কম্পে।
গো-গজ-বাহন অরি তার পৃষ্ঠে ভর করি
শতদলে ফিরে লম্ফে লম্ফে॥ (অঃ; বঃ)

§ কুসমনিকরোপরি পড়ে। (অঃ; বঃ)

¶ পাঠান্তর :—

ধনপতির সিংহল গমন

কর্ণধার ভাই কালে বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সভে হয়্যা সাক্ষী

কমলে কামিনী বর্ণন।

অপরূপ দেখ আর, ওহে ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে,
উগারিয়া করয়ে সংহার॥
কনক-কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনসুন্দরী কলাবতী॥
সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজহংসরব জিনি, চরণে নূপুরধ্বনি,
দশ নখে দশ চাঁদ ভাসে।
কোকনদ-দর্প-হরে, বেষ্টিত-যাবক করে,
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
অধর বিম্বক-বন্ধু, বদন শারদ-ইন্দু,
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর-ফোঁটা,
তনুরুচি ভুবনমোহন॥
রামা অতি কৃশোদরী, ভার দুই কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্বদেশ তার।
বদন ঈষৎ মিলে, কুঞ্জর উগারি গিলে,
জাগরণে স্বপন-প্রকার॥
রামার ঈষৎ হাসে, গগনমণ্ডল রসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলী।
বদন-কমলগন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি॥

প্রমাণিল যোজন পঞ্চাশ বহে জল ।*
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥
পবন জিনিয়া অতি বেগে বহে নীর ।
কেমনে অবলায়ে কমলে হল্যা স্থির ॥
কমলিনী নাহি সহে প্লবঙ্গম † ভর ।
তরঙ্গ-হিল্লোলে রামা করে থরথর ॥
নিবসে পদ্মিনী তথা ধরিয়া কুঞ্জর ।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥
হেলায় কামিনী উগারয়ে যূথনাথে ।
পালাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাথে ॥
পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস ।
দেখিয়া আমার মনে লাগয়ে তরাস ॥
পুরুষ দেখিয়া কন্যা নাহি বাসে লাজ ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥
খদির-তাম্বুল-রঙ্গ ওষ্ঠ নাই ছাড়ে ।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে ॥

(দুই করে শোভে শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক,
মণিময় মুকুটমণ্ডন ।
হাসিতে বিজুলী খেলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে,
তনুরুচি ভুবনমোহন ॥)
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাখী,
কর্ণধার করে নিবেদন ।
কন্যা পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (অঃ ; বঃ)

* প্রামাণিক যোজন গম্ভীর বহে জল । (অঃ ; বঃ)

† তরঙ্গম (অঃ) ; তরঙ্গের (বঃ)

রাজার সভায় বস্যে যত বুধগণ।
অবশ্য জানিবে তারা এ সব কারণ ॥
অগাধ সলিলে বস্যে বিচিত্র কানন।
পঞ্চমেলি গায়ে * অলি নাচে পিকগণ ॥
ক্ষণে বস্যে ক্ষণে উড়ে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর লতাতরু † কলেবর ॥
বিকসিত কুন্দবন কুসুম মালতা।
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে জাতি জুতি ॥
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ সুকুসুম ফুটে ববজ ‡ রাঙ্গন ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর ॥
বেলন ¶ পাটের থোপ মুকুতার মাল।
বিচিত্র বিনোদ তাহে সুবর্ণ প্রবাল ॥
তার মাঝে বিকসিত কমল-কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥
উগারিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে ||।
ঈষত হাসিয়া পুন চৌদিগ নেহালে ॥ §
রবাব খমখ ডম্ফ করয়ে বাজন।
সঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥

* পঞ্চম গায়েন (বঃ) ; পঞ্চম গায়ে ত (অঃ)
† চারু (অঃ)
‡ বকুল (অঃ ; বঃ) ¶ বিনান (অঃ) || অবহেলে (অঃ
§ অতিরিক্ত :—
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে বাহু তুলি।
পঞ্চম গায়ে ত মত্ত আলিপাতি মিলি ॥ (অঃ)
পঞ্চম গায়ে অলি রাগ-রাগিণী মেলি ॥ (বঃ)

কিবা ঊষা কিবা উমা কিবা অরুন্ধতী
ভবানী ভাবিনী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ডাকিনী হাকিনী কিবা মোহিনী যোগিনী
কাঙুরের কামিখ্যা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি কিবা মোরে বিধি বিড়ম্বিত ॥
যে কালে হইলা প্রভু যশোদা-নন্দন।
বাল্যখেলা করি কৈলা মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে বলিলা বচন।
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী ॥
সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিলা সকল ॥
তেন মতে ছলে মোরে কেমন দেবতা।
নহে কি মানুষী হয়্যা গিলে গজ-মাথা ॥
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা লখি সদাগর।
কেহ নাহি দেখে আর নায়ের নফর ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর ॥
অজয় বিজয় দিয়া * করিলা গমন।
রত্নমালার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
গোঁজে বান্ধ্যা রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে ॥

---

* জল বিসর্জ্জিয়া সাধু (অঃ ; বঃ)

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ +

কোটালের সহিত ধনপতির দ্বন্দ্ব।

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্র চমকিত হৈলা নৃপমণি ॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
সত্বর কোটাল আসি দিলা দরশন ॥

+ ইহার পর নিম্নলিখিত বিষয়টি মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়:—

সিংহলে ত্রাস।

কূলে উঠ্যা নায়্যা পাইট বাজায় বাজনা,
সিংহল নগরে, সফরে সফরে
চমকিত সর্ব্বজন।
ঘন বাজে দামামা চমকিত সর্ব্ব গা
তবকী তবকে রোল।
পাইক দেই উড়াপাক ঘন বাজে বীরঢাক
কেহ কার না শুনে বোল ॥
বরঙ্গ ভেরী দোসরী মহুরী
ঘন বাজে বীরকালী।
শিঙ্গা আর কাড়া ঘন পড়ে সাড়া
কাণে লাগিল তালি ॥
ডিণ্ডিম ডম্বুর পূরয়ে অম্বর
ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে সানা রণজয় বেণী
সিংহলে উপজিল কম্প ॥
খেলে পাইক বাঙ্গালী খাণ্ডা ফণা বিজুলী
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।
মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া
কেহ ধায় ফিরায়ে নেজা ॥

আসিয়া কোটাল নৃপে নোঙাইল মাথা
রোষযুত নরপতি কহে তারে কথা ॥
লুট্যা দেশ খাসি বেটা দেশের বিধাতা।
ভাল মন্দ নাই কহ দেশের বারতা ॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বার্ত্তা জানি শীঘ্র আসি কর নিবেদন ॥
ঘরদল হয়ে যদি মার‍্যা কর দূর।
বৈদেশিক হইলে আনিবে মোর পুর ॥
যদি বৈদেশিক হয় আন্য মোর ঠাঁই।
মার‍্যা দূর কর যদি না মানে দোহাই ॥
ঘর-দল পর-দল নাহি জানি তোমা।
প্রবেশিয়া রাজপুর কেন বাজাও দামা
ঘরদল নহি আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি আস্যাছি সিংহল ॥

পাইকের কলকল ভরিল সিংহল
শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান।
সুভট্ট ভয়ঙ্করী সঘনে সুছন্দরী
গগনে হানে শিখি বাণ ॥
টাঙ্গায়্যা তাম্বুঘর বসিলা সদাগর
পরিসর নদীর কূলে।
দামা সানী দাফে সিংহল কাঁপে
পরিজন রহে তরুমূলে ॥
মধ্যাহ্ন-দিনকৃতি করিল ধনপতি
শুনয়ে আগম পুরাণ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর মোর কাম ॥ (বঃ ; অঃ)

* ঘরদল হয় যদি আন্যো (আনিহ—অঃ) মোর পুর।
পরদল যদি হয় মার‍্যা (মারি—অঃ) কর দূর ॥ (বঃ ; অঃ)

রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই॥
সিংহলে রহিবে যদি যাহ রাজধাম।
রাজস্থানে যাহ মোরে দিয়া ত ইলাম।
মোর শিরে দায় লাগে হল্যে ডাকাচুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাহি আমার দিগারি॥
তোর দেশে আস্যে আমি নাই খাই জল।
কিসের কারণে চক্ষু করিস পাকল॥
সাধু নহ ভণ্ড বেটা মিছা তোর ভরা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিবি পারা॥
প্রীতিবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
শিব বন্দ্যা চলে সাধু রাজার দুয়ার॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ভেট লয়্যা চলে পিছে শত শত জন॥
দোলার উপর সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য ভেট লয়্যা করিলা গমন।
আগে পিছে পাকি ধায় শত শত জন॥
রাজার সভায় গিয়া হল্যা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥
বামদিকে এড়ে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় চাহেন নৃপতি মহারাজ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ *

---

* অতিরিক্ত :—

ধনপতির রাজদর্শন।

নিজগণ সঙ্গে যুক্তি করি সাধু ধনপতি,
সভা সনে করিয়া মন্ত্রণা।

রাজ-সমীপে ধনপতির পরিচয় দান।

কর অবগতি শুন নরপতি
গৌড় দেশে মোর ঘর।
বিক্রমকেশরী সাজি সাত তরী
পাঠাল্যা এই সফর॥
গন্ধবাণ্যা জাতি উজোবনি স্থিতি
দত্তকুলে উতপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসিলাম ধনপতি॥

আনন্দিত সদাগর, ভেটিব সিংহলেশ্বর
ভেট-দ্রব্য করে সংযোজনা॥
কলা নিল মর্ত্তমান, রসাল গুবাক পাণ,
আম্র পনস নারিকেল।
শালিতণ্ডুল গাছ বাঁধি, ফুল মধু বাস দধি,
খাসা চিনী লাড়ু গঙ্গাজল॥
বারমেসে পাকা তাল, কুল করঞ্জী কামরাল,
পিণ্ডখাজুর দেখিতে সুসার।
রাজহংস পূরি খাঁচা জোড় ঘুঘু পায়রার ছা,
হরিণ লইল কালসার॥
চামঠুলি ঢাকি আঁখি, লইলা সঞ্চান পাখী,
সিংহ ব্যাঘ্র শিকারী কুকুর।
নিল যুঝারিয়া ভেড়া, জিনের সহিত ঘোড়া
পৃথিবীতে নাহি পড়ে খুর॥
শিখিপুচ্ছ-বিরচিত, মণিমুক্তায় উপনীত,
আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ডাটি।
এক শত পঞ্চাশ, ভোট কম্বল গড়াবাস,
ময়ুর-পাখার গঙ্গাজলী পাটী॥

চামর চন্দন শঙ্খ আদি ধন
নাহিক রাজভাণ্ডারে।
রাজ-আজ্ঞা পায়্যা আলুঁ সিন্ধু বায়্যা
তোমার এই সফরে॥
রাজা মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম।
প্রতাপেতে যম* মল্লে যেন ভীম
চোর খণ্ড সভে বাম॥
পণ্ডিত সৎকবি তেজে যেন রবি
নারদ সমান গানে।
সুমতি সুস্থির সত্যে যুধিষ্ঠির
সুরতরু সম দানে॥+

আগে পাছে ধায় ভার, লোকে সব চমৎকার,
চায়্যা রহে পাটনের লোকে।
সদাগর পাছে নড়ে, হাঁচি জ্যেঠী বাধা পড়ে,
দুঃখ পাবে বিধির বিপাকে॥
তাড় বালা কাণে সোনা, ধায় কত শত জনা,
আগে পাছে পাইক সব ধায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়॥ (বঃ; অঃ)

* প্রতাপে নিঃসীম (বঃ)

+ অতিরিক্ত :—

প্রসাদে শঙ্কর দণ্ডে দণ্ডধর,
ধনে কুবের সমান।
সমরে সাহসী রূপে যেন শশী
রাম সম দয়াবান।
পবিত্র নির্ম্মল যেন গঙ্গাজল
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান।
পুরাণ ভারত শুনে অবিরত
দ্বিজে দেই হেম দান। (বঃ)

বিদ্যায় বিশারদ সত্যের সামন্ত*
অশ্বের শিক্ষায় নল।
সর্ব্বজন সুখী নাই রঙ্ক দুখী
রাত্র দিন কোলাহল ॥†
সাধুর ভারতী শুনি নরপতি
দ্রব্যের জিজ্ঞাসে কথা।
রচিয়া সুছন্দ গাইলা মুকুন্দ
অম্বিকামঙ্গল গাথা ॥

সিংহলে ধনপতির প্রয়োজন

বদলাশে নানাধন আন্যাছি সিংহলে।
যে দিলে যে হয় তাহা শুনহ কুতূহলে ॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুঁটের বদলে ডঙ্ক‡ ॥
পিরঙ্গ § বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥
সিন্দূর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশণ বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা ॥
লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি¶ বদলে জিরা।
আতঙ্গ ‖ বদলে মাতঙ্গ ** দিবে হরিতাল বদলে হীরা ॥

* অতুল-সম্পদ (বঃ)

† বাক্যে নাহি তার ছল (বঃ)

‡ টঙ্ক (বঃ) § প্লবঙ্গ (বঃ) ¶ শুলফাব (বঃ

‖ আকন্দ (বঃ) ** মাকন্দ (বঃ)

চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।
শুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥
মাস মুসরী তণ্ডুল বদরী বরবটী বাটলা চিনা।
বলদশকটে তেল ঘি পূরি ঘটে দ্রব্য আন্যাছি কিনা ॥*
জগদবতংসে পালধিবংশে নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন অভয়া পূর তার কাম।

অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতের কথা।

বদলের সঞ্জ রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যভার ॥
সাধুকে তুষিলা রাজা কুসুমণ† চন্দনে।
বিদায় করিলা তারে রন্ধন ভোজনে ॥
অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত।
রাজার সভায় আসি হল্যা উপনীত ॥ ‡
চারিদিগে দেখিয়ে ভেটের আয়োজন।
সহাস বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন ॥

* অতিরিক্ত :—
গোধূম যব খুড়িয়া গম তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া বহুতর পূর্য্যাছি মধুকর লবণের পাতিয়া গোলা ॥ (বঃ)

† ভূষণ (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিল্যা কষণে।
হাস-পরিহাস-কথা কন কুতূহলে ॥ (অঃ ; বঃ)

আজি ভেটের আয়োজন দেখি চারিভিতে
মনোহর নানাদ্রব্য আল্য কোথা হৈতে ॥
গৌড় হৈতে আইল সাধু নামে ধনপতি।
এই দ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি ॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অভিরোষে।
ব্রাহ্মণে বসত কেন করে এই দেশে ॥
বিধি-ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন।
কার্য্য-কারণের বেলা হই উদাসীন ॥
পঞ্চ পাত্র মিত্র রাজা মাথা কৈলা হেট।
আমি সভে বঞ্চিত সভার কোলে ভেট ॥
ইহা বলি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি।
নিরস্ত করিলা পাত্র তার পায়ে পড়ি ॥
নৃপতি-আদেশ তথা কালুদত্ত পায়।
পুনর্ব্বার আনে সাধো রাজার সভায় ॥
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আল্যা কহ সাধু কথা ॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কমলে কামিনীর কথা।

রাজার আদেশ পায়্যা সঙ্গে সাত তরী লয়্যা
নদনদী সিন্ধু মহারয়।
অবধান কর ভূপ যে দেখিল অপরূপ
কহিতে হৃদয়ে লাগে ভয়।
সঙ্গে সাত তরী লয়্যা আইলাম অজয় বায়্যা
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।

ধৌত-হরিপদদ্বন্দ্বা বাহিল অলকনন্দা
আনন্দে আইল গীত নাটে ॥
ডানি বামে যত গ্রাম তার কত লব নাম
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে ।
প্রভাতে করিয়া স্নান যথাবিধি দিয়া দান
ঘটে পূর্য্যা নিল গঙ্গা-নীরে ॥
মগরায় ঝড়বৃষ্টি শিব দিলা কৃপাদৃষ্টি
ভাগ্যে এড়াইল মধুকর ।
মগরা করিল বল ছয় ডিঙ্গা হল্য তল
প্রাণ রক্ষা করিলা শঙ্কর ॥
জাহ্নবী-সাগর-সঙ্গ পর্ব্বত সম তরঙ্গ
বাহিলাম প্রাণ করি হাতে ।
ডানিভাগে নীলগিরি সিন্ধুকূলে অবতরি
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে ॥
কেবল দুষ্টের পথ বাহিলাম নানামত
উপনীত হইল সিংহলে ।
সুধন্য সিংহল দেশ কালিদহে পরবেশ
শশীমুখী দেখিল কমলে ॥
সেই কালিদহ-জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা ।
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশীমুখী খঞ্জন-লোচনা ॥
সাধুর বচন শুনি রোষ-যুত নৃপমণি
চান মহাপাত্রের বদন ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালী রচন ॥

ধনপতির সহিত শালবানের কথোপকথন।

সাধুর বচন শুনি শালবান হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে॥
বিদেশে আসিয়া সাধু পাইল তরাস।
কি ভাগ্যে সাধুর ডিঙ্গা না কৈল গরাস॥
সাধু বলে স্থানগুণে করহ বিড়ম্ব*।
গজকন্যা বান্ধ্যা আনি করহ বিলম্ব॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমল কুমুদে পারি ছাওাইতে ঘর॥
আনিতাম বান্ধি করী কমল কামিনী।
করিল তোমারে ভয় শুন নৃপমণি॥
রাজসভার যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে ইহার হয় দণ্ড॥
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালী-বলে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল কালিদহ-জলে॥
যদি মিথ্যা হয় তবে লুট্য সব ধন।
কারাগারে রব বার বৎসর বন্ধন॥
রাজা বলে সত্য হয় তোমার বচন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন॥
রাজা সাধু মেলি কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসী পত্রে লিখন করিল সভাজন॥

* উপালম্ভ (অঃ ; বঃ

বান্ধব সহিত রাজা সাজি কুতূহলে।
সসৈন্যে চলিলা সভে কালীদহ-জলে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ *

ধনপতির বন্ধন।

আনিয়া নায়ের দড়া সাধ্যে বান্ধে পিছমোড়া
কোটালে গছায় নরবর।
তেজী দণ্ড কেরুয়ালে ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে
নায়্যা পাকি পরাণে কাতর ॥

* অতিরিক্ত :—

কালীদহ দর্শনার্থ সজ্জা।

অপরূপ কথা শুনি, শালবান্ নৃপমণি,
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে, কুঞ্জর উগারি গ্রাসে,
শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজনা ॥
শিঙ্গা শঙ্খ হৈল রোল, সঙ্খ্যা নাহি ঢাক ঢোল,
কাড়া মৃদঙ্গ করতালে।
ডম্ফ মহুরী বাজে, বীর কালু তাহে সাজে,
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশালে ॥
গজ-পৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা,
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর-ছটা, উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা,
গণ্ডস্থলে সিন্দূর মণ্ডন ॥
করি-পৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি,
চারিদিকে পাত্রের (ভূঞার—অঃ) পয়াণ।
যবন কিরাত শক (শেখ—অঃ), আগুদলে উজবক,
খোরাসানি মঙ্গল পাঠান ॥

বাজে মহল হৈলা ডিঙ্গা সঘনে বাজায় শিঙ্গা
রণভেরী দুন্দুভি বাজন।
রাজায় প্রধানে দেখে ভাণ্ডারে কায়স্থ লিখে
বলদ-শকটে বাহে ধন ॥
যে জন পলায়্যা যায় তাঁড়াতাড়ি ধরে তায়
বলে লয় ভূষণ চন্দন।
ধরিয়া সাধুর সাথি বিরূপ করিয়া তথি
যত পায় তত লয় ধন ॥

আপনার নিজ দল, মাতঙ্গ মল্লের বল,
ভুঞা রাজা করিল পয়াণ।
লইয়া আপন সেনা, আগুদলে খানখানা,
ঘন শিঙ্গা ঠমক নিশান ॥
সাজ বলি পড়ে রা (দামা—অঃ), সাজিল রাজার মা,
কালীদহে দেখিতে কমল।
দাস-দাসীগণ সঙ্গে, চলিলা পরম রঙ্গে,
মনে মহা হয়্যা কুতূহল ॥
(দাসদাসী সঙ্গে যায়, পাটের পাছড়া গায়,
অন্তঃপুরে সাজিল সকল ॥—অঃ)
সঙ্গে নবলক্ষ দলে, উত্তরিল নদীকূলে,
নাইয়া যোগায় নৌকাচয়।
নৃপতি চড়িয়া নায়, কমল দেখিতে যায়,
উত্তরিল শ্রীকালীদয় ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (বঃ)

শালবানের ক্রোধ।

কালীদহে উপনীত হৈলা নরপতি।
পঞ্চপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি ॥

কাণ্ডার বাঙ্গাল কান্দে কেশপাশ নাই বান্ধে
ঘন দেই রাজার দোহাই।
বিষাদিত মনোদুঃখে ঊর্দ্ধ বাহু করি ডাকে
নেহাতি করিতে কেহ নাই॥

ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবর।
দেখাহ কমলে কোথা কামিনী কুঞ্জর॥
হাসিয়া সিদ্ধান্ত কহে সাধু ধনপতি।
ধর্ম্ম-অবতার তুমি রাজা মহামতি॥
দেখিলুঁ যতেক আমি এক মিথ্যা নয়।
আছিল কমল যত ঝাঁপিল তব নায়॥
জোয়ারে লেউক ভাটি টুট্যা যাকু জল।
দিন দুই তিন থাক দেখাব কমল॥
যতেক দেখিলু আমি এক নহে আন।
কাণ্ডার আমার সঙ্গে আছয়ে প্রমাণ॥
এত শুনি ক্রোধী হৈলা সাধুর বচনে।
অম্বিকা-মঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

ধনপতির মিনতি।

রায় অকারণে কর তুমি রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা কি বুঝাব আমি,
এ সাধু জনের নাহি দোষ।
দেখিতে অলপ কাজ, আপনি সিংহলরাজ,
সাজি আইলা নবলক্ষ দলে॥
শশিমুখী লাজ-ভয়ে, গেল ছাড়ি কালীদয়ে,
গজ প্রবেশিল বনতলে॥
কেরোয়ালের টানাটানি, তল হৈল উর্দ্ধপানি,
ছিঁড়িল সকল ডাটি লতা।
বিষম জলের ব্যয় (রয়—অঃ), তৃণ দুইখান হয়,
ভাসি গেল ডাটি লতা পাতা॥

বুলিয়া কাণ্ডার-ঘরে লয়্যা যায় সদাগরে
পোতামাঝি ঘন মারে ঢাকা।
হাড়ি পদে পরবেশ মুড়ায় মাথার কেশ
বন্ধুজন সনে নাই দেখা ॥

তোমার মাতঙ্গ-বল, আচ্ছাদন কৈল জল,
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজবল নবলক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ,
আমারে না বল রাজা ভণ্ডে ॥
ছিল পঙ্কে সরসিজ, সরসিজ খাইল গজ,
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি বৈদেশিক সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু,
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে ॥
সিংহলের যত পক্ষী, সকল তোমায় সাক্ষী,
মোর সবে জনা দুই চারি।
শিখী তৃণে বিসম্বাদ, হৈল বড় পরমাদ,
শুন অকিঞ্চনের গোহারি ॥
সাধুর বচন শুনি, মহারাজ মনে গুণি,
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ (অঃ ; বঃ)

কর্ণধার-মুখে অপ্রমাণ।

আইস রে কাণ্ডার সত্য বোলহ আমারে।
তুমি কি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে ॥
সত্য বাক্যে স্বর্গ যায় মিথ্যায় নরক হয়।
হেন মিথ্যা হেতু ভাই করো্যা কিছু ভয় ॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধ'রে তিল কুশ ॥

আজ্ঞা দিল ক্ষিতিনাথ দিনেক অন্তর ভাত
দিহ মিথ্যাবাদী সদাগরে।
বন্দী কর অন্ধপাশে অন্য যেন নাই ভাষে
মিথ্যা জন সিংহল নগরে॥
বন্দীশয্যা হৈল ধুলা সহচরী চুলচুলা
উড়ু সনে হৈল তায় অরি।
দৈবগতি বিপরীত কানে মশা গায় গীত
চৌদিগে চূয়ার করকরি॥

সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বাণী।
কহিল পুরাণে শুন ব্যাস মহামুনি॥
সত্য বাণী সম ধর্ম্ম নাহিক ভুবনে।
অসত্য সমান পাপ না শুনি পুরাণে॥
অবনী বলেন আমি সভাকারে বহি।
যেই মিথ্যা বলে তার ভার নাহি সহি॥
জলেতে নামিয়া কহ পূর্ব্বমুখ হঞা।
একানৈ পুরুষ তোমার আছে দাঁড়াইয়া॥
মিথ্যা বাক্য বলিলে হইবে ফলাফল।
নরকস্থ হইবে যাবত দিবাকর॥
(তাবত নরকে যাবত চন্দ্র দিবাকর। —অঃ)
রাজার বচন শুনি কর্ণধার বলে।
আমি নাহি দেখি করী কামিনী কমলে॥
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধর্ম্মার্থকাহিনী।
আপন সাক্ষীতে সাধু হারিলে আপনি॥
সভা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগর।
রাজবাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ

ক্ষণে দুঃখ ভাবি নিন্দে ক্ষণে সদাগর কান্দে
নিশ্বাস ছাড়য়ে দাবানলে।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
অভয়ার চরণকমলে ॥ *

অতিরিক্ত :—

কারাগারে ধনপতি।

নৃপতি হুকুম যদি দিল নিশীশ্বরে।
ঢেকা মারি সদাগরে নিল কারাগারে ॥
নায়ের বাঙ্গাল কাঁদে গাঠ্যার গাবর।
আর না যাইব বাই উজানী নগর।
এক বাঙ্গাল কাঁদে বাফৈ বাফৈ।
যাড়য়ার পাকে হরবস ধন গেল অরে বাই
আর বাঙ্গাল কাঁদে তার চক্ষে পড়ে লো।
ভাঙ্গের ছাকনা গেল তারে বড় মো ॥
আর বাঙ্গাল কান্দে বাই বড় হৈল লাজ।
বিদেশে আসিয়া সাধু করিলে কি কাজ ॥
আর বাঙ্গাল বলে হের আইস বাই পো।
মাগু মরিবে আর না দেখিব পুনি পো ॥
এমতি বাঙ্গাল সব করয়ে রোদন।
সাধুকে করিল রাজা নিগড়-বন্ধন ॥
সওয়া ক্রোশ ঘরখান একটি দুআর।
দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার ॥
হেন ঘরে লয়ে গেল সাধু ধনপতি।
রাহুত মাহুত নিশাশ্বরের সংহতি ॥
বন্দী দেখি সদাগর বলে ভাই ভাই।
সুসারিয়া দেও মোরে একটুকি ঠাঁই ॥
গলায় জিঞ্জির দিল চরণে নিগড়।
বুকে তুলে দিল পাঁচ মাঙ্গের পাথর ॥

চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া পার্ব্বতী।
ধনপতির সিয়রে বসিলা ভগবতী ॥ *
এখনো যে ধনপতি ভজ মহামায়া।
সপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া ॥
একভাবে পূজা যদি কর ভগবতী।
নফর করায়্যা দিব সিংহল-নৃপতি ॥
তুল্যা দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়।
তথি ভরা দিবে সাধু যত ধন চায় ॥
এক ভাবে যদি বল ভবানী ভবানী।
কালীদহে দেখাইব কমল কামিনী ॥
বিবাদে মজালো সাত তরণীর ধন।
আমারে পূজিলে তোমা রাখিব এখন ॥
নিবুদ্ধি সাধুরে কত বুঝাব বিশেষ।
ধরাব ধবল ছাতা বাটা দিব দেশ ॥
স্বপ্ন দেখিয়া উঠে সাধু ধনপতি।
এখনো ডাকিনী মোরে দেখায় দুর্গতি ॥
লজ্জা পায়্যা মুখে বস্ত্র দিলেন ভবানী।
গেলা ব্রতদাসী যথা খুল্লনা বাণ্যানী ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
খুল্লনা লইয়া কিছু শুনিব সঙ্গীত ॥

জটে দড়ি দিয়া বান্ধে চালের উপরে।
নড়িতে চাহিলে তারে পোতামাঝি মারে ॥
বন্দী হইলা সাধু বণিক্-নন্দন।
কৈলাসে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ ॥ (বঃ)

* অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—
ব্রাহ্মণীর বেশে তার বসিল শিয়রে।
কৃপা করি স্বপন কহেন ধীরে ধীরে ॥

খুল্লনার সাধ ভক্ষণ।

বহিন সাধ খাইতে যায় মন।
কহ গো খণ্ডিয়া লাজ আনিব সাধের সাজ
ভাণ্ডারে নাহিক কোন ধন॥
সমর্পিয়া হাথে হাথ দূর গেল প্রাণনাথ
তোমারে আমার বড় ডর।
আসিবেন আজি কালি আস্থে পাছে দেন গালি
এই মোর ভাবনা অন্তর॥

ওহে সাধু ধনপতি পূজ মহামায়া।
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া॥
স্মরণ করহ যদি ভবানী ভবানী।
কালীদহে দেখাইব কমলে কামিনী॥
তুলি দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়।
ভরা দিয়া দিব ধন যত লাগে তায়॥
মণি মুক্তা প্রবাল পূরিয়া মধুকর।
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল-ঈশ্বর॥
তোরে আমি বলি সাধু করিয়া দঢ়ান।
চণ্ডী না পূজিলে তোর না হবে ছাড়ান॥
হাটে সুতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি।
সংক্ষেপে কহিলুঁ সাধু আর কব কি॥
এমন নিশির শেষে দেখিয়া স্বপন।
সম্ভ্রমে স্মরয়ে সাধু গজেন্দ্র-মোক্ষণ॥
যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥
জীবন ত্যজিব যদি নৃপ-কারাগারে।
ঠাকুর মহেশ বিনা না স্মরি কাহারে॥
হাসিতে লাগিল মাতা সেবকবৎসল।
দৃঢ় ভক্ত বটে ধনপতি সদাগর॥

প্রথম গর্ভের ভর * শুয়্যা থাক নিরন্তর
বদনে সদাই উঠে হাই।
দিনে দিনে বল টুটে সদাই নাকার উঠে
নাই জানি সত্য † পিত্য রাই॥
সঙ্গেতে দুবলা সখী তৈল বাটা আমলখি
স্নান করি আস্য নদীজলে।
বল হয় অন্নমূল কার বলে দিবে শূল
দিনে দিনে দেখি ক্ষীণ বলে॥
লহনার কথা শুনি খুল্লনা বলেন বাণী
আপনার শরীর-সন্ধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

বামপদে ঠেলিল পাষাণ জগদল।
বন্ধন উসাশ আর করিল সকল॥
বন্দী রহিল সাধু বণিক-নন্দন।
ভিক্ষা মাগিয়া বুলে কাণ্ডার বুলন॥
দূরে গেল দধি দুগ্ধ চাঁপা মর্ত্তমান।
ক্ষুধা পাইলে সদাগর চাউল চিবান॥
কোন দিনে মিলে লোণ কোন দিনে তেল।
অনুদিন সাধুর অন্তরে শোক-শেল॥
কারাগারে ধনপতি সিংহল পাটনে।
লহনা খুল্লনা নিয়া শুনিবে বচনে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ)

* গর্ভের দেখি যে ভর (অঃ; বঃ)
† কফ (বঃ)।

লহনার প্রতি খুল্লনার উক্তি।

দিদি গর্ভে হৈল সঙ্কট পরাণ।
মাতা পিতা দূরন্তর স্বামী গেলা দেশান্তর
তুমি ঘরে জীবন-নিদান॥
উদর হইল ভারি উঠ্যা দাণ্ডাইতে নারি
যদি উঠি ভূমি ধরি করে।
দশ বিশ যাই পা কাঁপয়ে সকল গা
বল কিছু নাহিক শরীরে।
উদরে হইল ব্যথা শুন দিদি দুখকথা
ওদন ব্যঞ্জন যেন বারি।
যদি পাই সাজ ঘোলে * বদরি শকুল-ঝোলে
তবে গ্রাস চারি খাত্যে পারি॥ †
পুড়িয়া রোহিত ঝস দিয়া তেঁতুলের রস
হিঙ জিরা বাসে সুবাসিত।
ভাজা চিথোলের কোল মাগুর মৎস্যের ঝোল
মান করি মরীচ ভূষিত॥
লতা নালিতার শাক কাঁজি দিয়া কর পাক
সতিনী সাঁতলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা।
সম্ভল লবণ তথি দিয়া হিঙ জিরা মেথি
বনি বল্যা যদি থাকে দয়া ‡॥

* মিঠাঘোল (অঃ; বঃ)

† গর্ভের দেখিয়া ভর মনে মোর লাগে ডর
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়ামাছে জামীরের রস। (অঃ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—নিধান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রান্ধা শাক।
যদি পাই কিছু পুপ, আমে মুসুরীর সূপ,
আমশীতে প্রাণ পাই রাখ॥

খুল্লনার কথা শুনি লহনা মনেতে গণি
খুল্লনা যখন যেবা চায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী যাহার সহায়॥ *

আমি যেন পাই সোণা, শকুল মাছের পোনা,
পোড়া কাসুন্দি দিয়া তাথ।
হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জী, উদর পূরিয়া ভুঞ্জি,
বন-শাকে বড়ই পিরীতি॥
কিবা নিশি কিবা দিসি, আপনি কলমে বসি,
যে বলান যেহ বা লেখান।
দামিন্যা-নগর-বাসী, সঙ্গীতে অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান। (অঃ ; বঃ)

* অতিরিক্ত :—

খুল্লনার মনের সাধ।

শুন দুয়া দাসী কহি লো তোরে।
তবে মোর মন কেমন করে॥
কহি নিজ সাধ শুন লো দাসি।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি॥
বাথুয়া-ঠনঠনি তেলেতে পাক।
ডাগ ডগি তোল ছোলার শাক॥
মীন চড়চড়ি কুসুম-বড়ি।
সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ি॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলি চিনি তাহে মিশায়ে খই॥
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়॥
কনক থালেতে ওদন শালি।
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি॥

হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায়।
চাকা চাকা মূলা বাগুন তায়॥
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা।
আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা॥
থোড় উড়ুম্বর ইচলী মাছে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥
হিয়া দগদগী অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক॥
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
খীর নারিকেল ছাঞির পিঠা॥
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাথা।
ঘন উঠে হাই কহিতে কথা॥
সখী সাথে যদি বাড়াই পা।
আলুইয়া পড়ে সকল গা॥
দুগ্ধে তিলের গুড়ি মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের যাউ॥
চিড়া পাকাকলা দুধের সর।
কহি দুয়া এই শুন গো আর॥
ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া।
করি আপনার সাধের চূড়া॥
পতি পরবাসে সতিনী ঘরে।
কে সাধিবে মান কহিব কারে॥
কি কহিব আর যে উঠে মনে।
শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত ভণে॥

সাধ-সংগ্রহ।

শাক তুলিবারে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি।
দোছটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী॥
নট্যা রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্ক নালিতা।
তিক্ত পলতার শাক কলতা পলতা॥

সাঁঙ্গতা বনতা বন-পুঁই ভদ্রপলা।
হিঞ্চলী কলমী শাক জাঙ্গি-ডাঁড়ি পলা॥
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মহুরা শুলফা ধন্যা ক্ষীরপাই বেতে॥
বাড়ি বাড়ি ফিরে তুয়া দিয়া বাহু নাড়া।
ডগি ডগি তোলে যত সরিষার খাড়া॥
রন্ধন করিতে লহনার কৈল ত্বরা।
ঘণ্টে পূরিয়া এড়ে মাটিয়া পাথরা॥
ঘৃতে জবজব কৈল নালিতার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিল দৃঢ় পাক॥
খণ্ডে মুগের সূপ উভাবে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা থালি তাহার উপরে॥
কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল।
রোহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল॥
বদরী শকুল মীন রসাল মুগুরী।
পণ দুই ভাজে রামা সরল সফরী॥
কতকগুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ীর বড়া।
কচি কচি গোটা কতক ভাজিল কুমুড়া॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)

পূর্ণ হইল দশ মাস ইন্দ্রসুতা গর্ভবাস
ভুঞ্জিল আপন কর্ম্মফলে।
প্রসূতি-মারুত নড়ে অনুক্ষণ ব্যথা পড়ে
লোটায় খুল্লনা মহীতলে॥
সখীস্কন্ধে দিয়া কর আসে যায় বারি-ঘর
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানি।
আনি কেহ প্রিয় সই মুখে তুলে দেয় খই
খুল্লনা লহনায় বলে

হইল উদর ভারী, বসিতে উঠিতে নারি
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁট সূচে যেন বিন্ধে পেট
দূর হৈল জীবনের আশ॥
সংশয় জীবনের আশা, হইল মরণ-দশা
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ।
শত শঙ্কা বলি আমি মোরে দয়া কর তুমি
জীবনে আমার নিদান॥
আমার বচন শুন পড়শী ডাকিয়া আন
যেবা জানে প্রসব-সন্ধান।
খুঁজিয়া নগরে জ্ঞানী কর গো ঔষধ পানী
খুল্লনার রাখহ পরাণ॥
খুল্লনার শুনি কথা লহনার লাগে ব্যথা
চলে বামা নগর ভিতর।
সেবকে সন্তাপখণ্ডী ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী
উরিলেন লহনা-গোচর॥
কি কব পুণ্যের লেখা লহনার সনে দেখা
পড়ে রামা ব্রাহ্মণী চরণে।
কৃপা করি ঠাকুরাণি যে জান ঔষধ পানী
খুল্লনার রাখহ জীবনে॥
জানি জিজ্ঞাসেন মাতা শুনহ প্রসব-কথা
কপটে মন্ত্রিত কৈকা জল।
কেবল পুণ্যের ফল, খুল্লনা পিয়েন জল
কুমার পড়িল মহীতল॥
রাত্রি দিন তুয়া সেবি রচিল নূতন কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥ (অঃ; বঃ)

শ্রীমন্তের জন্ম।

খুল্লনার দুঃখ দেখি আইলা সেই স্থানে। *
অভয়া উরিল আসি সাধুর ভবনে॥
খুল্লনা চিনিলা চণ্ডী আঁখির নিমিষে।
সূতিকা-ভবনে আইলা ব্রাহ্মণীর বেশে॥
লোটায়্যা ধরিল রামা চণ্ডীর চরণ।
তাঁর পদধূলি মাথে কৈল আরোপণ॥
কপট করিয়া চণ্ডী দিলেন ঔষধ।
চণ্ডীর ঔষধে তার খণ্ডিল বিপদ॥
চণ্ডী সোঙরিয়া রামা খায় ধর্ম্ম মূল। †
ভুবনে পড়িল তার গর্ভ ফল ফুল॥
ভুঙা ভুঙা বলি সুত পড়িলা ভূতলে।
দেখিবারে বন্ধুজন ধায় কুতূহলে॥
চালের ফেড়িয়া খড় জালিল আঁতড়ি।
গোমুণ্ড স্থাপিয়া দ্বারে পূজে ষষ্ঠী বুড়ি॥
হুলাহুলি দিয়া তারা মঙ্গলীল আই।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু কোলে কৈল দাই॥
তিন দিনে কৈল রামা সুপথ্য পাচন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* ইহার পূর্ব্বে এইরূপ পাঠ আছে :—
যে দিনে যেমন সাধ করিল খুল্লনা।
সেই দিনে সেই সাধ ভুঞ্জায় লহনা। (অঃ; বঃ)

† দেবী স্মরিয়া রামা দিল ধর্ম্মশূল। (অঃ; বঃ)

শ্রীমন্তের ষষ্ঠীপূজাদি।

সপ্তদিনে সপ্তঋষি করি আরাধনা। *
আট দিনে আটকলায়্যা করিল লহনা॥
নয়দিনে নর্ত্তা কৈল মনের হরিষে।
একুশ্যা করিল তার একুশ দিবসে।+
দিনে দিনে আন বেশ সাধুর নন্দন।
কৌতুকে খুল্লনা দেই ভূষণ চন্দন॥
দশদণ্ডে হেমথালে করায়্যা ভোজন।
পুত্রকোলে নিদ্রা যায় বিনোদশয়ন॥
পদ্মাবতী সনে চণ্ডী করিয়া যুকতি।
কৌতুকে শ্রীমন্ত কোলে করিলা পার্ব্বতী॥

* ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত পাঠ :—

উৎসবে খুল্লনা নারীর পরিপূর্ণ মাস।
(প্রসবে খুল্লনা নারী পূর্ণ দশ মাসে।—বঃ)
হইল তনয়রূপে দিবস প্রকাশ॥
ক্ষিতিতলে পড়ি শিশু ডাকে উমা উমা।
কনক-রচিত তনু কি দিব উপমা॥
নবশিশু শশীমুখ পঙ্কজ-লোচন।
কুন্দে নিরমিল যেন অভিন্ন মদন॥
হরষিতে যায় দুয়া দাসী দ্রুতপদ।
দ্বারে বান্ধিল বেত্র জাল উপানদ॥
কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি।
দ্বারে স্থাপিল ষষ্ঠী, পূজিল গো-মুড়ি॥
তিন দিনে কৈল তার সুপথ্য পাচন।
ছয় দিনে কৈল ষষ্ঠীপূজা জাগরণ॥ (অঃ; বঃ

+ ষষ্ঠীপূজা কৈল তার একুশ দিবসে। (বঃ)
পূজা কৈল তার একত্রিশ দিবসে। (অঃ)

ভক্তি দেখিবারে মাতা গগন-বিমানে।
পুত্র হারাইল দেখে খুল্লনা স্বপনে॥
উঠিয়া দেখেন রামা কোলে নাই পো।
সভারে জিজ্ঞাসা করে চক্ষে বহে লো॥
খুল্লনা বিপদসিন্ধু করিতে ভঞ্জন *।
একভাবে পূজে রামা চণ্ডীর চরণ॥
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ।
দুর্ব্বাসার শাপে রক্ষা কৈলে দেবগণ॥
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়॥
তুমি সিদ্ধবিজ্ঞ লক্ষ্মী বিদ্যালয়াবর্ত্তী।
সন্ধ্যা রাত্রিপ্রভা নিদ্রা আমায় সুমতি॥
যমের ভগিনী তুমি শিখরবাসিনী।
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি॥ †
খুল্লনার এত স্তুতি শুনিয়া পার্ব্বতী।
খুল্লনার ‡ খট্টাতলে থুইলা শ্রীপতি॥
খট্টাতলে পুত্র পায়্যা নাচেন খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী রচনা॥

* মার্জ্জন (অঃ ; বঃ)

† বিরূপাক্ষি বিশালাক্ষি দেবি কাত্যায়নি।
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী॥ (অঃ ; বঃ)

‡ লহনার (বঃ ; অঃ)।

শ্রীমন্তের নাম করণ।

দুবলা গণকগণে সম্ভ্রমে ডাকিয়া আনে *
দেখে তারা দ্বিপিকা ভাস্বতি।
পুরোধা পণ্ডিত জন সভার হরিষ মন
লিখে তারা শিশুর জাওাতি †॥
মকরে ধরণীসুতা বৃষে চাঁদ গুণযুতা
মেষ লিখে প্রচণ্ডকিরণে।
তুঙ্গ ঘরে বৈসে রাহু সূচক কল্যাণ বহু
ধনু ‡ লিখে গুরুর ভবনে॥
চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলা লগ্নে § ভৃগুবর
মঙ্গল সুচারু করে কেতু।
শুভযোগ কনক দণ্ড ইথে যা তা নহে মন্দ ¶
পিতার উদ্দিশ হব হেতু॥ ||
দ্বাদশ বৎসর কালে ডিঙ্গা সাজি বুহিতালে
সিংহলে করিবে পরবেশ।
শালবান নৃপ দণ্ডি পদ্মাবতী সনে চণ্ডী
করাবেন পিতার উদ্দেশ॥

* সম্ভ্রমে দিবস গণে, (অঃ)

† আইয়াতি (অঃ)। যযাতি (বঃ) ‡ বুধ (অঃ; বঃ)

§ তুলা রাশ্যে (বঃ) তুলা বৈসে (অঃ) ¶ ছণ্ড (অঃ; বঃ)

|| ইহার পরে অতিরিক্ত পাঠ :—

সকল বিদ্যায় ধীর সত্যবাক্যে যুধিষ্ঠির
দানে হব কর্ণের সমান।
শুকদেব সম জ্ঞানী কুবের সমান ধনী
দীর্ঘজীবী পরম কল্যাণ॥ (অঃ; বঃ)

ষোল নায়ে ভরা দিয়া রাজকন্যা করি বিয়া
আসিবেন উজানি নগরী ॥
চণ্ডী হবে কৃপাময়ী পূজা নিবে ঠাই ঠাই
কন্যা দিবে বিক্রমকেশরী ॥
রূপে অভিনব কাম ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম
থুইয়া সভে চলিলা ভবনে।
পুরোধা পণ্ডিত জন সভার সন্তোষ মন *
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

ঘুম-পাড়ানী গান।

(ভাটীয়ারী)

বাছা আয় রে আয়।
কি লাগিয়া কান্দে মোর শ্রীমন্ত রায় ॥
আনিব তুলিয়া গগন-ফুল।
এক এক ফুলের লক্ষেক মূল ॥
সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার।
সোনার বাছা রে না কান্দ আর ॥ †
খাও ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূরাদি পান সরস গুয়া ॥

দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতে অভিলাষী, (অঃ; বঃ)

অতিরিক্ত পাঠ :—

গগনমণ্ডলে পাতিব ফান্দ।
ধরিয়া আনিব গগন-চান্দ ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা।
কালি গড়াইয়া দিব সোণার ভেটা ॥ (বঃ)

তুরঙ্গম রথ যৌতুক দিয়া।
রাজার দু কন্যা করাব বিয়া ॥ *
কপালেতে দিব সে চান্দ ফোঁটা।
খেলাইতে দিব সোণার ভেঁটা ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্তের রূপ।

দিনে দিনে বাঢ়েন শ্রীপতি।
কেবল চণ্ডীর ক্রীড়া   নাই ব্যাধি রোগ পীড়া
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতি ॥
দেহের কনক-বর্ণ   গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ
বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা।
দীর্ঘ যেন সালশাখা   বিকচ কমল আঁখি †
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা ॥
জননীর কোপ ‡ নিন্দে   ক্ষণে উঠে ক্ষণে কান্দে
সাধুসুত করয়ে দেহালা।
দোলায় খানিক দোলে §   ক্ষণেক লহনার কোলে
ক্ষণে কোলে করয়ে ডুবলা ॥

---

* ইহার পর নিম্নলিখিত পাঠ পাওয়া যায় :—
শ্রীমন্ত চাপিবে সোণার নায়।
কুঙ্কুম কস্তুরী লেপিয়া গায় ॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকামঙ্গল মুকুন্দে গায় ॥ (অঃ; বঃ)

† বিচিত্র কপালতটী   গলায় সুবর্ণ কাঁঠী (অঃ; বঃ)

‡ কোলে (অঃ; বঃ)

§ পাঠান্তর :— পৃষ্ঠায় ক্ষণেক দোলে (বঃ)
দুগ্ধ খায় ক্ষণে দোলে (অঃ)

মৌনে ক্ষণেক থাকে উমা উমা বলি ডাকে
জননীর পরম কৌতুক।
নৃপতির অভিলাষে গেলা প্রভু পরবাসে *
দেখি পাসরয়ে পুত্রমুখ ॥ †
তিন চারি যায় মাস উলটিয়া দেই পাশ
নাচে বালা সাধুর নন্দন।
মাস যায় পাঁচ চারি রূপবতী মনোহারী
ছয় মাসে করাল্য ভোজন ॥
সপ্ত অষ্ট যায় মাস দুই দন্ত পরকাশ
আলগুছি দেই নয় মাসে।
লহলা খুল্লনা মেলি দেই ঘন করতালি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ॥ ‡

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া

এক বৎসরের হৈল সাধুর নন্দন।
করতালি দিয়া করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন §

* পতি নৃপতির দাস গেলা দীর্ঘ পরবাস (বঃ)

† অতিরিক্ত :—জননী-লোচন-ফান্দ, বদন শরৎ-চান্দ
লোচন যুগল ইন্দীবর।
(চৌরশ কপাল পরিসর।—অঃ)
কবাট (কপালে—অঃ) বিশাল পাটা সিংহ জিনি মাঝ ছটা
অভিনব যেন শক্তিধর ॥ (বঃ)

‡ পাঠান্তর :—
যায় সাত আট মাস বদনে ঈষৎ হাস
বার মাসে হৈল জন্মতিথি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি হাঁটি যান পদচারী
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি ॥ (অঃ ; বঃ)

§ করতালি দিয়া বালা করয়ে নাটন। (অঃ ; বঃ)

দুবলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত।
পুলকে পূরিত তনু নাচে আনন্দিত॥
পরায়ে পাটের ধড়া সাধুর কিঙ্করী।
ভাল নাচে বলি বলে খুল্লনা সুন্দরী॥ *
ক্ষণেক পরয়ে ধড়া ক্ষণে হয় পাগ।
কনক-রুচির অঙ্গে লাগ্যাছে পরাগ॥ ৭।৮
শার্দ্দূল-নখেতে শোভে গলে মণিহার।
চলিতে চরণযুগে নপুর ঝঙ্কার॥
দু তিন বৎসর হৈল সাধুর নন্দন।
পরে নানা অলঙ্কার করিয়া মার্জ্জন॥
স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা।
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন লহনা॥
দিনে দিনে ভাগবত শ্রবণের কালে।
কৃষ্ণকথা শুনে ছিরা লহনার কোলে॥
নগর‍্যা ছাওাল সঙ্গে নিত্য করি মেলা।
কৃষ্ণলীলা অনুরূপে করে তথি খেলা॥
অনুরূপ হয়্যা কেহ আইল নিকটে।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকটে॥
পুতনার বেশে কেহ দেই বিষস্তন।
স্তনপান করি কেহ হরিলা চেতন॥

* অতিরিক্ত :—

কটিতটে শোভে তার কনক শিকলী।
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি॥ (বঃ)
মদনগঞ্জন রূপে ভুবনরঞ্জন।
খুল্লনার বন্দী কৈল লোচন-খঞ্জন॥
আন বেশ দিন দিন সাধুর নন্দন।
কৌতুকেতে খুল্লনা দেয় ভূষণ চন্দন॥ (বঃ)

মাতৃবেশে কেহ কোলে করিলা কৌতুকে।
বিশ্বরূপ ছিরা তারে দেখাইলা মুখে ॥
যশোদা হইয়া কেহ তারে কৈলা কোলে।
সহিতে নারিয়া ভার থুল্য মহীতলে ॥
কেহ তৃণাবর্ত্ত হয়্যা তুলিলা গগনে।
কণ্ঠদেশে চাপি তার লইলা জীবনে ॥
দধিপাত্র ভাঙ্গিলেন নন্দের নন্দন।
যশোদার বেশে কেহ করয়ে বন্ধন ॥
বন্ধনে আছেন কেহ হয়্যা উদূখল।
দুই শিশু হৈলা তথা অর্জ্জুন যমল ॥
উদূখল টান্যা তারা চলিলা কাননে।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ যমল অর্জ্জুনে ॥
কোপ করি কোন শিশু হৈল অঘাসুর।
কেহ গোপশিশু হৈল কেহ ত বাছুর ॥
বাছুর বালক সব পাইল তরাস।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা করিল গরাস ॥
এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুমান।
শ্রীপতি খেলেন নিত্য মনে নাই আন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ *

অতিরিক্ত :—

খুল্লনার দুঃখ

খুল্লনা তোমার হৈল অস্থিসার।
বিধাতার ছলে পতি নাহি কোলে
দশদিক ঘোর অন্ধকার ॥
শঙ্খ চন্দন তরে গেলেন সিংহল পুরে
তথা হৈল পাঁচ বৎসর।
বিধাতার বিড়ম্বিত হেন মোর লয় চিত
পরাণে নাহিক সদাগর ॥

প্রলম্ব-বধক্রীড়া। *

শিশুগণ করি মেলা করয়ে ভারত-লীলা †
কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর।
যে জন খেলায় হারে সেই জন কান্ধে করে
অবধি ভাণ্ডীর তরুবর॥

দুঃসহ মদনশরে সাপে যেন তনু জরে
হলাহল শীতল চন্দন।
বৈরী কুসুমবাণ স্থির নহে মোর প্রাণ
পতি বিনে বিফল জনম॥
অশোক কিংশুক ফুল হইল লোচনশূল
কেতকী কুসুম কামকুন্ত।
কুসুমের উপবন আকুল করয়ে মন
ঝাট নাশ যাউক বসন্ত॥
নিদ্রায় ছিলাম আমি একত্র আছিলা স্বামী
বাহু পসারিয়া কৈলুঁ কোলে।
স্বপনে পাইলুঁ নিধি মোরে বিড়ম্বিল বিধি
চিয়াইলুঁ কেন কিসের বোলে॥
কত তাপ করে সতী হেন কালে লীলাবতী
লহনারে বসাইল তথা।
তাপ খণ্ডিবায় তরে মধুর মধুর স্বরে
ভাগবতের গান গুণগাথা॥
গুণিরাজ-মিশ্র-সুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
তার বংশে রঘুনাথ রাজা গুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (বঃ; অঃ)

† খেলে ভাগবত খেলা (অঃ; বঃ)

* ইহার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয় দুইটি পাওয়া যায়:—

বৎস-হরণ ক্রীড়া।

হইল দুপোর বেলা (গড়িয়া আইল খেলা—অঃ) তৃষায় শুখায় গলা
শুন ভাই মোর নিবেদন।
সব শিশু করি মেলা চিড়া খণ্ড দধি কলা
এক ঠাঁই করিব ভোজন॥
নব কিশলয়দলে পল্লব পাষাণমূলে
ভোজন করয়ে শিশুগণ।
স্বাদু সব দধি খণ্ড ইথে নাহি খীর মণ্ড
হাসি হাসি করয়ে ভোজন॥
বৎসরূপে শিশুগণ সান্ধাল্য গহন বন
চমকিত হৈল শিশুগণ।
শ্রীপতি বলেন ভায়্যা আনিব বৎস চায়্যা
সুখে সভে করহ ভোজন॥
ছাড়িয়া ভোজন-মতি শ্রীপতি ত্বরিতগতি
চলিল বাছুর অন্বেষণে।
চণ্ডীপদ-হৃতচিত রচিল নৌতুন গীত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥ (বঃ; অঃ)

ব্রহ্মার বিভ্রম।

কৃষ্ণকথা-আবেশেতে সাধু কৈল মন।
শ্রীপতি বাছুর লয়ে ফিরে বনে বন॥
নরসিংহ দাস তথা আল্য ব্রহ্মার বেশে।
হর্য্যা নিল শিশু পশু দিয়া মায়া-পাশে॥
ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি।
আর নহে কার কর্ম্ম বিধাতার কৃতি॥
কৃষ্ণের চরণে স্থির' আরোপিয়া মন।
মায়ায় করিল বালক বৎসগণ॥
নরসিংহ দাস পুন আইল ব্রহ্মার বেশে।
বালক বাছুর দেখে কৃষ্ণের সকাশে॥

রূপে অভিনব কাম শ্রীমন্ত হইলা রাম
তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব। *
নারায়ণ দামোদর শঙ্খপাণি পীতাম্বর
বাসুদেব অজিত শ্রীধর ॥ †

পুনরপি গেল ব্রহ্মা আপনার স্থানে।
সবারে দেখিল গিয়া মায়ার সদনে ॥
পুনরপি আসি দেখে চতুর্ভুজ বেশে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণে ভাষে ॥ (বঃ; অঃ)

* অতিরিক্ত :—

মুকুন্দ শ্রীধর হরি বনমালী ত্রিপুরারি
নীলকণ্ঠ অচ্যুত যাদব ॥ (বঃ)

† বাসুদেব অজিত বামন।
কংসারি দিবাকর চতুর্ভুজ বংশধর,
কেশব গোপাল জনার্দ্দন ॥
হরি ভাবে ধর কৃষ্ণ, রামদত্ত হৈলা বিষ্ণু
তার সঙ্গে দৈত্যারি শঙ্কর।
ভব ভীম গঙ্গাধর, চতুর্ভুজ পুরহর,
বংশধ্বজ শশাঙ্কশেখর ॥
কার্ত্তিক গণেশ হর, স্থাণু (শীতল—অঃ) শিব গুণাকর
দনুজারি যশোদানন্দন।
শ্রীদাম সুদাম হল, গৌরী বাসু পুরন্দর,
ভীমসেন ভরত লক্ষ্মণ ॥
নিশ্চয় করিয়া পাড়ে, দুই দলে শিশু তাড়ে,
কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয়।
বসনে বদন ঢাকি, চাপিল সভার আঁখি,
কেহ না পাইল পরিচয় ॥
প্রলম্বের বেশধর, আইল বেগে গুণাকর
কান্ধে তার চাপিল শ্রীপতি।
আর বাল্য শিশু যত, গুণাকরে অনুগত,
শিশু কান্ধে ধায় শীঘ্রগতি ॥ (বঃ)

প্রলম্বের বেশধারী হৈলা বাণ্যা গুণকারি *
ত্যাগ করি অবধি ভাণ্ডার।
রাম কৈলা শুভ দৃষ্টি মস্তকে মারিলা মুষ্টি †
নাসাপথে নিকলে রুধির॥
গুণাকর দাস পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
শিশু মেলি জল ঢালে শিরে।
মেলি নাগরিয়া ভাই খুল্লনার ঠাঁই যাই
চূণ মাখ্যা ফরিয়াদ ‡ করে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনা কর্ত্তৃক বালকগণের সন্তোষ সাধন।

করিয়া ক্রন্দন বলে শিশুগণ
শুন শ্রীমন্তের মা।
তোমার তনয় লংহে সভাকায় §
হের মারণের ঘা॥
সব শিশু মেলি একু ঠাঁই খেলি
ছিরা গো বড় দুরন্ত।
দারুণ যে চড়ে সব দন্ত নড়ে
অধরের ¶ নাই অন্ত॥

* পাঠান্তর—
ছুঞা প্রলম্বের গাছ ধায় গুণাকর দাস। (বঃ)
† যষ্টি (অঃ)
‡ আদ্দাস (অঃ; বঃ)
§ বড় দুষ্টাশয় (বঃ) ¶ লাঘবের (অঃ; বঃ)

ভুবনা কিরণা দুঁহে হৈলা কাণা
চক্ষে দিল বালিগুঁড়া।
যাদব মাধব দুভাই নীরব
বাস্থ বাণ্যা হৈল খোঁড়া॥
শিশুর কাহিনী শুনিয়া বাণ্যানী
প্রবোধিলা সভাকায়।
গায়ে ঝাড়ি ধূলা দিলা নাড়ু কলা
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥ *

শ্রীমন্তের কর্ণবেধ।

লহনা খুল্লনা মেলি করেন যুকতি।
শ্রীমন্তের কর্ণবেধে দুঁহে দিলা মতি॥
দুবলা ডাকিয়া আনে দনাই পণ্ডিত।
প্রণাম করিয়া দাসী লইলা ইঙ্গিত॥
তামি পাতি গণক গণিয়া শুভতিথি।
শুভক্ষণে কর্ণবেধ করাইল তথি॥
হেমঘটে গণেশ করিলা আবাহন।
করিলা দনাই ওঝা স্বস্তিকবাচন॥
দুবলা ডাকিয়া আনে আয়্য শতজন।
সিন্দূরাদি সভাকারে কৈল আরোপণ॥
সিন্দূর বেষ্টিত দিল বিন্দু বিন্দু চুয়া।
আঁচল ভরিয়া সভে দিল খই মুঁওা॥

* রামা ঝাড়ি ধূলা হাতে নাড়ু কলা
তৈল দিল সবাকায়।
করিয়া সুছন্দ সুকবি মুকুন্দ
পাঁচালী প্রবন্ধে গায়॥ (অঃ; বঃ)

পূজা পায়্যা আয়্য সব চলে নিকেতনে।
নিবেদন করে রামা দ্বিজের চরণে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ *

শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ।

তোমারে সঁপিয়া ঘর স্বামী গেলা দেশান্তর
ভাব তুমি লভ্য অপচয়।
আচার বিচার ণ দীক্ষা যতনে করাহ শিক্ষা
যাবে ছিরা তোমার নিলয় ॥

* শ্রীমন্তের কর্ণবেধ।
করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরিষে।
মনোহর বেশ ছিরাই দিবসে দিবসে ॥
না যাহ খেলিতে ছিরা নিষেধি তোমারে।
কত না প্রকারে দুঃখ দেহ ত আমারে ॥
রজনী প্রভাতে যাহ বেণিয়ার বালা।
বেগর কন্দলে তোর নাহি হয় খেলা ॥
অনেক হেরিছি গো জিনেছি একবার।
এবার জিনিলে মাতা না খেলাব আর ॥
খুল্লনা বলেন দুয়া শুনহ বচন।
ডাক দিয়া দ্বিজবরে আন নিকেতন ॥
খুল্লনার বোলে দুয়া চলিল ত্বরিতে।
ডাক দিয়া আনিল কুলের পুরোহিতে ॥
দ্বিজবরে দেখি রামা করে নিবেদন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (অঃ ; বঃ)

বিনয় (অঃ ; বঃ)

ওঝা ! শ্রীমন্তের চিন্তহ কল্যাণ।

যত চাহি দিব ধন নিবিষ্ট করিয়া মন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান ॥

নগর্‌য়্যা বালক সঙ্গে সদাই খেলায় রঙ্গে
খেলে ধাড়্যাটিকা কুচি ভেঁটা। *

হয় পাশকের বশ ডাকে দান দশ দশ
পিপিণ্ডিকা † খেলায় সটকা ‡ ॥

পাতি খেলে বাঘঝালি জুঁখে ফেলে লয়া বালি §
সামরুল সলইতে কাতা। ¶

কোলাকুলি নেই || বন্ধ সদাই খেলায় ধন্দ
না জানি দিবস থাকে কোথা ॥

গৃহকর্ম্মে নাই চিত্ত ছায়াবাজী খেলে নিত্য
পশ্চিমা বালক সঙ্গে মেলা।

তেজিয়া ওদন জল শিক্ষা করে বুদ্ধিবল
নিরবধি সাতঘর্‌য়্যা খেলা ॥

জলে খেলে মাছ মাছ ঝালি খেলে চড়ি গাছ
জীবন মরণ নাই জানে।

সাধু তব যজমান তেঞি করি অভিমান
ছিরা রাখ আপন চরণে ॥

* খেলে কড়ি চিকা কোড় ভেটা। (অঃ ; বঃ)

† বিপক্ষিকা (অঃ ; বঃ) ‡ শকটা (অঃ)

§ পাতি খেলে ঘর চালি জুয়া খেলে ফেলিয়া বালি (অঃ)
পাতি খেলে বাগ চালি, জুয়া খেলে পাতি বালি (বঃ)

¶ সামরুল শুনইতে কথা। (অঃ)

|| গালাগালি ন্যায় (বঃ)

শুনি বাক্য খুল্লনার ওঝা কৈল অঙ্গীকার
হাতে খড়ি দিলা শুভক্ষণে। *
ক খ পড়ে সাধুবালা প্রথমে আঠার ফলা
স্মরহর করিয়া স্মোরণে ॥ †
গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ
পড়িল পালিল শুভক্ষণে।
গুরুপদে দিয়া মন নানা শাস্ত্রে অন্বেষণ
পড়ে সাধু সভা বিদ্যমানে ॥ ‡

* অতিরিক্ত :—
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ (অ: ; ব:)
সুবিহানে করিয়া যতনে। (ব:)
বিহানেতে করিয়া ভোজন। (অ:)

অতিরিক্ত ও পাঠান্তর :—
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা, ন্যায় কোষ নাটিকা,
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব, পড়িল অনেক মত,
বিদ্যা বিনে নাহি অন্য মন ॥
পড়িল কথন দণ্ডী, করিতে কবিত্ব খণ্ডী,
নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ, পড়িল ভারবি মাঘ,
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল ॥
জৈমিনি ভারতামৃত, ব্যাস পড়ে মেঘদূত,
নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবা নিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু শ্বেত মুনি,
রাঘবপাণ্ডবী জয়দেব ॥
অব্যাহতে বুদ্ধিগতি, পড়ে দুই সপ্তশতী,
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা, পড়িল বাসবদত্তা,
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী ॥

পড়ে দুই ঘটবর্ত্তী * ধীর-সভা-পুরবর্ত্তী
নিরন্তর করেন বিচার।
পাঠে করি অবধান পড়ে ভট্টি অভিধান
পুথি সুদ্ধ † বিবিধ প্রকার॥
জমল ভারবীযুত ‡ ব্যাস পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিন নিশা নাই জানি পড়ে শ্বেত রঘুমণি
বামন পণ্ডিত জয়দেব॥
অব্যাহতি বৈদ্যনীতি পড়ে দুই সপ্তশতি
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী॥
বৈদ্যের জ্যোতিষ যত বিশেষি কহিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্যায় যাহার বসতি॥

ছাত্রগণের নিকট শ্রীমন্তের পূর্ব্বপক্ষ।

সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন যত পড়ে ছাত্রগণ॥

কাব্যপ্রকাশ পড়ি, অভ্যাস করিল বড়ি,
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবানিশি নাহি জানে, পড়ে সাধু সাবধানে
প্রসন্নরাঘব রামগুণে॥ (অঃ; বঃ)

* পড়িয়া ছন্দত বৃত্তি (অঃ) † শুধি (অঃ) ‡ জৈমিনি ভারতসুত (অঃ)

কেহ স্মৃতি পড়ে কেহ আগম পুরাণ।
শ্রীপতি সবার পাঠে করে অবধান॥ *
পূর্ব্বপক্ষ করে সাধু সভা বিদ্যমান। †
দিলা কৃষ্ণে পুতনা গরল স্তনপান॥
রাক্ষসী বৈকুণ্ঠে গেলা চাপিয়া বিমানে।
এই অধ্যা পুরাণ শুনেন সর্ব্বজনে॥
যশোদা দৈবকী দেবীর হৈল যেই গতি।
সেই গতি পাইল পুতনা পাপমতি॥
গজেন্দ্রে পাইল মুক্তি শ্রীহরি পরশে।
চতুর্ভুজ হয়্যা গেলা বৈকুণ্ঠ নিবাসে॥
মুচুকুন্দ করিলা স্তুতি দৈবকীনন্দনে।
লইল চরণসুধা করি প্রদক্ষিণে॥ ‡
সুরাপান § পাপ আদি কৈল দ্বিজবর।
তবে মুক্তিপথ তাকে দিলা গদাধর॥
সূর্পনখা রাণ্ডী আল্যা দিতে আত্মদান।
মায়া বুঝি লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ॥ ¶

* রাম ওঝার পোতার নাম দামোদর।
কুলে ওঝা বাঁড়ুরী পদবী রত্নাকর॥ (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—
আপনি মনাই ওঝা করে সমাধান॥
পুত্র বুদ্ধে অজামিল বৈল নারায়ণে।
বৈকুণ্ঠে চলিল দ্বিজ চাপিয়া বিমানে॥
দ্বিজ হয়ে বহুকাল বেশ্যা কৈল সঙ্গ।
এজন পাইল মুক্তি এই বড় রঙ্গ॥ (অঃ; বঃ)

‡ সেই জন্মে নহে মুক্তি কিসের কারণে।
তার কেন গর্ভবাস কৈল নিয়োজনে॥ (বঃ)

§ পঙ্কবধ (অঃ; বঃ)

¶ নবধা ভক্তির মাঝে আত্মদান বড়।
ইহার উচিত গুরু বল মোরে দঢ়॥ (বঃ; অঃ)

বেউস্থা হরিলে দ্বিজ সেই লয় পাপ।
এই কথা যতনে বুঝাহ মোর বাপ॥
এমন শুনিয়া ওঝা সাধুর বচন।
সমাধান বুঝাবারে দ্বিজ কৈলা মন। *

জনার্দ্দন ওঝার সহিত শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব

আটাশি † বৎসর হৈল আমার বয়েস।
নিরবধি পড়ি টীকা ভট্টি সবিশেষ॥ ‡
শিশু বুঝাবার তরে টীকার বিচার।
ইহা বিনে অপমান কি আছে আমার॥
বলিব বচন যেন প্রবেশিয়া পেট। §
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁট॥
উচিতে বলিতে কিবা মান অপমান।
শাস্ত্রের বিচারে নাই কর অবধান॥

*, অতিরিক্ত :—

কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতিরেক নাহি সমাধান।
হাসিয়া বলিল গুরু সভা বিদ্যমান॥
গুরু, টীকার বিচার কর, না বল উচিত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত॥
সক্রোধ হইলা দ্বিজ সাধুর বচনে।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥ (অঃ; বঃ)

† . . পঁচাশী (অঃ; বঃ)

‡ নিরন্তর অধ্যয়ন টীকার নাহি লেশ। (অঃ; বঃ)

§ পাঠান্তর :—

বুঝিনু বচন নাহি প্রবেশিল পেট। (অঃ; বঃ)

গোত্রে দুর্ব্বা ঋষি দত্ত শুন রে বাণিঞা।
ব্রাহ্মণের পারা নহ বাল্লাল সানিঞা॥ *
বাপ দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম।
নাই জান আপনার জাত্যের মরম॥
মর্যা গেল ধনপতি নাহিক উদ্দিশ।
মায়ের আয়াত হাথে ভোজনে আমিষ॥
বাদুয়া জনেরে নাই শুনাই পুরাণ। †
এই হেতু আমার এতেক অপমান॥ ‡
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি সহজে চপল।
তমগুণে দেহ গালি হইয়া পাগল॥
ছুঁত্যে না যুয়ায় বেটা জাতি যে ঢেমনে।
উগ্র বলিয়া গালি দিস্ রে ব্রাহ্মণে॥
অবিলম্বে চল বেটা পাঠশাল ছাড়ি।
মস্তক ভাঙ্গিব মার্যা পাউড়ির বাড়ি॥ §

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

গোত্রে দুর্ব্বাস' ঋষি কুলে দত্ত বাণ্যা।
ব্রাহ্মণের মত নাহি বল্লাল-সেন্যা॥
মাথা হেঁট হবার কারণ আমি চাই।
যদি নাহি বল তবে রাধাকান্তের দোহাই। (অঃ; বঃ

† বেহুয়া ঢেমনে কভু না শুনাই পুরাণ। (বঃ)
বেহুয়া এমত জনে শুনাই পুরাণ। (অঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

রাজার সভায় পিতা আছেন সিংহলে।
কহিছ নিঠুর বাণী পৈতার বলে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার সহি কটু কথা।
কহিতে উচিত এখন মনে পাবে ব্যথা॥ (অঃ; বঃ)

§ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

মাথা ভাঙ্গিব পাছে মারিয়া পাবুড়ি॥
ধনের গৌরব বেটা মোরে না দেখাও।
গৌরব রাখিয়া বেটা এথা হৈতে যাও॥ (অঃ; বঃ)

পড়ার দক্ষিণা তুমি লহ মাসের মাস। *
আমি যদি জারুয়া ণ' তোমার জাতি নাশ॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে বাধিত হয়্যা বল অনুচিত॥
উচিতে বলিতে নাই পরিবাদ বল।
ঢেমনের ঘরেতে কেমনে খাও জল॥
থাকয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণু সোঙরণ।
চাহিলে আনিয়া দেই সে ঘর ব্রাহ্মণ॥ ‡
ব্রাহ্মণ সমাঝে কত দেহ বাহুনাড়া।
বসিতে উচিত নহে বেউস্যার পাড়া॥
এতেক নিঠুর যবে বলিল ব্রাহ্মণ।
শ্রীমন্তের হৈল চক্ষু ধারা-শ্রাবণ। §
কোপে কম্প কলেবর চলিলা শ্রীপতি।
ক্রোধেতে গুরুর পায় না কৈলা প্রণতি॥ ¶
নিমিষেকে উত্তরিলা আপন ভবনে।
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিলা শয়নে॥

* পঞ্চাশ কাহন কড়ি লও মাসের মাস। (অঃ; বঃ)

† ঢেমন (অঃ; বঃ)

‡ পাঠান্তর:—

আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর ভবনে।
চাহিলে আনিয়া দেয় উত্তম ব্রাহ্মণে॥
পঞ্চাশ কাহন লই পড়ায়্যা বেতন।
তোমার ঘরে জল খায় সে কোন্ ব্রাহ্মণ॥ (অঃ; বঃ)

§ অতিরিক্ত:—

রচিয়া মধুর পদ একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥ (বঃ)

¶ অতিরিক্ত:—

দুই চক্ষু হৈল যেন ধারার শ্রাবণ।
ঘর যায় শ্রীপতি নাহি দেখে গণ॥ (অঃ; বঃ)

সতত বরিষে জল দুই চক্ষে ঘন।
লহনা বিনেতে নাহি দেখে অন্যজন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মন্তের অভিমান।

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধনে।
খুল্লনা রসইশালে ভাবে মনে মনে॥ *
প্রভাতে চলিলা পুত্র গুরুর মন্দিরে।
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থিরে ॥
ক্ষণেক রসইশালে ক্ষণেক বা গণে †।
রাজপথ নেহালয়ে অস্থির নয়নে ॥
খুল্লনা-আদেশ পায়্যা চলিলা দুবলা।
আগে নেহালয়ে দাসী পায়রার শালা ॥
সই সাঙ্গাতিনী যত নগরে নগরে।
একে একে খুজে দাসী সভাকার ঘরে ॥
না পায়্যা উদ্দিশ পুন আস্যে নিকেতন।
খুল্লনা-চরণে গিয়া করে নিবেদন ॥ ‡
খুল্লনা চলিল তবে দ্বিজ সন্নিধান।
অভয়ামঙ্গল দ্বিজ শ্রীমুকুন্দ গান ॥

* অতিরিক্ত :—
ছিরার বিলম্ব দেখি খুল্লনার দুঃখ।
কতক্ষণে পুত্রের দেখিব চাঁদমুখ ॥ (বঃ)

† অঙ্গনে (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
বারতা না পাইল যদি দুর্ব্বলার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ॥

ওঝার নিকট খুল্লনার বিনয়

ওঝা ! বিনয়েতে অবধান কর ।
কহ মোরে মহাভাগ কোথা গেলে পাব লাগ
শ্রীপতি কোলের বংশধর ॥
সেবকে না করি সঙ্গী কাঁখে লয়্যা পুথি খুঙ্গি
আইল একেলা পড়িবারে ।
হৈল বেলা দুই পর খুঁজিল অনেক ঘর
চায়্যা বুলি ডাক্যা উচ্চস্বরে ॥ *
মোর লোচনের তারা শ্রীপতি হৈল হারা
দিবস দুপরে অন্ধকার ।
স্মোরণ করিব তোমা তুমি না করিলে ক্ষমা
কে আর করিবে মোরে পার ॥

দুর্ব্বলা করিয়া সঙ্গে চলিল খুল্লনা ।
কেন দিনু পড়িবারে খাইয়া আপনা ॥
বাছা বিনে মোর দাঁড়াইতে ঠাঁই নাই ।
কোথা গেলে পাব আমি কুমার ছিরাই ॥
আপনার ছায়া দেখি শ্রীপতি ভাবনে ।
চমকিত পড়ে রামা ডাকে ঘনে ঘনে ॥
নগর দেখিয়া গেলা পণ্ডিতের ঘরে ।
চরণে ধরিয়া কিছু বলে দ্বিজবরে ॥ (অঃ ; বঃ)

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—
হইল দুই প্রহর ভাটা চাহিনু অনেক বাটা
চাহি ফিরি সুত অনুসারে ॥
চাহিনু অনেক ঠাঁই যথা খেলে সঙ্গী ভাই
কেহ নাহি কহিল সন্ধান ।
দাসীর বচন শুন হেম দিব দুই গুণ
ছিরাকে আমাকে দেও দান ॥ (অঃ ; বঃ)

যত অন্তেবাসী থাকে জিজ্ঞাসিল একে একে
কহিতে পরাণ মোর ফাটে।
পথে পায়্যা চোর খণ্ডে মাল্য ফাঁস দিয়া কণ্ঠে
কিবা ছিল আমার ললাটে॥ *
খুল্লনা যতেক বলে শুনি দ্বিজ কোপে জ্বলে
কটু ভাষে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার প্রতি ওঝার দুর্বাক্য।

তোরে আমি জানি চল দ্বিচারিণী
আপন গৌরব রাখি।
পড়িয়া শ্রীপতি গিয়াছে বসতি
লক্ষ লোক আছে সাক্ষী॥
খুজিয়া নগর ভ্রম নিরন্তর
সদা ওই হাইবাসে। †

* অতিরিক্ত :—
মোর মনে হেন লয় নিবেদিতে করি ভয়
হেম (ক্ষেম—অঃ) নাহি পাও চারি মাস।
বুঝিলুঁ কার্য্যের সন্ধি গুপতে করিয়া বন্দী
নিতে কিছু কর্যাছ প্রয়াস॥ (অঃ ; বঃ)
ক্ষেম লৈতে করেছ প্রকাশ॥ (অঃ)

† পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—
পুত্র চাহিবার ব্যাজে।
কুলের রমণী কুলকলঙ্কিনী
দিলি জলাঞ্জলি লাজে।
ভ্রমিলে গহনে ছেলি রাখি বনে
ভ্রমসি সেই অভ্যাসে॥ (অঃ; বঃ)

আসি ধনপতি নাকে দিব কাতি
জাতি রাখি থাক বাসে ॥*
পুত্র তোর ঘরে ভ্রমিস নগরে
যৌবন করিয়া ডালি।
করের কঙ্কণে নেহাল দর্পণে
ঢেমনি † কুলের কালি ॥ ‡
দ্বিজের কুবাণী শুনিয়া বান্যানি
যাইতে না দেখে পথে।
রচিয়া সুছন্দ গাইলা মুকুন্দ
হিত ভাবি বসুনাথে ॥

লহনার মুখে খুল্লনার দোষ-কীর্ত্তন।

খুল্লনা চলিলা যদি পুত্রের উপাসে §।
আঁখি ঠার দিয়া সভা রসেশালে হাসে ॥ ¶

* অতিরিক্ত :—
অঙ্গে কামব্যথা নাহি ঢাক মাথা
মাতিয়া যৌবনমদে।
যেমন কামচারী ফিরে বাড়ি বাড়ি
চাহিয়া কাম-ঔষধে ॥ (অঃ ; বঃ)

† বিমল (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
তোর কটুবাণী অগ্নি সম শুনি
স্ত্রী বল্যা না কৈলুঁ ক্রোধ।
হইত পুরুষ বলিত পৌরুষ
পিড়াঘাতে দিত শোধ ॥ (অঃ ; বঃ)

§ উল্লাসে (অঃ)

¶ আঁখি ঠারে লহনা সখীর পানে হাসে। (বঃ)
আঁখি ঠারে লহনা সই সঙ্গে হাসে ॥ (অঃ)

জানিতে না কহে বাঁজী সতিনীর বাদ।
বাঁজ পাঁচ ছয় মেলি কহে আপন সাধ ॥
আর শুন্যাছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরেতে আছে বেড়ায় গোলাহাটে ॥
হিয়ার কাপড় অঙ্গে না দেয় আদুড় মাথার কেশ।
নগরে চাতরে বুলে বারবনিতার বেশ ॥
এবার সাধু ঘরে আল্যে কহিব সন্ধান।
পাট পড়্সি আয়্য সুয়্য হয়্য পরমাণ ॥
উহার হাথে রাঙ্গা শাঁখা ঐ সে রসের গুরি।
ঐ জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী ॥
দু বহিনে দু সতীনে বসি একুই বাসে।
আঁখ্যার তারা পুত্র হারা মোরে না জিজ্ঞাসে।
যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিবার ব্যাজে।
কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কোন লাজে ॥
নিষেধ না মানে ছুঁড়ি না মানে দোহাই।
ষাঁড় চায়্যা বুলে যেন বাতানিঞা গাই ॥ *

* অতিরিক্ত :—

ব্যাজে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ্।
দড় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ ॥
নগরে চাতরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে।
চাহিবার ব্যাজে ছুঁড়ি আছে ভাল রঙ্গে ॥
ঐ যুবতী ঐ পুত্রবতী উহারি সে বেটা।
দ্বন্দ্ব কন্দলে সদাই দেই বাঁঝের খোঁটা ॥
ঐ সে বড় আমি ছোট না মানে দমন।
নাহি শুনে হিত কথা উপায় বচন ॥
উহার হাথে রাঙ্গা শাখা উহার গোরা গা।
ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে পুতের মা ॥ (বঃ)

দুবলা সহিত লহনা যত ভণে।
কাঁথের আড়ে থাকিয়া খুল্লনা সব শুনে
পুত্রের সন্ধান পায়্যা ধরে তার পায়।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গায়॥

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার বিনয়।

ছিরা! দূর কর দুয়ারের কপাট।
হারাইলে তুমি বাপা চাহিয়া হইল খেপা
নগর চাতরে গোলাহাট॥
ঘুচাহ মায়ের দুঃখ হাসিয়া দেখাও মুখ
তোমা বিনে ভুবন আন্ধার।
কহিয়া মনের কথা ঘুচাও মায়ের ব্যথা
আপনি করহ প্রতিকার॥ *
কি দেখি মায়ের দোষ কিবা কৈলে অভিরোষ
প্রকাশ না কর কিবা লাজে।
আমি বা যেমন সতী আমার যেমন মতি
সুবিদিত উজানীর মাঝে॥ †

* অতিরিক্ত :—
তোমা চাহি ভ্রমি দুখে কাঁটা খোঁচা পায়ে ফুঁকে
আকুল করিয়া কেশপাশে।
সন্তাপে পোড়য়ে মন দাবানলে যেন বন
দেখিয়া সকল লোক হাসে॥ (বঃ; অঃ)

† অতিরিক্ত :—
যাচয়ে যাচক জন নাহি তারে দিতে ধন
কেন বাছা না কহ আমারে।
পিতৃপিতামহের বিত্ত যে লয় তোমার চিত্ত
ব্যয় কর মাণিক-ভাণ্ডারে॥ (বঃ; অঃ)

বিধি মোরে কৈল * রঙ্ক আনিতে চামর শঙ্খ
পিতা তোর গেলেন সিংহলে।
তুমি যদি হৈলা বাম জীবনে নাহিক কাম
প্রাণ দিব প্রবেশি অনলে॥
করি নানা পরবন্ধে খুল্লনা ডাকিয়া কান্দে
শ্রীমন্তের মনে লাগে ব্যথা।
জননী-ভকতশীল ঘুচাল্য কপাট-খিল
মুকুন্দ গাইল গুণগাঁথা॥

শ্রীমন্তের দুঃখ নিবেদন

ভৃঙ্গারে পূরিয়া দাসী আনিলেন বারি।
চরণ পাখালে তার দুবলা কিঙ্করী॥ †
না চাহে মায়ের মুখ নাই মায়ামোহ।
বসন ভিজিয়া তার চক্ষে বহে লোহ॥ ‡
জিজ্ঞাসা করেন পুত্রে দুষ্খের কারণ।
শ্রীপতি আপন দুষ্খ করে নিবেদন॥
পণ্ডিত-সভায় মাতা যত পাল্য শোক।
হেন মনে করি আমি তেজি জীবলোক॥ §

* হৈলা (অঃ; বঃ)
† অতিরিক্ত :—
নারায়ণ তৈল রামা দিল তার গায়।
তোলা জলে শ্রীমন্তেরে সিনান করায়॥ (অঃ; বঃ)
‡ অতিরিক্ত :—
পুত্রের কান্দনে কান্দে খুল্লনা সুন্দরী।
দুর্ব্বলা আনিয়া তার মুখে দেয় বারি॥ (অঃ; বঃ)
§ অতিরিক্ত :—
পণ্ডিত-সভায় যার পিতৃপরিবাদ।
বিফল জনম মাতা জীতে কিবা সাধ॥

জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাঁই।
সম্বন্ধে দনাই ওঝা আমার নন্দাই॥
এ বোল শুনিয়া তার অতি বাড়ে ক্রোধ।
কহিছে নিঠুর বাণী নাই উপরোধ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ *

শ্রীমন্তের সিংহলগমনে মাতৃসমীপে প্রার্থনা।

কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
যেবা ছিল ছিরার কপালে।
সকল পঢ়ুয়া মাঝে হেটমাথা কৈল লাজে
আর না বসিব পাঠশালে॥ †

ইঙ্গিতে বুঝিয়া তার দুঃখের নিদান।
কপট প্রবন্ধে রামা পুত্রকে বুঝান॥ (বঃ; অঃ)

* পাঠান্তর:—

শ্রীমন্ত বলেন মাতা কেন কহ কথা।
মুকুন্দ গাইল গীত অম্বিকার গাথা॥ (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত:—গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব গুরু মোরে বৈল মন্দ
লাজে নাহি করি সমাধান (নিবেদন—অঃ)
দাবানলে যেন বন গোপনে পোড়য়ে মন
জীবার নাহিক প্রয়োজন॥ (অঃ; বঃ)

জারুয়া বলিয়া গালি　　যেন মুখে দিল কালি
　　করিল পণ্ডিত অপমান।
ঘুচাও মনের দুঃখ　　না দেখিব লোক-মুখ
　　করিয়া মরিব বিষপান॥ *
দনাই পণ্ডিত মোরে　　কহিল নিঠুর স্বরে
　　কোন কালে মৈল ধনপতি।
মায়ের আয়াত হাথে　　ভোজন আমিষ্য ভাতে
　　মিথ্যা হৈন্দবের উতপতি॥ †
দূর করি লোকশঙ্কা　　ভাঙ্গায়্যা ভাণ্ডারের তঙ্কা
　　খাও পর কর গো বিলাস।
দূর গেল স্বামীচিন্তা ‡　　না লহ তাহার বার্ত্তা
　　লোকমুখে না কর তপাস॥
তুমি ত বড়র ঝি　　তোমারে বুঝাব কি
　　কেমতে উদরে দেহ ভাত।
হইয়া সাধুর কান্তা　　না কর তাঁহার চিন্তা §
　　কোন্ লাজে পর্যাছ আয়াত॥
হের আস্থ বড় মাতা　　কহিব সকল কথা
　　দেহ মোরে যত আছে ধন।
বাপের উদ্দিশ তত্ত্বে　　যাইব নৌকার পথে
　　সাত নৌকা করিয়া সাজন। ¶

---

* পাঠান্তর :—
　　ত্যজিব মনের দুঃখ,　　দেখিব পিতার মুখ,
　　　　নহে বা করিব বিষপান॥ (অঃ ; বঃ)

† মিছা বাদ হৈল বিপরীতি। (অঃ ; বঃ)

‡ কর্ত্তা (বঃ)

§ নাহিক মরণ কথা　　মনে নাহি ভাব ব্যথা (বঃ)

¶ অতিরিক্ত :—
　　ত্যজিয়া সকল দুখ　　দেখিব বাপের মুখ
　　　　তরী সাজ্যা চলিব সিংহলে। (অঃ ; বঃ)

শ্রীমন্তের কথা শুনি খুল্লনা মনেতে গণি
কহে হিত উপায় বচন। *
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥ †

শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার সিংহল-গমনে অনুমতিদান

যাইবে সিংহল দেশ পাইবে বহুত ক্লেশ
তরণী-সরণী বহুদূর।
মাস দুই তিন ব্যাজ করিয়া রাজার কাজ
সাধু আসিবেন নিজপুর॥
অকারণে কর শোক পাঠায়্যাছিলাম লোক
কল্যাণে আছেন তোর বাপ।
ভূপতির মনোরথে গেছেন তরণীপথে
নিরন্তর করি আমি তাপ॥
ছিল ডিঙ্গা খান সাত লয়্যা গেল তোর তাত
একখানি নাই অবশেষ।
সিংহল জলের পথ মিছা কর মনোরথ
করিবারে পিতার উদ্দেশ॥

* পাঠান্তর :—
শুনিয়া পুত্রের কথা, হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
বিনয়ে খুল্লনা কিছু বলে। (অঃ; বঃ)

† গুণবান মিশ্র সুত, সঙ্গীতকলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্তা-নগর-বাসী সঙ্গীত-অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (অঃ; বঃ)

যদি শত কারিকর গড়ে ডিঙ্গা সম্বৎসর
তবে ডিঙ্গা হয় একখানি।
যদি ডিঙ্গা কর সাজ কেবল ধনের কাজ
অবলার কতেক পরাণী ॥
তথা বহু তিমিঙ্গিল আছে প্রাণপীড়াশীল
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে টমক শিঙ্গা পাখ্যা ছুয়ে লয় ডিঙ্গা
সেই দেশে সঙ্কট জীবন ॥
যাবে হে সাগর বায়্যা সে পথে না জিয়ে নায়্যা
প্রাণের সঙ্কট শোণা বায়।
কহিতে পরাণ ফাটে মকরে মানুষ কাটে
দূর যাও সিংহল উপায় ॥ *
উড়ুস কচ্ছপগুলা সসা পারা মশাগুলা
জলৌকা কুঞ্জরশুণ্ডাকার।
রাজা বড় পাপচিত্ত ছলে হর‍্যা লয় বিত্ত
শুন্যাছি দেশের দুরাচার ॥
খুল্লনা যতেক বলে শুনি সাধু কোপে জ্বলে
অনুমতি না দেই ভোজনে।
খুল্লনা সুধীরমতি বুঝিয়া কার্য্যের গতি
আজ্ঞা দিল সিংহল গমনে ॥

* অতিরিক্ত :—

জলে কুম্ভীরের ভয় কুলে শার্দ্দুলের চয়,
দুষ্টখণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ সে পায় বহুত ক্লেশ,
পিতা মোর কহিয়াছে দত্তে ॥ (অঃ ; বঃ)

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ *

বিশ্বকর্ম্মার আগমন।

সিংহল গমনে রামা দিল অনুমতি।
পুলকে পূরিত তনু কুমার শ্রীপতি ॥
পরম কৌতুকে সাধু করিলা ভোজন।
ফিরিয়া ডাবরে পুন কৈল আচমন ॥ †
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।
ফিরাইল শতপল সুবর্ণ চাঙ্গড়া ॥
বিশাল দুন্দুভিবাদ্য করিয়া বাজনা।
কোটাল সাধুর বোলে দিলেক ঘোষণা ॥
ঝাট যেবা সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ।
শতপল সুবর্ণ চাঙ্গড়া তারে দিব দান ॥

* পাঠান্তর :—

কুশাড়ি কুলের জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীন মাংস ছাড়ি বহু কাল ॥
গুণরাজ মিশ্রসুত সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্সা-নগর-বাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ (বঃ)

† অতিরিক্ত—

কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।
মাণিক ভাণ্ডার হৈতে আনে বহু ধন ॥ (অঃ ; বঃ)

হেনকালে যান চণ্ডী গগন-বিমানে।
শুনিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈলা পদ্মা সনে ॥
বিশ্বকর্ম্মা ভগবতী করিলা স্মোরণ।
স্মৃতিমাত্র বিশ্বকর্ম্মা আল্যা ততক্ষণ ॥ *
যদি ভক্তি আছে হে তোমার আমা প্রতি।
গড় ডিঙ্গা সাতখান চারি পর রাতি ॥
যদি মোর সনে দেহ বীর হনুমান।
তবে ডিঙ্গা পারি আমি করিতে নির্ম্মাণ ॥ †
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি।
হাথে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥
চণ্ডীর বচনে দুহে হইলা বিদায়।
উপনীত হল্যা যথা চাঙ্গড়া ফিরায় ॥
নরাকৃতি হইয়া দুজনে হৈল বুড়া।
ধরিলেন শ্রীমন্তের সুবর্ণ চাঙ্গড়া ॥
কোটালিয়া আনে তারে সাধু বিদ্যমানে।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে ॥

বিশ্বকর্ম্মার পরিচয়।

কহ কারিকর কোন দেশে ঘর
পার ডিঙ্গা গড়িবারে।
অতি বল ক্ষীণ দেখি কত দিন ‡
কারণ বল আমারে ॥

---

* অতিরিক্ত :— তার পুত্র দারুব্রহ্ম আইল সংহতি।
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥ (বঃ)

† পাঠান্তর :— ত্বরিত করিয়া ডিঙ্গা কর নিরমাণ।
সংহতি করিয়া লও বীর হনুমান ॥ (অঃ ; বঃ)

‡ অতি বলহীন দেখি কথা ক্ষীণ (অঃ ; বঃ)

বসনবিহীন পর্য্যাছ কপিন
তথি সোনতির দড়ি। *
শত শির গায় কেশ উড়ে বায়
অঙ্গে উড়ে তোর খড়ি॥ †
নাহি শুন কাণে না দেখ নয়ানে
পবনে দশন নড়ে। ‡
যারে আইল § জরা জিয়ন্তে সে মরা
সে জন ডিঙ্গা কি গড়ে॥
হাসিয়া উত্তর দিল কারিকর
বসি পুরন্দরপুরে।
বলে দেখ ক্ষীণ কার্য্যে নহি হীন ¶
পারি ডিঙ্গা গড়িবারে॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

* তথি ডোর শোণ দড়ি (অঃ ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—যষ্টি অবলম্ব নাহি তব দন্ত
কুড়ারী বাশী পাতন।
দৈন্য দুঃখ-জালে ভ্রম জরাকালে
বিফল ডিঙ্গা গঠন॥ (অঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
লোরা বাতে শির যাহার অস্থির
সে নাকি তরণী গড়ে॥ (অঃ ; বঃ)

§ পীড়ে (অঃ ; বঃ)

¶ যদি দেও ধন এই তিন জন (অঃ ; বঃ)

ডিঙ্গা-নির্ম্মাণ।

দেবকারু বিশ্বকর্ম্মা তার সুত দারুব্রহ্মা
শিরে বন্দে অভয়ার পাণ।
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া রত্নের বাতি
সাত ডিঙ্গা করিলা নির্ম্মাণ॥ *
শিলে সানাইয়া বাসি পাটী চাঁচে রাশি রাশি
নানা ছান্দে † বিচিত্র কলস।
পিতা পুত্রে দোঁহে আটী গজালে গাঁথিয়া পাটী
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস॥
প্রথমে করিল সজ ‡ দীর্ঘে ডিঙ্গা দশ § গজ
আড়ে হস্ত বিংশতি প্রমাণ।
মকর-আকৃতি মাথা গড়ে গজদন্ত-রাতা ¶
মাণিকে করিলা চক্ষুদান॥
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মাঝে যার রৈঘর ||
পাশে কুড়্যা বসিতে কাণ্ডার॥ **
দিসারু বসিতে ঠাট †† উপরে মালুম-কাঠ
পিছে গড়ে মাণিক-ভাণ্ডার॥

* অতিরিক্ত :—হনুমান মহাবীর নখে করে দুই চীর
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল ডহু নখে চিরে দিল বহু
দারুব্রহ্মা গড়য়ে গজাল॥ (বঃ; অঃ)

† ফুলে (অঃ; বঃ) ‡ অজ (অঃ)

§ শত (অঃ; বঃ)

¶ গজদন্তের বাতা (বঃ) গজের অন্তরে লতা (অঃ)

|| ছৈঘর (অঃ) ** পাশে গুড়া বসিতে কাণ্ডার (অঃ; বঃ

†† দুসারি বসিতে পাট (অঃ; বঃ)

গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নাম যার গুয়ারেখি
আর ডিঙ্গা নামে রণজয়া।
অপরূপ যার সীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা
মালতি পঞ্চমী মহাকায়া॥
গড়ে ডিঙ্গা স্বর্ণমালা * হিরামুখী চন্দ্রকলা †
আর ডিঙ্গা নামেতে হিল্লোলা ‡।
চাঁছিয়া করাতমূলে § গড়ে ডিঙ্গা কেরুয়ালে
সাত ডিঙ্গা মাণিক-মুণ্ড্যালা॥ ¶
সাত ডিঙ্গা করি সাঙ্গ আনিল ভ্রমরা গাঙ্গ
কোলে কাঁখে করি হনুমান।
দামিন্যা-নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

গণকের আগমন।

চারি পরে সাত ডিঙ্গা করিয়া নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহিত চলিলা হনুমান॥
নিশি অবশেষে সাধু দেখিল স্বপন।
পিতাপুত্রে দুইজনে করয়ে রোদন॥ ||

* সর্ব্বধরা (অঃ; বঃ) † চন্দ্রকরা (অঃ; বঃ)
‡ নাটশালা (অঃ; বঃ)
§ কাঁঠাল শাল (অঃ; বঃ)
¶ ডিঙ্গাশিরে বান্ধিল মুড়লা (অঃ; বঃ)
|| পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—
(পিতাপুত্রে কোলাকুলি কয়েন ক্রন্দন॥—অঃ)
পিতাপুত্রে কোলকুলি দক্ষিণ পাটনে॥
নিশি শেষে শুনে সাধু কোকিলের ধ্বনি।
শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিল গুণমণি॥ (বঃ)

রাম রাম স্মোঙরণে পোহাইল নিশা।
কোকিল পঞ্চম গায় রবির প্রকাশা॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে।
প্রভাতে চলিলা কারিকর অন্বেষণে॥
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধা আছে দঢ় লোহার শিকলে॥
ডিঙ্গা দেখি সদাগর করে অনুমান।
কোন দেব আসি ডিঙ্গা করিল নির্ম্মাণ॥
সিদ্ধ হৈল মোর কার্য্য সাধু আনন্দিত।
দৈবজ্ঞ আনিতে দাসী চলিলা ত্বরিত॥
বার্ত্তা পায়্যা গ্রহ-ওঝা আল্যা সন্নিধানে। *
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

গণক বিদায়।

সাধু অবিলম্বে চল হে পাটন।
ঘুচিবে মনের দুখ দেখিবে পিতার মুখ
পিতাপুত্রে হবে দরশন।
শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে যেন হীরা
ভাগ্যে অতি হয় শনিবার। †
শুক্ল ত্রয়োদশী তিথি ‡ বাণিজ্যকরণ তথি
ইহা বিনু যাত্রা নাই আর॥

* অতিরিক্ত :—

শুভ যাত্রা বিচার করয়ে শুভক্ষণে। (অঃ; বঃ)

† ভাগ্যযোগে তাহে রবিবার। (অঃ; বঃ)

‡ বণিজ দশমী তিথি (বঃ) বলক্ষা দশমী তিথি (অঃ)

সাত ডিঙ্গা লয়্যা সাথে চলিবে তরণীপথে
সঙ্গেতে চলিবে ভগবতী। *
মগরায় ঝড়বৃষ্টি দিবে চণ্ডী শুভদৃষ্টি
তথি সাধু পাবে অব্যাহতি ॥ †
কালীদহে উপনীত দেখি অতি বিপরীত
কমলে কামিনী গিলে করী।
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে হারি সভা বিদ্যমানে ‡
উদ্ধার করিবে মাহেশ্বরী ॥
রাজকন্যা বিভা করি আসিবে আপন পুরী
শ্রীপতি পিতার উদ্ধার করি।
চণ্ডী হবে কৃপাময়ী পূজা লবে ঠাই ঠাই
কন্যা দিবে বিক্রমকেশরী ॥ §

* চলিবেন পথে ভগবতী। (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—

এই শুদ্ধ সুগণন সাবধান হয়ে শুন
এই যাত্রা বিবাহ কারণে।
ঘুচিবে মনের দুখ দেখিবে পিতার মুখ
কন্যা দিবে রাজা শালবানে ॥ (বঃ; অঃ)

‡ প্রতিজ্ঞায় পরাজয়, রাজার সভায় জয়, (অঃ; বঃ)

§ পাঠান্তর :—

লয়ে যাবে যত ধন, পাবে তার দশ গুণ,
পিতা পুত্রে আসিবে কল্যাণে।
পরম রূপসী ধন্যা বিক্রমকেশরী-কন্যা
পুরস্কার করি দিবে দানে ॥ (অঃ; বঃ)

কহি অতি প্রিয় ভাষা ঘর যায় মহাযশা
রজত কাঞ্চন পায়্যা দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥*

অতিরিক্ত :—

বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ।

বদল আশে নানাধন নায়ে দিল ভরা।
আট দিক হৈতে আশে করি বড় ত্বরা
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুণ্ঠীর বদলে টঙ্ক ॥
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল পাব
বহেড়া বদলে গুয়া ॥
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশোণ বদলে ধবল চামর
কাচের বদলে নীলা ॥
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব
যোয়ানি বদলে জীরা।
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা ॥
চৈয়ের বদলে চন্দন পাব
পাগের বদলে গড়া।
শুকুতার বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥

শ্রীমন্তের রাজসভায় গমন।

শুভক্ষণে নানাধন নায়ে দিয়া ভরা।
রাজসম্ভাষণে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা॥
ভার দুই * দধি কলা চাঁপা বর্ত্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান॥
দাগ করি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দুই সগল্লাত খান দশ গড়া॥
কান্দী দশ লইল বাগুন নারিকেল।
ভার এক দিল সাধু নাড়ু গঙ্গাজল॥
যোড়ে যোড়ে নিল খাসি যুঝারিয়া ভেড়া।
পর্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজী নিল দুই ঘোড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন। †
আগে পিছে পাকি ধায় শত শত জন॥

মাষ মুসুরী তণ্ডুল বরবটী
আর বাটুলা চীনা।
বলদ-শকটে তৈল ঘৃত ঘটে
সদাগর আনিলা কিনা॥
গোধুম কিনে যব খুজিয়া সর্ষপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর পুরিল বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদবতংসে পালধি বংশে
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম॥ (অঃ; বঃ)

* দশ (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত :— বিবিধ প্রকারে বাদ্য বাজায় বাজন॥
বরুণের শীজাকুড়া কনক আকুড়া।
হীরামুখা নামে যার চন্দনের কুড়া॥

উপনীত হল যায়্যা যথা নরপতি।
ভেট দিয়া সদাগর করিলা প্রণতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নৃপতির নিকট শ্রীমন্তের প্রার্থনা।

আস্থ বা দত্তের পো বস্থ বা কম্বলে।
খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে॥
বিরহে তোমার মাতা হয়্যা গেল বুড়ি।
যুবক দেখিয়া বিয়া করাব শাশুড়া॥
বিভার বেভার কিবা বিভার ব্যভার।
আজি কেন বাপু এত ভেটের সম্ভার॥
তোমার আরতি বাপা গেলেন পাটনে।
আনিবারে গেলা তিহো * চামর চন্দনে॥

উপরে ছায়নী দিল পাটের পাছোড়া;
চারিদিকে নামে গজমুকুতার ঝারা॥
ময়ূরের পাখে যার লেগেছে ছিটুনি।
বেলন পাটের থোপা সর্ব্বাঙ্গঢাপনী॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে পড়ে শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য ভেট লয়্যা করিল গমন।
আগে পাছে লয়্যা পাইক ধায় শতজন॥
কড়্যা জাঙ্গাল এড়াইয়া ব্রাহ্মণ-শাসন।
নৃপের সভায় সাধু দিল দরশন॥ (অঃ; বঃ)

* শঙ্খ (অঃ; বঃ)

তোমার আশীষে যদি বাপ আস্তে জীয়া।
পরম কল্যাণ রায় সেই মোর বিয়া॥
চলিব সিংহলে রায় চলিব সিংহলে।
বিদায় হইব তব চরণকমলে॥
পাঠায়্যা তোমার বাপে দুর্জ্জন সিংহলে।
মন যেন পোড়ে মোর * শোক-দাবানলে॥
সপনে জাগিলে হে সদাই ভাবি দুখ।
ইবে হরষিত হৈল দেখি তব মুখ॥
দুঃখ লাগে মনে বড় দুখ লাগে মনে।
সিংহল-গমন-কথা না কয়্য কখনে॥
সিংহল গেলেন বাপা সাজিয়া তরণী।
জীবন-মরণ-কথা একই না জানি॥
মায়ের আয়াত হাতে আমিষ্য ভোজন।
কত না সহিব জ্ঞাতি-গুরুর গঞ্জন॥ †
বাপের উদ্দিশ আশে মায়ের সংশয়।
লাভ চাইতে মূলে হারা হইব সঞ্চয়॥
থাকয়ে কপালে যদি থাকয়ে কপালে।
অবশ্য আসিবে তোর বাপ কথকালে ‡॥
পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ জপ তপ পিতা।
পিতা মহাগুরু পিতা পরম দেবতা॥

* বন যেন পোড়ে মন (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

চলিব পাটনে রায় চলিব পাটনে।
দেখিব বাপের পদ আপন নয়নে॥
সাধু বলে না বলিহ নিষেধ বচন।
তোমার চরণে রায় এই নিবেদন॥
তুমি আন্ধলের নড়ি অন্ধের লোচন।
তোমা বিনে অন্ধকার হবে নিকেতন॥ (বঃ)

‡ কোন কালে (গঃ)

পিতার উদ্দিশে যাব করিয়া যতন।
ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ॥
দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি।
পিতার উদ্দেশ হেতু যাব শীঘ্রগতি॥ *
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার উপদেশ।

শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখিয়া ভূপতি।
সাধু সাধু বলি রাজা দিলা অনুমতি॥
গায়ে হৈতে উতারিয়া দিলা খাসা জোড়া।
চড়িবারে দিল তারে টাঙ্গনিয়া ঘোড়া॥
আরোপিলা অঙ্গে তার ভূষণ চন্দন।
ডিঙ্গার প্রসাদ রাজা কৈলা নানা ধন॥

অতিরিক্ত :—

আজ্ঞা নাহি দেন রাজা করি মায়া মো।
শ্রীমন্তের নয়ন যুগলে বহে লো॥
না কান্দ শ্রীপতি দত্ত বলে নৃপবরে।
দিলাম বিদায় তুমি যাহ রে সফরে॥
হেন বর তোমায় দেউন ভগবতী।
গেলে পিতা সনে দেখা পরম পিরীতি॥
সত্বরে আসিয়া রাজা দিল আলিঙ্গন।
পথের খরচ দিল সোণা এক মণ॥
সাধুর বালকে রাজা দিল অনুমতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥ (বঃ

নৃপতিচরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
ত্বরা করি সদাগর চলে নিজধাম॥
পাইল বিদায় যদি রাজার সভায়।
আঁচলে ধরিয়া কিছু জননী বুঝায়॥
সিংহলের কথা শুনি বড় লাগে ত্রাস।
যে জন সিংহল যায় না আইসে বাস॥
যে যায় তরণীপথে বিষম সঙ্কটে।
রাত্রদিন জলে ভাসে স্থল নাই তটে॥
শিশুমতি তুমি পুত্র না করিহ দম্ভ।
যাত্রা করি একমাস করহ বিলম্ব॥
তবে যদি তব পিতা নাই আস্যে ঘর।
তরণী সাজায়্যা যাবে সিংহল নগর॥
এতেক বচন যবে বলিল জননী।
শ্রীপতি বলেন কিছু পড়িয়া ধরণী॥ *
চলিব পাটনে মাতা ইথে নাই আন।
যাত্রাকালে অমঙ্গল-কথা + অকল্যাণ॥
যদি পিতাপুত্রে মোরা হয়ে দরশন।
পুনশ্চ করিব তব চরণ বন্দন॥
মনের হরিষে তুমি স্থির কর মতি।
অবশ্য দেশেতে আসিবেন শ্রীয়পতি॥
গণকের কথা রামা করিলা স্মোরণ।
একভাবে পূজে তথা চণ্ডীর চরণ॥
অভয়ার পূজা রামা কৈলা আরম্ভন।
ষোল উপচারেতে পূজার আয়োজন॥

---

* অতিরিক্ত :—

যদি বা পিতার সনে নহে দরশন।
কামনা করিয়া মোর সাগরে মরণ॥ (বঃ)

\+ বিরোধ (অঃ)

শত আয়্যগণ গেলা ভ্রমরার ঘাটে।
আম্রশাখা সহ দুর্গা স্থাপিলেন ঘটে
চন্দনেতে অষ্টদল করিয়া সুন্দরী।
তার মাঝে আরোপিলা কনকের বারি।
চারিদিগে জয় জয় দেই আয়্যগণ।
লোকে বলে ধন্য ধন্য বণিকনন্দন।
অল্পকালে যায় সাধু দক্ষিণ পাটন।
কেমনে উহার মাতা রাখিবে জীবন ॥ *
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ †

* অতিরিক্ত :— ছাগ মেষ আনাইল বলিদানের তরে।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে ॥ (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত :— মা গো নিষেধ করহ অকারণ।
আছে বা না আছে পিতা জানিতে সে সব কথা
অন্বেষণে চলিব পাটন ॥
দারুণ কর্ম্মের গতি খুড়া জ্যেঠা নাহি জ্ঞাতি
কে ধরিবে কুলে তিলে কুশ।
জলপিণ্ড-বিমুখ অনুদিন বাড়ে দুখ
উপবাসী পুরাণ পুরুষ ॥
পুত্রের ভরসা মিছা স্বামীর করহ ইচ্ছা
স্বামী বিনে যুবাকালে জরা।
না হ'লে উদয় শশী মলিন যেমন নিশি
কিবা করে শতশত তারা ॥
নিশ্চয় জানিলুঁ যদি আমারে বঞ্চিল বিধি
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে।
আসিয়া আপন দেশে করিয়া পুত্তলী কুশে
করিব পিতার পরিত্রাণে ॥ (অঃ ; বঃ)

খুল্লনার চণ্ডীপূজা।

আরোপি হেম ঘটে ভ্রমরা-নদীতটে
চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা।
আরোপি পদছায়া শ্রীমন্তে কর দয়া
পূরহ দাসীর কামনা॥
প্রথমে লম্বোদর পূজিলা দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।
ময়ূর সবাহনে পূজিলা ষড়াননে
পূজিলা লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তণ্ডুল অষ্ট দুর্ব্বা জাহ্নবীজল-গর্ভা
কাঞ্চনে বিরচিত বারি।
অঞ্জলি-সরসিজে চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী।
আমি তোমা পূজ্যা জবাফুলে ছিরা পাইয়াছি কোলে
নে মা কাঞ্চন পূজনে॥
এই বারি দিয়াছিলে মোরে পুন্ন দিলাম আমি তোমারে
নে মা কাঞ্চন পূজনে॥
করিয়া শুভক্ষণ চামর দর্পণ
তরণীধ্বজ আগে বান্ধে।
বংশ কেরুয়াল ইন্দন করতাল *
পূজিলা দিয়া পুষ্পগন্ধে॥
গাঁঠ্যার গাবরে পূজিলা কর্ণধারে
বসন ভূষণ চন্দনে।
ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ হইলা দু সতীন
সম্ভাষণ করি সভা সনে॥ †

---

* ইন্ধন করবাল (অঃ ; বঃ)

+ সন্তোষে সখীগণ সনে। (বঃ)

সন্তোষে অভয়ার সনে॥ (অঃ)

নৌকায়ে দিয়া ভরা গমনে অতি ত্বরা
শ্রীমন্ত চলিলা সিংহলে।
চণ্ডিকা-চরণে করিলা নিবেদনে
খুল্লনা লোটায়্যা ভূতলে ॥

পূজন। ছিরা সাঁপিলাম তোমার ঠাই।
আর ইহার কেও নাই ॥

আত্মভূতশুদ্ধি * করিলা যথাবিধি
ন্যাস করিলা ধারণে।
ধ্যান ধারণে করিলা পূজনে
করিয়া বেদের বিধানে ॥
মায়ের বচনে দেবীর চরণে
স্তব করিলা শ্রীয়পতি।
করিয়া প্রণিপাত পূজিলা জননাথ †
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া ক্ষিতি ॥ ‡

পূজন। আমি দিয়াছি তোমার দায়।
না ঠেলিহ মোরে রাঙ্গাপায় ॥

শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণভূমি-পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ রচিয়া চারুপদ
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

* আসন ভূতশুদ্ধি (বঃ) † জগন্নাথ (বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

খুল্লনার পূজাপানী, লইতে নারায়ণী
অভয়া বরদারূপিণী।
উরিলা পূজাঘটে, ভ্রমরা নদী-তটে,
ভবানী দুর্গতিনাশিনী ॥

খুল্লনার চণ্ডীস্তব।

অভয়া স্থল দেহ চরণকমলে।
সকল বিফল ধ্বন্দ দূর কৈলে আশাকন্দ *
বৃথা জন্ম হৈল মহীতলে॥
পতি পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সকল শোকের সিন্ধু
কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর।
সজীবে করয়ে গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ
মহাবৃত † তথি সতন্তর॥
লংঘিয়া তোমার ঘট স্বামী হৈল বিসঙ্কট
দূর কৈলে দাসীর আয়াত।
হৈল বড় পরমাদ জীবনে নাহিক সাদ
দূর কর ভব-গতায়াত॥ ‡
তুমি দিলে বনে বর কোলে হৈল বংশধর
আছিল মনের অভিলাষ।
না পূরিল মনোরথ সুত যায় দূর পথ
সুখে বিধি করিল নৈরাশ॥
পতি-পুত্র-মায়া-মোহে খুল্লনা ভাসিল লোহে
প্রবোধ করেন হৈমবতী।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি নির্ম্মিতি॥

* দূর কর মায়াবন্ধ (অঃ ; বঃ)

† মহাব্রত (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

ঘর হৈল কারাগার দিনে হৈল অন্ধকার
দাসী করি রাখ নিজ দাস।
দারুণ দৈবের ফলে বন্দী হৈলু মায়াজালে
সুখে বিধি করিল নিরাস॥ (অঃ ; বঃ)

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার বিশেষ উপদেশ।

খুল্লনারে চণ্ডিকার লাগে মায়ামোহ।
নেতের আঁচলে মুছি লোচনের লোহ॥
সিংহলে যাইতে পুত্রে দেহ অনুমতি।
বিপদে তোমার পায়ের থাকিব সংহতি॥
খুল্লনা বলেন মাতা ঐ চিন্তা বড়।
বিপদ-সময়ে পুত্রে তুমি পাছে ছাড়॥
হাথে হাথে শ্রীমন্তে করিলা সমর্পণ।
জাতপত্র * অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন॥
অষ্ট সুতণ্ডুল দূর্ব্বা দিল তার হাথে।
বিপদ-সময়ে যেন চণ্ডী হয়ে চিত্তে॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে করিয়া প্রণাম।
তরায় সিংহলে সাধু করিলা পয়াণ॥
মায়ের চরণে ছিরা কৈলা নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ কৈল রামা রাজপরিবার॥
গেলে পিতাপুত্রে তব হয়ো দরশন।
নেউটিয়া দেশে পুন করিহ গমন॥
দুর্গম পথেতে দুর্গা করিবে স্মোরণ।
অনেক সঙ্কটে তব নহিবে মরণ॥ †
বিমাতার পদে ছিরা কৈল নমস্কার।
বাহড়িয়া দেশে তুমি না আসিহ আর॥

* আতপত্র (বঃ)

† অনেক সঙ্কটে তোমায় করিবেন রক্ষণ। (বঃ)

কি বোল বলিলে সভা জন্মাইলে দুখ।
পুনর্ব্বার কেমনে চাহিব তব মুখ॥
খুল্লনা বলেন বাপু শুন মোর বাণী।
বিপদে রাখিবে তোরে নগেন্দ্রনন্দিনী॥
সভা সনে সম্ভাষ করিয়া লঘুগতি।
দেবী বলে ভয় না ভাবিহ শ্রীয়পতি॥
খুল্লনা বলেন মাতা কর প্রতীকার।
থাকিবে নৌকার আগে হয়্যা কর্ণধার॥
রৈঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর॥
দাণ্ডায়্যা রহিলা সভে ভ্রমরার ঘাটে।
দুর্গা বলে কর্ণধার সাধুর নিকটে॥
কার হাথে কেরুয়াল কার হাতে বাঁশ।
কার হাথে দণ্ড কার হাথে জগঝাঁপ।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥*

* অতিরিক্ত :—

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগব।
দেখিয়া খুল্লনা রামা হইল কাতর॥
দুর্ব্বলা ধরিয়া তারে লৈয়া যায় ঘরে।
প্রবোধ না মানে রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কান্দিয়া খুল্লনা রামা চলিলেন ঘরে।
শ্রীমন্ত করিছে ত্বরা ডিঙ্গা বাহিবারে॥ (বঃ)

সিংহল যাত্রা।

প্রথমে ভ্রমরাজলে শ্রীমন্ত নাউড়্যা * মেলে
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডীগণ।
এড়ায়্যা ভ্রমরাপানি সমুখেতে উজোবনি
এড়াইল সাধুর নন্দন ॥ †
সম্মুখে হুসনপুর গড়বাড়্যা কথোদূর
দৌলতপুর বাহিল তখন।
কাণ্ডার বাঙ্গাল গায় ‡ সাধু এড়াইয়া যায়
কাঁকিনায় § দিল দরশন ॥ ¶
সম্মুখে ওদনপুর নৈহাটি কথোদূর
সাঁকাইঘাটে ‖ দিল দরশন।

---

* তরণী (বঃ)

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :— নিজগ্রাম এড়াইয়া যায়।
চাকদা কুমারখালা এড়ায় সাধুর বালা
হাড়িমুখী কৈল তেয়াগণ।
কাণ্ডার মালুমকাঠ এড়াইল থানাঘাট
মুড়িকায় দিল দরশন ॥ (বঃ)

‡ মেলান বায় (বঃ) § কাঁকরায় (বঃ)

¶ অতিরিক্ত :— এড়াইল গাঙ্গবাড়া ঘাট কুলানপাড়
ডাইনে এড়ায় কুড়বপুর।
ভাস্কর মেলান বায় বাকসা এড়ায়ে যায়
বেলেড়া বাহিল কতদূর ॥
হাটার মেলান বায় চরকি এড়ায়ে যায়
আঙ্গারপুর বেনিয়ার বালা।
সেনালিয়া নবগাঁ তাহাত করিল বা
উত্তরিল সাধু বাগুনকোলা ॥ (বঃ)

‖ শাখারীঘাটে (বঃ)

পাইয়া গঙ্গার জল মনে সাধু কুতূহল
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ ॥
ডানি বামে যত গ্রাম তার কত লব নাম *
আনন্দিত সাধুর নন্দন ।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী ভুবনে দুর্ল্লভ মানি
দেব আসি যাহার সদন ॥
জলেতে কাঁকড়া ফেলি দেন কনকাঞ্জলি
কত ভাই গঙ্গার কথন ।
রচিলা ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ †

---

* মঙ্গলঘাট বায় বিলিপাট এড়ায়ে যায় (বঃ)

† অতিরিক্তঃ—

না মানয়ে সদাগর বসন্তের খরা ।
চরণি চাটিয়া যায় কবি ত্বরা ত্বরা ॥
দুরণা পাইকে ডাঁড়া উপরে করে দর ।
ত্বরা করি বায়া যায় অঙ্গারপুর ॥
বারেন্দা বাহিল সাধু বেনের নন্দন ।
সোনায়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
সুবর্ণের চণ্ডী করিল পূজ্যমান ।
প্রণমিয়া সদাগর করিল পয়াণ ॥
নবগ্রামে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন ।
রাহুতপাড়া বাহে তবে বেনের নন্দন ॥
কাকড়িয়াচাটি গ্রাম বাহিল সদাগর ।
বাইগুনকোলা গিয়া চিন্তে অভয়ামঙ্গল ॥
কৃপা কর ভগবতী সেবকবৎসল ।
শঙ্খে ডুবি তত্ত্ব নিল সপ্ত মধুকর ॥
হরষিত হৈল সাধু পেয়ে মাহেন্দ্রাণী ।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী ॥ (মুঃ)

পাঠান্তর :—

সিংহল যাত্রা

শ্রীপতি চণ্ডীর আদেশ ধ'রি মায়েরে প্রণাম করি
ডিঙ্গা মেলে সাধুর নন্দন।
ভ্রমরা মেলান বাইয়া থানাঘাট এড়াইয়া
হুসেনপুরায় দরশন ॥
কাথড়াপুরা দিয়া গোমতা বনপাড়া বাইয়া
চন্দ্রখালী বাহিল তখন।
নারায়ণদহী খণ্ডী পূজিল নারায়ণ চণ্ডী
হরষিতে সাধুর নন্দন ॥
ঘন ঘন বাজে শিঙ্গা মানগড়া এড়াল ডিঙ্গা
নপাড়ায় দিল দরশন।
ঘন ঘন বাহে নাইয়া বাগনমুর চলে বাইয়া
হরষিতে সাধুর নন্দন।
অবধান কর ওহে কাণ্ডার বুলন।
শুনিয়া সকল নাইয়া বাকুল্যা চলিল বায়া
বেলেড়ায় দিল দরশন ॥
বেলেড়ায় স্নান করি পূজে সাধু ত্রিপুরারি
হরষিত কাণ্ডার বুলন।
আনন্দিত হয়ে মতি পূজে সাধু পশুপতি
সিংহলকে করিবে গমন ॥
মনেতে জানিয়া হর শ্রীমন্তেরে দিল বর
পিতাপুত্রে হবে দরশন।
আনন্দিত হয়ে মতি প্রভুরে করিল নতি
দধিখণ্ড করিল ভোজন ॥
পুইতি-অনুজ-জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাঙ্গিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥ (অঃ)

গঙ্গার উৎপত্তি কথন

অবধান কর্ণধার শুন পুরাণের সার
কহিব গঙ্গার উপদেশ।
হরিপদে উতপতি ব্রহ্মা-কমুণ্ডলে স্থিতি
হরশিরে যার অবশেষ * ॥
একলালে পশুপতি পঞ্চমুখে কৈল স্তুতি †
গান গীত হরি-সন্নিধানে।
গীতে সমাহিত মন দ্রব হৈলা নারায়ণ
বিধি কৈলা করঙ্গ আধানে ॥
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু-বাসে আছিলা ব্রহ্মার পাশে
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক।
ইন্দ্রের সাধিতে মান কৃপাসিন্ধু ভগবান্
কশ্যপ মুনির হৈলা তোক ॥
হইলা বামন বটু ছয় অঙ্গে বেদপটু
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে।
যুক্তি করি তার সনে আইলা রাজার স্থানে
অশ্বমেধ অবশেষ দিনে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি জিজ্ঞাসিল কৃতাঞ্জলি
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ।
কহিলেন ভগবান ত্রিপাদ ধরণী দান
আশে আল্যাম তোমার সকাশ ॥

* করিল প্রবেশ (বঃ)

† ধরি শ্রুতি (অঃ ; বঃ)

দ্বীপ দিতে চান রায় * দ্বিজ নাই দেন সায়
দিল দান তিনপদ ক্ষিতি।
ক্ষিতি যুড়ি পদ একে আর পদ ঊর্দ্ধলোকে
তৃতীয়ে বলির মাথে স্থিতি ॥ †
হরিপদ নিজধামে দেখি ব্রহ্মা সুসম্ভ্রমে
পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি।
কলুষনাশিনী ক্রমে আল্যা গঙ্গা দ্রব নামে
সুমেরু করিয়া পুণ্যশালী ॥ ‡

* অধিক দিতে চাহে রায় (বঃ ; অঃ)
† অতিরিক্ত :— বলি চতুর্দ্দিগে চাই, কোথায় নাহিক ঠাঁই,
শিরে রাখে বিষ্ণুর চরণ।
সংসার সকল ভয়, হরে নিল রসাতল,
অষ্টাদশে করিল লিখন ॥
ভূভার-তারণ ভার, চতুর্দ্দশ অবতার,
হিরণ্যকশিপু দৈত্যরাজা।
ভায়ের বিনাশ দেখি, চিত্তে রাজা হৈয়া দুখী,
সহস্র বৎসর কৈল পূজা ॥
ইক্ষুর নন্দন দুই, ব্রহ্মা আইল তার ঠাঁই,
কমণ্ডলু-জল তথি দিল।
পেয়ে কমণ্ডলু-জল, দণ্ডাইল দৈত্যবল,
সত্য করিয়া বর নিল ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর, জিনিলেক পুরন্দর,
দৈত্যসুত প্রহ্লাদ জন্মিল।
হরিনাম নিরন্তর, হিংসা কৈল দৈত্যেশ্বর,
নরসিংহরূপে বিদারিল ॥ (অঃ)
‡ অতিরিক্ত :— আসিয়া গগনতলে ক্রমে ইন্দ্রমণ্ডলে
উরিলা কনক-গিরি-শিরে।
সকল-কলুষ-হরা হল্য গঙ্গা চারি ধারা
পূর্ব্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে ॥

শুনি গঙ্গা অবতার সুখী হৈলা কর্ণধার
স্নান কৈলা সতিল তর্পণে।
আচ্ছাদিয়া ধৌতপটে জল পূর‍্যা নিল ঘটে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

শ্রীমন্তের ত্রিবেণী গমন।

ডাহিনে ললিতপুর দেখিল ইন্দ্রাণী। *
ইন্দ্রেশ্বর † পূজা কৈল দিয়া ফুলপানি॥‡

আসি ইলাবৃতে ধারা * সীতা নামে পুণ্য ধারা
ভদ্রা পাবনী সুরধুনী।
ধৌত-হরিপদদ্বন্দ্বা দক্ষিণে অলকনন্দা
জম্বুদ্বীপ-নিস্তারকারিণী॥
পশ্চিমে ভুবন-সারা † বঙ্ক নামে পুণ্য ধারা
পবিত্র করিয়া কেতুমাল।
উত্তরে মঙ্গলতারা ভদ্রা নামে শেষ ধারা
স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল॥
প্রবাহ ‡ অবধি করি চারি হস্ত ধরি হরি
ভাগ্যবান বৈসে এই স্থলে।
ইথে যজ্ঞ § করে জপ অক্ষয় সকল তপ
মুক্তি হয় যদি মরে জলে॥ (অঃ ; বঃ)

* বামেতে ললিতপুর ডাহিনে ইন্দ্রাণী। (বঃ)

† ইন্দ্রে শুভ (অঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

ভাণ্ডসিংহের ঘাটখান ডাহিনে করিয়া।
মাটিয়ারি সফরখান বাম দিকে থুয়্যা॥ (অঃ ; বঃ)

---

* আসি হৈল দ্রুতধারা (অঃ) † ধবল ধারা (অঃ)

‡ পুরাণ (অঃ) § জন্ম (অঃ)

সঘনে কেরবাল বায় শুনি ঝটঝাট। *
নিমিষেকে যায় সাধু যোজনেক বাট ॥ †
বেলনপুরের ঘাট কৈল তেয়াগন।
সুরধুনি ‡ ঘাটে সাধু দিল দরশন ॥ §
চৈতন্য-চরণে যায়্যা করিলা প্রণাম।
সেখানে রহিয়া সাধু করিলা বিশ্রাম ॥
রজনী প্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়।
নবদ্বীপ পাটপুর ¶ বাহিয়া এড়ায় ॥
আঁবুয়া মুলুক সাধু বাহে অতিত্বরা।
নাই মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥ ||

* সঘনে কেরোয়াল পড়ে জলে বাজে সাট। (বঃ)

† অতিরিক্ত :—

শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল বাজে ঘন ঘন।
আগুড়া বাহিল তবে বেনের নন্দন ॥
নিশ্চিন্তপুরের ঘাটে দিল দরশন।
গোঠপাড়া শিকড়দহ বাহিল তখন ॥
মেড়তলার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন।
বাহ বাহ করি ডাকে সাধুর নন্দন ॥ (অঃ)

‡ পুরোধনের (বঃ)

§ অতিরিক্ত :— দ্রুতগতি যায় সাধু নাহি করে হেলা।
কোথাও রন্ধন কোথা চিড়াখণ্ডকলা ॥
পুরোধন সদাগর কৈল তেয়াগন।
নবদ্বীপ আসি ডিঙ্গা দিল দরশন ॥ (বঃ)

¶ পাড়পুর (বঃ ; অঃ)

|| শীঘ্রগতি মৃজাপুর বাহে ত্বরা ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥ (অঃ)
সমুদ্রগড়ি পাড়পুর বাহে ত্বরা ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥ (বঃ)

বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে * শান্তিপুর রহে সব্যে † গুপ্তিপাড়া ॥ ‡
বামদিকে হালিসহর ডাহিনে ত্রপিণী।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট § কিছু নাই শুনি ॥ ¶
শ্রাদ্ধ আদি করে কেহ জলের সমীপ।
সন্ধ্যাকালে কোন লোক জ্বালে ধূপদীপ ॥
রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন ॥
বুহিত্র বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবর ॥

* ডাহিনে (অঃ)
† ডাহিনে (বঃ) বামে (অঃ)
‡ অতিরিক্ত :-
কোদালিয়া যায় সাধু ত্বরিত বাহিয়া।
বুড়িগঙ্গা-ঘাটে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ॥
উলা বাহিয়া যায় কাছিমার কাছে কাছে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥ (অঃ)
উলা বাহ্যা যায় খিসমার পাশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥ (বঃ)
§ দুকূলের জপে তপে (অঃ)
¶ অতিরিক্ত :—
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান ॥ (অঃ ; বঃ)

অথ সফর সংখ্যা।

কলিঙ্গ তেলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ করণাট।
মরেন্দ্র * মগধ মহাদ্রত † গুজরাট ॥
বারেন্দ্র বন্দর বিন্দু ‡ পিঙ্গল সফর।
উৎকল § দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর ॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কল্পপুরা কয়া।
পূরমক অনায়ক ¶ গোদাবরী গয়া ॥
ত্রিহট্ট || কাঙ্‌র কোঁচ নরেন্দ্র শ্রীহট্ট। **
মাণিক কটাকা লঙ্কা প্রলরু নাঙ্গট ॥
একপদ দেশ তার সহস্রেক নাম।
বটেশ্বর আহু লঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম ॥

* মহেন্দ্র (অঃ ; বঃ)
† মহারাষ্ট্র (অঃ ; বঃ)
‡ বিন্ধ্য (অঃ ; বঃ)
§ কাশী কাঞ্চী (অঃ ; বঃ)
¶ পুরীক্ষেত্র প্রয়াগ (অঃ ; বঃ)
|| ত্রিবেণী (বঃ)
** ত্রিহট্ট কোদৃষ্টি আর হস্তিনা-নগরী। (বঃ ; অঃ)

ত্রিহট্ট কোঙব কোঁচ হাঙ্গর শ্রীহট্ট।
মাণিকা ফরিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট ॥
বাগণ মলয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বর আহু লঙ্কাপুরী সপ্তগ্রাম ॥
শিবাহট্ট মহাহট্ট হস্তিনা-নগরী।
আর যত সহর তা বলিবারে নারি ॥

(৺ অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের উদ্ধৃত কোন মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ)

এ সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
বাণিজ্যের কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ *
কাণ্ডারের বচন করিয়া অবগতি।
ত্রপিনীতে স্নানদান কৈল শ্রীয়পতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্তছলনে দেবীর যুক্তি।

নায়ে তুলি সদাগর লয় মিঠাপানি।
বাহবাল † বলিয়া ডাকেন ফরমানি ॥
নানা স্থান বাহিয়া পাইল ভাগীরথী।
করতোয়া এড়াইয়া পাইল সরস্বতী ॥ ‡

* তরণী সাজায়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥ (বঃ)

অতিরিক্ত :—

সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানাধন পায় ॥
তীর্থমধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপাম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম ॥ (বঃ)

† বাহ বাহ (বঃ ; অঃ)

‡ পাঠান্তর :—

গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী ॥ (অঃ; বঃ)
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া ॥
ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলা।
ইছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা ॥ (অঃ)

ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা।
বুড়া মঞ্চেশ্বর * বাহি বাণিয়ার বালা॥
উপনীত হৈল যায়্যা নিমাএ্যের ঘাটে।
স্নানদান করি স্তুতি কৈল করপুটে॥ †

* মস্তেশ্বর (বঃ)
† নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥ (বঃ, অঃ)
অতিরিক্ত :—

সঘন তরীর পথ তীরের পয়াণ।
বেতড় বাহিয়া সাধু পাইল নগাসন (রশান—অঃ)॥ (অঃ ; বঃ)
ত্বরায় চলে তরী তিলেক নাহি রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলা-দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীরপতি॥
ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিতপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উতরিল অবসান বেলা॥
বেতাই-চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে।
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালিঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর॥
নাচনগাছার ঘাটখান বাম দিগে থুয়া।
ডাহিনেতে বারাশত খলিনা এড়াইয়া॥

ডানি বামে বাহে সাধু * হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥ †
ত্বরা করি সদাগর গেল কালাপাড়া।
দুকূলে যাত্রার ঠাট ঘন বাজে সাড়া ॥
সেইদিন সদাগর হাত্যাগড়ে রয়।
রজনী প্রভাতে মেলিয়া সাত নায় ॥ ‡
দুই এক লোক তারা সে পথে আইসে। §
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥

ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ এড়াইল অবসান বেলা ॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অম্বুলিঙ্গ গিয়া উত্তরিল সদাগর ॥
সঙ্কেতমাধব পূজা করিল সত্বর।
তাহার মেলান সাধু পায় হাত্যাঘর ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥
(অঃ ; ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ)

* হিমাই বামেতে বহে (অঃ)

† অতিরিক্ত :—

বিষ্ণু হরির দেউল বামেতে রাখিয়া।
সাগড়া (সাকড়া—অঃ) বাহিল সাধু মহেশ্বর দিয়া ॥
অম্বুলিঙ্গ (আম নদী—অঃ) দিয়া সাধু গেল ছত্রভোগে।
তথায় রহিয়া স্নান দান কৈল রঙ্গে ॥ (অঃ ; বঃ)
তাহা এড়াইয়া সাধু ভোজন কৈল রঙ্গে। (অঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝমঝুমি নদী জুড়্যা ফেনা ॥ (বঃ)

§ এক দুই নৌকা জলের মাঝে আইসে। (বঃ)

দূরে শুনি মগরার জলের নিসন।
আষাঢ়িয়া যেন নব মেঘের গর্জ্জন ॥
মহাল * বাহিল পথ করি অতি ত্বরা।
প্রবেশ করিলা ডিঙ্গা দুর্জ্জন মগরা ॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্ত ছলিতে মাতা পাতিলেন মায়া ॥ †
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মগরার ঝড়জল বর্ণন।

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার ॥
ঈশানে উরিলা মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে ঘন ডাকে দুরদুর ॥
নিমিষেকে আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষল-ধারে জল ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পুখুর ‡ হৈল হারা ॥
দাবাসিনী সম চারি মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥

* মোহনা (বঃ ; অঃ)
† অতিরিক্ত :—

পদ্মা বলে আজ ছল মগরার জলে।
তোমা স্মোঙরণ কৈলে রাখিবে কুশলে ॥
চারি মেব চণ্ডিকা করিলা স্মোঙবণ।
স্মৃতিমাত্র চারি মেঘে জুড়িল গগন ॥ (বঃ)

‡ পথ (অঃ ; বঃ)

পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সোঙরে সকল লোক জৈমুনি জৈমুনি * ॥
পূর্ব্ব হৈতে আল্য বন্যা নামেতে ধবল।
সাত তাল কর‍্যা ফেলে মগরার জল ॥
ঝঞ্ঝনা চিকুর যেন কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ †

নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
অরি হৈল দেবরাজ বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল।

* জনক জননী (অঃ ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—বাপের উদ্দেশে ছিন্না চলিল সিংহল।
খুল্লনা জননী তার কান্দিয়া বিকল ॥
মগরাতে ঝড় বৃষ্টি করিব বিদিত।
দৃঢ়ভক্তি হয় নয় জানিব চরিত ॥
বিপদ দেখিয়া ছিন্না করে কি স্মরণ।
সঙ্কটে বাসিব আজি দাসীর নন্দন ॥ (অঃ)

নদনদীগণের মগরায় আগমন।

চণ্ডীর আদেশে যায় নদনদীগণ।
মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন ॥
আজ্ঞা দিল ভবানী চলিলা মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি।
সঙ্গে মকরজাল ছাড়িয়া পাতাল
ধাইল ভোগবতী ॥

শিল যেন পড়ে গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল বাজে যেন কাঁড় ।
বিষম জলের রয় প্রাণ মোর স্থির নয়
কাণ্ডার ধরিতে নারে ডাঁড় ॥

প্রবলতরঙ্গা ধাইলেন গঙ্গা
ভৈরবী কর্ম্মনাশা ।
ধাইল দ্রুতপদ ষোড়শ মহানদ (সোন মহানদ—অঃ)
ধাইল বাহুদা বিপাশা ॥
(বাহু বিদারিয়া বিষা ।—অঃ)
আমোদর দামোদর ধাইল দারুকেশ্বর
শিলাই (মিশাইল—অঃ) চন্দ্রভাগা ।
কেদাই দেবাই (কেশাই দাবাই—অঃ) ধাইল দুই ভাই
বগরির থানা ধাইল বগা ॥
ধাইল ঝুমঝুমী করিয়া দামামী (দামাদামি—অঃ)
মিয়াই মুণ্ডাই সঙ্গে । (বিশাই গণ্ডাই সঙ্গে—অঃ)
ধাইল তারাজুলি শুসকরা (পুস্করা—অঃ) কুতূহলী
রত্না চলিল সঙ্গে ॥
খরতর-লহরী ধাইল গোদাবরী
ধায়ে কাণা দামোদর ।
খালি জুলি সঙ্গে ধাইল রঙ্গে (চলিলেক বঙ্গে—অঃ)
আর বুড়া মন্তেশ্বর ॥
ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা
অজয় সরস্বতী ॥
ধাইল কুন্তী কাণা ধায় গোমতী
সরযূ কংসাবতী ॥
ধাইল কাঁসাই মহানন্দা বিড়াই (বড়াই—অঃ)
খরস্রোত ধামুনের থানা ।
চারিদিকে জল ধাইল ধবল
মগরা জুড়িয়া ফেনা ॥

দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া বৃক্ষ পাড়ে
দুকূল হানিয়া বহে খানা। *
কহ কর্ণধার ভাই কেমনে নিস্তার পাই
রাশি রাশি কত বহে ফেনা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে বৃষ্টিজলে ডিঙ্গা বুড়ে †
নায়্যা পাকি ‡ জড় হৈল শীতে।
শুন কর্ণধার ভাই কেমনে নিস্তার পাই
জলে মহি § ভাসে শতে শতে॥
দেখহ নায়ের পাশে হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসে
গিরিগুহা বিকট দশন।
কাণ্ডার উপায় বল দেখি প্রলয়ের জল
আজি দেখি সঙ্কট জীবন॥

বাজায়ে দণ্ডী কাঁসাই (কড়াই—অঃ) চণ্ডী
নড়িলা সত্বর হয়্যা।
চণ্ডীর আদেশে শিলা শিল বরিষে
কান্দে সাধু মাথায় হাত দিয়া॥
(সঙ্গে কন্থা ধাই, [কেলেঘাই] লয়ে সাত ভাই, [মহামাই]
আর স্বর্ণরেখা লয়া॥—অঃ)
কৌতুকী অভয়া নদনদী দেখিয়া
রহিলা কেশরি-যানে।
ললিত প্রবন্ধ গাইল মুকুন্দ
আড়রা মহাস্থানে॥ (বঃ)

* দুকূল বহিয়া পথে খানা। (অঃ)
দুকূল হানিয়া পড়ে খানা। (বঃ)

† ভয়ে (বঃ ; অঃ)

‡ পাইট (অঃ ; বঃ)

§ অহি (অঃ ; বঃ)

উঠ্ ডুবু করে ডিঙ্গা স্মোরণ করহ গঙ্গা
অন্তকালে ভজ ভগবতী।
পড়িয়া প্রমাদ-ফান্দে ভবানী বলিয়া কান্দে
হৃদয়ে ভাবিয়া ভগবতী ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডিকা-স্তব।

রক্ষ গো ভবানী মাতা কি বলিব আর।
তুমি না রাখিলে মোরে কে রাখিবে আর ॥
তোমা সোঙরিয়া যাত্রা করিল আসিতে।
সমর্পিয়া দিল মাতা তব হাথে হাথে ॥
তবে কেন বল করে মগরার জল।
নিশ্চয় জানিল মোর দুরাদৃষ্ট-ফল * ॥
কোন মূঢ় বলে মাতা তুমি কৃপামই।
ত্রিভুবনে নিষ্ঠুর নাহিক তোমা বই ॥
ভগবতী বলি সাধু ঝাঁপ দিল জলে।
রণভরে অভয়া শ্রীমন্ত কৈল কোলে ॥
মহামায়া গগনে হাসেন খলখল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক আঁঠু জল ॥
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।
দুর্জ্জয় দক্ষিণাকালী দক্ষের নন্দিনী ॥ †

---

* জনম বিফল (অঃ ; বঃ)

† গোকুল রাখিলে জয়া যশোদানন্দিনী। (অঃ ; বঃ)

নিদ্রারূপী হয়্যা মাতা ভাঙিলে প্রহরা
যখন দৈবকী গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি ॥
নানা অবতারে তুমি ভক্ত-* সহায়িনী।
দুরিতনাশিনী জয়া দুর্গতিনাশিনী ॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে মাতা হইয়া শৃগালী ॥
ভূভার খণ্ডনে কৈলে আপনে প্রকার।
কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার
এত স্তুতি কৈল যদি সাধু শ্রীয়পতি।
মগরায় কৃপাদৃষ্টি কৈলা ভগবতী ॥
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
ডিঙ্গা বায়্যা সদাগর দ্রুতগতি যায় ॥
ডানি বামে ছাড়ি গেলা কত কত দেশ।
সঙ্কেতমাধবে দেখি সোনার মহেশ ॥ †
সদাগর কহে কিছু তার বিবরণ।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সগরবংশ-উপাখ্যান।

অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
সগর রাজার উপাখ্যান।
যার বল গজযুত ষষ্টি হাজার সুত
সগরের করিল নিধন ॥ ‡

---

* বিষ্ণু (অঃ ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—

সাগর-সঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর-প্রসঙ্গ ॥ (বঃ)

‡ সাগরের করিল নির্ম্মাণ। (অঃ ; বঃ)

ত্রিভুবন-অবতংসে আছিল মিহির-বংশে
বৃক নামে মহা মহীপাল।
তার সুত হৈল বাহু রিপু-চন্দ্রে * যেন রাহু
অবনী পালেন চিরকাল॥
পাপগ্রহ যোগ-ফলে পরাজই জরা-কালে
ক্ষিতি ছাড়ি গেলা বনবাস।
বনে মৈল নরপতি তার শশীমুখী সতা
অনুমৃতা কৈলা অভিলাষ॥
তারে গর্ভবতী জানি আসি তথা উর্ব্ব † মুনি
মরণ করিল নিবারণ।
নাই গেল স্বামী সনে গর্ভকথা সতী শুনে
গরলান্ন করালা ভোজন॥
সেই গর্ভ দেব-অংশ গরলে নহিল ধ্বংস
প্রসবিলা নারী ‡ যথাকালে।
গুণযুত § হৈল সুত দেখি রাজা আনন্দিত ¶
সগর আখ্যান কৈল ভালে
তিনলোকে খ্যাতি কীর্ত্তি হৈল রাজচক্রবর্ত্তী
অধিষ্ঠান হৈলা সিংহাসনে।
রণে হৈল তালজঙ্ঘ ‖ আর যত রিপু ভঙ্গ **
একা রাজা জয়ী কৈল রণে॥

* বিপ্রচণ্ড (অঃ; বঃ)

† ঔর্ব্ব (অঃ; বঃ)

‡ রাণী (বঃ)

§ গরযুত (বঃ) গৃহযুত (অঃ)

¶ দেখি মুনি অদ্ভুত (বঃ)

‖ হরিহর তালজঙ্ঘ (বঃ) হয় তার তালজংঘ (অঃ)

** দেখি অঃ; (বঃ)

নিষেধ করিলা মুনি নাই নৃপ বধে প্রাণী
মাথা মুড়্যা পাঠাল্য কাননে।
সেই কৃপাময় রাজা সুত সম পালে প্রজা
বিধাতা সন্তোষ বড় মনে॥
কেশিনী সুমতি তারা নৃপতির দুই দারা
অসমঞ্জা কেশিনী-নন্দন।
তার সুত অংশুমান খ্যাতি সর্ব্বগুণধাম
পিতামহ-হিতপরায়ণ॥
সুমতির গুণযুত ষষ্ঠি হাজার সুত
অযুত-কুঞ্জর-মহাবল।
অসমঞ্জা কৈল দোষ নৃপতি করিল রোষ
বনবাস দিল প্রতিফল॥
দেবগুরু-অনুমতি রিপুজয় নরপতি
অশ্বমেধে ছাড়্যা দিল হয়।
হয় হরি নিশাভাগে থুইয়া কপিল-আগে
ইন্দ্র গেলা আপন নিলয়॥
যদি হারাইল হয় সুতেরে নৃপতি কয়
শুন ষাটি সহস্র কুমার।
ঘোড়া আনি দেহ মোরে নহিলে বধিব তোরে
মখভার সকলি তোমার॥
ষাইট হাজার ভাই চায়্যা বুলে ঠাই ঠাই
না পায়্যা অশ্বের অন্বেষণে।
ক্ষণেক চিন্তিয়া মতি নিমেষে চলিলা তথি
হয় খোজ পাইল দক্ষিণে॥
সুলঙ্গে * ঘোড়ার পদ দেখি সভে মহাক্রোধ
সভে মেলি কোড়য়ে অবনী।
নৃপতি-কুমার যত প্রবেশি পাতাল-পথ
দেখিল কপিল মহামুনি॥

* সুড়ঙ্গে (অঃ ; বঃ)

ঘোড়া দেখি তার কাছে কোপে নৃপসুত নাচে
বকধ্যানে আছে ঘোড়া-চোর।
এতেক নিন্দিয়া তারে পিষ্ঠে শেলঘাত মারে
কোপদৃষ্টে চাহে মুনি ভোর * ॥
মুনি চাহে কোপানলে নৃপতি-কুমার জ্বলে
একটী নাহিক অবশেষ।
আসিয়া নারদ তথা কহিলা সকল কথা
সগর পাইল বড় ক্লেশ ॥
ডাক্যা আনি অংশুমান সগর দিলেন পাণ
চলহ অশ্বের অন্বেষণে।
অবিলম্বে অংশুমান্ গেলা কপিলের স্থান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা।

রথ সাজি গেলা শিশু কপিলের স্থান।
অবনী লোটায়্যা স্তুতি করে অংশুমান্।
অনভিজ্ঞ শিশু আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে দয়া কর মহামুনি ॥
কে বলিতে পারে প্রভু তোমার মহত্ত্ব।
পরশিতে নারে তোমা তম রজঃ সত্ত্ব ॥
আপনার দোষে মৈল সগর-কুমার।
কৃপাময় প্রভু দোষ নাহিক তোমার ॥
অবনী লোটায়্যা স্তুতি করে বারেবার।
অনুগ্রহ কর মুনি তুমি কৃপাসার † ॥

* ঘোর (অঃ ; বঃ) † কৃপাধার (অঃ ; বঃ)

অংশুমান্ শিশু দেখি মুনি দিলা হয়।
কহিল সকল কথা মুনি-মহাশয়॥
তোমার পিতৃর দেহে হল্য কোপানল। *
গতি না হইবে তার বিনি গঙ্গাজল॥
মুনি প্রদক্ষিণ করি রাজা অংশুমান্।
ঘোড়া আন্যা দিল পিতামহ বিগুমান॥
কতকাল তপস্যা করেন মহামুনি।
সুতে রাজ্য দিয়া গেল ত্রিদশ-সরণী +॥
অংশুমানের পুত্র হৈল দিলীপ ভূপতি।
গঙ্গা হেতু তপস্যা করেন একমতি॥
দিলীপ করিল তপ অযুত বৎসর।
সুতে রাজ্য দিয়া স্বর্গে গেলা নৃপবর॥
অনাহারে তপস্যায় মৈল নৃপমণি।
বংশে রহিল সভে বিধবা রমণী ‡॥
একদিন দুর্ব্বাসা তপস্যা করি যায়।
ভক্তি দেখি তুষ্ট মুনি বর দিলা তায়॥
পুত্রবতী হবে তুমি আমার বচনে।
মুনি আশীর্ব্বাদে রামা দুখ্খ ভাবে মনে॥
বংশেতে পুরুষ নাহি শুন মহাশয়।
অভাগ্য করেছি কেন হবেক তনয়॥
মুনি বলে কভু মিথ্যা নহে মোর বাণী।
ঋতুকালে সঙ্গম যাইবে দুসতিনী॥
এত বলি মুনিবর গেলা তপোবনে।
সেইদিন সঙ্গম করিলা দুসতীনে॥
দুই ভগে জন্মিলেন নাম ভগীরথ।
শাপে অষ্টবক্র তারে দিলা দৃঢ়পথ॥

---

* তোর পিতৃগণ ভস্ম হৈল কোপানলে। (বঃ)

\+ ত্রিদিবসরণী (অঃ : বঃ)

‡ দু সতিনী (বঃ)

কুলের বিধান শুনে ব্রাহ্মণের স্থানে।
গঙ্গা আনিবারে বালা * করিলা গমনে॥
ইন্দ্র হর ব্রহ্মারে সেবিল জগন্নাথে:
ব্রহ্মলোক গেলা কৃষ্ণ ভগীরথ সাথে॥
মায়া করি জল সব করিলা সংহার।
জল পাল্যে গঙ্গা মোরে নাই দিবে আর॥
এতেক বলিয়া গেলা ব্রহ্মা সন্নিধানে।
জল চাহি ফিরে ব্রহ্মা সকল ভুবনে॥
কমুণ্ডলে ছিল ব্রহ্মা দিল রাঙ্গা পায়।
গঙ্গা পায়্যা ভগীরথে করিলা বিদায়॥
ভগীরথে বলে গঙ্গা বর মাগ রায়।
ভগীরথ নিবেদন কৈল অভিপ্রায়॥
ব্রহ্মশাপে মৈল মোর পিতামহগণ।
আপনি হইবে তার উদ্ধার-কারণ॥
এমন শুনিয়া গঙ্গা রাজার ভারতী।
মহেশ সেবিতে তারে দিলা অনুমতি॥
মোর অবধানে † প্রভু শিব মহাবল।
নহিলে ভূতল ত্যজি যাব রসাতল॥
মহাতলে যাত্যে বড় ভয় করি রায়।
মহাপাপী জন পাছে মোর জলে নায়॥
সেই পাপ খণ্ডাবারে কহ মোরে পথ।
শুনিয়া গঙ্গার বাণী বলে ভগীরথ॥ ‡
তপস্যায় তুষ্ট হর হৈলা ভগীরথে।
বাড়াইয়া দিল গঙ্গা জটাভার হৈতে॥

* রাজা (অঃ ; বঃ)
† আমায় ধারণে (বঃ)
‡ অতিরিক্ত :—বিষ্ণুভক্ত জন তোমার পরশিবে জল।
এই হেতু পাপ তোমায় না করিবে বল॥ (বঃ)

হরশির হৈতে গঙ্গা আস্যেন অবনী।
পাইয়া গঙ্গার দেখা পিলা জহ্নুমুনি ॥ *
পুন গঙ্গা হেতু স্তব করে মহামুনি।
চলে বালা ভগীরথ দিয়া শঙ্খধ্বনি ॥
হিমালয়-শিখরে উরিলা নারায়ণী ॥
গঙ্গা লয়্যা যান ভগীরথ নৃপমণি।
গোহাপুরী প্রবেশিয়া না পাল্য সরণী ॥
সুরপতি দুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে।
প্রসাদ করিয়া ইন্দ্র দিলা ঐরাবতে ॥
কহিল তাহারে গিয়া গোহা বিদারিতে।
কৃতাঞ্জলি করি গজ কহে ভগীরথে ॥

* অতিরিক্ত ঃ—সুমেরু ছাড়িয়া চলিলা নারায়ণী।
কত দূরে তপ করে জহ্নু মহামুনি ॥
বৃক্ষাদি ভাসিয়ে চলয়ে রাশি রাশি।
স্রোতে ভাসিল মুনির তিল তুলসী ॥
ধ্যানভঙ্গ হৈল মুনি চতুর্দ্দিকে চায়।
তিল তুলসী তামী কেবা লয়ে যায় ॥
পুনরপি মুনি ধ্যান করিলা সত্বরে।
গঙ্গা লয়ে যায় ভগীরথ নৃপবরে ॥
কুপিত হইল তবে জহ্নু মুনিবর।
গণ্ডুষে করিল গঙ্গা উদর-ভিতর ॥
ফিরিয়া দেখয়ে বালা রাজার নন্দন।
হাথে পায়্যা মোর নিধি লৈল কোন্ জন
দেখি ভগীরথ মুনি হৈলা ভয়ঙ্কর।
তারে স্তব করে রাজা সহস্র বৎসর ॥
তপস্যায় তুষ্ট যদি হৈলা মুনিবর।
মুনি বলে রাজা তুমি মাঙ্গি লহ বর ॥
ভগীরথ বলে গোসাঞি শুন তপোধন।
গঙ্গাদান দেহ মোরে এই নিবেদন ॥

বলে গজ গঙ্গা যদি দেই আলিঙ্গন।
গোহা বিদারিয়া তবে করি দিব গণ * ॥
গঙ্গার চরণে নিবেদন নরপতি।
আসিবারে গঙ্গা তারে দিল অনুমতি ॥
সহিবারে পারে যদি জলের নিঃস্বন।
নিশ্চয় কহিবে তারে দিব আলিঙ্গন ॥
ঐরাবত আসি গুহা ভাঙ্গিল দশনে।
জল-বেগে পড়ে গজ শতেক যোজনে ॥
আপনা নিন্দিয়া ঐরাবত মারে চড়।
শ্বাস পালটিতে মাত্র পালা হাতাগড় ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

তপস্যায় তুষ্ট মোরে হয়ে পশুপতি।
বংশ উদ্ধারিতে মোরে দিল ভাগীরথী ॥
তুমি যদি মোরে কৃপা কর তপোধন।
তবে সে হইবে মোর পিতৃ-উদ্ধারণ ॥
এতেক শুনিয়া মুনি ভাবে মনে মনে।
গুহ্যদ্বার দিয়া গঙ্গা দিব বা কেমনে ॥
মুখ দিয়া জল যদি ফেলি ভাগীরথী।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে রহিবে কুখ্যাতি ॥
নখাঘাতে জানু চিরিল তপোধন।
জাহ্নবী বলিয়া নাম ঘোষে সর্ব্বজন ॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ হরিষ অন্তর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (বঃ)

* দিব ত গহন (বঃ)

সগর-বংশ উদ্ধার।

শুন রে কাণ্ডার ভাই বড় তীর্থ এই ঠাই
রামায়ণে শুন ইতিহাস।
সগর রাজার কর্ম্ম শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম
নাই হয় পাপের প্রকাশ॥
আগে দেখাইয়া পথ চলে বালা ভগীরথ
বায়ুবেগে জলের পয়াণ।
পবিত্র করিয়া ধরা অবনীতে তীর্থবারা *
আইল সগর-সন্নিধান॥
আসি গঙ্গা সেই পথে জিজ্ঞাসিলা ভগীরথে
কোথা মৈল সগর-নন্দন।
ভগীরথ বলে বাণী সবিশেষ নাই জানি
আপনি করহ অন্বেষণ॥
প্রপিতামহের কথা বিশেষি না জানি মাতা
নাহি কেহ পুরাতন লোক।
যত দেখ চরাচর নহে তুয়া অগোচর
কৃপা করি দূর কর শোক॥
ভগীরথে কৃপা হয়্যা আপনি বেড়ান চায়্যা †
ঘুড়িলেন বিংশতি যোজনে।
তনু ভস্ম হাড় নখ পরশে বৈকুণ্ঠ-লোক
গেল সভে গগন-বিমানে॥

* সুরনদী তীর্থবরা (অঃ ; বঃ)
† ভগীরথে কৃপাময়ী চায়্যা বুলে ঠাঁই ঠাঁই (অঃ ; বঃ)

নারকী পুরুষ যত চড়ি যায় দিব্য রথ
ঊর্দ্ধবাহু নাচে ভগীরথা । *
অমরে দুন্দুভি বাজে † স্বর্গে বিদ্যাধরী নাচে
পুষ্পবৃষ্টি করিল দেবতা ॥
যেখানে সগর-বংশ ব্রহ্মশাপে হলা ধ্বংস
অঙ্গার আছিলা অবশেষ ।
পরশে গঙ্গার জলে গগন-বিমানে চলে
হয়্যা সভে চতুর্ভুজ-বেশ ॥
মুক্তিপদ এই স্থান ইহাতে করিয়া স্নান
চল ভাই সিংহল নগর ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

শ্রীপতির জগন্নাথ দর্শন।

প্রণমহোঁ সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ ।
ডিঙ্গা বায়্যা সদাগর চলে রাত্রদিন ॥
দক্ষিণে মেদনমল্ল বামে বীরখানা ।
কেরুয়ালের ঝটঝটী নদী যুড়্যা ফেণা ॥ ‡

* উভ বাহে নাচে ভগীরথ (অঃ ; বঃ)
† ভগীরথ মহারাজে (অঃ ; বঃ)
‡ কলাহাট ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া ।
অঙ্গারপুরের দহ বামদিকে থুয়্যা ॥ (অঃ ; বঃ)

গমন করিল সাধু বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে ॥ *
উত্তরিল সদাগর সমুদ্রের কূলে।
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে ॥
বুহিত্র বান্ধিয়া বলে বাণ্যার নন্দন।
এখানে রহিয়া কর প্রসাদ ভোজন ॥
প্রসাদ ব্যঞ্জন তথা কিন্যা খায় ভাত।
লোচন ভরিয়া সাধু দেখে জগন্নাথ ॥
কহ সাধু সেই পুণ্য-স্থান-বিবরণ।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

জগন্নাথ-ক্ষেত্র বর্ণন।

ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় বিশ্বে যার যশ গায়
দ্রাবিড়-ভূপাল যশোধন।
দক্ষিণ-জলধিকূলে অক্ষয়-বটের মূলে
আরাধিলা দেব নারায়ণ ॥
মুক্তিপথ এই ঠাঁই শুন রে কাণ্ডার ভাই
কহিব পুরাণ ইতিহাস।
পঞ্চক্রোশ নালগিরি ইহাতে কৈবল্যপুরা
ইথে মর্ত্যে বৈকুণ্ঠেতে বাস।
সমুখে বিমলা দেবী যার পাদপদ্ম সেবি
তেজ ভাই সংসার-বাসনা।
সঙ্গে গুহ লম্বোদর এই স্থানে আসি হর
হরিপদে হয়্যা দৃঢ়মনা ॥

কনকে রচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাথ নেত মনোহর ॥ (অঃ ; বঃ)

পথে বা শ্মশানে মরে * অনাথ-মণ্ডপ-ঘরে
যথাতথা এই মহাস্থান।
ইচ্ছা করি যেবা যায় প্রসঙ্গে কনক পায় †
মুক্তি পায় দেহ-অবসান॥
সুভদ্রা বলাই সাথে দেখ ভাই জগন্নাথে
সমুখে গরুড় মহাবীর।
শুচি হয়্যা কর ফোঁটা প্রদক্ষিণ মণি-কোঠা
দেখ ভাই বৈকুণ্ঠে মন্দির॥
মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান সিন্ধুতটে পিণ্ড দান
পিতৃলোক-উদ্ধাব-কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর
বটবৃক্ষে দেহ আলিঙ্গন॥
পরশ রোহিণী-কুণ্ডে ইথে যত পাপ খণ্ডে
শুনহ কুণ্ডের ইতিহাস। ‡
এই কুণ্ডে তেজি জীব সাক্ষাত হইলা শিব
কাক গেল বৈকুণ্ঠ-নিবাস॥
প্রবল-চপল-ভৃঙ্গা § স্নান কর শ্বেতগঙ্গা
নীলমাধবে কর নতি।
এ ক্ষেত্র বৈকুণ্ঠপুরী আমি কি বলিতে পারি
ইথে যত দেবতার স্থিতি॥
নীল-শৈলে অবতার চারি বর্ণে একাকার
হাটে কিন্যা খায় ভাত পিঠ্যা।
প্রসাদ গঙ্গার জল ভক্ষণে সমান ফল
এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা॥

---

* বৃক্ষে বা (অঃ ; বঃ)
† সে ফল পায় (অঃ ; বঃ)
‡ শুন মে বৈকুণ্ঠ-ইতিহাস (অঃ
§ ভঙ্গা (অঃ ; বঃ)

যেবা যেই অভিলাষী অন্তকালে বারাণসী
লভে যেবা পায় দিব্যগতি।
এক দণ্ড সুবিশ্রামে সে গতি পুরুষোত্তমে
বটমূলে যদি করে স্থিতি ॥
কি আর বুঝাব তোমা যে অন্ন রান্ধয়ে রমা
ভোজন করেন জগন্নাথ।
বিচারে উৎকলখণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট চল করি প্রণিপাত।
ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
কোই থাই না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে সূপ খণ্ড পূরি ঘটে
আলু বড়া সুক্তার ঝোল ॥ *
পথশ্রমে হবে জোন্দা কিনহ তোড়ানি মন্দা
মরিচ সমান যার তার।
আজানুলম্বিত জটা সন্ন্যাসী কাপুড়্যা ঘটা
অন্ন মাগ্যা ফিরয়ে বাজার ॥
অন্নের বাজার-মাঝে পঞ্চশব্দা বাদ্য বাজে
ঝাট্যাতি বাইতি পায় তোলা।
সুগন্ধি মল্লিকা দনা কিনহ সকল জনা
তুলসী কাষ্ঠের কণ্ঠমালা ॥

* অতিরিক্তঃ—ক্ষীরখণ্ড ছানা লাড়ু ছানা পানা ভরি গাড়ু
ক্ষীরপুলী পদ্মচিনি ছানা।
বিতণ্ডা ত্যজিয়া পাণ্ডা কিনয়ে অমৃত মণ্ডা
হাটে চাকি বুঝ স্বাদুপানা ॥
ছোলা-বড়ি কলা-বড়া আর্দ্রকে বার্ত্তাকু-পোড়া
মানের বেসারি আদা-ঝাল।
নাকরা ব্যঞ্জন-রাজা ঘৃতে পলাকড়ি ভাজা
মধুরুচি ব্যঞ্জন রসাল ॥ (অঃ; বঃ)

* প্রসাদ শুখান অন্ন ভেদ নাহি চারি বর্ণ
দেশান্তরে বয়্যা লয়্যা খায়।
তেজ ভাই মিছা যুক্তি ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি
ভুখিলে যমের নাহি দায়॥ *
ধন্য ক্ষেত্র এই পুরী ইহাতে থাকিয়া হরি
পদবী লভিলা জগন্নাথ।
বিচারে উৎকলখণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট কর করি প্রণিপাত॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীপতির সেতুবন্ধ গমন।

কিনিয়া প্রসাদ অন্ন করিলা ভোজন।
অক্ষয়-বটেরে পুন দিল আলিঙ্গন॥
রাজরাজেশ্বরে লক্ষ দণ্ডবত হয়্যা।
চলিলেন সদাগর বুহিত্র † বাহিয়া॥

---

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—নহে যজ্ঞ ভোজন সমান।
কহি আমি শুন নিষ্ট কুকুর মুখের ভ্রষ্ট
প্রসাদ না কর চিত্তে আন॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা কৃষ্ণপদ-ছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
হরিপদ আর যত বিশেষ বলিব কত
এই পুরী মুক্তির সাধিকা॥ (অঃ; বঃ)

† বুহিত (অঃ, বঃ)

যদি পিতাপুত্রে মোরা হয়ে দরশন।
দেউল নিছিয়া দিব এ পঞ্চরতন ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর ॥
চিলকা ছলের ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা * সালপুর বামদিগে থুয়া ॥
ফিরাঙ্গীর দেশখান বাহিল হরিষে।
রঙ্গে বায়্যা যায় ডিঙ্গা হারমাদের দেশে ॥
চিঙ্গড়ি-দহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
গোঁফ উভ কৈল তারা যেন খড়িবন ॥ †
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁখড়াদহেতে ডিঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
নৌকার আগেতে কেরুয়াল-শব্দ পায়।
দাড়ায় ধরিয়া সব বুহিত্র রহায় ॥ ‡

* রামপুর (অঃ)।

† অতিরিক্ত :—

সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
মধ্যগাঙ্গে দেখি কেন খাগড়ার বন ॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির আগলি।
সে দহে ফেলিয়া দিল গুড়-চাউলি ॥ (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

দেশের কাঁকড়া রাড় চোয়াড়েতে খায়।
এ দেশের কাঁকড়া বুহিত রহায় ॥
বড়ই সেয়ান সেই উত্তর্যা বাঙ্গাল।
নৌকায় পড়িয়া ডাকে যেমন শৃগাল ॥
শৃগালের বোল তারা জল হৈতে শুনে।
অমনি প্রবেশ কৈল পাতাল-ভুবনে ॥
তার প্রয়োজন কত কাণ্ডার করিল।
সেই দহ সদাগর বাহি এড়াইল ॥

বুদ্ধিবলে গেল সাধু সেই দহ বায়্যা।
শঙ্খদহে সদাগর উত্তরিল যায়্যা॥
শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই।
বিষম সঙ্কটে বল কেমতে এড়াই॥
সেই দহ সদাগর তুরিত বাহিয়া।
হাদিয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল চালাইয়া॥
খরশাণ কাটারী তরণীতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে গেল সাধু হাদি কাটাইয়া॥
ডানি বামে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল।
উত্তরিল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
বুহিত্র বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবর॥

সেতুবন্ধ-বিবরণ।

কাণ্ডার ভাই শুন সেতুবন্ধের কথন।
রঘুবংশের ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
যম-মুখ নহে দরশন।
ত্রিভুবন-অবতংসে আছিল মিহির-বংশে
দশরথ নামে নরপতি।
সুত-সম পালে প্রজা অবনী পালেন রাজা
অযোধ্যায় যাহার বসতি॥

চন্দ্রশল্য দ্বীপখান বাম দিগে থুয়্যা
ত্বরাত্বরি যায় সাধু কড়িদহ দিয়া॥
ডানদিকে রহে দ্বীপ নাম আবর্ত্তন
কুম্ভীরিয়া দহে সাধু দিল দরশন॥

রূপে জিনি দেবমায়া নৃপতির তিন জায়া
কৌশল্যা সুমিত্রা কেকই।
কৌশল্যা-নন্দন হরি রাম-রূপে অবতরি
রণভূমি-নিশাচর-জই॥
ভরত কেকই-সুত রূপে গুণে অদভূত
সুমিত্রা-নন্দন দুই ভাই।
অনুজ লক্ষণ বীর শত্রুঘ্ন মহাবীর
অতিশয় সমরে বিজই॥
চারি পুত্র রণযুত দেখি রাজা আনন্দিত
নৃপতি আছেন সিংহাসনে।
যজ্ঞের কারণে রাম * মু'ন বিশ্বামিত্র নাম
আল্যা দশরথ-সন্নিধানে॥

নৌকার বাস কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের বৃক্ষ যেন ভাসিয়া বেড়ায়॥
শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই।
এ সব বিষম দহ কেমতে এড়াই॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির আগল।
সে দহে ফেলিয়া দিল পোড়ায়্যা ছাগল॥
বাবুই ইযার মূল নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধি-বলে যায় সাধু সর্পদহ দিয়া॥
মল্লহরির দ্বীপখান থুয়্যা বাম ভিতে।
জোঁকদহে তার ডিঙ্গা হৈল উপনাতে॥
লহ লহ করে জোঁক যেন করিকর।
চুন ক্ষার গুলে তথা দিল কর্ণধার॥
পাঞ্চজন্য দ্বীপখান থুয়্যা সাধু বামে।
শঙ্খদহে একদিন করিল বিশ্রাম॥ (বঃ)

* কাম (অঃ ; বঃ)

মুনির বচন শুনি পাঠাইলা রঘুমণি
লক্ষণ অনুজ তাঁর সনে।
পথেতে তাড়কা মারি মুনির কৌতুক করি
দুহে কৈলা যজ্ঞের রক্ষণে॥
সাঙ্গ করি নিজযজ্ঞ মুনি ভাবে * কর্ম্মবিজ্ঞ
দুহে নিলা জনক-সদন।
তথা রাম মখস্থলে নৃপতির কুতূহলে
হরধনু করিলা ভঞ্জন॥
দেখি রাজা অদভূত অযোধ্যা পাঠান দূত
দিয়া চারি ন· হয় দিব্যযানে।
ভরত শত্রুঘন সাথে আইলা রাজা দশরথে
সবিনয় কৈল বহুমানে॥
ত্রিভুবনে এক ধন্যা রামে দিলা সীতা কন্যা
কিঙ্কিণী-কনক-ভূষাবতী।
সীতানুজে দিল সীতা † রামানুজে দিল তথা
সবিনয় জনক ভূপতি॥
চারি পুত্র বধূ সাথে হয় চারি দিব্য রথে
অযোধ্যা চলিলা মহামতি।
হরধনু ভঙ্গ শুনি রোষিলা ভার্গবমুনি
আগুলিল রামের পদ্ধতি॥
পরশুরামের গর্ব্ব শ্রীরাম করিলা খর্ব্ব
স্বর্গপথ রুন্ধি একশরে।
অমরে দুন্দুভি বেণি শঙ্খ যোড়া বাজে সানি
রাম আল্যা অযোধ্যা নগরে॥

* ভারি (অঃ ; বঃ)

† চারু (অঃ ; বঃ)

সীতানুজা তিন সুতা (অঃ ; বঃ)

রামে অনুগত প্রজা দেখি দশরথ রাজা
সিংহাসন দিতে কৈল মন।
দারুণ কেকই পাকে কাননে পাঠাল্যা তাকে
সঙ্গে গেলা জানকী লক্ষণ॥
রামধনু লয়্যা হাথে চলিলা কানন-পথে
ক্রব্যাদেরে * করিতে নিধন।
বাস করি পঞ্চবটী সূর্পনখার নাক কাটি
বধ কৈল খর ও দূষণ॥
সূর্পনখা গিয়া লঙ্কা রাবণে দেখাল্যা শঙ্কা
কহিলা সীতার রূপকথা।
মারীচ সহায় করি রাক্ষসের অধিকারী †
আল্যা বীর রাম কুঁড়্যা যথা॥
মণি-হেম-মৃগ-বেশে সীতার নিকট-দেশে
নাচয়ে মারীচ মায়াধর।
সীতার সাধিতে কাম শরধনু লয়্যা রাম
অনুপদি হৈলা রঘুবর॥
গিয়া রাম কথোদূরে মারীচ মারিয়া শরে
পড়ে বীর ডাকিয়া লক্ষণে।
রামের সঙ্কট বুঝি সীতা শোকসিন্ধু মজি
পাঠাল্যা লক্ষণে অন্বেষণে॥
শূন্য দেখি নিকেতন আসি তথা দশানন
সীতা হরি নিল দিব্য যানে।
সমরে জটায়ু মারি রাক্ষসের অধিকারী
থুইল সীতা অশোক-কাননে॥

* বিরাধের (অঃ ; বঃ)
† তপস্বীর বেশ ধরি (বঃ)

মৃগ মারি আসে রাম শূন্য দেখি নিজধাম
মূর্চ্ছিত পড়িলা রঘুবরে। *
হয়্যা ভয়-পরাযুতা দুভাই চাহেন সীতা
জটায়ু দেখিল কথদূরে ॥
সকল কহিয়া রামে গেলা পক্ষ হরিধামে
কৈলা রাম তার ঊর্দ্ধগতি।
ভ্রমিতে কানন-পথে সুগ্রীব বানর সাথে
সখাভাব কৈলা রঘুপতি ॥
দুই মিত্র একস্থলে ভাসিয়া লোচন-জলে
দুঁহে দুখ করে নিবেদনে।
একশরে বালি বধি সুগ্রীবের কার্য্য সাধি
দুঁহে বসি শিখরী-কাননে ॥
রামের সাধিতে কাজ হনুমান কপিরাজ
পাঠাল্য সীতার অন্বেষণে।
হেলে সিন্ধু পার হয়্যা সীতার বারতা লয়্যা
পুড়্যা লঙ্কা আল্যা রাম-স্থানে ॥
দূতমুখে শুনি কথা যেমন আছেন সীতা
সঞ্চয় করিয়া কপিবলে।
রামের সাধিতে কাজ সুগ্রীব বানর-রাজ
উত্তরিলা সমুদ্রের কূলে ॥
মেলি কপিগণ যত শিলা তরু পর্ব্বত
নলেরে আনিয়া এড়ে পাশে।
নলের পরশে ভাসে দেখি কপিগণ হাসে
সেতুবন্ধ হৈল একমাসে ॥ †

* মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতলে (অঃ)
† অতিরিক্ত :—দেখি সমুদ্রের গতি রোষযুত রঘুপতি
উপবাস সমুদ্রের কূলে।
কোপে হয়্যা কম্পবান্ করে লয়্যা ব্রহ্মবাণ
গুণ দিলা ধনুকের হুলে ॥

সীতার উদ্ধার হেতু সমুদ্র বান্ধিয়া সেতু
পার হৈলা শ্রীরঘুনন্দন।
নাল বীর হনুমান সঙ্গেতে প্লবঙ্গগণ
বেড়িল লঙ্কার উপবন॥
বিভীষণ পরাভবে রামের শরণ লভে
গড় বেড়ি কপি দিল থানা।
দেহারা রক্ষিত ঘর বেড়ে যত কপিবর
তরুগণ ভাঙ্গে রাম-সেনা॥
ইহা শুনি দশানন নিয়োজে রাক্ষসগণ
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে।
দেবান্তক-সহোদর নরান্তক নিশাচর
অতিকা প্রভৃতি শত সুতে॥ *

শ্রীরাম যুড়িলা বাণ ভয়ে সিন্ধু কম্পবান
করযোড়ে মানিল বন্ধন।
হুঙ্কার ছাড়িয়া কাঁপে ফেলিয়া ধনুক লোফে
ভুজবলে বধিব রাবণ॥ (বঃ)

*, অতিরিক্ত :—পার হৈয়া প্রভু রাম বেড়িলেন লঙ্কাধাম
দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা।
যুকতি করিয়া স্থির পাঠান অঙ্গদ বীর
রাক্ষসের করিতে গঞ্জনা॥
অঙ্গদ বীরের বোলে দশানন কোপে জ্বলে
সেনা সাথে করিবারে রণ।
করিয়া অনেক মান ইন্দ্রজিতে দিল পাণ
সঙ্গে দিল নব লক্ষ জন।
রাক্ষসে বানরে রণ সচকিত দেবগণ
ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে।
চড় চাপড়ে রণ করয়ে বানরগণ
রাম লক্ষণ বান্ধে নাগপাশে॥

সুমিত্রা-নন্দন-বাণে ইন্দ্রজিত পড়ে রণে
পরাভবে চিন্তিত রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বীর ছিল রাম-বাণে সেই মৈল
দশানন করে বহু রণ॥
সকল বিনাশ দেখি দশানন হয়্যা দুখী
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মুকুট কাটিলা চক্রবাণে॥
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইলা যান
সেই রথে সারথি মাতলি।
চড়ি রাম সেই রথে যুঝে রাবণের সাথে
দেখি দেবগণ কুতূহলী॥
বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণ যুড়ি
মাল্য রাম রাবণের বুকে।
রথে হৈতে বীর পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশমুখে॥

জয় করি সংগ্রাম ইন্দ্রজিত গেল ধাম
মুক্ত রাম গরুড় স্মরণে।
সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ পাঠাইল বিরূপাক্ষ
রাম তারে করিলা নিধনে॥
বিষম সমরে ধীর সুগ্রীব অঙ্গদ বীর
কুমুদ পনস হনুমান।
চড় চাপড়ে রণ করয়ে বানরগণ
যত সেনা ত্যজিল পরাণ॥
সকল বিনাশ দেখি দশানন হৈল দুখী
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মুকুট কাটিল চন্দ্র বাণে॥ (বঃ)

রাবণ পড়িলা রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
পায়্যা শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আইলা রাম সম্ভাষণে ॥ *
শুনি কথা সেতুবন্ধ কর্ণধারে লাগে ধন্দ
সেতু ভাঙ্গ্যা দিল কোন জনে।
করিতে সন্দেহ নাশ কহে সাধু ইতিহাস
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

সেতু-ভঙ্গ-বিবরণ।

যেই হেতু সেতুবন্ধ শুনি লাগয়ে ধন্দ †
অবধানে শুন কর্ণধার।
পার হয়্যে যাত্যে রাম নিবেদন কৈল কাম
অঞ্জলি করিয়া পারাবার ॥
শুন রাম কমললোচন।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ সাধিলে আপন কাজ
না ঘুচাল্যে আমার বন্ধন ॥
রাবণ তোমার অরি আমি নাই দোষ করি
পরদোষে দণ্ড কৈলে মোরে।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাব আমি
বান্ধ্যা গেল্যাম যেন খণ্ড চোরে ॥

* অতিরিক্ত :—সীতার বদন দেখি প্রভু রাম হৈল দুখী
করাইল পরীক্ষা দহনে।
বধিয়া রাক্ষসনাথে দেশেরে যাইতে পথে
সমুদ্র করিল নিবেদনে ॥ (বঃ)

† যেই হেতু সেতুভঙ্গ, শুনিলে বাড়য়ে রঙ্গ (বঃ)
শুনিলে বাড়য়ে বন্ধ (অঃ)

আমা লংহে হনুমান সহিলাম অপমান
কেবল তোমার উপরোধ।
মোর যত উপবন লুটী কৈল কপিগণ
তথাপিহ না করিল ক্রোধ ॥
আমি চিরকাল বর্ত্তি সগর রাজার কীর্ত্তি
তুমি সে সগর-বংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ নিজ কীর্ত্তি কৈলে লোপ
শৃগালেতে লংহিল সাগর ॥
তুমি করি দিলে গণ পার হৈল কপিগণ
জলপথ * হবে প্রেতপুর।
ধর্ম্মপথে দিয়া দৃষ্টি রাখহ আপন সৃষ্টি
আমার বন্ধন কর দূর ॥
সমুদ্রের শুনি কথা শ্রীরামে লাগয়ে ব্যথা
আজ্ঞা দিলা সুমিত্রা-নন্দনে।
লক্ষ্মণ ধনুকছলে সেতুবন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

শ্রীপতির কমলে কামিনী দর্শন

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত্র বাহিয়া ॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বত যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ ॥
মোহান প্রবেশি ডিঙ্গা গেল হাত্যাখাল।†
ত্যাগ করি গেল সাধু লঙ্কার ময়াল ॥

* জনপদ (বঃ)

† মোহনাতে সীতাখালী প্রবেশে হাড়খাল। (বঃ)

দিবানিশি চলে সাধু তিলেক না রহে।
উত্তরিলা সদাগর শ্রীকালীদহে॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্ত ছলিতে মাতা পাতিলেন মায়া॥ *
সাধু ছলিবারে করি কপট সন্ধান।
মহেশের হৃদয়ে মারিলা পঞ্চবাণ॥ †
মোহ গেল শ্রীয়পতি নায়ের উপর।
চেতন করাল্য তারে গাঁঠ্যার গাবর॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—

আপনি করিল মায়া জয়ের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর॥
কত কুঁড়ি হৈল কত ফুল বিকসিত।
ভ্রমরা মজিল তাথে ভ্রমরা সহিত॥
(স্ব ?) মজিলেন মায়াময় কমল কানন
সদাগর বিনে নাহি দেখে অন্য জন॥
পদ্মরাগ মণিগণ পড়ুমার ধারা।
গগণ-মণ্ডলে কেন উদয় হৈল তারা॥
কেহ বিকিকিনি করে লইয়া পসার।
মায়াময় হৈল পুরী বিচিত্র বাজার॥
অভিপ্রায়ে দেখি যেন ইন্দ্রের নগরী।
নৃত্যগীত আনন্দিত বিলক্ষণ পুরী॥
কোন কোন খানে কারে চামর ঢুলায়।
নরশির-মালা কেহ পরয়ে গলায়॥
এক মূর্ত্তি আর মূর্ত্তি নগরের মাঝে।
আর মূর্ত্তি ধরিয়া গিলয়ে গজরাজে। (বঃ)

† পুষ্পের ধনুকে মাতা করিয়া সন্ধান।
শ্রীপতির হৃদয়ে মারিল কামবাণ॥ (অঃ, বঃ)

রাজসুপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যা যদি ধর‍্যা আনি রাখে কোন জনে ॥
কাণ্ডার বলেন তুমি শিশু সদাগর।
কোথা না দেখিলে ভাই কামিনাকুঞ্জর।
বড়ই দুর্দ্ধর্ষ রাজা শালবাহন।
ধন বৃত্ত লবে আর বধিবে জীবন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কালীদহ বর্ণন।

শ্রীপতি বলেন ভায়্যা শুন রে সকল নায়্যা
রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান।
দেখ লখি শতদল অতি পরিমিত জল
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গাখান ॥
মনোহর কমল-উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিবপূজা
কিবা পূজা করে ভগবান ॥
শ্বেত রক্ত নাল পীত শতদল বিকসিত
কুমুদ কল্লার কোকনদ।
হেন মোর লয় জ্ঞান দেবতার উদ্যান
দেখি বহু কুসুম-সম্পদ ॥
নাই জানি কিবা হেতু এককালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকর-কেতু বরিষা শরৎ ঋতু
বিরহী জনের করে অন্ত ॥

রাজহংস করে কেলি কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রিয়া-মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বিন্ধি আছে * সারস সারসা নাচে
উড়্যা বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদন আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ যামি তাণ্ডব করয়ে কামি
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন ॥
হেন লয় মোর মতি বিধাতার অকৃতি †
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমল কুমুদ ফুটে কার কান্তি নাহি টুটে
সুগন্ধি লইয়া বায়ু বহে ॥
কমল-পরাগ-গৌর আমার লোচন-চোর
ফিরি ফিরি বুলে অলিকুল।
ক্ষণেকে ক্ষণেকে বৈসে ক্ষণে উড়ে মধু-আশে
বিরহীজনের চিত্তে শূল ॥
মধুকর সনে বধূ বিকচ কমলে মধু
পান করি অলি গায় গীত।
গীতে সমাহিত মন দুই কূলে পিকগণ
রহে যেন চিত্রের নির্ম্মিত ॥
দেখিয়া কমল-শোভা সাধুর মানস-লোভা
অভয়া পূজিব শতদলে।
কমলে কামিনী দেখি সুখে সাধু মুদে আঁখি
কুম্‌কুম নিকলে ‡ পরিমলে ॥

* মাছে (অঃ; বঃ)
† বিধাতার নহে কৃতি (বঃ)
‡ কুসুম নিকলে (বঃ) কুসুমনিকর (বঃ)

পুন সাধু মেলে আঁখি নবদলে শশীমুখী
উগারিয়া গিলে করিবরে।
পূর্ব্ব সুতপের ফলে শ্রীমন্ত নায়্যারে বলে
দেখ ভাই গাঠ্যার গাবরে ॥ *
সাধুর বচন শুনি কর্ণধার বলে বাণী
তুমি ধন্য দিব্য সুগেয়ান।
সকল বিদ্যার বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কমলে কামিনীর রূপ বর্ণনা।

অপরূপ হের আর দেখ ভাই কর্ণধার
কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার ॥
কনক-কমল-রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনমুঞ্জরি কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী ॥

* পূর্ব্ব তপের ফলে শ্রীমন্ত দেখিল জলে
দেখাইল গাইঠা গাবরে। (অঃ)

রাজহংস-রব জিনি চরণে নপূর-ধ্বনি
দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ-দর্প-হর বেষ্টিত-জাবক কর
অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে ॥
অধর বন্ধুক-বন্ধু * বদন শরত-ইন্দু
কুরঙ্গি চন্দন-বিলেপন। †
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর-ফোঁটা
তনুরুচি ভুবন-মোহন ॥
বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্বের ভার।
বদন ঈষৎ মেলে কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥
বামার ঈষৎ হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্তপাঁতি দেখিতে বিজুলি।
বদনকমল-গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ॥
বদন শরৎ-ইন্দু নব আর বিন্দু বিন্দু
তথি শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির-মেলা ধরিয়া কুন্তল-ছলা
বন্দা করিলা নব ইন্দু ॥

* বিম্বক-বন্ধু (বঃ)

† সুগন্ধি চন্দন বিলেপন (বঃ)। কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন। (অঃ)

ইহার পর অতিরিক্ত :—

শ্রবণ-উপর-দেশে হেমের কলিকা ভাসে
কিঞ্চিত কম্পিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ-মাঝে যেমন বিদ্যুত সাজে
পরিহরি চপলতা-দোষে ॥ (বঃ)

মণিময় হার দোলে কিবা সেই হার গলে
স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম পরকাশ মন্দ সুমধুর হাস
ভঙ্গী নব শিখিবার আশে ॥
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে
হেম মুকুলিকা সুশোভন ॥
নাহি তার সমতুল কর্ণে আকাশের ফুল
শশক-শৃঙ্গের ধনু হাথে।
পদ্মপাতে পাতি ফান্দ ধরে আকাশের চান্দ
বন্ধ্যার তনয়গণ সাথে ॥
দেখি সাধু শশীমুখী কর্ণধারে করে সাক্ষী
কর্ণধার করি নিবেদন।
করী পদ্ম শশীমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কমলে কামিনী দর্শনে শ্রীমন্তের বিতর্ক।

কর্ণধার ভাই জলে বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সভে হয়্যা সাক্ষী ॥
প্রমাণিল যোজন পঞ্চাশ বহে জল। *
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥
পবন জিনিয়া অতি বেগে বহে নীর।
কমলে অবলায়ে কেমনে হল্যা স্থির ॥ †

* যোজনেক প্রমাণ গম্ভীর বহে জল। (অঃ; বঃ)
† কেমনে কমল গজ হৈল ইথে স্থির। (বঃ)

কমলিনী নাহি সহে প্লবঙ্গম ভর * ।
তরঙ্গ-হিল্লোলে রামা করে থরথর ॥
নিবসে পদ্মিনী তথা ধরিয়া কুঞ্জর ।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥
হেলায় কামিনী উগারয়ে যূথনাথে ।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাথে ॥
পুনরপি বামা তায় করয়ে গরাস ।
দেখিয়া আমার মনে লাগিল তরাস ॥
পুরুষ দেখিয়া কন্যা নাহি করে লাজ ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥
খদির-তাম্বুল-রঙ্গ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে ।
গজ গিলে কামিনী চোহাল নাই নাড়ে ॥
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন ।
পঞ্চমেলা গায়ে অলি নাচে পিকগণ ॥ †
ক্ষণে উড়ে ক্ষণে বৈসে মত্ত মধুকর ।
পরাগে ধূসর লতা-তরু-কলেবর ॥
বিকসিত কুন্দবন কুসুম মালতী ।
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে জাতি জুতি ॥
ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন ।
কুন্দ সুকুসুম ফুটে বোরুজ ‡ রঙ্গণ ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর ।
নেতের পতাকা উড়ে সেতের চামর ॥
তার মাঝে বিকসিত কমল-কানন ।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥

* তরঙ্গম ভর (অঃ ; বঃ)
† পঞ্চম গায় অলি নাচে পিকগণ । (বঃ ; অঃ)
‡ রঞ্জন (অঃ ; বঃ)

উগরিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে * ।
ঈষৎ হাসিয়া পুন চৌদিক নেহালে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি ।
পঞ্চ গায় গীত রাগ-রাগিণীরে মেলি ॥
রবাব মুরজ ডম্ফ করয়ে বাজন ।
সঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥
কিবা উমা কিবা ঊষা কিবা † অরুন্ধতী ।
ভবানী ভাবিনী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ডাখিনী হাকিনী কিবা যে যক্ষ যোগিনী ।
কাঙুরের কামিক্ষা ‡ কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত ।
হেন বুঝি কিবা মোরে বিধি বিড়ম্বিত ।
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন ।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে সদাগর ।
কেহ আর নাই দেখে নায়ের নফর ॥
নিমিষে লিখিতে নারে কুমার শ্রীপতি ।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু করেন যুকতি ॥
যে কালে হৈলা প্রভু যশোদনন্দন ।
বাল্যক্রীড়া করি কৃষ্ণ § মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যশোদা ধরিয়া তারে বলেন বচন ।
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
না খাই মৃত্তিকা গালি দেহ অকারণ ।
বাণী মোর মিথ্যা যদি মেলহ বদন ॥

* অবহেলে (অঃ ; বঃ)

† রতি (অঃ ; বঃ) ‡ কামরূপের কামাখ্যা (অঃ)

§ কৈল (বঃ)

তবে বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরাণী॥
সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল॥
তেন মতে ছলে মোরে কেমনে দেবতা।
নহে কি মানুষী হয়্যা গিলে গজ-মাথা॥
রাজার সভায় বৈসে যত বুধগণ।
অবশ্য জানিবে তারা এ সব কারণ॥
এমন বিচার তবে ভাবি মনে মন।
মসীপত্রে সদাগর করিল লিখন॥
বাহ বাহ বলি ডাকে সাধুর নন্দন।
রত্নমালার ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে॥ *
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সিংহলে শিবির-স্থাপন।

ডিঙ্গারূঢ় সাধু সঘনে বাদ্য বাজে।
চঞ্চল জলচর ফিরয়ে থরথর
স্থির নহে সলিলের মাঝে॥
ডিণ্ডিম দড়মস পূরয়ে দশ বিশ
ঢঙ্গ ঢঙ্গ বাজয়ে ঢাক।
দুর্দ্দুর দুরদুর বাজায়ে রণতুর
না শুনি নিকটের ডাক॥

ইহারই পর অতিরিক্ত :—রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে চমকিত হৈলা নৃপমণি॥ (বঃ)

ঝাঁজরি মুহরি রবাব ধুসরি
পিনাক খয়ের খোল।
মঙ্গল ঘন ঘন মুচঙ্গ চনচন
পড়াহ রণজয় ঢোল ॥
ভেরী ভয়ানক ঝন ঝন ঝন নক
করতাল বাজয়ে ডম্প।
শঙ্খ সুগাহন পূরয়ে অবিরণ
নগরে লাগয়ে কম্প ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে ধি ধি ধাঙ্গা
দোসরি বিরবর কালি।
বন্দুকের ধ্বনি পড়ে যেন অশ্নিনী
শ্রবণে লাগয়ে তালি ॥
ডিণ্ডিম ডমরু পরমিত কেকরু
সরমঙ্গলা সুতান।
কাঁসর ঝনঝন পূরে অতি নিঃস্বন
সানী সরযুত গান ॥
খাটায়্যা তামু ঘর বসিলা সদাগর
পরিসর নদীর কূলে।
দাবাসিলি ডাকে সিংহল কাঁপে
পরিজন রহে তরুতলে ॥
মধ্যাহ্ন-দিনকৃতি করিয়া শ্রীয়পতি
শুনেন আগম পুরাণ।
চমকিত শালবান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
আরড়া মহাস্থান ॥ *

পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

কুলে উঠি নাইয়া পাইট (পাইক—অঃ) বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে সব (প্রতি—অঃ) ঘরে ঘরে
চমকিত সর্ব্বজনা ॥

কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ।

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্র চমকিত হৈলা নৃপমণি॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন
আসিয়া কোটাল নৃপে দিলা দরশন॥

বরগো (ভরঙ্গ—অঃ) ভেরী বাজায়ে (দোসারি—অঃ) মহুরী
ঘন বাজে বীরকালী।
(তুরী—অঃ) শিঙ্গা কাড়া (পড়া—অঃ) বাজায়ে পড়া (ঘন বাজে কাড়া—অঃ)
শ্রবণে লাগয়ে তালী॥
ধিঙ্গ ধিঙ্গ মঙ্গল বাজে স্বরমণ্ডল
বীণা বাজে জীন জীন।
ডুম ডুম ডম্বুর পূরিল অম্বর
পাখাজ্ বাজে তিন তিন॥
তাকা তাগ তিনি মৃদঙ্গ করে ধ্বনি
ঝক ঝক বাজে করতাল।
মন্দিরা ঠন্‌ঠনি ভ্রমপ সাহিনী
ভেঁা ভেঁা বাজে করণাল॥
নাগারা ঢেক ঢেক মরিচি পেক পেক
জয়ঢাক বাজয়ে বাঁশী।
কামিঠা করঙ্গী তাঙ্গ তাঙ্গ তরঙ্গী
তুম্ব তুম্ব তুম্বরু কাঁসী॥
চৌদিকে ধা ধা বাজয়ে দাধা
তবকি তবকে রোল।
কেহ দেয় উড়াপাক বাজায়ে বীরঢাক
কেহ কার না শুনে বোল॥

সপ্তস্বরা ঠমকা ঝন ঝন ঝনকী
ভেরী বাজে ধোঙ ধোঙ।
ঘরদল পরদল বাজয়ে মাদল
শিঙ্গা বাজে ভোঁ ভোঙ॥
রবাব চিনি চিনি খঞ্জনী তিনি তিনি
ডিচাঙ ডিচাঙ চাক।
ঢাল সাঠে ফরিকার করয়ে তুর্দ্ধার
নিকটের না শুনি ডাক॥
কোন কোন গুণিজন করয়ে বিরচন
ভালে দেয় চন্দন-পঙ্ক।
তাড়ি তালা ভাঙ মান করয়ে নির্ম্মাণ
রূপকে পাতিল অঙ্ক॥
গিড় গিড় দগড়ি বাজয়ে পগরী
ঘন বাজে জগঝম্ফ।
করিয়া ভোঁ ভোঁ বাজয়ে বরগোঁ
(বাজয়ে সানী রণজয় বেণী—অঃ)
সিংহলে উঠিল কম্প॥
খেলে পাইক বাঙ্গালি শিঙ্গা কাঢ় (খাঁড়া ফলা—অঃ) বিজলী
কেহ বা বিন্ধিছে বেঝা।
পাইকের মেলা পড়া সঘনে লাগয়ে জোড়া
পিছে পিছে করিয়া খেদা॥
(মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশীয়া
কেহ ধায় ফিরাইয়া লেজা॥—অঃ)
কত কত ধানকী ফরিকার তবকী
উত্তরোল ছাড়য়ে বাণী।
হয় রব জয় জয় ডাকিছে সেনাচয়
অভিনব জলধর-ধ্বনি॥
টাঙ্গায়ে তাম্বু ঘর বসিলা সদাগর
পরিসর তটিনীর কূলে।
বাগ্যের কলকল ভরিল সিংহল
শুনিয়া নৃপতি জ্বলে॥

সত্বরে কোটাল তারে নোঙাইল মাথা ।
রোষযুত নরপতি কহে তারে * কথা ॥
লুট্যা দেশ খাসি ০ বেটা দেশের বিধাতা ।
ভাল মন্দ নাই কহ দেশের বারতা ॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন ।
বার্ত্তা জানি শীঘ্র আসি কর নিবেদন ॥
ঘরদল হয়ে যদি আস্ত মোর পুর ।
পরদল হয়ে যদি মার‍্যা কর দূর ॥
যদি বৈদেশিক হয় আন্যো মোর ঠাঁই ।
মার‍্যা দূর কর‍্য যদি না মানে দোহাই ॥
গজ-স্কন্ধে কালু দণ্ড † যায় ধাওয়াধাই ।
কূলেতে উঠিতে সাধ্যে দিলেক দোহাই ॥
ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা ।
প্রবেশিয়া রাজপুরে কেন বাজাও দামা ॥
নহি আমি ঘরদল নহি পরদল ।
বৈদেশিক সাধু আমি আস্যাছি সিংহল ॥
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীত পাই ।
নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥
সিংহলে রহিবে যদি যাহ রাজধাম ।
রাজস্থানে চল মোরে দিয়া ত ইলাম ॥ §

জগদবতংসে পালধি-বংশে
নরপতি শ্রীরঘুরাম ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম ॥ (বঃ)

* কটু (বঃ) ০ থাও (অঃ ; বঃ)

† কালু দত্ত (অঃ)

§ রাজ-দরশনে সাধু পাবে বড় মান । (বঃ)

মোর শিরে দায় লাগে হলো ডাকা চুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাহি আমার দিগারি ॥
তোর দেশে আসি আমি নাই খাই জল।
কিসের কারণে চক্ষু করিস পাকল ॥
সাধু নহ ভণ্ড * বেটা মিছা তোর ভরা।
প্রবেশিয়া সাধুরূপে ডাকা দিবি পারা ॥
যে চোর তাহার বাপে নাহিক পাত্যারা। †
দেখহ সকল লোক আপনার পারা ॥
যদি সাধু বট তুমি শুন মোর বাণী।
অকাতরে কর কাজ তবে সাধু জানি ॥
লক্ষের ‡ টোপর যদি ফেল রত্নাকরে।
তবে জানি নিশ্চয় হইবে সদাগরে।
শুনি আনন্দিত বড় সাধুর নন্দন।
টোপর খসায়্যা ফেলে হরষিত মন ॥
লক্ষের টোপর ফেলে কোটালের বোলে।
খসায়্যা দিলেন সেই রত্নমালা-জলে ॥
গগণে হাসেন মাতা পদ্মার সঙ্গতি।
হের দেখ কি কাজ করয়ে শ্রীয়পতি ॥
শিশুবুদ্ধি সদাগর নাই বুঝে কিছু।
শুনিয়া খুল্লনা মোরে কি বলিবে পাছু ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

* ঢঙ্গ (বঃ)

† সাধু বলে যেই চোর নাহি পাতিয়ারা। (অঃ ; বঃ)

‡ সোণার (বঃ)

স্বর্ণটোপর লইয়া চণ্ডীর খুল্লনার নিকট গমন।

শ্রীপতি টোপর ফেলে হাসিয়া অভয়া বলে
হের পদ্মাবতি দেখ জলে।
অবোধ সাধুর পুত্র বুদ্ধি নাই তিলমাত্র
টোপ ফেলে কোটালের বোলে ॥
উহার মাতা খুল্লনা নিত্য পূজে ত্রিলোচনা
কৃপাবশে দয়া কৈল বনে।
লক্ষ তঙ্কার ধন নষ্ট করে অকারণ
ইহা আমি দেখিব কেমনে ॥
পতি পুত্র পরবাসে খুল্লনা ব্যাকুল বাসে *
রাত্রি দিবা মরিছে কান্দিয়া।
ক্ষেমঙ্করী-বেশ ধরি অধরে টোপর করি
ভগবতী চলিল উড়িয়া ॥
পদ্মাবতী করি সঙ্গে যান চণ্ডী লীলারঙ্গে
উজানীতে উত্তরিল গিয়া।
যেখানে খুল্লনা নারী মনোহর বেশ ধরি
দিলেন টোপর ফেলাইয়া ॥
টোপর দেখিয়া দুঃখ বিদরে মায়ের মুখ
এই মোর বাছার টোপর।
টোপর আনিল কে মোরে দেখা দেহ সে
বাছার কুশল কহ মোর ॥ †

* আকুল দেশে (অঃ ; বঃ)

† পাঠান্তর ও অতিরিক্ত—পাশা খেলে সহচরী লইয়া খুল্লনা নারী
ধূলায় ধূসর কলেবর ॥
যে ঘরে খুল্লন নারী লুকাইয়া মহেশ্বরী
খুল্লনারে লাগিল ভর্ৎসিতে। (বঃ)

বলে দেবী ত্রিলোচনা শুন ঝিয়ে খুল্লনা
আমি আল্যাম সিংহল হইতে।
দিবানিশি কান্দ তুমি বড় দুঃখ পাই আমি
তোমারে বারতা আল্য দিতে॥
চণ্ডীর বধান বড় খুল্লনা জানিল দড় *
সেই পুত্র দিয়াছ আপনি।
হাথে মোর দিয়া নিধি পুন কাড়্যা লহ যদি
তবে আর কি বলিব আমি॥
শুন ঝিয়ে বাণ্যার যুবতী।
তিলেক না কর ভয় সাধুর হইবে জয়
আমি আছি তাহার সংহতি॥
বলে দেবী ত্রিলোচনা শুন ঝিয়ে খুল্লনা
সুখে থাক বিনোদ মন্দিরে।
আপনি সিংহলে যায়্যা রাজকন্যা বিভা দিয়া
শ্রীমন্ত আনিয়া দিব ঘরে॥
শুন ঝিয়ে তোরে কই রহিয়া শুয়াস্তি নাই †
সেইখানে শ্রীমন্ত একেলা।
নাহি জানি অকারণে বাদ করে কার সনে
রাখিবারে চাহি সেই বেলা॥
পদ্মাবতী কার সঙ্গে যান চণ্ডী লীলারঙ্গে
উত্তরিলা সিংহল নগরে ‡।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
যান সাধু রাজা ভেটিবারে॥ §

* খুল্লনা বলেন দড় চণ্ডিকা অবোধ বড় (বঃ ; অঃ)
† ঝিএ গো প্রবোধ হও রহিতে শকতি নও (বঃ)
‡ কৈলাস-শিখরে (অঃ ; বঃ)
§ ইহার পর কোন কোন পুস্তকে এই প্রবন্ধটি পাওয়া যায় :—

শ্রীমন্তের রাজসভায় গমন।

রাজ-ভেট নিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া।
পার্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজী নিল দুই ঘোড়া॥
ভার দশ দধি কলা চাপা মর্ত্তমান।
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ॥
কান্দি দশ নিলেক বাজন নারিকেল।
ঘড়া পুর্য্যা নিল চিনী-লাড়ু গঙ্গাজল।
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দুই সগল্লাত খান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন॥
বরুণের সাজাকুরা কনক আকুরা।
হারামুখী নামে যার চন্দনের পড়া॥
উপরে ছাউনি দিল পাটেব পাছড়া।
চারিদিগে নামে গজ-মুকুতার ঝারা॥
ময়ূর-পাখের তায় লেগেছে ছিটনি।
বিনোদ পাটের থোপ রসের দাপনি॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য লৈয়া ভেট করিল গমন।
আগে পাছে ধায় পাইক শত শত জন॥
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভীত॥
বামদিকে রাখে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় তাহারে জিজ্ঞাসে মহারাজ॥
অভয়ায় চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ ; অঃ)

রাজ-সমীপে শ্রীমন্তের পরিচয় প্রদান।

ভেটের আয়োজন বান্যার নন্দন
কাণ্ডারেরে করিয়া মন্ত্রণা।
আনন্দেতে সদাগর ভেটিল সিংহলেশ্বর
ভেট ঘাট করি নিয়োজনা॥
রাজার গোচরে বলে সদাগরে
লয়্যা বদলের সাজ।
দেখি সবিস্ময় চাহে পরিচয়
সালবান মহারাজ।
কর অবগতি শুন নরপতি
গৌড় দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী সাজি সাত তরী
পাঠাইলা তব পাশ॥
চামর চন্দন শঙ্খ আদি ধন
নাহিক রাজ-ভাণ্ডারে।
রাজ-আজ্ঞা পায়্যা আল্যা সিন্ধু বায়্যা
তোমার এই সফরে॥
গন্ধবান্যা জাতি উজোবনে স্থিতি
দত্ত-কুলে উতপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
নিবসি নাম শ্রীপতি॥
রাজা মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম।
প্রতাপে তপন * মল্লে ভীমসেন
চোর খণ্ডে সভে বাম॥

* নিঃসীম (বঃ); বিষম (অঃ)

পণ্ডিত সৎকবি তেজে যেন রবি
নারদ সমান গানে।
সুমতি সুস্থির সত্যে যুধিষ্ঠির
কর্ণের সমান দানে॥ *
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারু পদ
অম্বিকামঙ্গল গান।

বাণিজ্য-বিনিময়।

বদল-আশে নানা ধন আন্যাছি সিংহলে।
যে দিলে যে বদল শুনহ কুতূহলে॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে শুঁটের বদলে টঙ্ক॥
আতঙ্ক † বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া॥
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশণ বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা॥
চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।
শুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাস মশুরী তণ্ডুল বদরী বরবটী বাটুলা চীনা।
বলদ শকটে তৈল ঘি পুর্যা ঘটে সদাগর আন্যাছি কিনা॥
সাধু কিনে যব খুড়্যা সরিষা মুগ তিল মাণ্ডুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর পূরিল বহুতর লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদবতংসে পালধিবংশে নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন অভয়া পূর তার কাম॥

* সুরতরু সম দানে (অঃ; বঃ) † প্রবঙ্গ (বঃ; অঃ)

রাজপুরোহিতের আগমন।

বদলের সজ্জ রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন-ব্যভার॥
সাধুকে তুষিল রাজা কুসুম চন্দনে।
বিদায় করিলা * তারে রন্ধন ভোজনে॥
অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত।
রাজার সভায় আসি হৈলা উপনীত॥
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিলা কম্বলে।
হাস পরিহাস কথা কহে কুতূহলে॥
চৌদিগেতে দেখিয়া ভেটের আয়োজন।
সহাস বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন॥
আজি বড় ভেট রাজা দেখি চারি ভিতে।
মনোহর নানা দ্রব্য আল্য কোথা হত্যে॥
গৌড় হৈতে আল্য সাধু নাম শ্রীয়পতি।
এই দ্রব্য দিয়া মোরে করিলা প্রণতি॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অভিরোষে।
ব্রাহ্মণ বসত কেন করে এই দেশে॥
বিধি-ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন।
কার্য্য-কারণের বেলা হই উদাসীন॥
আমি সভে বঞ্চিত সভার কোলে ভেট।
পঞ্চপাত্র মিত্র রাজা মাথা কৈল হেট॥
ইহা বলি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি।
নিষেধ করিল পাত্র তাঁর পায়ে পড়ি॥
রাজার আদেশ পুন কালুদণ্ড পায়।
পুনরপি আনে সাধ্যে রাজার সভায়॥

---

* মাগিল (বঃ)

পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আল্যে কহ সাধু কথা ॥
অঞ্জলি করিয়া কিছু করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ

রাজার আরতি পায়্যা সঙ্গে সাত তরী লয়্যা
নদনদী সিন্ধু মহাশয় * ।
অবধান কর ভূপ যে দেখিল অপরূপ
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ভয় ॥
সঙ্গে সাত তরা লয়্যা আইলাম অজয় বায়্যা
উপনাত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।
ধৌত-হরিপদ-দ্বন্দ্বা বাহিয়া অলকনন্দা
কুতূহলে আল্য গীত নাটে ॥
ডানি বামে যত গ্রাম তার কত লব নাম
উপনাত ত্রিপিণির † তারে।
প্রভাতে করিয়া স্নান যথাবিধি দিয়া দান
ঘটে পূরি নিল গঙ্গানীরে ॥
জাহ্নবী গঙ্গার শৃঙ্গ পর্ব্বত সমান ভৃঙ্গ ‡
বাহিল পরাণ করি হাথে।
ডানি ভাগে নীলগিরি সিন্ধুতটে অবতরি
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে ॥

* জলাশয় (অঃ ; বঃ)
† ত্রিবেণীর (বঃ)
‡ জাহ্নবী-সাগর-সঙ্গ পর্ব্বত সমান ভঙ্গ (অঃ ; বঃ)

কেবল দুঃখের পথ বাহিলাম নানামত
উপনীত হৈলাম সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ কালিদহে পরবেশ
জল আচ্ছাদিত শতদলে॥
সেই কালীদহ-জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলি উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী * বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশীমুখী খঞ্জনলোচনা॥
সাধুর বচন শুনি রোষযুত নৃপমণি
চান রাজা পাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালী রচন॥

উভয়ের প্রতিজ্ঞা।

সাধুর বচন শুনি শালবান হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে॥
বিদেশে আসিয়া সাধু পাইল তরাস।
কি ভাগ্যে সাধুর ডিঙ্গা না কৈল গরাস॥
সাধু বলে স্থান-গুণে করহ বিড়ম্ব †।
গজ কন্যা বান্ধ্যা আনি করহ বিলম্ব॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমল কুমুদে পারি ছাওয়াইতে ঘর॥
বান্ধিয়া আনিতাম করী কমলকামিনী।
করিল তোমারে ভয় শুন নৃপমণি॥
রাজসভার যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্র-বিচারে ইহার হয় দণ্ড॥

* সুকুমারী (অঃ ; বঃ)
† উপালম্ভ (বঃ) ; উপালম্ব (অঃ)

সাধু বল * ভণ্ড বল ঠাকুরালি বোলে †।
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল কালীদহ-জলে ॥
যদি মিথ্যা হয় এক আমার বচন।
লুটিয়া লইবে মোর বুহিত্রের ‡ ধন ॥
দক্ষিণ মসানে মোর বধিহ জীবন।
অবধানে শুন রায় দণ্ড সুলক্ষণ ॥ §
রাজা বলে সত্য হয় তোমার বচন।
অৰ্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন ॥
সুশীলা করিব দান ইথে নাই আন।
প্রতিজ্ঞা করিলা রাজা সভা বিদ্যমান ॥
রাজা সাধু মেলি কৈলা প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসীপত্রে লিখন করিলা সভাজন।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সিংহল-রাজের কালীদহে গমন।

অপরূপ কথা শুনি শালবান্ নৃপমণি
সাজ বলি পড়িল ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে কুঞ্জর উগারি গ্রাসে
শুনি ধায় পুরের সর্ব্বজনা ॥ ¶

* বলে (বঃ ; অঃ) † বলে (বঃ ; অঃ) ‡ সাত তরী (বঃ ; অঃ)
§ অবধান কর রায় মোর নিবেদন। (অঃ ; বঃ)
¶ শুনিয়া সাজিল সর্ব্বজনা (অঃ)
শিঙ্গা শঙ্খ উতরোল অন্ত নাহি ঢাক ঢোল
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল।
ডমরু মহুরী বাজে বীরকালি তাহে সাজে
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল ॥ (অঃ ; বঃ)

গজপৃষ্ঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা

আড়ম্বরে পূরিল গগন।

ধবল চামর-ছটা সাজিল রাজার বেটা *

বক্ষঃস্থলে চন্দন ভূষণ। †

সাজ বলে পড়ে রা সাজিল রাজার মা

কালীদহে দেখিতে কমল।

দাসদাসীগণ সঙ্গে চলিলা পরম রঙ্গে

দেখিবারে কালীদহ-জল॥ ‡

সঙ্গে নবলক্ষ দলে উত্তরিলা নদীকূলে

নায়্যাগণ তরণী যোগায়।

নৃপতি চড়িলা নায় কমল দেখিতে যায়

উত্তরিল শ্রীকালীদয়।

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত

কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।

তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্ত প্রতি রাজার ক্রোধ।

কালীদহে উপনীত হৈলা নরপতি।

চারিদিকে পাত্রমিত্র করিয়া সংহতি॥

শ্রীয়পতি সদাগরে বলে নৃপবর।

দেখাও কমল-বন কামিনী কুঞ্জর॥

হাসিয়া সিদ্ধান্ত করে কুমার শ্রীপতি।

ধর্ম্ম-অবতার তুমি রাজা মহামতি॥

* উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা (অঃ ; বঃ)

† গণ্ডস্থলে সিন্দুর-মণ্ডন (অঃ ; বঃ)

‡ পদভরে মহী টলমল (বঃ)

দেখিল যতেক আমি এক মিথ্যা নয়ে।
যেবা ছিল কমল কাটিল * তব নায়ে ॥
জোয়ারের ভাটা হকু টুট্যা যাকু জল।
দিন দুই চার থাক দেখাব কমল ॥
শুনিয়া সক্রোধ রাজা সাধুর বচন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

রাজার প্রতি শ্রীমন্তের বিনয়

রাজা, অকারণে কর মোরে রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাব আমি
আমার তিলেক নাই দোষ ॥
দেখিতে অলপ কাজ সাজিলে সিংহল-রাজ
সঙ্গে লয়্যা † নব লক্ষ দলে।
শশীমুখী লাজ-ভয়ে ছাড়ি গেল কালিদয়ে
কুঞ্জর প্রবেশে হ্রদজলে ‡ ॥
কেরুওালের টানাটানি তল হৈল ঊর্দ্ধ পানি
ছিণ্ডিল কমল ডাঁটি পাতা।
বিষম জলের রয় তৃণ দুইখান হয়
ডাটী পাতা ভাস্যা গেল কোথা ॥
তোমার মাতঙ্গবল ঊর্দ্ধ পানি কৈল তল §
তরণী ধরিল পদ্মশুণ্ড।
রাজবল নব লক্ষ কেহ নহে মোর পক্ষ
আমারে ত না বলহ ভণ্ড ॥ ¶

* ঢাকিল (অঃ ; বঃ) † সাজি আইলা (বঃ)। ‡ বন-তলে (বঃ)
§ আচ্ছাদন কৈল জল (বঃ)
¶ অতিরিক্ত :—ছিল ভৃঙ্গ সরসিজে সরসিজ খাইল গজে
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি ত বিদেশী সাধু তুমি অকলঙ্ক বিধু
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে ॥ (অঃ ; বঃ)

সিংহলে যতেক দেখি সকল তোমার পক্ষি
মোর সভে জনা দুই চারি।
শিখী তৃণে বিসম্বাদ * হৈল বড় পরমাদ
শুন অকিঞ্চনের গোহারি ॥
সাধুর বচন শুনি রাজা পাত্র মনে গণি
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কর্ণধারের সাক্ষ্য-প্রদান

† তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যাবাক্যে নরকে নাহিক প্রতীকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয়ে সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ডদান করে ধরে তিল কুশ ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্যবাণী।
কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুনি ॥
সত্য বাক্য সম ধর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
অসত্য পাতক বহু শুনিল পুরাণে ॥

* শিখি ব্যালে বিসম্বাদ (বঃ ; অঃ)

† ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—

আস্ত হে কাণ্ডার ভাই বল হে আমারে।
তুমি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে ॥
সত্যবাক্যে স্বর্গে যাই মিথ্যা বাণী ক্ষয়।
হেন মিথ্যা হেতু বাছা কয়া কিছু ভয় ॥ (বঃ ; অঃ)

অবনী বলেন আমি সভাকারে বই।
মিথ্যা যেবা বলে তার ভার নাই সই॥ *
জলেতে দাণ্ডায়্যা বল পূর্ব্বমুখ হয়্যা।
চৌদ্দ পুরুষ † এই আছে দাণ্ডাইয়া॥
মিথ্যা বাক্য বল যদি হবে ফলাফল।
নরকে থাকিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর॥
রাজার বচন শুনি বলে কর্ণধার।
আমি নাই দেখি কিছু কামিনা-আকার॥
যেই ক্ষণে আইলাম দক্ষিণ পাটনে।
চক্ষে নাই দেখি ইহা শুন্যাছি শ্রবণে॥
রাজা বলে সাক্ষী হও ধর্ম্মাত্মকারিণী।
আপন সাক্ষীতে সাধু হারিল আপনি॥
সভা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগরে।
রাজবাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকরে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নাবিকদিগের রোদন।

এক বাঙ্গাল কান্দে হইয়া বিমনা।
কে না লয়্যা গেল মোর দুইখানি সোনা॥
আর বাঙ্গাল কান্দে মাথায় দিয়া হাত।
কে না লয়্যা গেল মোর ভাত খাবার পাত॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—

ইন্দ্র অগ্নি যম ধর্ম্ম নৈঋত বরুণ।
রাজ-অঙ্গে বৈসে সকল তপোধন॥
সর্ব্বজীব সম নৃপে যেই জন ভাণ্ডে।
পরিণামে জানিয়ে বিধাতা তারে দণ্ডে॥ (বঃ)

† একাত্তৈ (বঃ ; অঃ)

আর বাঙ্গাল কান্দে বলে বাপ বাপ।
কি ক্ষণে সিংহলে আস্যা পাল্য এত তাপ ॥
এক বাঙ্গাল কান্দে বলে বাপই বাপই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥
পালায় বাঙ্গাল সব হইয়া বিকল।
আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায়ে নাই বল ॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি হইল অনাথ।
কে না লয়্যা গেল মোর সুকুতার পাত ॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি পাল্য বড় লাজ।
হলদীর গুঁড়া গেল প্রাণে কিবা কাজ ॥
আর বাঙ্গাল কান্দে ভাই এই হল্য গতি।
দক্ষিণ পাটনে এই লিখিয়াছে বিধি ॥
শিশু সাধু কিছু নাই বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় কেন বলে বিপরীত ॥
আর বাঙ্গাল বলে যেই জন নাহি বুঝে।
ক্ষিতিতলে মৃত্যু তার প্রকৃতিতা ঘুচে ॥
বাঙ্গালের বচনে সাধুর পোড়ে মন।
সজল নয়নে বলে বিনয় বচন ॥
না মার সেবকে শুন প্রহরাস্টপতি * ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

মস্তকে বন্ধন।

আনিয়া নায়ের দড়া সাধো বান্ধে পিছমোড়া
কোটালে গছায় নৃপবর।
তেজি দণ্ড কেরুওালে ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে
নায়্যা পাকি পরাণে কাতর ॥

* প্রভু রাষ্ট্রপতি (বঃ)

বাজে-মহল হৈল ডিঙ্গা সঘনে বাজায় শিঙ্গা
রণভেরী দুন্দুভি বাজন।
রাজার প্রধান লোকে কাগজে * কায়স্থ লিখে
বলদ শকটে বহে ধন ॥
যে জন পালায়্যা যায় তাড়াতাড়ি ধরে তায়
বলে লহ ভূষণ চন্দন।
ধরিয়া সাধুর সাথা বিরূপ করিল তথি
কাড়িয়া লইল যত ধন ॥
গৌরব করিয়া দূর কাড়্যা নিল কর্ণপূর
কান্দিতে লাগিলা সদাগর।
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা কাড়্যা নিল কণ্ঠমালা
সর্ব্বধন লুটে নিশীশ্বর ॥
দিবস দুপুরে ডাকা সদাগরে মারে ঢাকা
লয়্যা যায় দক্ষিণ মশানে।
পরাণ-রক্ষণ-আশে কহে সাধু প্রিয়ভাষে
নিবেদন নৃপতি-চরণে ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শালবান্ প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

রাজা ধরি তুয়া পায় দোষ ক্ষম রায়
সত্ত্বগুণে দেহ মন।
আমি শিশুমতি তুমি নরপতি
ধর্ম্মধাম যশোধন ॥

---

* হাণ্ডারে (বঃ)

প্রাণ ধন লয়্যা আল্য সিন্ধু বায়্যা
শুনিয়া তোমার যশ।
কীর্ত্তি রাখ কিনি শুন নৃপমণি *
না হয়্য কোপের বশ ॥
অল্প অপরাধ এত পরমাদ
তোমার উচিত নয়।
হইয়া কিঙ্কর † ঢুলাব চামর
প্রাণ রাখ কৃপাময় ॥
জয় পরাজয় দৈব-দোষে হয়
হেতু তাহে ভগবান।
সেই মহাশয় জয় পরাজয়
তার মান অপমান ॥ ‡
তোমার চরণে লইল শরণে
তুমি বড় পুণ্যবান।
দূর করি দোষ ক্ষম মোর রোষ §
দাসে দেহ প্রাণ দান ॥ ¶
শুনিয়া বিনয় না হল্য সদয়
নৃপতি দৈবের দোষে।
কেশেতে কোটাল ধরে যেন কাল
সুকবি মুকুন্দ ভাষে ॥

* কীর্ত্তি সদাতনী রাখ নৃপমণি (বঃ) † বিধিকর (অঃ

‡ সেই মহাশয় সর্ব্ব জীবময়
যার মনে সমজ্ঞান। (বঃ)

§ দূর কর রোষ ক্ষম মোর দোষ (বঃ)

¶ অতিরিক্ত :—এই কলেবর মৃত্যু-সহচর
আয়ু সমা শত শেষে।
ক্ষম অপরাধ করহ প্রসাদ
প্রাণ দান দেহ দাসে ॥ (বঃ)

কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি। *

কোমরে নায়ের দড়া পিঠে মারে ঢাকা।
দিবসে দুপুরে হৈল সাত নায়ে ডাকা॥

ইহার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয়টি মুদ্রিত পুস্তকে পরিদৃষ্ট হয়:—

শ্রীমন্তের বিলাপ।

প্রাণ যাবে দক্ষিণ মশানে।
সাধু গুণিলেন ইহা মনে॥
ভাই কর্ণধার বৈস কাছে।
মারে কয়্য বারতা বিশেষে॥
ভিক্ষা করি খেয়ে যাও বাসে।
নিবেদন কর‍্য রাজ-পাশে॥
বল্য, না পাইল পিতার অন্বেষণ।
সিংহল পাটনে গেল ধন॥
শ্রীমন্তের লইল পরাণ।
মিনতি করিও রাজস্থান॥
দুই মাতার করিও পালন।
সাধু তব কৈল নিবেদন॥
গুরুর চরণে বল্য নতি।
মশানে কাটা গেলেন শ্রীপতি॥
বল্য বল্য গুরুর সদনে।
কাটা গেল তোমার বচনে॥
দুর্ব্বলাকে কহিবে প্রণাম।
দুই মায়ে নাহি হন বাম॥
বিমাতাকে বলিহ প্রণতি।
মরিতে শ্রীমন্ত কৈল মতি॥
খুল্লনায় করিহ পালন।
জানাবে আমার নিবেদন।
মায়ের একক আমি পো।
কেমনে ত্যজিব মায়া মো॥

সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে।
খানিক সদয় হও বিষম বিপদে॥
শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুরু উপদেশ। *
ধন দিয়া কোটালের করিলা পরিতোষ॥
অর্থলোভে কালুদত্ত সরস বদন।
শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন॥
মর্ত্ত্যের দুর্লভ ভাই মনুষ্য-জনম।
অল্পকালে ইথে মোরে ডাকা দিল যম॥
স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি।
হাসিয়া ইঙ্গিত তারে করে নিশাপতি॥ †

কন্যা এই সকরুণ বাণী।
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী॥
কিবা বসন্তে ফাটিল শ্রীপতি।
প্রকার করিয়া কবে ভাঁতি॥
যদি তোর মুখে পাবে সমাচার।
তখনি হইবে অন্ধকার॥
শুনিয়া ত কর্ণধার কান্দে।
কেশপাশ তথি নাহি বান্ধে॥
সাধু ধরে কাণ্ডারের গলা।
ধুলায় ধুসর দোঁহে হৈলা॥
নায়্যা পাইট কান্দে উভরায়।
সাধুর বদন সবে চায়॥
শুনিয়া কোটাল কাঁপে রোষে।
সভা ঠেলি ধরিলেক কেশে॥
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥ (অঃ; বঃ)

* শ্রীমন্তের কিছু ধন ছিল নিজ কোষে (কেশে—অঃ)। (বঃ)

† তোমার প্রসাদে হয় পরলোকে গতি।
চৌদিক বেড়িয়া রহে যত সেনাপতি॥ (অঃ; বঃ)

সরোবর বেড়ি রহে কোটালের ঘটা।
স্নান করি পরে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা ॥
যব তিল করে নৈল কুশার তুলসী।
তর্পণে সন্তোষ সাধু কৈল দেব ঋষি ॥ *
লহ তর্পণের জল ধনপতি বাপ।
তোমা না দেখিয়া চিত্তে না ঘুচিল তাপ ॥
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী।
সুখেতে থাকিবে গো তোমরা দুসতিনী ॥
লহ গুরুদেব এই তর্পণের জল।
তোমারে লংঘিয়া মোর এই ফলাফল ॥
লহ তর্পণের জল যত সঙ্গী ভাই।
জনমে জনমে যেন একত্র খেলাই ॥
লহ তর্পণের জল চেড়ি গো দুবলা।
মোর মায়ের বাক্য কভু না করিহ হেলা ॥

---

* এর পর অতিরিক্ত :—

সূর্য্যে অর্ঘ্য দিল সাধু করি নমস্কার।
তুমি না উদ্ধার কৈলে সকল আন্ধার ॥
যদি, কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে থাকি আমি।
দক্ষিণ মশানে প্রাণ রাখিবেক তুমি ॥
যদি মিথ্যা দেখি প্রভু না দেখি কমল।
দক্ষিণ মশানে তবে হবে ফলাফল ॥
গুরুর চরণে সাধু করে পরিহার।
তোমার চরণ প্রভু না দেখিব আর ॥
এই মোর হৃদয়ে রহিল বড় তাপ।
মনুষ্য-জনম হয়ে না দেখিলুঁ বাপ ॥
মায়ের চরণ ভাবি করি নমস্কার।
আর না দেখিব মাতা চরণ তোমার ॥
যাত্রার সময়ে যত নিষেধিলা মোরে।
তাহা না শুনিয়া আইলুঁ মরিবার তরে ॥ (অঃ ; বঃ)

ঘন ঘন ডাকে তারে নিশির ঈশ্বর।
ত্বরিত হানিব তোরে বিলম্ব না কর॥
ইঙ্গিতে কহেন তারে নিদারুণ কথা।
এখনি মরিবে তুমি কি করে দেবতা॥ *

এর পর অতিরিক্ত :—

হিঁছড়িয়া সদাগরে তোলে লয়ে কূলে।
হান হান বলি ডাকে কোটালের দলে॥
কেহ কেশে ধরে কেহ ধরয়ে চরণ।
করে লইল খড়্গ যেন রবির কিরণ॥
শ্রীমন্ত বলেন ভাই করি নিবেদন।
বস্ত্র বদলিয়া মোরে করহ কর্ত্তন॥
শ্রীমন্তের করুণ ভাবে দয়া উপজিল।
শ্রীমন্তের পাগড়িটী পরিবারে দিল॥
আছিল তণ্ডুল দূর্ব্বা পাগের অঞ্চলে।
দৈবের কারণে তাহা পড়ে ভূমিতলে॥
সত্বরে সাধুরে লয়ে করিল বন্ধনে।
আমি আর মারা নাহি গেলাম মশানে॥
পরিত্রাণ-হেতু-কথা পড়ি গেল মনে।
খুল্লনার সত্য কথা হইল স্মরণে॥
পুন কোটালের পায়ে করে নিবেদন।
তিলেক রাখিয়া মোরে করহ কর্ত্তন॥
এক দণ্ড যদি মোরে করহ রক্ষণ।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মঙরণ॥
যেই কোটাল খড়্গ উভ করেছিল।
সে জনা স্মরণে তার দয়া উপজিল॥
কোটালিয়া কহে তারে নিদারুণ কথা।
এখনি মরিবে বেটা কি পূজ দেবতা॥
হাসিয়া কোটাল তারে দিল অনুমতি।
বিষম সঙ্কটে পূজা করে ভগবতী॥ (বঃ ; অঃ)

স্নান করি * সদাগর উঠিলেন কূলে।
অক্ষত তণ্ডুল দূর্ব্বা দেখিল আঁচলে † ॥
জননীর কথা সাধু করে সোঙরণ।
পুনরপি ধরে সাধু কোটাল-চরণ ॥
হানিহ আমারে এক দণ্ড বিলম্বনে।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র সোঙরণে ॥
কোটাল সাধুর বোলে দিলা অনুমতি
হৃদয়-সরোজে সাধু পূজে ভগবতী ॥
অভয়া-চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক চণ্ডিকা-স্তুতি।

পুন স্নানে সদাগর-অঙ্গে হৈল জুতি। ‡
বিষ্ণু সোঙরণে শুচি হৈলা শ্রীয়পতি ॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর-শোধন।
দুর্বাক্ষত শিরে কৈল মন্ত্র উচ্চারণ ॥
স্থির-কলেবর হৈয়া ভাবে একমতি।
একভাবে সদাগর বলেন পার্ব্বতী ॥
দুরাশয় দুঃস্থ পায় দগ্ধ হৈল কায়া।
অকিঞ্চনে ডাকে দুর্গা দেহ পদছায়া ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
নির্ম্মলতারিণী নামে কলঙ্ক রহিবে ॥
দুর্গতিতারিণী জয়া জগতের মাতা।
শৈলনন্দিনী শিবা দেবের দেবতা ॥

---

* সূর্য্য-অর্ঘ্য দিয়া (বঃ)। † সরোবর-জলে (বঃ)

‡ পুন স্নান করি-সাধু হৈলা শুদ্ধমতি। (অঃ ; বঃ)

দেবশত্রু নাশিয়া অমরে কৈলে দয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মা তোমার পদছায়া॥
নিজ ভুজবলে গো বধিলে দৈত্যরাজ।
লভিলে বিপুল যশ দেবের সমাজ॥
সহস্রাক্ষে সদয় হয়্যা উঠিলে কলিঙ্গে।
রাজ্য খণ্ড লয়্যা রাজা পূজিলা ষড়ঙ্গে॥
বলি ভক্ষ নৃপতির বিঘ্ন কৈলে নাশ।
বিজুবনে পশুগণে হল্যে সুপ্রকাশ॥
সাক্ষাৎ হইয়া গো পশুরে দিলে বর।
গোধিকা হইয়া গেলে আখটীর ঘর॥
ধন দিয়া উঠিলে বীরের গুজরাটে।
রাজঘরে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে॥
ছেলি উপেক্ষিতে মোর মায়ে কৈলে দয়া।
দাসীর তনয়ে রাখ দিয়া পদছায়া॥
পঞ্চমাস আছিলাম মাতৃগর্ভবাসে।
দেশান্তরে গেল বাপ দীর্ঘ পরবাসে॥ *
জাতপত্র † অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন।
তোমা সোঙরিয়া আল্যাম দক্ষিণ পাটন॥
জলে খেয়াইল নৌকা বড় প্রতি-আশে।
দেশান্তরে আল্যা ছিরা দীর্ঘ পরবাসে॥ ‡
ধন বিত্ত গেল আর জীবন সংশয়।
রাজকর্ম্ম দেখি বড় মনে লাগে ভয়॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—

সে সব ছাড়িয়া মোর লভিল জ্ঞেয়ান।
গুরুর বচনে মোর বাঢ়ে অভিমান॥ (বঃ)
এখন ছাড়িয়া মোর গেল সর্ব্বজ্ঞান।
গুরুর বচনে হৃদে হৈল অভিমান॥ (অঃ)

† আতপত্র (বঃ)।

‡ দিগন্তর আইলাম (হইলাম—অঃ) পিতার উদ্দেশে। (বঃ

মগরাতে হইল অনেক ঝড় বৃষ্টি।
খণ্ডিল সকল দুঃখ তব কৃপাদৃষ্টি ॥
কালীদহে গজ কন্যা দেখিল কমলে।
পুনরপি দৈবদোষে লুকাইল জলে ॥
বিধি প্রতিকূল হৈল রাজা করে বল।
তব নাম অনুপাম বিপদে কুশল ॥
মন্ত্র সোঙরণ করে দাসীর বালক।
কৈলাসেতে ভগবতীর কপালে টনক ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ *

* এই প্রবন্ধের পর কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পরিদৃষ্ট হয়

চৌতিশা স্তুতি।

কালী কপালিনী কৈলাস-বাসিনী
শ্রীমন্তের হইয়া পক্ষ।
কোন কোপে মার কাতর কিঙ্কর
কৃপা করি পুত্রে রক্ষ ॥
খড়্গ করে ধরি খল অরি মারি
খণ্ডাহ মোর দুর্গতি।
গণেশ-জননী গগন-বাসিনী
গোকুল-রক্ষণ-গতি ॥
ঘোর দৈত্য নাশি ঘোর পুত্রী শশী
ঘোররূপা (কোপা—অঃ) ঘোর রণে।
চণ্ডরূপা চণ্ডী চণ্ড-মুণ্ড-দণ্ডী
চপলে (চাপিয়া—অঃ) রাখ চরণে ॥
ছেদ্য শ্রীয়পতি ছলে বলে অতি
ছল ধরে নিশাপতি।
জয়করী জয়া জীবন রাখিয়া
জননী খণ্ড দুর্গতি ॥

ঝগড়া ঘুচায়্যা ঝাট কর দয়া
ঝটিতি রাখ জীবন।
টঙ্ক টাঙ্গি ধর টাল অরি মার
টলটল করে মন॥
ঠাকুরাণী উর ঠগ নিশাচর
ঠগ হানিবার তরে।
ডাকিনী হাকিনী ডম্বুর-বাদিনী
ডরে ছিরা মরে ঘোরে॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি ঢোল করে অতি
ঢাক ঢোল পিছে বায়।
তাপিততারিণী তপস্যাকারিণী
ত্রাণ করহ ত্বরায়॥
থরথর করি থাকি রাজ-অরি
স্থির করি স্থাপ মোরে।
দক্ষ-মখহরা দুর্গা পরাৎপরা
দুঃখ খণ্ডাহ আমারে॥
ধরণী-ধারিণী ধাত্রিকা কারিণী (ধর প্রিয়া ধবনি—অঃ)
ধরিলে অসুর বলে।
নগের নন্দিনী নন্দসুতারাণী
দাসে রাখ পদতলে॥
পদ্মাবতী প্রিয়া (পদ্মা পদ্মপ্রিয়া—অঃ) পশুপতি-জায়া
পার্ব্বতী পর্ব্বত-জাতা।
ফেরে ফেরে মতি ফাঁফরে শ্রীপতি
ফল হৈল এই মাতা॥
বুদ্ধিপ্রদায়িনী বন্ধননাশিনী
বাধা দূর কর মাতা।
ভবানী ভারতী ভর্বপ্রিয়া ভূতি
ভৈরবী ভবপূজিতা॥
মস্তকমালিনী মুকুটধারিণী
মোহিনী মুণ্ড-নাশিনী। (সব শত্রু-বিনাশিনী—অঃ)
যমুনা যামিনী যাদব (যমের—অঃ) ভগিনী
যমের ভয়হারিণী॥ (ভয় ভাঙ্গহ ভবানী—অঃ)

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক পুনঃস্তুতি।

উর মাতা রক্ষিতে কিঙ্কর।
তোমারে পূজিয়া ঘটে আইলাম বিসঙ্কটে
বায়্যা নদনদীর আকর॥ *

রঙ্গিণী রমণী যদি ভবরাণী
রক্ষ রক্ষ রাজস্থানে।
লোলমতিরূপা (লাপা—অঃ) লক্ষে কর কৃপা
লইলুঁ চরণ স্মরণে॥
(বিদ্যা—অঃ) বিধি-বিষ্ণু-প্রিয়া বর্ণময়ী মায়া
বিশ্বমাতা শৈলসুতা।
শঙ্খিনী শূলিনী শঙ্করগৃহিণী
শিবা শৈলসম্ভূতা॥
শশাঙ্কধারিণী ষড়ঙ্গ-রূপিণী
শতভুজা শতাক্ষরী।
সতী সনাতনী সংসার-নাশিনী
সেবকে যাহ উদ্ধারি॥
হরি হর বিধি হইয়া অবধি
হৈমবতী সবে সেবে।
ক্ষিতিভার হরি খল অরি মারি
ক্ষণে মশানে উরিবে॥
সাধু শ্রিয়পতি কৈল এত স্তুতি
ভবানী ভবের পাশে।
চঞ্চল আসন উৎকণ্ঠিত মন
পাণ মুখে হৈতে খসে॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥ (বঃ)

* নদ নদী বাহি রত্নাকর। (অঃ)

অমরকুলের দর্প দৈবকী অষ্টম গর্ভ *
হল্যে শেষ ক্ষিতিভার নাশে।
হরিতে কৃষ্ণের † ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী
থুইলা রোহিণী-গর্ভবাসে॥
ভোজরাজ মহাতংসে ‡ শ্রীহরি করিয়া অংশে
বসুদেব গেলা নন্দাগারে।
অগাধ যমুনাজল মায়া পাতি কৈল স্থল
শিবারূপে নদী কৈল পারে॥
উরিয়া নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর।
দৈবকীর কোলে হৈতে তোমা ধরি নিল হাথে
বধিতে লইল কংসাসুর॥
কৃপা করি যদুবংশে কপটে ভাণ্ডিয়া কংসে
হল্যা বসুদেবের শরণ।
বিপদে সোঙরে দাস পূর দুর্গা অভিলাষ
দূর কর অকাল-মরণ॥
ছাড়িয়া কংসের হাথে চড়িয়া অলক্ষ্য রথে
গগণে হইলা অষ্টভুজা।
নাম থুইল বনমালী কুমুদ কর্ণিকা কালী
অষ্ট লোকপাল কৈল পূজা।
যশোদানন্দিনী জয়া শিব দুর্গা মহামায়া
শশাঙ্কবাসিনী § শিবদূতী।
মহিষ ভাস্কর জম্ভ ¶ হরিলে সভার দম্ভ
সুস্থির করিলা বসুমতী ‖॥

* বিবুধকুলের গর্ব্বে দৈবকী সপ্তম গর্ভে (বঃ) † কংসের (বঃ)
‡ অবতংসে (অঃ; বঃ) § শশাঙ্কশেখরা (অঃ) ¶ মহিষ রাক্ষস জম্ভ (বঃ)
‖ ত্রিদিবে স্থাপিলে সুরপতি (বঃ)
বিপদে স্থাপিলে বসুমতী (অঃ)

কে জানে তোমার তত্ত্ব   তুমি রজ তুমি সত্ত্ব
বেদমাতা বিশ্বের জননী * ।
অনন্তাক্ষ † মহামায়া   শঙ্করী শঙ্করজায়া
আমি শিশু কি বলিতে জানি ॥
সাধু কৈল এত স্তুতি   কৈলাসেতে ভগবতী-
পদ্মাসন করে টলবল ।
মুখে হৈতে খসে পান   শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দ্বিজকুল ‡ প্রকাশে মঙ্গল ॥ §

* সাবিত্রীরূপিণী (অঃ)
† অজ আত্ম (বঃ)   অন্ত আত্ম (অঃ)
‡ দ্বিজরাজ (অঃ)
§ এই প্রবন্ধের পর কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাওয়া যায় :-

শ্রীমন্তকৃত দেবীর চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব ।

দয়া কর নারায়ণি ॥
কহে শ্রীমন্ত মা গো রক্ষা কর মোরে ।
কৈলাস ছাড়িয়া উর সিংহল নগরে ॥
কলিকালে ছিরার কলুষ কর নাশ ।
সিংহলেতে উরিয়া রাখহ নিজ দাস ॥
কালী কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা ।
কালরাত্রি কুরঙ্গাক্ষী কত জান কলা ॥
কালিকা করহ মোর কলুষ বিনাশ ।
কপটে সিংহল মারি রাখ নিজ দাস ॥
খরতর রাজা গো যেমন খুরধার ।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিবে আমার ॥
খেদ খণ্ডন করি খল কর নাশ ।
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজদাস ॥

গিরিজা গণেশ-মাতা গতি সভাকার।
গোকুল রাখিতে গোপকুলে অবতার॥
গহন নিবিড়ে মাতা দগধে শরীর।
গলিত করাহ মাতা গলার জিঞ্জির॥
ঘোররূপা ঘোরতমা ঘোর যে ভুবন।
ঘোর রব কৈলে ঘন ঘণ্টার বাজন॥
ঘন শ্বাস মুখে বহে গায়ে কালঘাম।
ঘরের সেবক ঘন স্মঙরয়ে নাম॥
চঞ্চল চেতন আমি চল্লিশ (চৌতিশ—অঃ) বন্ধনে
চোরের চরিত্র হৈল আমার জীবনে॥
চড় চাপড়ে মাতা চণ্ড কর চুর।
চরাচর-গতি মা বন্ধন কর দূর॥
ছল ধরি ছত্রধারী বধে যে পরাণে।
ছাগলের প্রায় ছেদে দক্ষিণ মসানে॥
ছেদন করয়ে রাজা তব পদছলে।
ছায়া দেহ ভগবতি চরণের তলে॥
জগতজননী জয়া জাবের জীবনী।
জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা জয়ন্তী জননী॥
জটাজূটবতী যে যাত্রিকা-শিরোমণি।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী॥
ঝটিতি করাহ মাতা ঝগড়া মোচন।
ঝর্ঝরবাদিনী মোর রাখহ জীবন॥
টানাটানি করে শিরে ধরিয়া কোটাল।
টঙ্গ টাঙ্গি হানে কেহ হানে করবাল॥
টিটকারে প্রতিজ্ঞায় হৈলুঁ পরাজয়ী।
টুটেক আসিয়া চণ্ডী রাখ কৃপাময়ি॥
ঠগ নহি ঠাকুরাণি নহি ঠগ-সুত।
ঠাকুর করিতে পার করি কৃপাযুত॥
ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাট (শল্য—অঃ) বিন্ধে।
ঠাঁই দেও ঠাকুরাণি চরণারবিন্দে॥

ডাকিনী হাকিনী গো ডম্বুর-নিনাদিনী।
ডর মোর নিবারণ করহ আপনি ॥
ডাড়ুকা চরণে হৈল দুই হাথে চামুটি।
ডাকা নাহি দিয়ে নহি ডাকাতির সাথী ॥
ঢঙ্গ ঢঙ্গাতি নাহি গন্ধবেনে জাতি।
ঢোল নাহি করি কভু পরের যুবতী ॥
ঢেকা মারি কাটে লয়ে দক্ষিণ মসানে।
ঢালিলুঁ তোমার পদে আপন জীবনে ॥
ত্রিলোকা ত্রিশূলী তারা ত্রৈলোক্যতারিণী
ত্বরিতে তরায়ে তোল তরঙ্গনাশিনী ॥
ত্রিগুণাত্মিকা তারা ত্রৈলোক্য-জননী।
ত্রিশক্তিরূপিণী তুমি তরঙ্গনাশিনী ॥
ত্রাণ হেতু তোমা বিনে আর কেহ নয়।
ত্রাণ কর মহামায়া তাপিত তনয় ॥
ত্বরিতে তারিয়া তোল তাপিত তনয়।
ত্রাণকর্ত্রী তোমা বিনা অন্য কেহ নয় ॥
থরথর করে প্রাণ কোটাল-তর্জ্জনে।
স্থির নাহি হয় মাতা তুয়া পদ বিনে ॥
থাকিয়া রাজার আগে মৃত্যু কর দূর।
স্থির কর আসিয়া শ্রীমন্ত সদাগর ॥
থরথর করে অঙ্গ রাজার বচনে।
থরহরি কাঁপে অঙ্গ কোটাল-তর্জ্জনে ॥
থাকিয়া রাজার আগে বাধা কর দূর।
থির কর পুনর্ব্বার উজ্জয়িনীপুর ॥
দুর্গা দুর্গা-পরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ-দলনী দয়াবতী বেদমাতা ॥
দুর্জ্জয় দক্ষিণা কালী দুরিতনাশিনী।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ-বিনাশিনী ॥
দূর কর দুর্গা মোর অকাল-মরণ।
দুস্তর সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ ॥
ধরণীধারিণী মাতা ধেয়ানধারিণী।
ধরাধর-সুতা দেবী সংসার-তারিণী ॥

ধরিয়া কমল ছলে ধরাপতি বধে।
ধরিয়া লইছে প্রাণ বিনা অপরাধে॥
নিত্যানন্দ নারায়ণী নগের নন্দিনী।
নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী॥
নিগূঢ় নির্ম্মলা কালী শিখরী নিদ্রাণী।
নৃপের নিলয়ে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি॥
পদ্মনাভ পদ্মযোনি পাশী পরমাণ।
পুরন্দর প্রজাপতি পুরুষপ্রধান॥
প্রতিদিন পূজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী।
পশু সম জন আমি কি বলিতে জানি॥
প্রণতবৎসলা তুমি পরমমঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবকবৎসলা॥
ফল ফুলে জলে রাম পূজিল কাননে।
তার পূজা নিলে মাতা রাবণ-নিধনে।
ফাঁফর করিল মোরে মসান ভিতরে।
ফেফাতুরা হইয়া খুল্লনা পাছে মরে॥
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসারতারিণী।
বন্ধন-স্থানেতে হও বন্ধনহারিণী॥
বিপাকেতে বপু যেন কোণে জলবিন্দু।
বারেক করহ রক্ষা জগতের বন্ধু॥
বন্ধনে আমার প্রাণ যেন জলবিন্দু।
বন্ধন করহ দূর জগতের বন্ধু॥
ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভীমা ভগবতী।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ পার্ব্বতি॥
ভদ্রকালী বীরভদ্র-ভৃত্য-তারিণী।
ভবভয়-হরা দেবী ভবেশ-ঘরণী॥
মৃগাঙ্ক-মুকুট-মণি মস্তকমালিনী।
মহিষমর্দ্দিনী মধুকৈটভনাশিনী॥
যশোদানন্দিনী জয়া যমুনা যোগিনী।
যতনে ভজিল তব চরণ দুখানি॥
যমের যন্ত্রণা যেন যতেক যাতনা।
যশ গাই যদি পূর আমার কামনা॥

রণজয়া রণপ্রিয়া রঙ্গিণী রুক্মিণী।
রণ-অগ্রে হৈলা বাসুদেবের অগ্রণী॥
রাবণের বাণে রাম হৈলা পরাজয়ী।
রাবণের বধ হেতু তুমি কৃপাময়ী॥
লজ্য হেতু আইলাম তোমা পূজি ঘটে।
লক্ষ্য দিয়া রাখ মাতা বিষম সঙ্কটে॥
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসারতারিণী।
বলাই-পূজিতা বলদেবের ভগিনী॥
বিষম সঙ্কটে বসুদেবের শরণ।
বিষাণ-বাদিনী রাখ আমার জীবন॥
শঙ্খিনী শূলিনী শিবা তুমি ত শঙ্করী।
শর্ব্বাণী সর্ব্বেশী শক্তিরূপা শাকম্ভরী॥
শশিশিরোমণি শৈলশিখরবাসিনী।
শিশুশশিচূড়া-মাথা শিবের ঘরণী॥
ষড়ঙ্গধারিণী মাতা ষট্‌পদগায়িনী।
ষড়ানন-মাতা ষষ্ঠী ষড়ঙ্গপূজিনী॥
সতী সত্য সনাতনী সংসারসারিণী।
সর্ব্বশুভা মহামায়া সেবক-রক্ষণী॥
সর্ব্বলোকে গায় তোমা সেবকবৎসলা।
সেবক উদ্ধার কর সর্ব্বমঙ্গলা॥
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
হইয়া নন্দের সুতা রাখিলে গোকুল॥
হেমন্তনন্দিনী হর-অর্দ্ধ-অঙ্গ-কায়।
হও অনুকূল মাতা হইয়া সহায়॥
ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ।
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন॥
ক্ষমা কর মহামায়া অকাল-মরণ।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥
এত স্তুতি কৈল যদি সাধুর নন্দন।
কৈলাসে ভবানীর টলিল আসন॥
অভয়ার চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রহু চিত্ত কায়মনোবাক্য॥ (বঃ)

চণ্ডীর উৎকণ্ঠা।

পদ্মা, আজি কেন দেখি অমঙ্গল।

মুখে হৈতে খসে পান সচকিত হয় প্রাণ
আসন করয়ে টলবল॥
আস্ত পদ্মা প্রিয় সখী খড়ি পাত্যা দেখ দেখি
মন স্থির নহে কি কারণ।
অমর ভুজঙ্গ নরে কে মোরে স্মোরণ করে
গণ্যা ঝাট কর নিবেদন॥
কপালে টনক পড়ে অলক ধৃতি নাহি নড়ে
স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি।
হেন মনে অনুমানি কিবা আজি হৈল হানি
এত কেন অমঙ্গল দেখি॥
মন উচ্চাটন ইবে খাত্যে দন্ত লাগে জিবে
গমনে উছট খাই নখে।
ভোজনে বিষম খাই মনে বড় দুঃখ পাই
কালপেঁচা ডাকয়ে সমুখে॥
চণ্ডীর বচন শুনি পদ্মাবতী মনে গণি
খড়ি লয়্যা করেন গণন। *
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালা করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ :—

বিচারি জ্যোতিষ নানা পুথি।
দূর কৈল মায়া মো তোমার দাসীর পো
প্রাণ দেই মসানে শ্রীপতি।
গিয়া কালীদহ-জলে বসিয়া কমলদলে
মায়া কৈলে বিষম সঙ্কটে।
খুল্লনা মরিবে শোকে পূজা নহিবেক লোকে
মৈল ছিরা তোমার কপটে॥

পদ্মার জ্যোতিষগণন।

বসিলেন পদ্মাবতী ভাবিয়া ঈশ্বরী।
দেবের দেবত্ব গুণে দেবতার পুরী॥ *
প্রথমে গণিল পদ্মা অষ্টলোকপাল।
রজনী দিবস করে খড়ির বিচার॥
দেবতা দানব ভূত প্রেত নিশাচর।
যক্ষ আর গন্ধর্ব্ব পিচাসি নাগ নর॥
পুণ্যশরীর বলি দনুজের নাথ। †
হরির সেবক গুণে গুণেন প্রহ্লাদ॥
হাঙ্গর কুম্ভীর জীব মৎস্য মুড়িয়াল ‡।
প্রত্যক্ষে গণেন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল॥
ক্ষিতিতলে গুণে তরু পশু নদী নদ।
প্রত্যক্ষে § গণিল পদ্মা যতেক পর্ব্বত॥
গুণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর।
অষ্ট বসুমতী গুণে ডাখিনী ডাকুর। ¶
সনকাদি মুনি গণে নারদাদি ঋষি।
অরুন্ধতী আদি কন্যা যতেক রূপসী॥
গণিল যতেক লোক দেখিতে না পায়।
সভয় হইয়া রামা হৃদয়ে শুখায়॥

পদ্মার বচন শুনি রোষযুত নারায়ণী
লোহিতলোচন ভগবতী।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ দিল অনুমতি॥ (বঃ)

* দেব যোগিগণ আর দেবতার পুরী। (বঃ)

† বলিকে গণিল সেই দৈত্যের নাথ (বঃ)

‡ ঘড়িয়াল (অঃ) § প্রত্যেকে (বঃ)

¶ অষ্টবসু যক্ষ গণে ডাকিনী কাঁড়ব। (বঃ)

ধ্যান করি আপনার ব্রতে দিল মন।
প্রত্যক্ষে দেখিতে পাল্য এ তিন ভুবন॥
শুন শুন ভগবতী করি নিবেদন।
বিপদে পড়িয়া তোমা করে সোঙরণ॥
ধনপতি নামে তার যুগল রমণী।
তোমার ব্রতের দাসী খুল্লনা বাণ্যানী॥
তার পুত্র শ্রীয়পতি বুঝি সর্ব্বকলা।
পড়িবারে গেলা নৃপতির * পাঠশালা॥
অধ্যয়ন † পণ্ডিত প্রধান জনার্দ্দন।
গালি দিল দ্বিজ তারে জারুয়া বচন ‡॥
গুরুর বচনে তার বাড়ে মনে ক্রোধ।
উপবাস করিয়া না শুনিল প্রবোধ।
জননী কহিল মিথ্যা যতেক প্রলাপ।
সিংহল নগরে গিয়াছেন তোর বাপ॥
না শুনি মায়ের কথা বাপের কারণ।
তরণী সাজিয়া আল্য দক্ষিণ পাটন॥
কালাদহে গজ গিলে কুমারী কমলে।
বিবাদ করিল সাধু গিয়া রাজস্থলে॥
হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে।
তারে বলি দেই রাজা দক্ষিণ মশানে॥
জীবনে কাতর বড় সাধুর নন্দন।
সঙ্কট বুঝিয়া তোমা করে সোঙরণ॥
কি বোল বলিলে পদ্মা জন্মাইলে দুখ।
গান কবি শ্রীমুকুন্দ রাজার কৌতুক॥

* পণ্ডিতের (বঃ)
† অধ্যাপক (বঃ)
‡ চেমন (অঃ ; বঃ)

দেবগণের অস্ত্রাদি প্রদান

পদ্মার বচন শুনি রোষযুত নারায়ণী
প্রভাত-অরুণ-বিলোচনা।
কালঘর্ম্ম বহে মুখে মকুট গগনে ঠেকে
প্রলয়বদন ঘোরস্বনা॥
ধরিয়া বিষম * মায়া দেবী হল্যা মহামায়া
কপালে তিলক দিনমণি।
কোপে কম্পবান তনু ভুরুযুগ কামধনু
গগনে পূরিল ঘোর ধ্বনি॥ †
গায়ে আরোপিয়া সিঙ্গি ‡ তবক বেলক সাঙ্গি
ভূষণ্ডি ডাবুস খরসান।
যমধর ভিন্দিপাল টঙ্গ টাঙ্গি করওাল
অসিপত্র কামান কৃপাণ॥
চণ্ডী কৈল অট্টহাস দেবগণে লাগে ত্রাস
নিনাদে ভরিল ত্রিভুবন।
যেন দৈত্য-রণ-কালে মেলি যত দিক্‌পালে
দিল তারা নিজ প্রহরণ॥
নিজ শূল হৈতে আনি শূল দিল শূলপাণি
চক্র হৈতে চক্র নারায়ণ।
চণ্ডীর ক্রোধের কাল মেলি যত দিক্‌পাল
নানা অস্ত্র কৈল সমর্পণ॥

* বামনী (বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—

শবারূঢ়া মহাতেজা হৈলা দেবী দশভুজা
করে লয়্যা নানা প্রহরণ।
নিল ধনু আদি যত বাণ নিল অসঙ্খ্যাত
সিকর সফর শরাসন॥ (বঃ)

‡ রাঙ্গি (অঃ)

শঙ্খ দিল জলেশ্বর শক্তি দিল বৈশ্বানর *
নাগপাশ দিল অরুন্ধতী †।
কর্ণের অক্ষয় মুল বাণপূর্ণ দুই তূণ
চণ্ডিকারে দিল সদাগতি ॥ ‡
বজ্র জরা যোগপতি বজ্র দিল পাণি পেতি §
ঘণ্টা দিল ঐরাবত হৈতে।
কালদণ্ড হৈতে যম দণ্ড দিল অম্বুপাম
দিল দক্ষ অক্ষমালা হাথে ॥
অবনত করি মাথা কমণ্ডলু দিল ধাতা
নিজ রশ্মি দিল দিবাকর।
নিজহস্তে করোওাল সমর্পণ কৈল কাল
অবনী লোটায়্যা কলেবর ॥
ক্ষীরসিন্ধু দিল হার অক্ষয় অমূল্য যার
চূড়ামণি কনককুণ্ডল।
দিল মুকুটের আভা অর্দ্ধ-ইন্দু-কুন্দ-শোভা
বাহু যুগে অঙ্গদমণ্ডল।
নপুর মরাল-ভাষা দিল দিব্য কণ্ঠভূষা
তনুতল চন্দন-ভূষণ।
রত্নময় অঙ্গুরী সকল অঙ্গুলি ভরি
পাদাঙ্গুলি পাশুলি-রতন ॥
টাঙ্গি দিল বিশ্বকর্ম্মা অস্ত্র-অভিজ্ঞ দারুব্রহ্মা ¶
দিল নানাবিধ প্রহরণ।
বিশাল সমান সয় ‖ জলনিধি দিলা পায় **
হিমবান কেশরী বাহন ॥

* নিশাচর (বঃ) † অম্বুপতি (বঃ)

‡ কার্ম্মুক অক্ষয় গুণ বাণপূর্ণ দুই তূণ
চণ্ডিকারে দিল সদাগতি। (বঃ)

§ বজ্র ত্বরিতগতি আনি দিলা সুরপতি (বঃ) ¶ টাঙ্গি দিল বিশ্বকর্ম্ম অস্ত্র ভৈরব বর্ম্ম (বঃ) ‖ বিমল শোভার সদ্ম (বঃ) ** পদ্ম (বঃ)

শেষ দিল নাগ আর * ফণিমণি-রত্নহার
যেই প্রভু ধরিলা ধরণী ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
প্রকাশিলা দ্বিজ নৃপমণি ॥

চণ্ডিকার ক্রোধ ও রণসজ্জা

কোপেতে লোহিত আঁখি চণ্ডিকা বলেন সখী
শুন পদ্মা আমার বচন ।
রাজাকে বধিয়া আজ ছিরাকে ধরাব রাজা †
ঝাট কর সেনার সাজন ॥
আমার সেবক ভ্রমে যদি লয়্যা থাকে যমে
বড়াই করিব তার দূর ।
দিয়া বহু তারে ক্লেশ লুটিব তাহার দেশ
জ্বালাইব সঞ্জীবনাপুর ॥
চৌদিগে দুন্দুভি বাজে চৌষট্টা যোগিনী সাজে
আগুদলে চণ্ডীর পয়াণ ।
রণপড়া বাজে ঢাক ধায় সেনা লাখে লাখ
ধরি তরু পর্ব্বত পাষাণ ॥
করে ধরি অসি খাণ্ডা ডানি দিগে উগ্রচণ্ডা
বামভিতে ধায় চণ্ডবতী ।
পরিয়া লোহিত ধুতি ডানি দিকে ‡ শিবদূতী
কৌশিকী কালিকা লঘুগতি ॥

* নাগহার (বঃ)
† রাজাকে বধিয়া আজি, ছিরাকে ধরাব ছাতি (অঃ ; বঃ)
‡ বাম দিকে (বঃ ; অঃ)

সজলজলদধ্বনি শিবাস্তুত-নিনাদিনী
রণপ্রিয়া কঙ্কালমালিনী।
আল্যা দেবী চন্দ্রচূড়া মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া
ভুজঙ্গ-বলয়া ত্রিশূলিনী ॥
আল্যা রাজহংসরথে কবতাক্ষ * শূল হাথে
ব্রহ্মানিনাদিনী চতুর্মুখী। †
বেদবিত্তা ধরি সঙ্গে সমরে আইলা রঙ্গে
কৌতুকে আইলা প্রিয় সখী ॥
আল্যা চণ্ডী বিত্তমানে ‡ চাপিয়া ময়ূর-যানে
শক্তিধরা নীলকাদম্বিনী।
বৈষ্ণবী গরুড়-রথে শঙ্খ চক্র গদা হাথে
অসি-শর-ত্রিশূল-ধারিণী ॥
বারাহী খেটকধরা আল্যা হিরণ্যাক্ষবরা §
করোওাল-মুষল-ধারিণী।
হয়্যা চণ্ডিকার সঙ্গী আল্যা দেবী নারসিংহী
নখধ্যান ¶ নৃসিংহরূপিণী ॥
সহস্রাক্ষ মাহেন্দ্রাণী আল্যা দেবী বজ্রপাণি
আরোহণ করি ঐরাবতে।
রণরঙ্গে উনমত বটুকা ভৈরবী যত
সভে আইলা চণ্ডিকার সাথে ॥
শঙ্খযুতবতি পাণি ‖ কালি কঙ্কালমালিনী
সিংহযানে করালবদনা। **

* কপোতাক্ষ (অঃ ; বঃ)
† ব্রহ্মাণী বাদিনী বিবাদিনী (বঃ); ব্রহ্মাণী বাদিনী চতুর্মুখী (অঃ)
‡ আইলা দেবী বিমানে (বঃ)
§ আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া (অঃ ; বঃ) ¶ নখারূঢা (বঃ ; অঃ)
‖ শঙ্খযুত ক্ষিতিপাণি (বঃ ; অঃ)
** সিংহমুখী করালবদনা (বঃ ; অঃ)

বদনেতে অট্টহাস করে ধরি অসি পাশ
খট্টাঙ্গধারিণী ঘোরস্বনা ॥
মৃগচর্ম্ম-পরিধানা শুষ্কমাংস দ্বিধিষণা *
বিস্তার-বদনা ভয়ঙ্করা ।
জিয়ানলা ঘোরমুখী † নিমগ্না লোহিত আঁখি
নিনাদে পূরিল দিগন্তরা ॥
ধায় কুড়ি কোটি দানা আগুদলে খানখানা
সাল সম বিকট দশন । ‡
কাল ধল কেহ রাঙ্গা টমক নিশান শিঙ্গা
কাড়া পড়া বাজায় বাজন ॥
গলে দোলে হাড়মাল নাম কার হাত্যাখাল §
অজানুলম্বিত জটা ভার ।
হস্তেতে লোহার বাড়ি ¶ নাভি আচ্ছাদিত দাড়ী
অম্বিকারে করিছে জোহার ॥
সমরে দুন্দুভি বেণী রণপড়া বাজে সাণি
কোলাহল হৈল সুরপুরে ।
যুক্তি করি দেবরাজ জানিতে চণ্ডীর কাজ
পাঠাল্যা নারদ মুনিবরে ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন ।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

* শুষ্ক মাংস ভীষণা (বঃ ; অঃ)
† লোলজিহ্বা ঘোরমুখী (বঃ ; অঃ)
‡ ঈষৎ বিকট দশন (বঃ ; অঃ)
§ কার হাথে তাল শাল (অঃ ; বঃ)
¶ পরিয়ে লোহিত সাড়ী (অঃ ; বঃ)

চণ্ডীর জরতীবেশ ধারণ।

ইন্দ্রের বচনে মুনি চাপিয়া বিমানে।
দণ্ড মাত্র আল্যা চণ্ডিকার বিদ্যমানে॥
চণ্ডিকারে দেব-ঋষি নোঙাইল মাথা।
আশীষ করিলা তারে হেমন্ত-দুহিতা॥
চণ্ডিকারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি।
কহ গো এমন বেশে কোথারে সাজনি॥
তোমার ক্রোধের কাল প্রলয় সমান।
কার তরে এ না বেশে কর্যাছ পয়াণ॥
এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল মহামুনি।
নিজ প্রয়োজন-কথা কহিলা ভবানী॥
হাসিয়া নারদ মুনি দিলেন উত্তর।
তোমারে উচিত নহে নরের সমর॥
এতেক সাজনি ছার নরের কারণে।
গরুড় সাজিল কিবা মূষিকের * রণে॥
তোমাব সমরে হরি হর দেব ভঙ্গ।
গাড়রের রণে কেবা যুঝায় মাতঙ্গ। †
সালবানে ধরিয়া আনুক একজন।
কোন কার্য্যে কর মাতা এতেক সাজন॥
যুক্তি বলি, চল তুমি সিংহল নগরে।
আপনার নিজ সেনা থুয়্যা কথ দূরে॥
ভিক্ষা কর গিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে।
যদি নাই দেয়, রণ করা অবশেষে॥

---

* মশকের (অঃ ; বঃ)

† তোমার সমরে হরি হরে লাগে ডর।
সিংহ সনে কিবা যুদ্ধ করিবে গারড়। (অঃ ; বঃ)
সিংহের সহিত যুদ্ধে ভেজাও মাতঙ্গ॥ (অঃ)

সাধু করি লইয়া নারদ-উপদেশ।
সেই ক্ষণে হল্যা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ॥
নয়ান গলিত অতি গায়ে শত শির।
অবিলম্বে তথা মাতা যান ধীরে ধীর॥
জরাধি ব্রাহ্মণী অস্থি-চর্ম্ম-বিলোচনা। *
মাথা পাকা শ্বাস কাস চঞ্চল-লোচনা॥ †
বাতেতে কাঁকালি বাঁকা হয়্যা যান ডেড়ি ‡।
ওছটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি॥
বাম কাঁখে নিল মাতা রঙ্গণ চুবড়ি।
ডানি করে লইলেন শিঙ্গা বেত্র নড়ি॥
সঙ্কেত করিয়া সেনা রাখি একস্থানে।
অবিলম্বে উত্তরিলা দক্ষিণ মশানে॥
করে লয়্যা কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান।
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তের করিতে কল্যাণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কোটালের নিকটে চণ্ডীর গমন।

কাঁখে ঝুড়ি হাথে নড়ি উচ্চস্বরে বেদ পড়ি
বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে।
করযোড়ে-যুত-দর্ভা কুসুম চন্দন দূর্ব্বা
আরোপিলা কোটালের শিরে॥
আইলাম তোমার সন্নিধান।
তুমি বড় ভাগ্যমান এই হেতু মাগি দান
ব্রাহ্মণীর করহ সম্মান॥

---

* জরতি ব্রাহ্মণী অস্থি-চর্ম্ম-বিলোলনা। (অঃ; বঃ)
† মায়া করি ভ্রমে যেন চঞ্চলপরাণা। (অঃ; বঃ) ‡ টেড়ি (বঃ)

জরাযুত হৈল তনু উঠিয়া ধরিয়ে জানু
ভূমি ধরি অনেক যতনে।
হেন জন নাই কুলে হাথেতে ধরিয়া তুলে
নাহি কেহ হেন বন্ধুজনে॥
নাতিটী হয়্যাছে হারা দেখিল তাহার পারা
আইলাম তোমার সন্নিধান।
চিনিল আপন নাতি কোটাল পায়্যাছে কথি
পিতৃপুণ্যে দেহ মোরে দান॥
শিশুমতি মোর নাতি নহে ঠগ ডাকাতি
নহে খণ্ড বাটপারা চোর।
কৃপণ জনার কড়ি অন্ধক জনার নড়ি
দান দিয়া প্রাণ রাখ মোর।
ভ্রমিয়া অনেক দেশ পাইল বহুত ক্লেশ
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল।
ত্রিগর্ত্ত লাহুর * ডিল্লি ভ্রমিল অনেক পল্লী
অবশেষে আইলাম সিংহল॥
স্বামী মোর কুলে বন্দ্য কুলে শীলে নহে নিন্দ্য
বিল্বপত্রে যার অধিষ্ঠান। †
অতীত গোত্রের রাজা পিতা মোর মহাতেজা
নাম তার মহামহীমান্॥
দারুণ কর্ম্মের গতি দরিদ্র আমার পতি
ধুতুরা-পাগল দিগম্বর।
ভিক্ষায় পরম ক্লেশ সবে ধন বুড়া বৃষ
নিবাস কুমুদ-মহাধব॥

* আগরা (অঃ ; বঃ)
† স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন। (অঃ , বঃ)

অবলম্ব * নাহি ঠাঞি সমুদ্রে ডুবিল ভাই
প্রাণনাথ কৈল বিষপান।
দারুণ দৈবের দোষে দুটী পুত্র নাহি পোষে
কত কব দুঃখের আখ্যান।
হও তুমি পুণ্যবান নৃপতি-সভায় মান
বাড়ুগ তোমার পরমাই।
দিশা লাগে যাত্যে পথে ছিরা দেহ মোর সাথে
আশীষ করিয়া ঘরে যাই॥
শ্রীমন্তের শিরে পাণি আরোপিলা নারায়ণী
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ-ভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া॥

কোটালের বিনয়। †

হাম পরাধীন অতিবড় হীন
বিশেষে রাজার দাস।
ধরি তুয়া পায় ক্ষম এই দায়
বধ্যজন ছাড় আশ॥
কর্ণ বলি আদি যত যশঃনিধি
আছিল অবনীপাল।
সুখভোগ যত তাহা কব কত
সকলি হরিল কাল॥

* অবনীতে (বঃ)।

† এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসী' সংস্করণে 'কোটালের প্রতি চণ্ডীর হিতোপদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের বিষয় আমাদের আদর্শ পুথি অনুসারে কিছু পরে দেওয়া হইল।

দানকর্ম্মফলে ছিল ক্ষিতিতলে
স্বর্গপুরে হল্য স্বামী।
বিধি সনে বাদ হৈল পরমাদ
সে ভাগ্য না কৈল আমি॥
এই সাধু ভণ্ড রাজা করে দণ্ড
মিথ্যা বচনের দোষে।
রাজার বচনে আন্যাছি মশানে
বান্ধিয়া নায়ের পাশে॥
রাখি তুয়া মান যদি করি দান
পরাণে বধিবে রাজা।
সাধু বিনে আন সেবা চাহ দান
তোমার করিব পূজা॥
একে সে ব্রাহ্মণী তাহে অনাথিনী
ভিক্ষা ভোজনের আশা। *
কহি সবিশেষ শুন উপদেশ
যদি না হবে নৈরাশ॥
এই পাপমতি যদি বটে নাতি
করিবে পরাণ রক্ষা।
গিয়া রাজধাম সাধ নিজ-কাম
নৃপবরে মাগ ভিক্ষা॥
রাজা শালবান কর্ণের সমান
যা চাবে তা পাবে দান।
কল্পতরু তেজি হীনজনে ভজি
সেওড়া-তলে সাধ মান॥

* ভিক্ষুক ভোজনে আশা। (অঃ)
ভিক্ষুকজনের আশা। (বঃ)

নৃপতি তুর্ব্বার যেন ক্ষুর-ধার
না সহে শাসনভঙ্গ ।
যদি করি দান তবে বধে প্রাণ *
ছিরার ছাড় প্রসঙ্গ ॥
কোটালের বাণী শুনি নারায়ণী
চাহেন পদ্মার মুখ।
বুঝিয়া ইঙ্গিত পদ্মা কহে হিত
যাচিঞা বড়ই দুখ ॥
রাজসভামান নিতে চাবে দান
দেখা দিবে কত জনে ।
সাধু কোলে করি বৈস মাহেশ্বরি
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

শ্রীমন্তকে অভয়-দান।

† শ্রীমন্ত বসিয়া ছিল বকুলের তলে।
সভা-বিদ্যমানে চণ্ডী সাধু কৈল কোলে ॥
সাধু কোলে করি যদি রহিলা ভবানা ।
ভাই সঙ্গে কোটালিয়া করে কাণাকাণি ॥

* যদি রহে প্রাণ তবে করি দান (বঃ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—

পুত্র পুত্র বলি দেবী ডাকে বিপরীত।
উপাড়িয়া পড়ে কোটাল্যা গায়ে রোমাঞ্চিত
মায়া পাতিয়া বলেন সর্ব্বমঙ্গলা।
কোটালের ঠাঞি ত মাগেন সাধুর বালা ॥
বয়সে অধিক দেখি গৃহ পরবাস ।
বলবুদ্ধি টুটা ভক্ষণে বড় আশ ॥
একাকিনা ব্যাধিমতি শোকেতে ব্যাকুলা।
নিবারিতে না পারি উদরে পোড়ে জ্বালা ॥

ব্রাহ্মণীর দেখি কিছু কোপের উদয়।
সেনা মেলি যুক্তি করে কোটাল সভয়॥
সেতা বলে নেতা ভাই দেখি বিপরীত।
বুঝিতে না পারি এই বুড়ীর চরিত॥
আচম্বিতে আল্য বুড়ি দক্ষিণ মসানে।
অতি খরশাণ * বুড়ি চাহে চারি পানে॥
বয়স অধিক বুড়ি † পরগৃহে বাস।
বল-বুদ্ধিহীন বুড়ি ভোজনের আশ॥
সকল বচনে তাই ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিবস দুপরে হৈল ঘর ‡ অন্ধকার॥
কেমন দেবতা আইল ধরি বৃদ্ধ-বেশ।
নাহি দেখে চক্ষে বুড়ি § লোচনে নিমেষ॥
চক্ষে নাহি দেখে বুড়ি কর্ণে নাহি শুনে।
অনাথা কেমনে আইল দক্ষিণ মসানে॥
দান নাহি দিতে বুড়ি সাধু কৈল কোলে।
রাজার বিপক্ষ আজি নিবে বলে ছলে॥
একেলা আইল বুড়ি হৈল দুইজন।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে তার লোহিত লোচন॥
ব্রাহ্মণীর বোলে যদি ছাড়ি রাজ-অরি।
সবংশে বধিবে তবে নৃপতি-কেশরী॥
যদি বা আনিয়া যাই রাজরিপুজন।
মসানে বুড়ির ঠাঁই না পাব জীবন॥

একাকিনী করি মোরে জীয়ায় বিধাতা।
এমন সময় করি উদরের চিন্তা॥
দান করি দেহ মোরে সাধুর কোঙর।
অভাগিনীর হয় ভিক্ষা করিতে দোসর॥ (বঃ)

* অথির নয়নে (অঃ; বঃ)। † বয়সে অশীতিপরা (অঃ; বঃ)
‡ ঘোর (অঃ; বঃ) § নাহি লক্ষি বুড়ির (বঃ)

কোটালে গঞ্জিয়া বলে নেও কোটালিয়া ।
শ্রীমন্তের জটে ধর বামনি ঠেলিয়া ॥
কোপে পদ্মা দিল সিংহনাদের * নিশান ।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান ॥

কোটাল প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি

কোটাল, দুঃখ পাল্য দুরাদৃষ্ট-দোষে ।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ না সেবিল নারায়ণ
কারেত না রাখিল সন্তোষে ॥
জঙ্গম যজ্ঞের কুণ্ডে বসুধারা মোর তুণ্ডে †
সম্প্রদান না কৈল আহুতি ।
যদি সত্যজন প্রতি না করিল প্রেম ভক্তি
এই হেতু পঞ্চম দুর্গতি ।
আছিল বৈকুণ্ঠপুরা বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারা
জয় সুবিজয় দুই ভাই ।
হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গা বিরিঞ্চি-নন্দন লংঘি
বৈকুণ্ঠেতে না পাইল ঠাই ॥
দ্বিজে নাহি দিল দান না কৈল গুরুর মান ‡
দারিদ্র হইল এই দোষে । §
জীবে না করিল কৃপা এই হেতু হানতপা ¶
ঘরে ঘরে বুলি ভিক্ষা আশে ॥

* ঘণ্টার (অঃ ; বঃ)

† অশ্বমেধ যজ্ঞকুণ্ডে, বসুধা (বহুধা—অঃ) ব্রাহ্মণ তুণ্ডে (বঃ)

‡ অপাত্রে সাধিনু মান (অঃ) § দিনে দিনে পরমায়ু নাশ (বঃ

¶ এখান হইতে প্রবন্ধের শেষ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

লঙ্ঘিয়া কপিল ঋষি সূর্য্যবংশ ভস্মরাশি
রামায়ণে শুন ইতিহাস

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কোটাল প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

কোটাল, খানিক জীবন রাখ।
ধরি তুয়া পায় ক্ষম এই দায়
সুকৃতি-শরণ দেখ॥

শুন বাপ কালু দত্ত শিশুকালে ছিলুঁ মত্ত
স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন।
দুই পুত্র অতি শিশু স্বামীর নাহিক বন্ধু
ভিক্ষা মাগে ভ্রমি ত্রিভুবন॥
দারুণ দৈবের গতি দরিদ্র আমার পতি
ধুতুরা-পাগল দিগম্বর।
ভিক্ষা যে পরম ক্লেশ সবে ধন বুড়া বৃষ,
মৈনাক কুমুদ সহোদর॥
স্বামী মোর কুলে বান্দি কুলে শীলে নাহি নিন্দি
বেলপাতে যার অধিষ্ঠান।
তপস্যা করিয়া আমি দরিদ্র পাইনু স্বামী
এক বৃষ সবে তার ধন॥
ব্রাহ্মণী যতেক ভণে কোটালিয়া নাহি শুনে
হৃদয়ে ভাবেন ভগবতী।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি॥ (অঃ; বঃ)

লহ মোর হার যত অলঙ্কার
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা ।
ছাড়হ কুণ্ডল পিয়ে গঙ্গাজল
দেহ তুলসীর মালা ॥
ঘোর তলওয়ার কত দেখাও আর
ছিরায়ে চমক লাগে ।
করি নিবেদন পুণ্যে দেহ মন
বলি কিছু তুয়া আগে ॥
লোক ভাবে দুঃখ সাধু পূর্ব্বমুখ
বসিলা বসন পাতি ।
হানে কোতওয়াল ভাঙ্গে তরওয়াল
দুষ্ট ভাবে নিশাপতি ॥
কুজ্ঞানী * এ বুড়ি কাগো কৈল ডেড়ি †
ভাঙ্গিল আমার অসি ।
ধর্ম্মভয় করি ‡ দুষ্ট সাধু মারি
কিসের বিলম্বে বসি ॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান ।
তাঁর সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

* কাঙ্গালী (অঃ
† টেড়ি (অঃ)
‡ নানা অস্ত্র ধরি (অঃ ; বঃ)

শ্রীমন্ত প্রতি কোটালের অস্ত্র প্রয়োগ।

পসরিল * রৈ পাইক সাধু বধিবারে।
পূরিয়া সন্ধান ডাকয়ে হান হান
কেহ কারে নাহি নিবারে॥
দশবিশ বারবর ধায় তবলকর †
শ্রীমন্তে করিতে গুণ্ডা।
ঠেকিয়া সাধুর গায় নানা অস্ত্র ভাঙ্গা যায়
আষাঢ়িয়া যেন ভুকুণ্ডা ‡॥
ধরিয়া যমধর ধায় যত বারবর
আরোপে শ্রীমন্তের গায়।
শ্রীমন্তের গাগে একে একে ভাগে
বারগণ ভেলভেল চায়॥
হইয়া কৌতুকা § ধাইল তবকা
উভ করি তবকে গুলি।
অনলে দিতে ফু পোড়ে তবকির মু
পাছায়া পড়িল গুলি। ¶॥

* প্রবেশিল (অঃ) পরোশিল (বঃ)
† লইয়া যমধর (বঃ)
‡ ভ্রুকুণ্ডা (ভঃ :বঃ)
§ ঢালি পাইক ঢালকি (বঃ) পলাইল ধানুকী (অঃ)
¶ ইহার পর অতিরিক্ত :—
পূরিয়া তবকী ধাইল ধানুকী
ধনুকে সারিয়া কাঁড়া।
পূরিয়া সন্ধান ছাড়িয়া দিতে বাণ
ধনুকের ছিণ্ডিল চড়া॥

শ্রীমন্তে বেড়িয়া ধায় রায়বাঁশিয়া
রহিলা * পদাতিক চয় ।
ভাঙ্গিল রায়বাঁশ পদাতিক পায় ত্রাস
শ্রীমন্তের হইলা জয় ॥
অভয়ার দৃষ্টে প্রহরণ পৃষ্ঠে
না ফুটে শ্রীমন্তের গায় ।
সাধুর নন্দনে রাখিয়া প্রহরণে
নৃসিংহ যেমন সহায় ॥
জগদবতংসে পালধি-বংশে
নৃপতি শ্রীরঘুরাম ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম ॥

দেবী প্রতি কোটালের উক্তি ।

সাধু হইল বজ্রকায় নানা অস্ত্র ভাঙ্গে গায়
পাইক কান্দে মাথে হাত দিয়া ।
কোটালিয়া কম্পবান ঘন ডাকে হান হান
দূর কর বামনি ঠেলিয়া ॥
বুড়ি, গৌরব রাখ আপনার ।
হইল অনেক বেলা রাজকার্য্যে হৈল হেলা
ঝাঁট হান বৈদেশি কুমার ॥

পরিঘ ভুষণ্ডী তোমরে গণ্ডী
ডাবুশ ছুরিকা শেল ।
শ্রীমন্ত-অঙ্গে একে একে ভাঙ্গে
বীরগণ চায় ভেলভেল ॥ (বঃ)

* ধাইল (অঃ ; বঃ)

বুড়ি, মাগ্যা বুল পাড়া পাড়া *   পরিধান শত ছেঁড়া
মানুষ লইতে চাহ দান।
কোথা হৈতে আইল বুড়ি   সব কার্য্যে কৈল ডেড়ি
অষ্টলোকপাল পরমাণ ॥
কাঁখেতে করিয়া † ঝুড়ি   আইলা বামন-বুড়ি
আসিয়া পাতিল নানা মায়া।
যতেক বিনয় কহি   ব্রাহ্মণী বলিয়া সহি
নাই যায় মসান ছাড়িয়া ॥
হাথ পদ কাঁপে বুড়ি   কথার বড়াইবুড়ি
প্রবোধ বচন নাই মানে।
সব মিছা যত কয়   অকারণে করি ভয়
আগে হান বুড়ারে মসানে ॥
শিখিয়া ডাইন-কলা   জানহ অশেষ ছলা
আপনা চিনিয়া চল বাস।
শেল পরিঘাদি খাণ্ডা   পাইকের যত ভাণ্ডা
সকল করিল বুড়ি নাশ ॥
মোর বোল শুন নেকা   বুড়িরে মারিয়া ঢেকা
মসান হইতে কর দূর।
থাকিলে বুড়ির সঙ্গে ‡   শেল আদি খাণ্ডা ভাঙ্গে
কুজ্ঞানী বুড়ি ত প্রচুর ॥
কোটাল-আদেশ পায়   নেত কোটালিয়া ধায়
অভয়ারে ফেলিল ঠেলিয়া।
স্বপনে আদেশ পান   শ্রীকবিকঙ্কণ গান
গালি দিল ডাখিনী বলিয়া ॥

* বুড়ি মাজি বুল কড়া (বঃ)   † বাঙ্গণ (বঃ)
‡ মারিলে বুড়ির অঙ্গে (বঃ)

কোটালের সহিত যুদ্ধ।

আইলাম ভিক্ষার আশে নাই দিলি ভিখ।
কিসের কারণে বেটা বল ধিকাধিক* ॥
ব্রাহ্মণী-লঙ্ঘন-ফলে যাবে রে অল্লাই।
পৈলা রণে পড়িবে তোমরা সাত ভাই ॥
ব্রাহ্মণীর তরে যেন বল কুবচন।
অভিপ্রায় বুঝি তোর নিকট মরণ ॥
যাসি কোটালের বাড়ী পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে। †
মাগিয়া লইস দান যেবা লয় মনে ॥
দূর কর রাজ-অরি ‡ মানুষের কথা।
ইহা কেবা দিতে পারে কার দুটা মাথা ॥ §
কোপে পদ্মা বাজাইল মশানের খাটা ¶।
আইল দানা সাতভাই নামে রণঝাঁটা ॥
নেত কোটালের ঘাড়ে মারে ঘাড়কাতা।
করের প্রহারে তার ছিঁড়া ফেলে মাথা ॥
যুঝে রে দেবার সেনা কোটালের ঠাটে।
রণের শবদেতে গগনতল ফাটে ॥
মার মার বলিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক।
দুইদলে রণপড়া বাজে জয়ঢাক ॥

* ধিক ধিক (বঃ ; অঃ) † বুড়ি আসিহ কুলের কার্য্য পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে। (অঃ ; বঃ
‡ সাধ বুড়ি (অঃ) ; রাজবধ্য (বঃ)।
§ ইহাকে বাচাতে পারে কার দুটা মাথা। (বঃ ; অঃ)
¶ নিশানের ঘণ্টা (অঃ ; বঃ)

ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ :—

মশান ত্যজিয়া বুড়ি ঝাট্ চল দূর।
গৌরব করিব দূর ধরিয়া চিকুর ॥ (অঃ ; বঃ)

ঝাঁকে ঝাঁকে তবকে পূরিয়া এড়ে গুলি।
রণঝাঁটা টাকরে * মাথার ভাঙ্গে খুলি॥
রণে পদ্মা দিল সিংহনাদের নিশান।
আটদিগে দানাগণে বেড়িল মসান॥
শ্রীপতি ধরিতে যান গজপৃষ্ঠে বার।
অন্তরীক্ষে দানা তার ছিড়্যা ফেলে শির॥
দুইদলে কাটাকাটি বরিষয়ে বাণ।
জরাধি † ব্রাহ্মণী যুঝে বলে হান হান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

যুদ্ধ বর্ণন।

জরাধি ব্রাহ্মণী বেশে যুঝেন ভবানী।
সুরদল পরদল বাজায় মাদল
কেহ কার না শুনে বাণী॥
ভ্রুকুটী-কুটিলা পিঙ্গল-জটিলা
পরিহিত চারবসনা ‡।
কড়মড়-দন্তা সমর-দুরন্তা
ভীষণ § বিশাল-বদনা॥
কত নর মালা পরিহিত জটিলা ¶
কত নব ‖ জলধর-নাদা।
শত শত ডাখিনী চলিলা যোগিনী
ছাড়িয়া কুলমর্য্যাদা॥

---

* রণঝাঁটা যুদ্ধ করে (অঃ ; বঃ)
† জরতি (বঃ) ; জরাতি (অঃ)
‡ লোহিতবসনা (অঃ ; বঃ)। § ভয়দা (অঃ ; বঃ)
¶ পালিত জটিলা, কৃত নরমালা (বঃ ; অঃ)। ‖ অভিনব (অঃ ; বঃ)

লোহিত-নয়না বিগলিত-বসনা
আজানুলম্বিতা জটা।
রণভূমি কালী বিষম করালী
জলধর জিনিয়া ছটা॥
বেড়িয়া মসান পাইকের চাপান
ঘন পড়ে কাড়ায় কাটি। *
মুঠামুঠী জটাজটী দুই দলে কাটাকাটি
শুনি তোলপাড় করে মাটী॥ †
করিবর-শুণ্ডা ধরিয়া চামুণ্ডা
ঘন দেই গগনে পাক।
গজবর-চাপানে পড়িল মসানে
পদাতি ঝাঁকে ঝাঁক॥
বিন্ধাবিন্ধি যমধর পড়িল বীরবর
গদা হাথে পড়িল গদা।
ঢালি পাকি তবকি ধাইল ধানুকি
বেগে বয় রুধিরের নদী॥
মুষল গদাবান কামান কৃপাণ
সহিত কাটয়ে যোগিনী।
রুধিরের সাগরে ঘোড়া হাথি সাঁতরে
খল খল হাসেন ভবানী॥
নেতাই সেতাই কোটালের দুই ভাই
আগে পাতে মহিষা ঢাল।
আকাশে কুমুদা আছিল মামুদা
ধরিয়া পুরিল গাল॥

* ঘন বাজে দামামা কাড়া (বঃ ; অঃ)
† রণমদে মাতয়ালা, ধায় তাল বেতালা
খাইতে ধায় মিলিয়া দাড়া। (অঃ ;বঃ)

পড়িল সেনাগণ কোটাল্যা ত্যেজে রণ
চলিলা নৃপতির স্থানে।
রচিয়া সুছন্দ গাইল মুকুন্দ
আরড়া মহাস্থানে॥

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন।

অবগতি কর রায় নিবেদি তোমার পায়
প্রাণ লয়্যা চল নৃপমণি।
তোমারে কহিয়ে দড় আহড়ে আহড়ে লড়
যাবদ না দেখ এ বামনী॥
তোমার আদেশ পায়্যা বৈদেশি কুমার লয়্যা
হানিবারে গেলাম মসানে।
নাহি জানি নাহি শুনি আল্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী
সাধুকে লইতে চাহে দানে॥
তুমি বিশ্ব-নৃপমণি অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী
ব্রাহ্মণীরে নাই দিলু দান।
হুহুঙ্কার ছাড়ি বুড়ি যোজনেক বাট জুড়ি
তার সেনা বেড়িল মসান॥
ব্রাহ্মণী দিলেক হানা পড়িল অনেক সেনা
একটী নাহিক অবশেষ।
তোমারে বারতা দিতে আছিলাম এক ভিতে
মড়ায় করিয়া পরবেশ॥
বুড়ি রণে যেন তারা ছুটে ধরণী ধরিয়া উঠে
একগাছি নাহি কাঁচা কেশ।
না শুনিতে পায় কানে নাহি দেখে বিলোচনে
অকস্মাৎ করিল প্রবেশ॥

বৈদেশিক সদাগরে বসাইলাম হানিবারে
বারিলেক বুড়ি প্রহরণ। *
দেখি মায়া পরতেক না লাগে কুশের রেক †
কেহ না সহিতে পারে রণ॥
কাঁখে ঝুড়ি হাথে নড়ি আইল বামন বুড়ী
কোন নৃপতির হয়্যা চর।
হেন মোর লয় মনে কোন রাজা আইল রণে
রক্ষিতে শ্রীমন্ত সদাগর।
কোটালের কথা শুনি রোষযুত নৃপমণি
কোপে হৈলা লোহিত-লোচন।
ঘন পাক দেই গোঁফে দশনে অধর চাপে
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ‡

সিংহলেশ্বরের সমর-সজ্জা

কোটালের কথা শুনি কাঁপে সর্ব্ব গা।
সাজ সাজ বলিয়া দামায় পড়ে ঘা॥
চলিলেন যুবরাজ রাজার আরতি।
লেখা জোখা নাই কত চলে সেনাপতি॥
আস্তব্যস্তে তুলিয়া চৌদল করে কান্ধে।
ধরণী কম্পিত হৈল রাজসেনা-নাদে §॥

---

* বুড়ি বাঢ়াইলেক এ রণ (বঃ)

† না দেখিলাম পরতেখ, না লাগে কুশের রেখ (বঃ)

‡ অপরূপ কথা শুনি, শালবান্ নৃপমণি
সাজ বল্যা দিলেক ঘোষণ।
সমরে ডুন্দুভি বেণী রণপড়া বাজে সানী
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ। (বঃ)

§ বাজনার নাদে (বঃ); রাজার নিনাদে (অঃ)

রায়বেণি গন্ধবেণি বাজায় বাজনা। *
দগড়ী দগড় বাদ্য বাজে কত জনা॥ †
বিষম তবক ‡ আগে আরোপিল কাটি।
গুরুজে কামান এড়ে শেল পাটি পাটি॥ §
যবনিয়া অশ্বোপর যবন সওার।
ঘোররূপে যবন বলয়ে মার মার॥ ¶

* রায়বীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা। (অঃ ; বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—

হাতীর গলাতে ঘণ্টা বাজে ঠনঠনী।
কাংস্য করতাল বাদ্য বিপরীত শুনি॥
জয়ঢাক বীরঢাক রাঙ্গসা বাজনা।
প্রলয়-সময়ে যেন পড়ে ঝঞ্ঝনা॥
হাত-দামা ঢাক ঢোল তরঙ্গ বিশাল।
(হাতে দামা কাঁধে ঢোল তবল নিশান।—বঃ)
দামা দড়মস বাদ্য বাজে সিন্ধুয়াল॥ (অঃ)

‡ তবল (অঃ ; বঃ)

§ বুরুজ কামান হাতে শেলপাট ঝাটি। (অঃ ; বঃ)

¶ ইহার পর অতিরিক্ত :—

পার্ব্বতিয়া অশ্ব সব সোণার বিস্কী।
কণ্ঠে ঝিনিমিনি হাব করে ধিকিধিকি॥
ঢালা পাইক সাজে হাতে খাড়া ঢাল।
ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিশাল॥
ধানুকী পাইক সাজে হাতে ধনুঃশর।
কটিদেশে তরবার খুলিল সত্বর॥
চৌকনিয়া পাইক চৌকন হাতে করে।
ছাড়িয়া চামর বান্ধে বাঁশের উপরে॥
বিচিত্র পামরী আর পারিজাত-মালা।
বৈরীবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা॥ (অঃ . বঃ)

ভীমার্জ্জুন দুই ভাই কোটাল দুর্ব্বার।
ভিড়নে চলিল পাকি ব্যালিশ হাজার॥ *
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণ বৃষ্টি ফেলে যেন মেঘে পড়ে জল॥
রণসিংহ রণঝাপ ধায় রণঝাটা।
তিন ভাই বাণ বিন্ধে দিয়ে চূণের ফেঁাটা॥
পথে যাত্যে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট।
রণমুখে সেনাপতি আগুলিল বাট॥
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন।
মশানে বেড়িয়া ধায় রাজ-সেনাগণ॥
দেখিয়া কাতর মনে কুমার শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

ইহার পর অতিরিক্ত :—

রাজার বেটা যুবরাজ ঠাটে আগুয়ান।
শগড়ে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান॥
বারুই বোরাজে যেন ঘন দেয় কাটি।
খোজা মিঞা রণে চলে হাথে রাঙ্গা লাঠি॥
লহ লহ করে যত হস্তীদের শুণ্ড।
পিপীলিকা-সারি যেন পাইকের মুণ্ড॥
বরজেরা বোরজে নিছিয়া ফেলে পাণ।
পাখরিয়া ঘোড়া সাজে কাহনে কাহন॥
ডানি দিকে সাজিল কোটাল ভীমমল্ল।
রাজার জামাতা সাজে নামে বীরশল্ল॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগুদলে সাজে যত পাখরিয়া ঘোড়া॥
তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে পূর্ণিত তূণেতে যত বাণ॥ (*বঃ; অঃ)

"সিংহলেশ্বরের সমর-সজ্জা" শীর্ষক প্রবন্ধের একটি পরিবর্ত্তিত পাঠ :-

অপরূপ কথা শুনি শালবান্ নৃপমণি
সাজ বল্যা দিলেক ঘোষণা।
চতুরঙ্গ দল সাজে সমর-দুন্দুভি বাজে
শুনি ধায় পুরীর সর্ব্বজনা॥
গজস্কন্ধে বাজে দামা সাজে নৃপতির মামা
আড়ম্বরে পূরিল গগণ।
ধবল-চামর-ছটা উকমাল ঘাঘর ঘণ্টা
গণ্ডস্থলে সিন্দূর-মণ্ডন॥
করিপৃষ্ঠে নরপতি মাথায় ধবল ছাতি
চারিদিগে ভূঞার পয়াণ।
কবচে মণ্ডিত হয় চারিদিগে শয় শয়
হয়-বলে সাজয়ে প্রধান॥
রথ-বলে সাজে রথী বীর-বলে সেনাপতি
রথ-আগে ধাইল দখল।
সোণার কলস ছড়ে নেতের পতাকা উড়ে
রথ-শিরে ধবল চামর॥
বাজন-নূপুর পায় বীর-ঘণ্টা পাইক ধায়
রায়বাঁশ্যা ধায় খরশাণ।
সোণার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পূরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান॥
সাজ বল্যা পড়ে সাড়া ধনুকে আরোপি চড়া
ধানুকী ধাইল বেড়াজাল।
তবক বেলক টাঙ্গী কাছে খরশাণ সাঙ্গি
যার সঙ্গে ময়মত্ত কাল॥
লইয়া আপন দল যত যত যোদ্ধামল্ল
ভূঞা রাজা করিল পয়াণ।
যবন কিরাত শক আগুদলে উজবক
*খোরাসানি মোগল পাঠান॥

শ্রীমন্তের কল্পনা।

ঝাট চল ছাড়িয়া সিংহল।
তুমি গো অবলা জাতি আমি নহি রণে কৃতী
কেন প্রাণ হারাবে বিফল॥
সহজে অবলা জাতি তাহে তুমি বৃদ্ধ অতি *
নাহি দেখ নাহি শুন কানে।
পদাতি সারথি কত আস্তে সেনাপতি শত
সমর করিব এই মনে॥ †
কপালে সিন্দুর-ফোঁটা আইসে মাতঙ্গ-ঘটা
সিন্দুরিয়া ‡ যেন কাদম্বিনী।
গজগলে বাজে ঘণ্টা দেখি লাগে উৎকণ্ঠা
কেমনে রহিবে § একাকিনী॥

সঙ্গে নব লক্ষ দল আচ্ছাদিল মহীতল
ঘন বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা।
মশানে সাজিল রায় শ্রীমন্ত দেখিল তায়
ব্রাহ্মণীরে করে নিবেদনা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)

* একে তুমি অবলা, আর তাহে বিভোলা (বঃ)

† সমর করিবে কার সনে (বঃ)
সমর করিতে তোমা সনে (অঃ)

‡ সাজি আইসে (বঃ, অঃ)

§ যুঝিবে (বঃ

দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা কটীতে কিঙ্কিণী বান্ধা
আসওার আসে রণজিৎ। *
চোঙরা ভোমরা মাথে † কামান কৃপাণ সাথে
কত আস্থে সমরপণ্ডিত ॥ ‡
মাথায় ধবল ছাতি গজ-পৃষ্ঠে নরপতি
চারিদিগে ভুঞার পয়াণ।
শত শত বাজে দামা আইসে রাজার মামা
ঝাট চল ছাড়িয়া মশান ॥
আচ্ছাদিয়া মহীতল আইসে নব লক্ষ দল
মশান বেড়িল নরপতি। §
চৌদিগে বেড়িল রথ পালাইতে নাহি পথ
নাহি দেখি জীবনের গতি ॥ ¶
আটদিগে আগুলালি পড়ে দাবানল শিলী
ধমে আচ্ছাদিত দিনমণি।
মেঘের গর্জ্জন শুনি। বড় কামানের ধ্বনি
সেনা ভরে কাঁপিছে মেদিনী ॥ **

---

* দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা তুরঙ্গে তবক বান্ধা
আসোয়ার কবচে মণ্ডিত। (বঃ ; অঃ)

† কোঙর ভাঙর সাথে (বঃ)

‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—মাথায় সুরঙ্গ ডালী, তবকী বেলকী ঢালী
পাইক আইসে পণে পণে।
পরাণ করিয়া পণ, আইসে করিবারে রণ
সাহস করহ অকারণে ॥
শুন কর্ণে দেখহ নয়ানে।
পদাতী ধানুকী তথি আইসে কত সেনাপতি
সমর করিতে তোমা সনে ॥ (অঃ ; বঃ)

§ বার শত আইসে সেনাপতি। (বঃ)
বারভুঞা আইসে সেনাপতি। (অঃ)

¶ জীবনে নাহিক অব্যাহতি। (বঃ)

|| জিনি (অঃ ; বঃ) ** রব শুনি কাঁপয়ে পরাণি (অঃ ; বঃ)

শ্রীপতির শুনি কথা বলেন শিখরী-সুতা
দূর কর মনের বিষাদ।
এখনি করিব জয় পদাতি করিব ক্ষয়
অকারণে গণহ প্রমাদ ॥ *
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দানাগণের মহলা

বচন বলিতে তথা হইল বিলম্ব।
আসিয়া দেবার সেনা করে মহাদম্ভ ॥ †
চণ্ডিকারে প্রণাম করয়ে অষ্ট দানা ‡।
পদ্মার নিকটে বলে কারে দিব হানা ॥ §
মহলা করয়ে দানা নামে ধূলামড়া।
মাপেক চাল্যের ভাত করে একজোড়া ॥ ¶
মহলা করয়ে দানা নামে বীরঘাটু।
সমুদ্রের মাঝে যুঝে পাতি বাম আঁটু ॥ ||

* আইসে রাজা শালবান্, তোরে দিতে কন্যা-দান
অকারণে গুনহ প্রমাদ। (বঃ)

† রাজ-সেনাগণ ধায় করিয়া আরম্ভ। (বঃ) ‡ গোলা (অঃ)

§ পদ্মার নিকটে দেই (করে) আপন মহলা। (অঃ ; বঃ)

¶ মহলা করয়ে দানা নামে সিংহদাস (ধুয়াপাশ—অঃ)।
পৌটেক (পৌটি—অঃ) চালের অন্ন করে এক গ্রাস ॥ (বঃ)।

|| সমুদ্রের মাঝে যুঝে নাহি ডুবে আঁটু ॥ (বঃ)
সমুদ্রের মাঝে যার জল এক হাঁটু ॥ (অঃ)

মহলা করয়ে দানা নামে তালজঙ্ঘ।
বারমাস রণ করে নাই দেয় ভঙ্গ॥
মহলা করয়ে দানা নামে রণমুণ্ডা।
নিশ্বাস ছাড়িতে মুখে নিকলয়ে ধণ্ডা॥
কিচিমিচি করে দানা নামে আচাভূয়া।
নরমুণ্ড চিবায় সরস যেন গুয়া॥
মহলা করয়ে দানা নামে সিংহজোড়া।
উপবাসী আছি খায়্যা সাত মহিষ পোড়া॥
মহলা করয়ে দানা আওট বেতাল।
দন্তপাটি মেলে যেন পাওয়া * কোদাল॥
মহলা করয়ে দানা নামে উল্কামুখা।
একশ্বাসে সমুদ্র করিতে পারে শুখা॥
সত্যযুগে পরশুরামের যবে রণ। †
মাংস খায়্যা উদর পূরিল তিন কোণ॥
যবে দেবাসুরে রণ হৈল ত্রেতাযুগে।
মাংস খায়্যা উদর পূরিল অর্দ্ধভাগে॥
দ্বাপরে যখন কুরুপাণ্ডবের রণ।
মাংস খায়্যা উদর পূরিল এককোণ॥
উপবাসী আছি গো কল্যের কটা দিন।
না পায়্যা সম্বল বল হয়্যাছি বিহীন॥ ‡
হাসিয়া অভয়া সভাকারে দিলা পাণ।
সমর করিতে সভাকারে কৈল মান॥

* পাটুয়া (অঃ ; বঃ)

† মহলা করয়ে দানা নামে মহাকাল।
হাথী ঘোড়া দাঁতে ঝোড়ে যেন পাকা তাল॥ (বঃ ; অঃ)
যেই কালে শ্রীরাম-রাবণে হৈল রণ। (অঃ)

‡ তোমার আশীর্ব্বাদে আজ বলে নহি ক্ষীণ॥ (বঃ)

আগু হৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা ।
করের প্রহারে তার ছিঁড়্যা ফেলে মাথা ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দানাগণের যুদ্ধ ।

রাজসেনা দেবীসেনা দুঁহে হৈলা রণ ।
দুইদলে কাটাকাটি শুনি ঠন ঠন ॥
শিলা তরু করে ধরি ফেল্যা মারে দানা ।
টাকারে ঠেলিয়া ফেলে নৃপতির সেনা ॥
ঘোড়াসিংহ নামে দানা আছিলা গগনে ।
করে ধরি লয়্যা অস্ত্র দেবীরে যোগানে ॥
আগে হৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা ।
সিংহা বাঘা দুই ভাই রহে দুই ভিতা
দুদলের মত্ত হস্তী বেড়িল মশান ।
আগুদলে দেবা ডাক ছাড়ে হানে হান ॥ *

---

* এই প্রবন্ধের প্রথম হইতে এই অংশের পরিবর্ত্তিত পাঠ ঃ—

তবকী ছাড়য়ে গুলি অতি ধাব ধীর ।
চৈত্র মাসে মেঘে যেন বরিষয়ে শীল ॥
যোগিনার সমর না সহে রাজসেনা ।
আগু পাছু আগুলিয়া পথে মারে দানা ॥
মশানে ফিরয়ে দানা অঙ্গের বিহীন ।
পুষ্করিণী শুকাইলে যেন ধড়াইল মীন ॥
ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে ।
মশানিয়া ধুলা লাগে সভার লোচনে ॥
কাটাকাটি করে কেহ ঢাল দিয়া মাথে ।
ঠেকাঠেকি পড়ে কেহ যায় যমপথে ॥

কামানিয়া কামান পাতিল থরে থর।
তালফল সম গোলা পূরিল অন্তর॥
গুরু সোঙরিয়া তারা ভেজাল্য অনলে।
পাছু হয়্যা পড়ে গোলা নৃপতির দলে॥
নৃপতির দলে গোলা খায়্যা বুলে তালি।
হাসেন চণ্ডিকা দেখি ঠাটের আগুলি *॥
পুড়্যা মরে সেনা দেখ্যা প্রধান ব্রাহ্মণ।
বরুণের মন্ত্র গুঝ্যা কৈল সোঙরণ॥
মন্ত্র সোঙরণে তথা উপজিল জল।
রাজার সমর-তলে নিভাল্য অনল॥
সমর মরণ দানা নাই মানে কোপে।
আসোয়ার ফেল্যা তারা অন্তরীক্ষে লোফে॥
বীরঘটা আদি যত অম্বিকার দানা।
সমরে জিনিল তারা নৃপতির সেনা॥
দানার বারণ মন্ত্র পড়ে পুরোহিত।
রণ ছাড়ি দানাগণ পালায় ত্বরিত॥
ব্রহ্মাণী প্রভৃতি যত মাতৃকা-মণ্ডলী।
সভাকারে রণে আজ্ঞা দিলা ভদ্রকালী॥
রণে ধায সভে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ।
ধবল চামর জিনি লম্বমান কেশ॥
রুচির বরণ নব জলধর জিনি।
সিন্দুর তিলক ভালে শোভে দিনমণি॥
পদভরে উথলিল সমুদ্রের নীর।
সূর্য্যের রথের ঘোড়া হইলা অস্থির॥

শোণিতের নদীতে সাঁতরে ঘোড়া হাতী।
স্থল নাহি পায় ঘোড়া ডুবি মরে তথি॥
পদে পদে মত্ত হস্তী বেড়িল মশান।
ভূতলে কোটাল ডাক ছাড়ে হানে হান॥ (অঃ ; বঃ)

* আড়লী (অঃ) ; আউলী (বঃ)।

সপ্তদ্বীপা বসুমতী করে টলবল।
চল হৈল অচল অচল হৈলা চল।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দেবীগণের যুদ্ধে আগমন।

চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ডরণে *।
তিন লোক চমৎকার কিছুই না শুনে †॥
রত্নের কুণ্ডল কাণে করে ঝলমলি।
রাকাপতি বেড়ি যেন পড়িছে বিজুলি॥
আদ্যা সনাতনী মাতা শোভে দুই কর ‡।
ত্রিশূল পট্টিশ ধরা § শেল যমধর॥
ধাইতে চরণ দুটা পড়ে কোশে কোশে।
মাতৃগণ সঙ্গে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে॥
চারিমুখে ব্রহ্মাণী করয়ে বেদধ্বনি ¶।
দোলমাল করে সিন্ধু কাঁপয়ে ধরণী॥
বাহন ছাড়িয়া সবে ধায় মহীতলে।
যুগান্ত-প্রলয়-ঝড় হইল সিংহলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

* সিংহনাদে (বঃ); কহেন ঘোর বাণী (অঃ)
† শুনিল প্রমাদে (বঃ); কিছুই না শুনি (অঃ)
‡ আদ্যাসনাতনী মাতা ছাড়েন অন্তর। (বঃ ; অঃ)
§ আর (অঃ ; বঃ) ¶ পূরেন শঙ্খধ্বনি (বঃ ; অঃ)

যুদ্ধ-বর্ণন।

যোগিনীর সমর না সহে রাজসেনা।
আগুপাছু আগলিয়া পথে খায় দানা ॥
মশানে ফিরয়ে দানা অতি পরবিণ। *
পুখুর-গাবানে যেন মুড়াইল † মীন ॥
সঘনে যোগিনীগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সিংহল নগরে হৈল বড় পরমাদ ॥
পশ্চাতে আইলা রণে রাজা শালবান্।
পঞ্চপাত্র ভুঞা সঙ্গে করিয়া পয়াণ ‡ ॥
হয়-গজ-বলে § রাজা বেড়িল মশান।
হেমময়-দণ্ড-ছাতা চামর নিশান ॥
যোড়া দামা সিঙ্গা কাড়া বাজে রণপড়া।
চৌদিকে ধনুকী ধায় বাঁশে ¶ দিয়া চড়া ॥
সঘনে লোফয়ে দানা তালপত্র খাড়া **।
হানিলে সমরতলে সব হয় গুঁড়া ॥
রুষিল সিংহল-রাজা যোগিনীর রণে।
ভুজঙ্গ পড়িল যেন গরুড়-বদনে ॥
আজ্ঞা দিল দানাগণে হাসিয়া অভয়া।
পঞ্চ পাত্রে রাখ মহাপালে করি দয়া ॥
আমার ব্রতের হেতু সিংহল-রাজন।
যতনে রাখিবে সভে উহার জীবন ॥

* অতি সে প্রবীণ (অঃ) মশানে ফিরয়ে দানা সভে হয়্যা ক্ষীণ। (বঃ)

† চিলে তুলে (বঃ) ‡ পাইক প্রধান (অঃ ; বঃ)

§ হয়-বল গজে (অঃ ; বঃ)

¶ চাপে (অঃ ; বঃ)

** তাড়িপত্র খাঁড়া (বঃ ; অঃ)

ঘরদল পরদল কেহ নাই চিনে।
মশানে আঁধুলি * লাগে সভার নয়নে॥
দশনে দশনে যুঝে মাতঙ্গমগণ।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় রণ চরণে চরণ॥
কড়াকড়ি † পাকি যুঝে ঢাল দিয়া মাথে
ঠেলাঠেলি করি কেহ যায় যমপথে॥
রুধিরের সাগরে সাঁতরে ঘোড়া হাথি।
খলখল হাসেন দেখিয়া ভগবতী॥ ‡
কলিকালে রণ নাই পায়্যাছিল দানা।
উলটী পালটী রণতলে দেই হানা॥ §
জীয়ন্ত মনুষ্য তারা গিলে বাছের বাছ।
কৃষাণে যেমন ধরে উজানের মাছ॥
গজপৃষ্ঠে নিল শ্রীয়পতি সদাগরে।
ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে॥
শালবাহনের চিত্তে লাগে বড় ধন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

শোণিতের নদী।

অকালে বরিষা হৈল দক্ষিণ মশানে।
শোণিতে খালি জুলি ভরিয়া বহে কুলি
সিংহল ভরিল বানে॥ ¶

* মশানের ধুলা (বঃ, অঃ)। † কাড়াকাড়ি (অঃ); দেখাদেখি (বঃ)
‡ স্থল নাহি পায় কেহ ডুবে মরে তথি। (বঃ ; অঃ)
§ অতিরিক্ত :—রণতলে গদাপাণি ফিরে দানাগণ।
মারয়ে গদার বাড়ি হরয়ে জীবন॥ (বঃ)
¶ ইহার পর অতিরিক্ত :—রুষিয়া সমরে উঠিলা অম্বরে
কালিকা কাদম্বিনী।
দামামা ডিণ্ডিমি জলধর-ধ্বনি
তোলপাড় করয়ে মেদিনী॥ (বঃ)

শরশূল-ধারা * বরিষয়ে ত্রিপুরা
হয়-গজ-দুর্জ্জয়-ধ্বনি।
উভয় +· পাণ্ডুর গাণ্ডীব খরতর
দেখিয়া হাসেন ভবানী॥
খরতর নখরে হয় গজ বিদরে
নৃসিংহরূপিণী শিবা।
সুণিতের তটিনী অতিশয় বলনা ‡
নরশির কমঠের § শোভা॥
ধরি খর খাণ্ডা কাটেন চামুণ্ডা
সিংহল-নৃপতির দল।
রুধিরের পানা পান করে দানা ¶
পিয়ে যেন চাতকে জল॥ ⁝
তবকির গুলি লাগয়ে তালি
মেঘে যেন বরিষয়ে শিল।
শোণিতের সাগরে ঘোড়া হাথি সাঁতরে
রাজা যেন * * ভাসে তিমিঙ্গিল॥

* শরাসন ধারা (বঃ)

\+ উড়য়ে (বঃ)

‡ শোণিতে তটিনী, কাটি সব্বাণী (বঃ)। শোণিতে তটিনী, কম্পিত মেদিনী (অঃ)।

§ কণ্ঠে (অঃ)

¶ আলগছে দানা (বঃ)

⁝ ইহার পর অতিরিক্ত :—

বারাহী বলবান দানাগণ তেজীয়ান
ধায় যেন আকাশের তারা।
রুধিরের জলাশয় আচ্ছাদে শয় শয়
ফুটিল পুণ্ডরীক পারা॥ (বঃ; অঃ)

* * দানা সব (অঃ; বঃ)

জগদবতংসে পালধি-বংশে
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম ॥

প্রেতের হাট।

যুড়িয়া কোশেক বাট বসিলা প্রেতের হাট
মনশিব * সর্ব্বমঙ্গলা।
যোড়া শিঙ্গা বাজে বেনি বাজনা বাজায় সানি
চৌদিগে মণ্ডিত মুণ্ডমালা ॥
অপরূপ প্রেতের বাজার।
কেহ কাটে কেহ কোটে কেহ জুখি ভাগ বাঁটে
প্রেততথি † করয়ে বেপার ॥
ফুলঘরে যত ফুল ‡ মালার লক্ষক মূল
দন্ত কাটি করে কুন্দমালা।
মালা করে নানা ভাঁতি লোচন পঙ্কজপাঁতি
পিচাশি মালনী মহাবলা ॥
মাংস পিঠার পনা § কৌতুকে কিনয়ে দানা
ঘটে কিনে মদের মসার। ¶
মনুষ্য-মাথার ঘৃত তাহা না কহিব কত ॥
কিনয়ে বেচয়ে ভারে ভার ॥

* মুনসিব (বঃ ; অঃ)। † প্রেতভাতি (অঃ)

‡ ফুলঘরা ওড়ফুল (অঃ ; বঃ)। § পিঠা রস পানা (অঃ ; বঃ)

¶ ঘটে রক্ত মগ্তের পসার। (বঃ ; অঃ)

॥ কোন পিশাচীর ঘী, মনুষ্য মাথার ঘী (বঃ)

কোন পিচাশির বেটা অণ্ডকোষে খেলে ভেঁটা
ঘোড়াদরে বেচয়ে কুমার।
পাটুকা ঘোড়ার নাড়ী কুঞ্জর-চর্ম্মের শাড়ী
চর্ম্মময় পাটের পসার॥ *
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নৃপতির মশানে গমন।

কাটা কন্ধে লুকাইল যত ছিল বুড়া।
মরা ছলা পাতি রহে নৃপতির খুড়া॥
ফেলায়্যা ধবল ছাতা ধায় কাশীরাজ।
শল্যরাজা পালাইল পায়্যা বড় লাজ॥

ইহার পর অতিরিক্ত :—
উত্তরী উটের নাড়ী, মেপে জুখে লয় কড়ী
প্রেত দানা করয়ে বেপার॥ (অঃ)
কোমল দাঁতের চিড়্যা, সরস চক্ষের বিড়া
ঘটে পূর্‌্যা তুলে মজ্জবধি।
কেহ কিনে কাঁচা বান্ধা কেহ কিনে দিয়া জোন্দা
মাংস ভক্ষ্য উপচার বিধি॥ (বঃ)
মশানে বিষম-রবা হোয়া হোয়া করে শিবা
বাসি মড়া করে টানাটানি।
উমাপদ-হিতচিত রচিল নূতন গীত
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী। (অঃ; বঃ)

তার পিছে পালাইল তাহার দোসর। *
ঢাল খাণ্ডা ফেলাইয়া ধায় পুরন্দর॥
আগু পাছে পালাইল নৃপতির সেনা।
পথ আগলিয়া তারে ধর‍্যা খায় দানা॥
ভয়াতুর হৈল রাজা চিত্তে পায়্যা ডর।
লোচনের জলে তার ভিজে কলেবর॥ †
শূন্য হৈল আজি মোর হাথি-ঘোড়া-শাল।
বান্ধব-শোণিতে মোর বহে নদীখাল॥
কোথা হৈতে আইল সাধু হয়্যা মোরে কাল
দুকানে কুণ্ডল হৈল হাথে হৈল থাল॥
দানাগণ-কোলাহলে কিছুই না শুনি।
মার মার বলি পুন ডাকিছে ব্রাহ্মণী॥
পাত্র হরিহরে কিছু জিজ্ঞাসিল রায়।
বিষম সঙ্কটে করি কেমন উপায়॥
পাত্র বলে অবধান কর নৃপমণি।
অবলা কি করে রণ কোথাহ না শুনি॥
আমার বচনে রাজা চিত চিন্ত মনে।
অভয়া আস্যাছেন রায় দক্ষিণ মশানে॥
পরিহার করহ কুঠারি বান্ধ গলে।
বিনয় করহ ব্রাহ্মণীর পদতলে॥
পাত্রের বচন রাজা চিন্তি নিজমনে।
ডাকিয়া আনিল তবে পুরুত ব্রাহ্মণে॥
গলায় করিল রাজা কুঠারি বন্ধন।
ব্রাহ্মণের হাথে দিল কুসুম চন্দন॥

* অমুশাল্ল পলাইলা শাল্লের দোসর। (অঃ ; বঃ)
† একখানি পুথির পাঠ :—
পিতা পুত্র খুড়া জেঠা না দেখি ভূপতি
ভাসিল লোচন-জলে করে আত্মঘাতী॥

সকরুণ ভাষে রাজা করিলা গমন।
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন॥
প্রণতি করিয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে।
গাইল পাঁচালা শ্রীমুকুন্দ কবিবরে॥ *

সিংহলেশ্বরের প্রতি চণ্ডীর দয়া।

শুন গো অভয়া জানিল তোমার মায়া
বড় নিদারুণ মাতা তুমি।
আপন সেবক জনে তুমি কৈলে বিড়ম্বনে †
কত অপরাধ কৈল আমি॥

অতিরিক্ত :— পড়িলেন রাজা বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণী-চরণে॥
প্রণাম করিয়া রাজা করিল অঞ্জলি।
সিংহল পবিত্র কৈল তব পদধূলি॥
মোর ভাগ্যে সিংহলে করিলে পরবেশ।
নহি গো মানুষ-চক্ষে না দেখি নিমেষ॥
কমলা বরুণা কিবা ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী।
স্বাহা স্বধা কিবা শচী শঙ্কর-গৃহিণী॥
ভাল হৈল মৈল মোর চতুরঙ্গ দল।
দেখিলুঁ তোমার মাতা চরণকমল॥
দেহ পরিচয় গো অজ্ঞান আমি অন্ধ।
কৃপা করি ঘুচাও মনের মোর ধন্ধ॥
এমন শুনিয়া চণ্ডী দেন পরিচয়।
অভয়ামঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে কয়॥ (বঃ)

† আপন সেবক জন, রাখিতে করিলে মন। বঃ; অঃ

দক্ষিণ পাটন যবে লোকশূন্য ছিল তবে
করিলাম সেকালে স্মরণ ।
দিয়া মোরে পদছায়া আপনি করিলে দয়া
বসাইলে দক্ষিণ * পাটন ॥
আমি রাজা শালবান লহ মোরে বলিদান
পুরুগ তোমার অভিলাষ । †
দেখিয়া রাজার মুখ মনে বড় হৈল দুঃখ
অভয়ার অট্ট অট্ট হাস ॥
নৃপবরে ভগবতী হইয়া সদয়মতি
কহেন নাহিক তোর ত্রাস ।
শ্রীমন্তে করিয়া মান নিজ কন্যা দেহ দান ‡
শ্রীপতি আমার হয়ে দাস ॥
এই তো সাধুর পো দেখ্যা লাগে মায়া মো
রঙ্গে আল্য দীর্ঘ পরবাস ।
আসিয়া তোমার পুরী কিবা কৈল ডাকা চুরি
কেন কর ধনে প্রাণে নাশ ॥
বেড়াইতে পথে পথে ডুকড়া নাহিক সাথে
পরধন নিতে কর মন ।
যেবা আইসে সিংহলে বন্দি কর মিছা ছলে §
যত পাও তত লেহ ধন ॥
দূর কর অভিমান শুন রাজা শালবান
অকপটে করি পরিচয় ।
খণ্ডিল সকল দোষ দূর কর অভিরোষ ¶
মনে আর না করিহ ভয় ॥

* সিংহল (অঃ ; বঃ) † আমি অতি মূঢ়মতি নাহি জানি চাঙ্গাতি
তোমার চরণে মোর আশ । (বঃ)

‡ সুশীলা করহ দান (অঃ ; বঃ) ।

§ সদাগর যত আইসে, মারি বধি রাখ পাশে (অঃ ; বঃ)

¶ খণ্ডিয়া তোমার ত্রাস রাখিলু আপন দাস (বঃ; অঃ)

আমি আদ্য মহামায়া শঙ্করী শঙ্করজায়া
যোগনিদ্রা বিষ্ণুর নয়ানে।
আকৃতি ভারতা লীলা সকলি আমার ছলা
আমা গুণে প্রধান পুরাণে॥
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি সকল আমার কৃতি
ত্রৈবিদ্যা অনাদিবাসনা।
মায়া যোগ কালরাত্রি গায় ত্রিভুবন-ধাত্রী *
ক্রিয়া-শক্তি সংসার-বাসনা॥
সলিলে ডুবিল মহী আশ্রয় করিল অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান-কালে প্রভুর শ্রবণ-মূলে †
দুই দৈত্য হৈল মহাবল ‡॥
মধু কৈটভ নাম হৈল দৈত্য বলবান §
বিধাতারে করে বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি আমারে করিলা স্তুতি
তারে আমি হৈল দয়াবান্ ¶॥
পাষণ্ড জনার পক্ষ বিরিঞ্চি-নন্দন দক্ষ
তার আমি হৈলাম দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী বিভা কৈল পশুপতি
সুরলোকে হৈলাম পূজিতা ‖॥
পিতৃমুখে পতি-কুচ্ছা শুনি তেজিলাম ইচ্ছা
পিতৃকুলে বিপদদায়িনী। **
তেজি তার সেই অঙ্গ কৈল আমি মথ ভঙ্গ
দক্ষ-মথ-বিনাশ-কারিণী॥

* মহাযোগ কালরাত্রি, গায়ত্রী ভুবনধাত্রী (বঃ ; অঃ)
† মলে (বঃ)
‡ দুই দৈত্য কৈল মহারণ। (বঃ ; অঃ)
§ অনুপাম (বঃ) ¶ শরণ (বঃ)
‖ মহিতা (বঃ) ; মোহিতা (অঃ) ** বিবাদদায়িনী (বঃ ; অঃ)

মেনকা-উদরে জাতা হৈলাম শিখরী-সুতা
তপস্যা করিল হর-হেতু।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইলা স্মরে
হরকোপে মৈল মীনকেতু ॥ *
উরিয়া নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর।
দৈবকীর কোলে হৈতে আমা ধরি নিল হাথে
বধিতে লইল কংসাসুর ॥
ছাড়িয়া কংসের হাথে চড়িয়া অলক † রথে
গগনে হইলাম অষ্টভুজা।
নাম থুইল বনমালী কুমুদ কর্ণিকা কালী
অষ্ট লোকপাল কৈল পূজা ॥
আল্য বাণিজ্যের আশ শ্রীপতি আমার দাস
কোন দোষে লুট কৈলে ধন।
ধন লয়্যা বধ প্রাণ কৈলে তার অপমান
এই হেতু কৈল মহারণ ॥
তোমারে বলিয়ে রায় ‡ ক্ষমিল সকল দায়
মোর দাসে দেহ কন্যাদান।
চণ্ডীর বচন শুনি বলে রাজা যোড়পাণি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ §

* ইহার পর একখানি পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
নিশুম্ভ মহিষ শুম্ভ রক্তবীজ মহাদম্ভ
বধিয়া রাখিলু ত্রিভুবন।
আদ্যাশক্তি মহামায়া হৈলাম হরের জায়া
পূজা মোরে করে সর্ব্বজন ॥

† অলক্ষিত (বঃ) ‡ তোমার বিনয়ে রায় (অঃ; বঃ)

§ এই প্রবন্ধের পর "দেবীর শত নাম" শীর্ষক প্রবন্ধটি মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায় :—

রাজার নন্দন শুনহ বচন
এই মোর শত নাম।
এ তিন ভুবনে কেবা নাহি জানে
সব ঠাঁই মোব ধাম ॥
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা প্রচণ্ড কালিকা
চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী আমি শুভ করি
তোমারে করিনু দয়া ॥
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী নরসিংহবাহিনী
বৈষ্ণবী শিববনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী গঙ্গা সুরেশ্বরী
আমি আগ্ন্যা বেদমাতা ॥
গোকুলে গোমতী দক্ষ-গেহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
জয়ঙ্করী ভীমা উগ্রচণ্ডা বামা
মহাতেজা কংসের আগারে ॥
যমুনা যোগিনী যশোদা-নন্দিনী
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়ানী অম্বিকা চণ্ডমালাতিকা
খড়্গ-চর্ম্মধারী গদা ॥
শিবা শিবদূতী বিজয়া পার্ব্বতী
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশালাক্ষী।
খেটকধারিণী খড়্গিনী শূলিনী
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী ॥
কালিকা কল্যাণী মোরে সবে জানি
কৃত্তিকা কামরূপিণী।
আমি সুরেশ্বরী চণ্ডী জলেশ্বরী
জয়ধ্বতি তপস্বিনী ॥

নৃপতির সহিত চণ্ডীর কথোপকথন।

মোর বোলে অবধান কর গো পার্ব্বতি। *
ইবে জানিলাম তব সেবক শ্রীপতি॥
আগে জানিতাম যদি এমত বিচার।
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার॥
উচিত বিচার কর নাই মোরে দোষ।
অবিচারে আমারে করিলে অভিরোষ॥
সভায় তোমার দাস হৈল পরাজয়।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাস যেবা বলিল নিশ্চয়॥

যক্ষিণী ত্রিজটা ত্রিনেত্রা ত্রিকুটা
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী।
গদিনী চক্রিণী পিঙ্গলা মোহিনী
সাবিত্রী ঘোর-রূপিণী॥
ক্ষমা সরস্বতী কামাখ্যা কিরাতী
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভুজা।
পথ্যা কালরাত্রি শর্ব্বাণী সাবিত্রী
সহস্রাক্ষ দশভুজা॥
অপর্ণা নগাঙ্গী প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী
ঘণ্টেশ্বরী জগন্মাতা।
শান্তি মোর নাম ভুবনে উপাম
শুনহ নামের কথা॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক-মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥ (অঃ; বঃ)

* চণ্ডীর বচন শুনি বলে নরপতি। (বঃ)

মিথ্যা বোল বলে সাধু রাজার সভায়।
শিশুজন দেখি আমি ঘুচাইল দায়॥
টিটকারী দিয়া সাধু বলে কুবচন।
সাক্ষী নাই দিল তার বাণ্ডার বুলন॥ *
না মানিল পরাজয় করিয়া অঞ্জলি।
কন্যা দিতে আজ্ঞা কর বড় ঠাকুরালি॥
এখন জানিল মাতা এমন যুগতি †।
কমল কামিনী করী ‡ তুমি ভগবতী॥
আমি ক্ষত্রী বণিকেরে বল কন্যা দিতে।
জাতি নাশ করিতে তোমার হয় চিত্তে॥
তোমার হিতের কাজ আমি বলি দঢ়।
মোর বাক্য অল্প হৈল জাতি হৈল বড়॥
আমার বচন শুন ছাড় অভিমান।
শ্রীমন্ত আমার দাসে দেহ কন্যা দান॥
শুন শুন ভগবতি করি নিবেদন।
দেখাত্যে নারিল সাধু কামিনী বারণ॥
প্রতিজ্ঞায় পরাজয় সাধুর নন্দন।
মিথ্যা বাক্যে হারিলেক বুহিত্রের ধন॥
অবিচারে আমারে করিলে অভিরোষ।
পরিণামে জানিবে আমার যত দোষ॥
রাজার বচন শুনি বলেন অভয়া।
খুল্লনার অনুরোধে সাধ্যে কর দয়া॥
নৃপবরে ভগবতী বলেন কথন §।
রাজা হয়্যা বল কেন এমন বচন॥ ¶

* সাক্ষী নাহি দিল তার কাণ্ডার বুলন।
এখন জানিলু তোমার দাসীর নন্দন॥ (বঃ; অঃ)

† সুগতি (অঃ) ‡ কমল-কানন করী (বঃ; অঃ)

§ তথন (অঃ; বঃ)

¶ শুন রাজা তোবে কিছু বলি যে বচন। (অঃ; বঃ)

যত কিছু বলে সাধু এক মিথ্যা নয়।
কমল কামিনী করী আছে কালীদয়॥
পাত্র পুরোহিত যত তোমার স্বপক্ষ।
সাধুর বালক একা সভাই বিপক্ষ॥
ছল ধরি বন্দী করি ধন নিলে ঘরে।
বিনি অপরাধে বধ মশান ভিতরে॥
দেখাবারে নারে যদি কামিনী বারণ।
নিশ্চয় বধিহ তবে সাধুর জীবন॥
এমন চণ্ডীর কথা শুনিয়া ভূপতি।
কমল দেখিতে রাজা দিলা অনুমতি॥
সৈন্য সামন্ত যত যুদ্ধ-সেনাপতি।
কমলা দেখিতে যায় রাজা মহামতি॥ *
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে চলিলা ভবানী।
বামকরে শ্রীমন্তের ধরিলেন পাণি॥
কমলের পত্রেতে বসিয়া নবনারী। †
শ্রীমন্তেরে করি দয়া নিজবেশ ধরি॥ ‡
ব্যাধেরে § করিলা দয়া দেবী মাহেশ্বরী।
নিজ বেশ ধরি হৈলা ষোড়শ্যা কুমারী।
সেইরূপ কমলেতে বসিয়া ভবানী। ¶
কমলে ছাইল দহ নাহি দেখি পানী॥ ||
কমলের ডাঁটী লতা কমলের পাতা।
কামিনী কমলে বসি গিলে গজমাথা॥

---

* কমল দেখিতে যায় রাজার সংহতি। (অঃ ; বঃ)

† কমলে কুঞ্জর গিলে হরের সুন্দরী। (অঃ ; বঃ)

‡ শ্রীমন্তে করিল দয়া সেই রূপ ধরি। (অঃ ; বঃ)

§ রাজারে (অঃ ; বঃ)

¶ হাসিয়া কমল-দলে বসিলা ভবানী। (অঃ ; বঃ)

|| ইহার পর অতিরিক্ত :—অমলা কমল হৈলা পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর॥ (অঃ ; বঃ)

উগারিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে।
উভ হাথে * নাচে কন্যা চৌদিগে নেহারে ॥
হেন কালে আইল রাজা কালীদহ-কূলে।
পাত্র মিত্র চান সভে কালীদহ-জলে ॥
কালীদহে চান রাজা চঞ্চল-লোচন।
দেখিতে পাইল নৃপ কামিনী বারণ ॥
শ্রীমন্তের মুখ চাহি চাপিলেন আঁখি।
সাধুর নন্দন সভাজনে কৈল সাক্ষী ॥
পরাজয় হয়্যা রাজা হেট মাথা করি।
সুশীলা করিব দান শুন মাহেশ্বরি ॥
সদাগরে দিব কন্যা ইথে নাহি আন।
অশুচি কেমতে গো করিব কন্যা দান ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ †

* উভরায় (অঃ ; বঃ)

† এই প্রবন্ধটীর একটি পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

মায়াময় হৈল নদ তথি বহে কালী হ্রদ
দুকুল হানিয়া বহে জল।
ভুবনমোহিনী নারী উগারিয়া গিলে করী
অধিষ্ঠান হইল কমল ॥
দেখ রায় কালীদহ-জল।
কমল কানন তায় চঞ্চল দক্ষিণ-বায়
অলিকুল করে কোলাহল ॥

দেখ রায় কালীদহ-জলে।
ভুবনমোহন নারী উগারিয়া গিলে করী
অধিষ্ঠান হইয়া কমলে॥
কলাপী-কলাপ কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাত-ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর-ফোঁটা
রবির কিরণ করে দূর॥
বালা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচ-গিরি
নিবিড় নিতম্ব জিনি তার।
বদন ঈষদ মেলে কুঞ্জর উগরে গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
তনুরুচি ভুবনমোহন।
অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন শারদ-ইন্দু
কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন॥
শ্রবণ-উপর-দেশে হেম-মুকুলিকা ভাসে
রঞ্জিত কুঞ্চিত কেশপাশে।
হেমময় হার ছলে কিবা সে তাহার গলে
স্থির হৈয়া সৌদামিনী বৈসে॥
কন্যার ঈষদ্ হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্তপাঁতি বিজিত-বিজুলী।
বদন-কমল-গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত শত তথি ধায় অলি।
পদ্মপাতে করি ভর গিলে রামা করিবর
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত সবে হৈল চমকিত
শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার॥
হৈল রাজা সবিস্ময় মেগে নিল পরাজয়
কুঠারি বন্ধন করি গলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলে॥ (অঃ; বঃ)

চণ্ডীর নিকট রাজার খেদ

তোমার আদেশ মাথে নিল আমি যোড়হাথে
আপনা করিল সমর্পণ ।*
বেদের লিখিত কর্ম্ম আদেশ তোমার ধর্ম্ম †
তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন ॥
দেহ গো অভয়া পাণ সুশীলা করিব দান
যেবা ছিল দৈবের ঘটন ।
কমল কুঞ্জর বালা সকল তোমার লীলা
তুমি কৈলে এত বিড়ম্বন ॥
মজি আমি শোক-সিন্ধু মরিল অনেক বন্ধু
খুড়া জেঠা তনয় ‡ সোদর ।
ভাই বন্ধু মৈল যত তাহা বা কহিব কত
তাপে শুখাইল কলেবর ॥
যত মৈল বন্ধুলোক কত নিবারিব শোক
প্রবোধ না মানে মোর মনে ।
বঞ্চিল আমারে বিধি শত চিতা জ্বালি যদি
ছয় মাসে পোড়ে বন্ধুজনে ॥
বোলে কর অবধান আমি দিব কন্যাদান
বিভা দিব বৎসরেক বই ।
সন্তাপ করহ দূর পবিত্র করহ পুর
অকিঞ্চনে হও কৃপামই ॥ §

* সুশীলা করিব সম্প্রদান (অঃ ; বঃ)

† আদেশ করহ ধর্ম্ম (অঃ ; বঃ)

‡ জ্ঞাতি (অঃ ; বঃ)

§ অধিষ্ঠান হও কৃপাময়ি (বঃ)

কি কহিব মনস্তাপ রণে মৈল বৃদ্ধ বাপ
যাবদ না করি সপিণ্ডন।
বৎসরেক যবে যায় তবে শুচি মোর কায়
কন্যা দিব সভে বিলক্ষণ ॥ *
রাজার বচন শুনি ভগবতী মনে গণি
চান চণ্ডী পদ্মার বদন। †
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দেবী প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

রাজার বচন শুনি বলেন পার্ব্বতী।
বৎসরেক সিংহলে থাকহ শ্রীয়পতি ॥ ‡
সুশীলা করিয়া বিভা যাবে উজোবনি।
প্রকাশ করিও মোর ব্রতের কাহিনা §।
এমন শুনিয়া সাধু দেবীর ভারতী।
অশ্রুমুখে নিবেদন করেন শ্রীপতি ॥
কৈলাস গমনে মাতা যদি কর ত্বরা।
মোরে পার করি যাবে দুর্জ্জন মগরা ॥
আপনি না জান কিবা এত পরমাদ।
চলিব উজোনি বিবাহের নাহি সাধ ॥
রাজা অবিচারী পাত্র বড়ই নিষ্ঠুর।
সভার পণ্ডিত যেন নাপিতের খুর ॥

* বিলম্বে করিব কন্যাদান। (বঃ) দিব কন্যা করি নিবেদন। (অঃ)
† শ্রীমন্তেরে বলিলা বচন। (বঃ)
‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—আসিয়া রাজারে কর আপনার মাথে।
তোমা সমর্পিয়া যাব নৃপতির হাথে ॥ (বঃ)
§ গাথনী (অঃ)

আগুনের পুটলি * কোটাল কালু দণ্ড।
তুমি গেলে আমা না রাখিবে এক দণ্ড॥
লোটায়্যা ধরিল সাধু চণ্ডার চরণ।
অভয়া চাহেন পদ্মাবতীর বদন॥†
উভয়-সঙ্কট বিচারিয়া পদ্মাবতী।
হনুমানে আনিবারে দিলা অনুমতি॥
গন্ধমাদন যদি পায় হনুমান।
বিশল্যকরণী আল্যে সেনা পায় প্রাণ॥
চণ্ডী সনে পদ্মাবতী করি অনুমান।
স্মোরণ করিতে তথা আল্যা হনুমান॥
আস্য পুত্র বলিয়া চণ্ডিকা দিলা পাণ।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান॥

হনুমানের প্রতি দেবীর আজ্ঞা

হনুমান,

ঝাট আন বিশল্যকরণী।
তোমারে সহায় করি সমর-সাগরে তরি
সীতা উদ্ধারিলা রঘুমণি॥
শুন পুত্র হনুমান লহ রে আমার পাণ
যাহ ঝাট গন্ধমাদনে।
বিশল্যকরণী আদি আছে বৃক্ষ মহৌষধি ‡
প্রাণদান দেহ সেনাগণে॥

* আগুনির কণা গো (বঃ); আগুনের সমান (অঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—সাধুর বচন শুনি বলে পদ্মাবতী।
লোক জীয়াও, প্রতাপ দেখুক নরপতি॥ (অঃ)

‡ আন নানা মহৌষধি (বঃ)

অস্থি-সঞ্চারিণী নাম আছে লতা অনুপাম
ভাঙ্গা অস্থি যাহে জোড়া যায়।
ক্রোধ পাছু করে হর অবিলম্বে যাব ঘর
হও পুত্র আমারে সহায় ॥ *
চণ্ডীর আদেশ পায বীর হনুমান ধায়
একলাফে দ্বাদশ † যোজন।
পাইল পর্ব্বতরাজ ‡ সাধিল চণ্ডীর কাজ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

মৃতসৈন্যের পুনর্জীবন-প্রাপ্তি।

হনুমান আন্যা দিল বিশল্যকরণী।
মৃত্যু-সঞ্জীবনী নাম অস্থি-সঞ্চারিণী ॥
আজ্ঞা দিল বাঁটিবারে চণ্ডী গুণনিধি।
জয়া বিজয়া পদ্মা বাঁটে মহৌষধি ॥
তিন মহৌষধি থুইল নতুন কলসে।
জীয়ে মৃত সেনা যার জলের § পরশে ॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—
রাবণ পুত্রের শোকে লক্ষ্মণ বীরের বুকে
শেলঘাতে হরিল জীবন।
রামের সাধিতে মান লক্ষ্মণের প্রাণদান
আনি দিলে গন্ধমাদন ॥
কুবেরের অনুচর আছে তথা যক্ষবর
ঔষধির করিয়া রক্ষণ।
তোমা বিনে কোন বীর তাহার সমরে স্থির
বিলম্ব করহ অকারণ ॥ (বঃ)

† শতেক (অঃ ; বঃ) ‡ আনি বীর গিরিরাজ (অঃ ; বঃ)

§ গন্ধের (বঃ ; অঃ)

প্রথমে দিলেন জল যুবরাজ-গায়।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিয়া পালায় ॥
ঔষধ-পরশে উঠে নৃপতির বাপ।
শালবাহনের চিত্তে ঘুচে মনস্তাপ ॥ *
যে জনার গায়ে লাগে ঔষধের বাস।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠে উলটিয়া পাশ ॥ †
ঔষধ-পরশে উঠে স্কন্ধে মুণ্ডে জোড়া।
কাটা গিয়াছিল রণে যত হাতিঘোড়া ॥ ‡
গৃধিনী শকুনি যার খাইল লোচন।
ঔষধ-পরশে তার হইল নূতন ॥ §
পাইকগণ জীয়া উঠে করে অসিঢাল।
কেবল নাহিক জীয়ে নেভ কোতওাল ॥

* সিংহলের লোকের ঘুচিল মনস্তাপ। (অঃ ; বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—

জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজবাজ-তুণ্ডে।
সারিয়া উঠিল গজ পসারিয়া শুণ্ডে ॥ (বঃ ; অঃ)

‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—

যেই জনে মহারণে গিলিল রাক্ষসী।
ঔষধ-পরশে আইসে মুখে হৈতে খসি ॥ (বঃ ; অঃ)

§ ইহার পর অতিরিক্ত :—

নিজদলে জীয়া উঠে নৃপতির মামা।
শাল রাজা জীয়া উঠে ঘন বাজে দামা ॥
ধবল ছত্র মাথে জীয়ে রাজা যুগন্ধর।
উঠিল রাজার ভাই বীর পুরন্দর ॥
জীয়ে উঠে ঔষধ-পরশে দিব্যপালা।
বিদর্ভ-নৃপতি উঠে নৃপতির শালা ॥
ঔষধ-পরশে উঠে নৃপতির দল।
সমস্ত উঠিল আর মল্ল কুতূহল ॥
নয় কাহন বাগ্‌দী (বাগুতি—অঃ) উঠে যুদ্ধে তারা যম।
সাত কাহন হাড়ি পাইক বার কাহন ডোম ॥ (বঃ)

পূর্ব্বেতে দেবীরে দিয়াছিল হাথনাড়া।
এই হেতু কোটাল্যা হইল বাসিমড়া॥
কোটালিয়া নাই জিয়ে রাজা দুঃখমতি।
চণ্ডিকারে রাজা পুন করিলা প্রণতি॥ *
চণ্ডীর আদেশ পান কুমার শ্রীপতি।
নেভ কোটালের ঘাড়ে মারে তিন লাথি॥
আঁখি কচালিয়া উঠে নেভ কোতওাল।
কুন্তল বন্ধন করে ধরে অসি ঢাল॥ †
নেভ কোটালের ঘাড়ে ধরি দণ্ডরায়।
সমর্পণ কৈল লয়্যা অভয়ার পায়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সিংহলেশ্বরের চণ্ডিকা-স্তব।

মৃত সেনা ‡ পায় প্রাণ নাচে রাজা শালবান
চৌদিগে নাচয়ে সেনাপতি।
রাজা পাত্র পুরোহিত সভে হয়্যা আনন্দিত
ধরণী লোটায়্যা করে স্তুতি॥ §

* ইহার পর অতিরিক্ত :—
নেব কোটাল মোর প্রধান সে জ্ঞাতি।
অশোচে যে মতে কন্থা দিব ভগবতি॥ (বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—
কোপে নেব কোটালিয়া বলে কটু বাণী।
আগুতে হানিয়া ফেল জরতী ব্রাহ্মণী॥ (অঃ ; বঃ)

‡ নৃপসেনা (বঃ)

§ অপরাধ ক্ষম ভগবতী।
হরি হর প্রজাপতি না জানে যাহার স্তুতি,
নর কি জানিবে মূঢ়মতি॥ (বঃ)

কিরীটিনী কুণ্ডলিনী কালী কান্তি কপালিনী
কুমুদা কর্ণিকা কামেশ্বরী।
খড়্গিনী খেটকধরা খল-দৈত্যকুল-হরা
খগেন্দ্রবাহিনী * খগেশ্বরী ॥
গণমাতা গণেশ্বরী গয়া গঙ্গা গোদাবরী
গোপকন্যা গায়ত্রী গান্ধারা।
ঘোর-ঘণ্টা-নিনাদিনী ঘর্ঘস্বরা পতাকিনী †
ঘৃণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরা ॥
চামুণ্ডা প্রচণ্ড চণ্ডী প্রলয়-দানব-খণ্ডী ‡
চণ্ডবতী চরাচর-গতি।
ছত্রের জননী জয়া ছল দৈত্যে মহামায়া
ছত্রহরা তুমি ছত্রবতী ॥
জয়ঙ্করী তুমি জয়া জগত-জননী মায়া §
জয়দেবী জয়পতাকিনী।
ঝটিত করিয়া কাজ রাখিলে সিংহলরাজ
মহারণে ঝঙ্কারবাদিনী ॥
টঙ্কার দিয়া কোপে টানিয়া টনক চাপে ¶
টলবল করাল্যে অসুরে।
ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণি ঠক-দৈত্যকুল হানি
স্থির করি রাখহ কিঙ্করে ॥ ‖

---

* খগেন্দ্রবাহন-সহচরী (বঃ) † ঘর্ঘরাস্যা পতাকিনী (বঃ)

‡ প্রচণ্ড-দানব-খণ্ডী (অঃ ; বঃ) § জানিলুঁ তোমার মায়া (বঃ)
জয়দেবী মহামায়া (অঃ)

¶ টঙ্কার দিয়া চাপে টানিয়া টনক (কামান—অঃ) রূপে (বঃ)

‖ সুর নর দেবে পুরস্কারে (অঃ) ; সুরগণে চরণপুষ্করে (বঃ)

ইহার পর অতিরিক্ত—

উরিয়া নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিলে ভয় দূর।
দৈবকীর কোলে হৈতে ধরি তোমা পায় হাতে
বধিতে লইল কংসাসুর ॥

ডিণ্ডিমবাদিনী জয়া শিবা দুর্গা মহামায়া
তুমি মাতা ডাখিনী যোগিনী।
ঢঙ্গ ঢঙ্গাতি-মতি ঢঙ্গ অসুরের জাতি
ঢালে ঢাকি বধিলে আপনি ॥
তপন-তাপিনী মাতা তুমি গো সভার ধাতা
তপস্যায় বশ কৈলে হর।
স্থাপিলে অমর-পতি বধিলে অসুর জাতি
স্থির কৈলে তুমি চরাচর ॥
দয়া কর মহামায়া দুর্গতিনাশিনী জয়া
তুমি দুর্গা সেবকবৎসল।
ধরাপতি ধীরমতি তুমি গো সভার গতি
ধরহ শিবের বলাবল ॥
নগেন্দ্রনন্দিনা তুমি হীনমতি নর আমি
নফরের কৈলে পরিত্রাণ।
পরাপর তুমি গতি কৃপা কর পার্ব্বতি
পাদপদ্মে দেহ মোরে স্থান ॥
ফুকারিলে শিবদূতি ফেরুফার পার্ব্বতী
সৃজন পালন বিনাশিনা।
বৈষ্ণবী বিষ্ণুর কায়া তুমি দেবী মহামায়া
সেবকেরে বরদারূপিণী ॥
ভবানী ভাবিনী শিবা তুমি দেবী কালজিবা
ভক্তজনে অভয়দায়িনী।
মহারাত্রি মহামায়া মহাতেজা মহাকায়া
মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী ॥

সুশীলা আমার কন্যা এতদিনে হৈলা ধন্যা
তোমারে করিনু সমর্পণ।
বিবাহ করাও তার সকল তোমার ভার
শুভদিন করি শুভক্ষণ ॥ (অঃ; বঃ)

জয় মাতা জয় কালি যমুনা আবর্ত্তশালী
যশোদানন্দিনী জয় মাতা।
রাবণ রাক্ষস-পুরে রঘুনাথ সেবে যারে
তবে রাম উদ্ধারিলা সীতা॥
সুশীলা আমার কন্যা এতদিনে হৈল ধন্যা
তোমারে করিল সমর্পণ।
বিবাহ করাহ তার সকলি তোমার ভার
শুভলগ্ন কর শুভক্ষণ॥
হরের ঘরণী মাতা হরিলে সভার ব্যথা
নিবেদন করি ভুয়া পায়।
ক্ষমিয়া মানস সিলা শুভক্ষণ কর বেলা
ক্ষমা কর মোর সব দায়॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বিবাহের দিন নির্ণয়।

চণ্ডীর আদেশে বসিলেন পদ্মাবতী।
ডানি করে নিল খড়ি বাম করে পুঁথি॥
সপ্তশলা আদি লগ্ন করিয়া বিচার।
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধার॥
নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার।
ইহা বই বিবাহের লগ্ন নাহি আর॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া পার্ব্বতী।
নৃপবরে বিবাহের দিলা অনুমতি॥

ইষ্ট বন্ধু জনে রাজা দিল নিমন্ত্রণ।
প্রতিঘরে রম্ভাতরু কৈল আরোপণ॥
সুশীলা-বিবাহ বলি পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে নাটগীত ব্যালিশ বাজনা।
অভয়া বলেন শুন কুমার শ্রীপতি।
কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী॥*
চরণে ধরিয়া বলে সাধুর নন্দন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকণ্ঠা।

মাতা বিবাহের না কর যতন।
পিতার চরণ দেখি তবে আমি হই সুখী
পিতা বিনে বিফল জীবন॥ †
সেবক বলিয়া যদি কৃপা কৈলে কৃপানিধি
রাখ মোর বাপের জীবন।
রহুক বিবাহ-কথা ‡ কেমনে দেখিব পিতা
আপনি করহ অন্বেষণ॥

---

* ইহার পর অতিরিক্ত :—
নিরামিষ্য করি আজ থাকহ নিয়মে।
বিভা করাইয়া কালি যাব নিজ ধামে॥
এমন বচন যদি কহিল পার্ব্বতী।
চরণে ধরিয়া কিছু বলেন শ্রীপতি॥ (অঃ; বঃ)

† তোমা বিনে কে মোর শরণ। (বঃ) তব পদ করি যে স্মরণ (অঃ)

‡ কহ গো উপায়-কথা (বঃ) কহ গো উদ্দেশ-কথা (অঃ)

বাপের উদ্দিশে তরা সাত নায়ে দিল ভরা
জীবন মরণ নাহি জানি।
শোকে জরজর হিয়া কেমতে করিব বিয়া
কোন লাজে যাব উজোবনী ॥ *
দ্বাদশ বৎসর হৈল নিউদ্দিশে পিতা মৈল †
ভাল মন্দ না পাই বারতা।
মায়ের আয়াত হাথে ভোজন আমিষ্য ভাতে
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল কথা ॥
বাপের উদ্দিশ আশে আইলাম সিংহল দেশে
না পাইলাম পিতা দরশন।
জীয়ন্তে রহিল শাল ‡ গলে দিব করওাল
তাত বিনে বিফল জীবন ॥
একা উপদ্বীপ সাত § খুজিয়া বুলিব তাত
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা।
বিচারিয়া নানা তন্ত্র লইব রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করিব শঙ্কা ॥
নিউদ্দিশ হৈল বাপ নিরন্তর পরিতাপ
নহে শুচি আমার জননী।
দেখিয়া দাসীর পো না করিলে মায়া মো
কেমনে লইবে ফুল পানি ॥
গণকে কহিল মোরে পিতা তোর কারাগারে
আছে বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
পিতা করে নান্দীমুখ তবে বিবাহের সুখ
পদতলে রাখহ কিঙ্কর ॥

* কে বা মোর ঘরে খাবে পানী (বঃ)
† অনেক বৎসর হৈল, নিরুদ্দেশে পিতা গেল (বঃ)
‡ গুরুর বচন শাল (বঃ)
§ একে একে দ্বীপ সাত (অঃ ; বঃ)

শ্রীপতির শুনি কথা ভবানীরে লাগে ব্যথা
চান দেবী পদ্মার বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি রচন॥

শ্রীমন্তের ক্রন্দন।

সাধুর বচনে চণ্ডী ভাবিয়া বিষাদ।
দুর্ব্বা ধান্য দিয়া নৃপে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চিরঞ্জীবী হয়্য রায় পরম কল্যাণ।
কৃষ্ণের পিরিতে * দেহ বন্দীঘর দান॥
হাসিয়া নৃপতি দিল শত ঘর বন্দী।
দেখিয়া সাধুর বড় হৃদয় আনন্দী॥
কারাগারে বন্দী যত আছে সমুচ্চয়। †
একে একে সাধু তার লয় পরিচয়॥
শতেক কামার বৈসে সাধুর নিকটে।
বন্দীর ডাঁড়ুকা তারা ছেয়ানিতে কাটে॥
নাম গোত্র বন্দার জিজ্ঞাসে বারে বার।
সভারে বিদায় দেয় করি পুরস্কার॥
দাড়ি নখ কেশ তার মুড়ায় নাপিত।
নানা ভোগ বন্দীগণে করায় ভূষিত॥
পথের সম্বল দিল চাল্য দুই মান।
কাহনেক কড়ি দিল ধুতি এক খান॥
সাতঘর বন্দী গেল করি আশীর্ব্বাদ।
কোণে ধনপতি দত্ত ভাবয়ে বিষাদ॥ ‡

* আমার বচনে (অঃ; বঃ)
† পোতামাঝি আনি দেই বন্দা শয় শয়। (বঃ)
‡ আন্ধার ঘরে ধনপতি ভাবেন বিষাদ। (বঃ; অঃ)

সকল বন্দীর সাধু ঘুচায় ডাঁড়ুকা।
কিবা বলি দিয়া মোরে পূজিব চণ্ডিকা॥
এমন বিচার সাধু করি মনে মনে।
মুষামাটী গায়ে দেই আন্ধারিয়া কোণে॥
প্রাণভয়ে ধনপতি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
তুণ্ডে প্রতি ধুলা তার হৃদয়ে তরাস॥*
না পাইয়া বন্দীঘরে পিতা-দরশন।
সভামাঝে শ্রীপতি করেন রোদন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নাবিকদিগের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি।

কাণ্ডার ভাই আর না যাইব উজোবনি।
ধরিয়ে তোমার পায় কহিবে আমার মায়
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী॥
ধরণী লোটায়্যা কান্দে কেশপাশ নাই বান্ধে
বাপ বাপ ডাকে উচ্চরায়।
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরিয়া যায় বুক
না যাইব রাজার † সভায়॥
খণ্ডিয়া বিধির জাম্য সাগরে করিব কাম্য ‡
পূজা করি সঙ্কেত-মাধব।
ভুঞ্জিয়া সংসার-সুখ দেখিব বাপের মুখ
পুনরপি হইয়া মানব॥

* মুখে ধুলা উঠে তার হৃদয়ে তরাস। (বঃ; অঃ) † বাণ্যার (বঃ)।
‡ খণ্ডায়্যা বিধির রাজ্য সাগরে করিব কার্য্য (বঃ)

যত ছিল কুল-দর্প তথি হৈল কালসর্প
কপট পণ্ডিত জনার্দ্দন।
জ্ঞাতি-হিংসা পরিবাদ হৈল বড় পরমাদ
কে করিবে কলঙ্ক ভঞ্জন ॥
কাণ্ডার ভাই, ঝাট চল ছাড়িয়া সিংহল।
ধরহ বৈষ্ণব-বেশ চলহ আপন দেশ
ভিক্ষা করি পথের সম্বল ॥
কেবল প্রেমের নদী * বুঝাবে দুবলা দিদি
বড়মায়ে বুঝাবে যতনে।
মরিল দৈবের দোষে পতি পুত্র পরবাসে
দুসতীনে থাক্য একমনে ॥
নরপতি মহাশয় জানাইবে সবিনয়
তাঁহাকে আমার পরণাম। †
জ্ঞাতি বন্ধু যেবা যথা সভারে নোঙাই মাথা
জানাইবে ছিরার প্রণাম ‡॥
সাধুর বিলাপ শুনি পোতামাঝি মনে গণি
দেউটি ধরিয়া বাম করে।
দশ বিশ জন মেলি উকটে মুষার ধূলি
প্রবেশিয়া আন্ধারিয়া ঘরে §॥

খণ্ডিয়া সকল মান্য সাগরে করিব কাম্য (অঃ)

* এ সব দুঃখের আদি (বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—
রাখিয়া বিদেশে পুতা রহিলেন ছুই মাতা
তুমি কভু নাহি হয়্যো বাম। (বঃ)

‡ বিদায় (বঃ)

অতিরিক্ত :—
কাণ্ডার বাঙ্গাল কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে,
ধরণী লোটায়্যা উভরায় ॥ (বঃ)

§ খুলিয়া কোঠারে (বঃ)

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন।

দশ বিশ পোতামাঝি হয়্যা এক মেলি।
সাতঘর বন্দী তারা উকটয়ে ধূলি ॥
অবশেষে প্রবেশিলা ধুলিয়া কাণ্ডার *।
সওা কোশ ঘরখান একটী দুয়ার ॥
আহড়ে বিহড়ে খোজে আন্ধারিয়া কোণে।
কিচিমিচি করে তথা সূঁচা† পণে পণে ॥
খুজিতে খুজিতে বন্দীর বুকে পড়ে পা।
অন্নকষ্ট্যা ‡ বন্দী ছাড়ে বিপরীত রা ॥
ক্রোধে পোতামাঝি তার ধারলেক চুলি।
কীল লাথি মারে তারে দেয় গালাগালি ॥
অনেক প্রকারে তারে কটু বোল বোলে।
বিষম প্রহারে সাধু হইল বিকলে ॥
দারুণ প্রহার তাহে উদরের জ্বালা।
ক্ষীণ শ্বাস বহে তার কাণে লাগে তালা ॥
দুই পোতামাঝি তার ধরি দুই নড়া।
শ্রীমন্তের আগে যেন ফেলে ধুলামড়া §॥

* ধূলিয়া কোঠারে (বঃ)। ধুলি-কারাগারে (অঃ)।
† ছুঁচা (বঃ) ‡ অন্নকোষ্ট্যা (বঃ) ভাত-মরা (অঃ)
§ বাসি মড়া (বঃ)

নম্রবান * দাড়ি আচ্ছাদিত নাভিদেশ
বিঘত প্রমাণ নখ জটাভার কেশ ॥
তৈল বিহীনে তার গায়ে উড়ে খড়ি।
সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি ॥
তিন চারি ডাকে দেয় একটি উত্তর।
বন্দী দেখি সদাগর চিন্তিলা অন্তর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন।

সোঙরি মায়ের কথা তেজে ছিরা মনঃকথা †
অনিমিষ নয়ান যুগল।
তেজি আন পরসঙ্গ নেহালে বন্দীর অঙ্গ
আনন্দে লোচনে বহে জল ॥
দেখিয়া বন্দীর মুখ হৃদয়ে বাড়য়ে সুখ ‡
হেন বুঝি এই মোর বাপ।
যাত্রায় শৃগাল বাম পূরিল আমার কাম
ঘুচিল আমার পরিতাপ ॥
জননী কয়্যাছে মোরে জনক কনক-গৌরে
বামনাসা-উপরে আচিল।
দীঘে যেন শাল শাখী § বিকচ প্রমাণ আঁখি ¶
হৃদয়ে আছয়ে সাত তিল ॥

* লম্বমান (অঃ ; বঃ)
† দুঃখ ব্যথা (অঃ ; বঃ)
‡ দেখিয়া বন্দীর ঠাম, সাধু করে অনুমান (অঃ ; বঃ)
§ তাল শাখী (বঃ) ¶ বিকচ কমল আঁখি (বঃ ; অঃ)

শিবপূজা প্রতিদিন কপালে প্রণাম-চিন
বামদন্ত ঈষৎ উজ্জ্বল।
বিহঙ্গম জিনি নাসা কোকিল জিনিয়া ভাষা
শ্রুতি যুগে পবন * চঞ্চল॥
কুটিল-কুন্তল শির † ভালে আছে সাত তিল
কণ্ঠতলে আছে তিল রেখা। ‡
চণ্ডীর হয়্যাছে ক্রোধ এই হেতু পায়ে গোধ
বন্দাশালে পাবে তাঁর দেখা॥
সিংহ জিনি মধ্যদেশ আজানুলম্বিত কেশ
চারি লোমা লখি আছে বুকে। §
ক্রোধ করি নারায়ণী চক্ষে দিয়াছেন ছানি
বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে॥
জড়ূর দক্ষিণ করে ¶ কুন্তল সকল শিরে
সদাই রুদ্রাক্ষমালা গলে।
বিদায় বিলম্ব দেখি ধনপতি হয়্যা দুখী
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* পরম (অঃ ; বঃ)
† নীল (বঃ)
‡ কণ্ঠমূলে আছে তিন রেখা (বঃ)
§ চারু লোমাবলী আছে বুকে (বঃ)
¶ যৌতুক দক্ষিণ করে (অঃ ; বঃ)

ধনপতির বিনয়।

* ধর্ম্ম-অবতার তুমি রাজার জামাতা।
উদ্ধারিলে বন্দীগণে হয়্যা তুমি পিতা ॥
গুণের সাগর তুমি দয়ার সদন †।
পূর্ব্ব-তপ-ফলে হৈল তোমা দরশন ॥ ‡
তুমি শিশু আমি বয়োধিক শূদ্রজাতি।
এই হেতু রায় তোমায় না কৈল প্রণতি ॥
তোমা হৈতে দূর গেল মনের বিষাদ।
শিব পূজা করিয়া করিব আশীর্ব্বাদ ॥
নিছিদ্রে § করিহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই।
পিতামাতা সুখে থাকু হয়্যা সাত ভাই ॥
চিরদিন রায় আমি আছিলাম বন্দী।
কোথা গেল দুই জায়া হয়্যা নিরানন্দী ॥
কৃপাময় তুমি রায় অনাথ-সহায়।
বাপ হয়্যা বন্দীগণে করিলে বিদায় ॥
পথের সম্বল দিলে পরিতে বসন।
গাইব তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
দেহ একখানি ধুতি পথের সম্বল।
মহাদেব পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল ॥
ঝটিত বিদায় কর পথ অতি দূর।
বন্দীশালে দুঃখ আমি পায়্যাছি প্রচুর ॥

* ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—
ধনপতি বলে রায় কর অবধান।
পৃথিবী-ভিতরে নাহি তোমার সমান ॥ (অঃ; বঃ)

† দশার নিদান (বঃ) ; দয়ার নিদান (অঃ)

‡ পূর্ব্বকর্ম্মফলে হৈল তোমা দরশন। (বঃ)
পূর্ব্বজন্মের ফলে হৈল তোমা দরশন। (অঃ)

§ অবিচ্ছেদে (বঃ)

বিদায়-বিলম্বে মোর মনে লাগে ধন্দ।
শিবের পিরিতে মোর দূর কর বন্ধ॥
এতেক বিনয় যদি কৈল তারে বন্দী।
শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসে তারে হৃদয়-আনন্দী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পিতাপুত্রে কথোপকথন

কহ কহ ওহে বন্দী তুমি কোন জাতি।
কি নাম তোমার কহ কোন দেশে স্থিতি॥
কোন কুলে উতপতি কিবা অভিধান।
তোমার দেশের কিবা রাজার আখ্যান॥
বন্দী দেহ পরিচয়, বন্দী দেহ পরিচয়।
পুরস্কার করি তোমা করিব নির্ভয়॥ *
গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম।
সাকিম মঙ্গলকোট উজোবনি গ্রাম॥
দত্তকুলে উতপতি নাম ধনপতি।
বিক্রমকেশরী মহীপালের খেয়াতি॥
দুস্থ পাল্যে বন্দিশালে, দুস্থ পাল্যে বন্দিশালে।
নিদারুণ বিধি কিবা লিখিল কপালে॥ †
পিতৃপিতামহের কহনা বন্দি নাম।
কতেক দিবস তুমি ছাড়িয়াছ গ্রাম॥

* পুরস্কার করি তোমা পাঠাব আলয়। (বঃ)
† বিধির দারুণ দণ্ড আছিল কপালে। (বঃ)
বিধির লিখন দুঃখ আছিল কপালে। (অঃ)

কি গোত্র তোমার কহ মাতা কার ঝি ।
কোন গ্রামে বাস তার কুলে বটে কি ॥ *
বন্দী দেখি লাগে দয়া, বন্দী দেখি লাগে দয়া ।
অকপটে কহ তুমি কপট তেজিয়া ॥
রঘুপতি পিতামহ পিতা জয়পতি ।
ভুবনে বিখ্যাত বর্দ্ধমানে অবস্থিতি ॥
গোত্রে দুর্ব্বাঋষি মোর মাতা চন্দ্রাঝি † ।
পিতামহ সোমদত্ত গোত্র কৌশিকী ‡ ॥
শুন রাজার জামাই, শুন রাজার জামাই ।
কথা অবশেষ হৈল আর কিছু নাই ॥
পাণি গ্রহণ কৈলে কোন বণিকের ঝি ।
কোন গ্রামে বাস তার কুল বটে কি ॥
কতেক দিবস তুমি ছাড়িয়াছ ধাম । §
কয় জায়া তোমার তাহার কিবা নাম ॥
দুঃখ পাইলে প্রচুর, দুঃখ পাইলে প্রচুর ।
হেথা হৈতে উজানি নগর কত দূর ॥
শ্বশুর আমার বটে নিধি লক্ষপতি ।
ইছানি নগরে দুই ভায়্যের বসতি ॥
গোত্রেতে কাশ্যপ তার ¶ দত্তকুলে স্থান ।
দুই জায়া লহনা খুল্লনা অভিধান ॥
বন্দী দ্বাদশ বৎসর, বন্দী দ্বাদশ বৎসর ।
এ তিন মাসের পথ উজানি নগর ॥

* কহ মাতামহ তোমার কুলে বটে কি । (অঃ)
কহ তোমার মাতামহের গোত্র কুল কি । (বঃ)
† মাতা চন্দ্রমুখী (অঃ ; বঃ)
‡ সৌনকী (অঃ ; বঃ) ।
§ কপট ত্যজিয়া বন্দী কহ সাবধান । (অঃ ; বঃ)
¶ তাঁরা (অঃ ; বঃ)

উজানি নগর বহু দিবসের পথ।
সিংহলে আইলে বন্দী কিবা মনোরথ॥
অকপটে কহ বন্দী নিজ অভিসন্ধি।
কি কারণে দ্বাদশ বৎসর হৈলে বন্দী॥
কহ আপন বারতা, কহ আপন বারতা।
দুঃখ লাগে তোমার শুনিয়া দুঃখ-কথা॥
রাজার ভাণ্ডারে নাই শঙ্খ চন্দন *।
তরণী সাজিয়া আল্য দক্ষিণ পাটন॥
কালীদহে দেখিল কমলপুষ্পবন।
করিল রাজার আগে প্রতিজ্ঞা-পূরণ॥
প্রতিজ্ঞায় পরাজয় নিগড় বন্ধন।
রাজা লুটি কৈল মোর বুহিত্রের ধন। †
যদি বন্দী হৈলে তুমি দৈবের ঘটনে।
পুত্র নাই উদ্দিশ করয়ে কি কারণে॥
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাই করে দয়া।
কেমতে উদরে অন্ন দেই দুই জায়া॥
কহনা স্বরূপ বন্দী কহনা স্বরূপ।
কি কারণে অন্বেষণ নাই করে ভূপ॥
ভাগ্য নাই করি রায় কোথা পাব পো।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মো॥
কি দূষিব ‡ সহজে অবলা দুই জায়া।
গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া॥
কি জিজ্ঞাস মহাশয়, কি জিজ্ঞাস মহাশয়।

---

* চামর নন্দন (বঃ)

† কালীদহে শতদলে বসিয়া সুন্দরী।
ক্ষেণে গ্রাস করে ক্ষেণে উগারয়ে করী॥
দেখি কৈলুঁ রাজা সনে প্রতিজ্ঞা-বচন।
পরাজয়ী কারাগারে নিগড় বন্ধন॥ (বঃ)

‡ করিব (বঃ)

সোদর সারথি বন্ধু * তুমি কৃপাময় ॥
যদি পুত্র নাই তোমার আছয়ে † দুহিতা।
উপেক্ষণ ‡ বিনে আছে কেমনে বনিতা ॥
ছাড়িলে-মন্দির বন্দী কেমন সাহসে।
কেমনে যুবতী জায়া শূন্য ঘরে বসে ॥
বন্দী কহ সবিশেষ, বন্দী কহ সবিশেষ।
সিংহলে আসিলে কেন নিলে নৃপাদেশ ॥
নাই পুত্র, জায়া মোর প্রথম-যুবতী। §
কনিষ্ঠা রমণী মোর ছিল গর্ভবতী ॥
যখন তাহার গর্ভ হৈল ছয়মাস।
সেইকালে নৃপাদেশ কৈল পরবাস ॥
পুত্রকন্যা হৈল কিবা একুই না জানি।
কহিতে কহিতে বন্দীর চক্ষে পড়ে পানি ॥¶

* শ্বশুর মাতুল বন্ধু (অঃ ; বঃ) † নাহিক (বঃ)
‡ অপেক্ষণ (অঃ ; বঃ)
§ নাহি পুত্র কন্যা (বঃ)। নাহি পুত্র, বন্ধ্যা মোর প্রথম যুবতী। (অঃ)
¶ ইহার পর অতিরিক্ত :—

ঘরে সকল অবলা, ঘরে সকল অবলা।
পুরাতন দাসী মাত্র আছয়ে দুর্ব্বলা ॥
নানা ধন দিয়া বন্দিগণে কৈল দয়া।
আমারে বিদায় কর দিয়া পদছায়া ॥
দেহ ধুতি একখানি, দেহ ধুতি একখানি।
ভিক্ষা করি খেয়ে রায় যাব উজাবনী ॥
এতেক শুনিয়া বলে সাধুর নন্দন।
আমার রন্ধয়ে আজি করিবে ভোজন ॥
প্রভাতে সংহতি করি দিব যে তোমারে।
দিন চারি পাঁচে যাবে উজানী নগরে ॥
গন্ধবণিক জাতি গৌড়দেশে ঘর।
পরিচয় নাহিক কেমন দ্বিজবর ॥

অভয়ার চরণে মজুকে নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ধনপতির প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ

পিতৃপরিচয়ে সাধু পরম মোদিত।
দাড়ি নখ কেশ তার মুড়ায় নাপিত ॥
কামার আসিয়া পায়ে বেড়ি করে দূর।
বন্দী বলে দয়া কৈল মহেশ ঠাকুর ॥
কেহ তৈল দেয় শিরে আঁচড়ে চিকুর।
কুম্‌কুম চন্দনে কেহ মলা করে দূর ॥
নারায়ণ তৈল কেহ করায় মর্দ্দন।
প্রসাধনী লয়্যা করে জটা বিমোচন ॥

যখন করিলে আজ্ঞা করিব ভোজন।
এক মুষ্টি চালু দেহ পথের জলপান ॥
উজানী নগরে হৈলুঁ রাজার চাকর।
তরণী সাজিয়া আইলাম এই তো সফর ॥
মাধব-আচার্য্য-সুত আমার সংহতি।
চিন দেখি যদি বট উজানী স্থিতি ॥
মহাকুল বন্দ্যঘটী উত্তম ব্রাহ্মণ।
বন্দিশালে নাহি দোষ করহ ভোজন ॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া সাধু দিল অনুমতি।
পুনর্ব্বার সাধু বলে করিয়া মিনতি ॥
দ্বাদশ বৎসর শিব পূজা নাহি করি।
এই হেতু যত দুখ দিল ত্রিপুরারি ॥
শিবপূজা-আয়োজন যদি দেহ মোরে।
তোমার প্রসাদে পুজি মৃত্তিকা-শঙ্করে ॥
দিব দিব বলি সায় দিল শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥ (অঃ; বঃ)

কেহ জল লইয়া আইসে ভারে ভারে।
স্নান করে সাধু কেহ জল ঢালে শিরে ॥
পরিবারে কোন দাস যোগায় বসন।
কোন দাস যোগাইছে উত্তম আসন ॥
কেহ আন্যা দিল শিবপূজা-আয়োজন।
সাধু বলে মোর বাসায় করিবে ভোজন ॥ *
বন্দী বলে উদর পূরিয়া অন্ন খাই।
অদৃষ্টের ফলে পিছে যে করে গোঁসাই ॥

ইহার পর একখানি পুথির পাঠান্তর :—

মালাকার পুষ্প আনে সাধুর গোচর।
মনের আনন্দে পূজা করে সদাগর ॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস করি সদাগর।
জীবন্যাস দিয়া পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর ॥
শিব শিব নাম মন্ত্রে করিল পূজন।
মুখবাদ্য করে নৃত্য ঘণ্টার বাদন ॥
ক্ষমস্ব বলিয়া সাধু দিল বিসর্জ্জন।
পূজা সাঙ্গ করি সাধু ভাবে মনে মন ॥
আমারে রাখিয়া কেন করিল সম্মান।
না জানি চণ্ডীর কাছে দেয় বলিদান ॥
শ্রীপতি সময় বুঝি ভাবি মনে মন।
ভোজন করিবে বলি করে নিবেদন ॥
কিঙ্করে পাতিয়া দিল গাম্ভারী আসনে।
একস্থানে দুইজনে বসিল ভোজনে ॥
শিব স্মরিয়া দোঁহে কৈল আচমন।
হেম থালে দ্বিজবর যোগায় ওদন ॥
ভোজনের কালে সাধু করে অনুমান।
ব্যঞ্জন ছাড়িয়া অন্ন অমৃত সমান ॥
অন্নকষ্ট পাই আমি দ্বাদশ বৎসর।
আজি কৃপা করি অন্ন দিল মহেশ্বর ॥

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিল ব্রাহ্মণ।
পিতা পুত্রে দুইজনে করিলা ভোজন॥
আচমন করি সাধু বসিলা কম্বলে।
কর্পূর তাম্বুল দুঁহে খায় কুতূহলে॥
হেনকালে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর।
পড়িবারে জান কিছু বাঙ্গলা অক্ষর॥
নাগরী বাঙ্গলা রায় পড়িবারে জানি।
বন্দী-করে সদাগর পত্র দিল আনি॥
সাধুর বচনে বন্দী পত্র নিল করে।
ছাব উতারিয়া পত্র পড়ে ধীরে ধীরে॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
তোরে আশীর্ব্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি॥
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয়মাস।
সেইকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস॥
যদি কন্যা হয় শশীকলা থুয়্য নাম।
উত্তম-বংশজ বরে দিবে কন্যা ধাম॥ *
যদি পুত্র হয় নাম থুইবে শ্রীপতি।
পড়ায়্যা শুনায়্যা তারে করিবে সুমতি॥
যদি পুত্র হয় সেই ঈষৎ প্রবল।
তরণী সাজায়্যা তারে পাঠাবে সিংহল॥
এ বার বৎসরে যদি নহে আগমন।
পিতার উদ্দিশে যাব দক্ষিণ পাটন॥
এই নিদর্শন-পত্র দিলাম তোমারে।
পত্র পড়ি সদাগর কান্দে উচ্চস্বরে॥ †

* দেখিয়া উত্তম বরে কন্যাদান দিহ। (অঃ; বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—

কান্দে সাধু ধনপতি পত্র করি কোলে।
বসন ভিজিল তার নয়নের জলে॥ (বঃ)

জয়পত্র ছিল মোর সপ্তম মহলে * ।
কেমনে আইল পত্র দুর্জ্জন সিংহলে † ॥
পত্র নিদর্শন এই মাণিক অঙ্গুরী ।
রাজা লুটি কৈল কিবা উজোবনি পুরী ॥ ‡
না জানি কেমনে পত্র আইল বিপাকে ।
আরোহণ করে মন-কুমারের চাকে ॥
কার তরে সঞ্চয় করিল ঘর গারি ।
কোথা মৈল লহনা খুল্লনা দুই নারী ॥
দারুণ দৈবের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী ।
ধনপতি জিতে দুই জায়া হৈল রাণ্ডী ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে হাত ।
সোঙরে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ ॥
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার শ্রীপতি ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

শ্রীমন্তের পরিচয় দান ।

না কান্দ না কান্দ বাপ দূর কর মনস্তাপ
আমি হৈ তোমার বংশধর ।
তোমার উদ্দিশ-আশে আইলাম সিংহল দেশে
আজি মোর প্রসন্ন বাসর ॥

* মাণিক ভাণ্ডারে (বঃ) † দুর্জ্জয় সফরে (অঃ ; বঃ) ।

‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—

এ তিন মাসের পথ পুরী উজাবনী ।
অনেক দিবস আসি সাজিয়া তরণী ॥ (বঃ)

কোন শুভক্ষণ বেলা পায়রা উড়াত্যে গেলা
নগরিয়া মেলি কুতূহলে।
ইছানি-নগর-পথে বেগে ধায় পারাবতে *
খুল্লনার পড়িল আঁচলে॥
বিভা হেতু কৈলে মন সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন
গেলে লক্ষপতির ভবনে।
খুল্লনা বিবাহ করি আইলে আপন পুরী
পিছে গেলে রাজ-সম্ভাষণে॥
রাজা পাল্য সারি শুয়া তোমারে দিলেন গুয়া
আনিবারে সুবর্ণ পঞ্জর।
সঁপি বিমাতার পায় হাথে হাথে মোর মায় †
গেলে বাপা গৌড় নগর॥
বৎসর বিলম্ব তথা বনে ছাগ রাখে মাতা
কাননে চণ্ডিকা দিলা বর
কেবল চণ্ডীর দয়া আইলে পঞ্জর লয়্যা
কথ দিন সুখে কৈলা ঘর॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল পরীক্ষায় ধর্ম্মবল ‡
ছয়মাস মাতা গর্ভবতী। §
সাজি সাত তরীবরে শঙ্খ চন্দনের তরে
রাজা দিল বিষম আরতি॥
শুনি পূর্ব্ব ইতিহাস ¶ মাতা করে আদ্দাস
নিদর্শন দিলে জয়পাঁতি।
মা পূজেন ভদ্রকালী তাঁর ঘট পায়ে ঠেলি
সিংহলে আইলে লঘুগতি॥

* পায়রা ধায় ব্যোমপথে (অঃ ; বঃ)।

† সপ্তমায়ের পায়, সমর্পিয়া মোর মায় (বঃ)।

‡ সতীনে রাখায় ছেলী দেখি চণ্ডী ব্যাকুলী
বরদান দিল সরোবরে। (অঃ)

‡ নাহি খায় অন্নজল (অ ; বঃ)। § পরীক্ষায় মাতা শুদ্ধমতি (অঃ ; বঃ)।

¶ মি তুষাও পরবাস (অঃ ; বঃ)

চণ্ডীর লঙ্ঘনের ফলে * বন্দী হৈলে বন্দীশালে
আমার হইল উতপতি।
পোষেণ পালেন মাতা শুনান পুরাণ-কথা †
যতনে পড়ায়্যা নানা পুঁথি ॥
গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব গুরু মোরে কৈল মন্দ
ভণ্ড বলে ব্রাহ্মণ-সভায়। ‡
তোমার উদ্দিশ-তত্ত্ব লইয়া রাজার বিত্ত
ভরা দিয়া আল্য সাত নায় ॥
ঝড় বৃষ্টি মগরায় বিষম সঙ্কট তায়
কালীদহে হৈল উপনীত।
বিকচ কমল দলে কন্যা হয়্যা গজ গিলে
দেখি লঘুগতি বিপরীত ॥ §
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে হারি সভা-বিদ্যমানে
মশানে কোটাল বধে প্রাণ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া মশান-দেশে
দেবা মোর কৈল পরিত্রাণ ॥
নৃপতি করিয়া মান নিজ কন্যা দিতে ¶ দান
বন্দীঘর মাগ্যা নিল দানে।
তোমার চরণ দেখি সফল হৈল আঁখি
বিভা করি যাইব ভবনে ॥
শুনিয়া পুত্রের কথা সাধু ভাবে মনে ব্যথা
সকরুণে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ||

* ঘট লঙ্ঘনের ফলে। (অঃ ; বঃ) † শুনান তোমার কথা (অঃ ; বঃ)
‡ গালি দিল ব্রাহ্মণ-সভায়। (বঃ) § পুন উগারিয়ে বিপরীত (বঃ);
দেখিলাম ‥তি বিপরীত (অঃ) ¶ দিবে (অঃ ; বঃ)

|| এই প্রবন্ধের পর "শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক চণ্ডী পূজার মহিমা কীর্ত্তন" শীর্ষক প্রবন্ধটি বঙ্গবাসী সংস্করণে পাওয়া যায় :—

শ্রীমন্তের তুণ্ডে যদি হৈল হেন বোল।
প্রেম-আনন্দেতে সাধু হইল বিভোল॥
সম্বরেতে সদাগর পুত্র কৈল কোলে।
শ্রীমন্ত ভাসিল প্রেম লোচনের জলে॥
কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়া দোঁহে করয়ে রোদন।
কোকনদ হেন হৈল দুঁহার বদন॥
কান্দে ধনপতি দত্ত পুলকিত অঙ্গ।
পুত্র পুত্র বলি সাধুর হইল তরঙ্গ॥
তুমি পুত্র হৈলে মোর কুলের প্রদীপ।
কেমনে আইলে পুত্র সিংহল এ দ্বীপ॥
আমা লাগি আইলে পুত্র ভাসি সিন্ধুজলে।
মসানে ঠেকিয়াছিলে কোটালের স্থলে॥
শ্রীমন্ত বলেন বাপা তোমার আশীষে।
বিসঙ্কটে আইলাম সিংহল দেশে॥
চণ্ডী না পুজিয়া বাপা পাইলে এত দুখ।
তোমার চরণ দেখি পাইলাম বড় সুখ॥
অন্য তেজ দুর্গা ভজ শুন মোর বাণী।
বিসঙ্কটে রক্ষা করিবেন ভবানী॥
আদ্যাশক্তি নারায়ণ ইন্দ্র আদি পূজে।
ব্রহ্মা হরি হর শুক চরণের রজে॥
বিপদনাশিনী দুর্গা হরের ঘরণী।
যাঁহার প্রসাদে সাজি আইলাম তরণী॥
এ বোল শুনিয়া সাধু ক্রোধযুত হৈল।
আমার বংশেতে কেন কুপুত্র জন্মিল॥
যত যত বৃদ্ধ পুরুষ মোর বংশে ছিল।
শিব পুজি সভে তারা স্বর্গপুরী গেল॥
মাইয়া দেবতা আমি পূজা নাহি করি।
শিব না ছাড়িব আমি প্রাণে যদি মরি॥
উত্তর না দিল তারে বুঝি কার্য্যগতি।
ধনপতি ক্রোধদৃষ্টি দেখিয়া শ্রীপতি॥

শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ।

তোরে আমি বলি দঢ় সিংহলিয়া ঠক বড়
ইহার দয়ার নাহি লেশ।
বিবাহে নাহিক কাজ সভায় পাইবে লাজ
অবিলম্বে চল যাই দেশ॥
নৃপতি অধর্ম্মশীল দয়া নাই এক তিল
নিষ্ঠুর সভার যত লোক।
দারুণ কৃপণ ভণ্ড লঘু দোষে গুরু দণ্ড
পরধন খাত্যে যেন জোঁখ॥
বচন বিষের কণা সভা-মাঝে খাটুপনা *
মহাপাত্র যমের সমান।
না দেখি এমন পুরী দেখিতে দেখিতে চুরি
কায়স্থের কি কব বাখান॥

মনোভাবে এতাদৃশী এই বুদ্ধি হৈতে।
শিব শক্তি এক বুদ্ধি নাহি ভাবে চিতে।
শ্রীমন্ত বলেন বাপা শুন নিবেদন।
রাজা করিবেন মোরে কন্যা সমর্পণ॥
এ বোল শুনিয়া সাধু বোলে উচ্চৈঃস্বরে
বিবাহে নাহিক কার্য্য চলহ দেশেরে॥
অনাচার এই দেশে না যায় কথন।
কহি কিছু শুন পুত্র ইহার কারণ॥
সিংহলের নিন্দা সাধু করিল আপনি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব্ব কাহিনী॥

* জেঠাপনা (বৃঃ)

বেদ-পথে * ছয় অঙ্গ সভার পণ্ডিত ঢঙ্গ
অধর্ম্ম ধর্ম্মের অধিকারী।
নিত্য দেই পরে দুঃখ ইহে † আপনার সুখ
অপরাধ বিনে হয় অরি ॥
কোটালিয়া দেই ফাঁস রান্না ভাতে পোঁতে বাঁশ
পরধন খায় ঢেসা দিয়া।
স্থাপ্য ধন প্রজা হরে এ দুঃখ কহিব কারে
কত দুঃখ সহে পাপ হিয়া ॥
ধর্ম্ম বল্যা নাহি শঙ্কা লুট কৈল লক্ষ তঙ্কা
অন্ন বস্ত্র বঞ্চিত আমারে।
বার মাস ভিক্ষা করি পোতামাঝি তাহে অরি
মজিলাম এ শোক-সাগরে ॥
সিংহলের ভোগ যত তাহা না কহিব কত
ভোগ কৈলে আপনি মশানে।
তোর পরমাই-বলে মোর শিবপূজা-ফলে
জিয়া আছ পরম কল্যাণে ॥
গোত্রে আমি দুর্ব্বা ঋষি মোর কুল সভে ঘুষি
দেশে গেলে দিব ‡ সাত বিয়া।
সিংহলের দুরাচার ভারত ভূমের সার §
চারিমাস দঢ় কর হিয়া ॥
যত দোষ দেই তাত শ্রীপতি যুড়িয়া হাথ
মাগ্যা নিল বাপের চরণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

* বেদ পড়ি (অঃ ; বঃ)। † ইচ্ছয়া (অঃ ; বঃ)
‡ দেশে করাইব (অঃ ; বঃ) § ভারতভূমির পার (অঃ ; বঃ)।

শ্রীমন্তের সহিত সুশীলার বিবাহ।

* নৃপতি-অভিলাষে কন্যার অধিবাসে
করিল বেদের বিধানে।
কপাল জুড়ি ফোঁটা বসিলা দ্বিজঘটা
সম্ভায় বেদ উচ্চারণে॥
সম্পুট করি হাথে আরোপি গণনাথে †
পূজিল বিষ্ণু মহেশ্বর।
বিরিঞ্চি আদি সুরে ষোড়শ উপচারে
আনন্দে পূজে নৃপবর॥
সুশীলা রূপবতী হরিদ্রা-যুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক দ্বিজমণি করেন বেদধ্বনি ‡
কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥
মহী গন্ধ শিলা দূর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্ণপূর
শঙ্খ দিল যথাবিধি॥

---

* ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—
নৃপতি শালবান সুশীলা দিতে দান
করিল শুভক্ষণ বেলা।
আরোপি হেম কুম্ভ করিল কার্য্যারম্ভ
বিচিত্র বান্ধিল ছান্দলা॥ (বঃ)
আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
মণ্ডিত করিল পুষ্পমালা॥ (অঃ)

† করিয়া পুট হাথ, আরাধে জগন্নাথ (বঃ)

‡ করিয়া স্বরচ্ছেদ, ব্রাহ্মণে পড়ে বেদ (বঃ)

বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র
মস্তকে করিলা বন্ধন।
সুবর্ণ সিথি শিরে অঙ্গুরী দিয়া করে
করিল আশীষ যোজন॥
রজত দর্পণ তাম্র গোরচন
সিদ্ধার্থ চামর পবন।
মোদক দিয়া লাজ পূজিলা চেদিরাজ
কন্যার গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান। *
করিয়া নানা ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শ্রীমন্তের বিবাহ।

† রাজা করে কন্যাদান দ্বিজগণে বেদ গান
গায়ে নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরা।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটুহ দুন্দুভি বেণী
আনন্দিত নৃপতি-কেশরী॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—
বসুর পূজা সব, করিল নৃপবর
তবে নান্দীমুখের বিধান॥
অধিবাস আদি শ্রীমন্তের যথাবিধি
করিল বেদ বিধানে। (বঃ)

† অক্ষয়-বাবুর সংস্করণে ইহার পূর্ব্বে কালকেতু ও ধনপতির বিবাহ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা আছে।

পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভক্ষণে দুজনে চাহনি * ।
দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণ দেয় জয়ধ্বনি ॥
অভয়ার প্রতিফলে † করে কুশে গঙ্গাজলে
রাজা করে কন্যা সম্প্রদান ।
শয্যা ঝারি ধেনু থালা ‡ রথ গজ ঘোড়া দোলা
দিয়া জামাতার কৈল মান ॥
বাজয়ে মঙ্গল পড়া দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থছড়া
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী ।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দুহে কৈলা অনলে প্রণতি ॥
প্রবেশিয়া ফুল-ঘরে § খির খণ্ড ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায় ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী যাগরে সহায় ॥

শ্রীমন্তকে দেবীর ছলনা ।

শ্রীমন্তেরে রাজা যদি কৈল কন্যাদান ।
নানা ধন দিয়া জামাতার কৈল মান ॥
ভোজন করিলা দোঁহে খীর খণ্ড ঝোলে ।
ফুল-ঘরে শয়ন নৃপতি-কন্যা কোলে ॥

---

* ছায়ানী (অঃ), ছামুনী (বঃ)

† অভয়া-কৃপার ফলে (বঃ ; অঃ)

‡ কলধৌত কণ্ঠমালা (অঃ ; বঃ)

§ দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে (বঃ ; অঃ)

এমন সময় চিন্তা করেন পার্ব্বতী।
পদ্মাবতী সনে মাতা করেন যুগতি ॥
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা কহনা উপায়।
কেমন প্রকারে সাধু নিজ দেশে যায় ॥
খুল্লনা দুঃখিনী হবে মোর ব্রতদাসী।
পতি পুত্র হৈল তার সিংহল-প্রবাসী ॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী।
কপট করিয়া ধর খুল্লনা-আকৃতি ॥
উপনীত হইয়া সাধুর ফুলঘরে।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কহ ধীরে ধীরে ॥ *
এমন শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
কপট করিয়া হৈলা খুল্লনা-আকৃতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

চণ্ডীর স্বপ্নপ্রদান।

চিয় পুত্র শিয়রে জননী। †
রাজ-ভোগে পড়ি ভোলে কামিনী করিয়া কোলে
পাশরিলে অভাগী জননী ॥
দুঃখ পায়্যা দশ মাস ‡ তোরে দিলাম গর্ভে বাস
পুষিলাম বড় মনোরথে।
পড়াইলাম দিয়া বিত্ত জানালাম বিদ্যার তত্ত্ব
তুমি পাশরিলে ধর্ম্মপথে ॥

---

* সাধুর শিয়রে বসি কহ গো স্বপন।
কহিবে রাজার পীড়া দুঃখ-নিবেদন ॥ (বঃ)

† চিন্নাও চিয়াও পুত্র স্মরয়ে জননী। (অঃ)

‡ দশ দিন দশ মাস (বঃ)

বাপের উদ্দিশে তরা সাত নায়ে দিয়া ভরা
সিংহলে আইল লঘুগতি।
বিলম্ব দেখিয়া তোর নৃপতি মানিল চোর *
লুঠ কৈল সে বিত্ত বসতি ॥
রাজা নিল ধন ঘর আশ্রয় করিল পর †
দুসতিনে সুতা বেচি হাটে।
পরের ভানিয়া ধান দুসতিনে রাখি প্রাণ
তুমি নিদ্রা যাও হেম-খাটে ॥
হেম-খাটে যাহ ঘুম যেমন রোহিণী সোম
রাজকন্যা কোলে কুতূহলী।
আমি যত কৈল ইচ্ছা সকলি হইল মিছা
সোঙরিয়া দিহ জলাঞ্জলি ॥ ‡
কি কব দুঃখের কথা হের দেখ রুখু মাথা
শতছেঁড়া কানি পরিধান।
যৌবনে হইলাম বুড়ী § তৈল বিনে ¶ উড়ে খড়ি
শত শির দেখ বিদ্যমান ॥

* নৃপতি করিল জোর (অঃ ; বঃ)
† আশ্রম লইল পর (অঃ ; বঃ)
‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—
বাপ তোর গুণপূর্ণ আমার অষ্টাঙ্গ শীর্ণ
বাম হাথে আয়ত লোহার।
উদরে অন্নের জ্বালা কর্ণেতে লাগয়ে তালা
তৈল বিনে কেশ জটাভার ॥
মজি আমি শোকসিন্ধু ভূপতি তোমার বন্ধু
শাশুড়ী তোমার পাটরাণী।
শ্যালক তোর যুবরাজ সাধিলে আপন কাজ
পাসরিলে অভাগী খুল্লনী ॥ (অঃ ; বঃ)
§ দৈব মোর হৈল্য বড়ি (অঃ)
¶ গায়ে মোর (অঃ ; বঃ)

মায়ের করুণা-বাণী * শ্রীপতি স্বপনে শুনি †
উঠে সাধু তেজিয়া শয়ন।
ধরণী পড়িয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

শ্রীমন্তের বিলাপ

কান্দয়ে শ্রীপতি দত্ত জননীর মোহে।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে॥
এখনি আছিলে মাতা বসিয়া শিয়রে ‡।
কোথাকারে গেলে মাতা না বলিয়া মোরে §
দেখিল যে স্বপ্ন আমি সকল স্বরূপ।
আমার বিলম্বে ঘর লুট কৈল ভূপ॥
কেনবা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে এখানে ¶।
সাগরে পড়িয়া আজি ‖ তেজিব পরাণে॥
তেজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপূর।
অঙ্গুরী ভূষণ কণ্ঠমালা করে দূর॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা।
গদগদ স্বরে বলে কোথা গেলে মা॥
উঠিলা সুশীলা রামা পতির ক্রন্দনে।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

---

* ক্রন্দন-ধ্বনি (বঃ) ক্রন্দন শুনি (অঃ)

† শ্রীপতি মনেতে গণি (অঃ)

‡ শিয়রে বসিয়া (অঃ ; বঃ)।

§ সক্রোধ হইয়া গেলা মোরে না বলিয়া। (অঃ)
ক্রোধযুত হয়ে পোয়ে গেলে ফেলাইয়া (বঃ)

¶ মশানে (অঃ ; বঃ)

‖ সাগরে কামনা করি (অঃ; বঃ)

সুশীলা কর্ত্তৃক শ্রীমন্তকে প্রবোধ দান।

* সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে স্বামীর চরণে পড়ে
সকরুণ ভাষে কিছু বলে।
পতির বদন হেরি কান্দয়ে সুশীলা নারী
বিনয় করিয়া পদতলে॥
প্রভু অকারণে করহ ক্রন্দন।
রাজার জামাই তুমি বিশেষে আমার স্বামী
কেন দুখ ভাব অকারণ॥ †
মায়ের মলিন মূর্ত্তি আপনার অপকীর্ত্তি
দেখিল স্বপন অবিশাল ‡।
অদ্ভুত দেখিল যত তাহা না কহিব কত
কহিতে হৃদয়ে বাজে শাল॥
শোকে জরজর হৈল কায়।
অবশেষ হৈল নিশা করি রাজ-সম্ভাষা
ঝাট মোরে করহ বিদায়।
স্বপন স্বরূপ নয় অকারণে কর ভয়
শুন প্রভু বণিক-নন্দন।
কলধৌত কর দান সাধহ দ্বিজের মান
আজি শুন গজেন্দ্র-মোক্ষণ॥

* ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—স্বামীর রোদন-ধ্বনি শুনি রাজনন্দিনী
উঠে রাম আকুল-কুন্তলে। (বঃ)
স্বামীর রোদন শুনি উঠি রাজনন্দিনী
দেখে রামা আকুল কুন্তলে। (অঃ)

† কেবা কি বলিল কুবচন। (বঃ; অঃ) ‡ সুবিশাল (অঃ); অবিষম (বঃ)

কি কারণে ভাব নাথ দুখ।
বিভারাত্রি অমঙ্গল * লোচনে পড়য়ে জল
ভৃঙ্গারে পাখাল চান্দমুখ।
† পরকালে ‡ অবশ্য কল্যাণ।
মরমে পরম ব্যথা তবে ঘুচে মনঃকথা
যদি মাতা দেখি বিদ্যমান॥
গমনে না কর প্রিয়া বাদ।
মায়ের হাইবাসে মরি তরায় সাজিয়া তরী
তবে ঘুচে মনের বিষাদ॥
তোমার বদন-চান্দ মোর মনোমৃগ-ফান্দ
তিল আধ না দেখিলে মরি।
দেয়াব বারতা আনি সাতদিনে উজোবনি
পাঠাইয়া চানর § কেশরা॥
নাথ, বিদায়ের কথা কর দূর।
শুনহ আমার বাণী সুখ পাবেন ¶ ঠাকুরাণি
ধন আমি পাঠাব প্রচুর॥
আমার অস্থির মন পাঠাইব অন্যজন
ইথে নহে আমার পিরিতি ‖।
যদি যাহ মোর সনে বিচার করিয়া মনে
ঝাট মোরে দেহ অনুমতি॥
বাপ-ঘরে থাক ল রূপসী।
তরায় সাজিয়া তরী যাইব আপন পুরী
দেখিব মায়ের মুখশশী॥

* বিভা রাতি সুমঙ্গল (অঃ) নয়নে না আন জল (অঃ; বঃ)
† ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—
প্রিয়ে, দান দিব যথাশক্তি, শুনিব গজেন্দ্র-মুক্তি (অঃ; বঃ)
‡ প্রতিকার (বঃ) § চানুর (অঃ; বঃ)
¶ শোক পাবে (বঃ) ‖ প্রতীতি (অঃ; বঃ)

হও মোরে কৃপানিধি বিলম্ব না কর যদি
সিংহলে থাকহ বার মাস।
সিংহলের ভোগ যত তাহা না কহিব কত
রাখ প্রভু দাসীর আশ্বাস ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

বারমাসিয়া।

বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়। *
প্রচণ্ড-তপন-তাপ তনু নাহি সয় ॥
চন্দনাদি তৈল দিব হয়্যা সহচরী। †
সামলা গামছা দিব সুবাসিত বারি ॥ ‡
পুণ্য বৈশাখ মাস, পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়া পূরিবে দ্বিজের অভিলাষ ॥
নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে। §
খাওাব তোমাকে হে নবাত আম্ররসে ॥ ¶

---

* বৈশাখে গ্রীষ্ম-সময়, বৈশাখে গ্রীষ্ম-সময়, (অঃ)

† চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। (বঃ ; অঃ)

‡ সাঙলী গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী।
কুসুম-কাননে করি রতন-মন্দিরে।
সহচরী হয়ে নাথ ঢুলাব চামরে ॥ (অঃ ; বঃ)

§ নিদাঘ (দারুণ—বঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু প্রচণ্ড তপন। (অঃ)

¶ পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ। (অঃ; বঃ) ইহার পর অতিরিক্ত
শীতল চন্দন দিয়া করিব বাতাস।
আমার মন্দিরে প্রভু করিবে আয়াস ॥

আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নব জলে মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥ *
আমার মন্দিরে থাক না চলিহ নায়।
সালা অন্ন ক্ষীরখণ্ড ভুঞ্জাব তোমায়॥ †
আষাঢ় সুখ-হেতু হে আষাঢ় সুখ-হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একা তিন ঋতু॥
সঙ্কট সময় নাথ ধারা শ্রাবণ।
সাধ লাগে দিতে অঙ্গে রবির কিরণ॥ ‡

(শীতল চন্দন শ্বেত-চামরের বা।
বিনোদ-মন্দিরে থাক না চলিহ না॥—বঃ)
চাঁদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া।
হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া॥
শুন প্রাণনাথ ওহে শুন প্রাণনাথ।
নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত॥ (অঃ)

* ইহার পর অতিরিক্ত :—

নবীন মেঘের বসে রসিক দাদুর
নবীন তরুণী ত্যজে কেন যাবে দূর॥
সব সখীগণ মিলি গাইব গীত।
আষাঢ়ে বিবিধ সুখে নিবারিব চিত॥ (অঃ)

† আমার বচন শুন না চলিহ দূর। (বঃ)
আমার মন্দিরে থেকে না চলিহ পুর।
শালি অন্ন দধিখণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর॥ (অঃ)
অতিরিক্ত :-

শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে বড় আশে।
কামিনী কেমনে ছাড়ি যাবে নিজ দেশে॥
প্রভু ঘরে কর বাস, প্রভু ঘরে কর বাস।
আর না করিও কভু বাণিজ্যের আশ॥
শুন মোর নিবেদন, শুন মোর নিবেদন।
বিষাদ না কর প্রভু স্থির কর মন॥ (অঃ

ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিগে জল॥
ডাঁসমশা নিবারিতে দিব হে মশারী।
চামর-বাতাস দিব হয়্যা সহচরী॥
সুন্দর মন্দিরে তব * করাইব বাসা।
আর না করিহ দূর বাণিজ্যের † আশা॥ ‡
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে।
ষোল উপচারে মেষ ছাগল মহিষে॥
যত চাহি ধন দিব কর তুমি দান।
সিংহলের লোক যত সাধিব সম্মান॥ §
আমি বুঝাব রাজায়, আমি বুঝাব রাজায়।
আনাইব তোমার জননী বিমাতায়॥
বরষা টুটিয়া নাথ আইল কাত্তিক মাস।
দিবসে দিবসে হবে হিমের প্রকাশ॥

* মধুঘরে প্রাণনাথ (অঃ) শুখান মন্দিরে নাথ (বঃ)

† উজাবনী (অঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

ভাদ্রপদ মাসে নাথ শরত প্রবেশ।
করিবে কতেক সুখ না যাইলে দেশ॥
নিরমল আকাশে শোভিত শশধর।
তরুণী তরণী লয়ে যাবে সরোবর॥
সখীগণ মিলি আমরা খিয়াইব নায়।
করিবে পরাণনাথ আরোহণ তায়॥
সুখে সরোবর-জলে, সুখে সরোবর-জলে।
কামিনা কমলবনে রবে কুতূহলে॥ (অঃ)

§ অতিরিক্ত :—

নানা বেশ করিব সকল সহচরী।
নাট্যগীতে গোঙাইব দিবা বিভাবরী॥ (অঃ; বঃ)

তুলি পাটী * পাছুড়ি করাব নিয়োজিত।
অর্দ্ধরাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত॥ †
সকল নতুন শস্য হবে এই মাসে।
ধান্য চাল্য মুগ মাস পূরিবে আওাসে॥
রাজাকে বলিয়া দিব শতেক খামার।
ধরাইব রাজপদ কি দুঃখ তোমার॥ ‡
পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস, পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার যার নাই চাষ। §
পৌষ মাসেতে শীত যদি করে পীড়া।
তুলি পাটী দিব আর পাটের পাছড়া॥
গোঙাইব শীতপ্রস্থ করিয়া ¶ প্রকারে।
মৎস্য মাংস মধু মূলা নানা উপগারে॥
সুখে গোঙাইব হিম, সুখে গোঙাইব হিম।
উজানি নগরকে বাসিবে যেন নিম॥ ||

---

* পাড়ি (অঃ ; বঃ) † তোমাতে আমাতে নাথ থাকিব মোদিত। (অঃ)

‡ পুণ্য কার্ত্তিক মাস, পুণ্য কার্ত্তিক মাস।
দান দিয়া পূরিবে (তুষিবে—বঃ) দ্বিজের অভিলাষ॥ (অঃ)

§ একখানি পুথির পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

সুখ অগ্রহায়ণ মাস, সুখ অগ্রহায়ণ মাস।
কামিনী পুরুষে ভোগ বড় অভিলাষ॥
প্রভু স্থির কর চিত, প্রভু স্থির কর চিত।
তরুণী তপন তাপে নিবারিবে শীত॥
মীন মাংস ঘৃত আদি করিয়া ভোজন।
নানা সুখে গোঙাইবে মাস অগ্রহায়ণ॥
শুন প্রাণনাথ হের শুন প্রাণনাথ।
গোঙাবে তরুণ শীত তরুণীর সাথ॥ (অঃ)

¶ অষ্টম (অঃ ; বঃ)

|| পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

পৌষে পরম সুখ শুন গুণমণি।
নব অন্ন নব রস নূতন কামিনী॥

মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান।
সুপাঠক আন্যা দিব শুনিতে পুরাণ॥
মিষ্ট পিষ্ট যোগাইব দিবসে দিবসে।
আনন্দে গোঙাইব নাথ মাঘ নিরামিষে॥
মাঘ মাসে কুতূহলে, মাঘ মাসে কুতূহলে
সিতল যোগাব আমি বিহান বৈকালে॥ *
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্ম্মাণে॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত †।
ফাগু দোলে আনন্দে গোঙাব নিত নিত॥
সখীগণ মেলিয়া আমরা গাব গীত।
আনন্দ হইয়া শুন কৃষ্ণের চরিত॥ ‡

বাজারে কহিয়া লব শতেক খামার॥
তার শস্য আনি নাথ বান্ধিব হামার॥
রাখ মোর আব্দার, রাখ মোর আব্দার।
বৎসরেক থাক প্রভু না ছাড়হ বাস॥
পৌষ তুলি পাতি তৈল তাম্বূল তপনে।
শীত-নিবারণ দিব তসর-বসনে॥ (অং)

* কিছু না ভাবিহ মনে, কিছু না ভাবিহ মনে।
নানাবিধ দান নাথ দিবেক ব্রাহ্মণে॥
নাথ শুন নিবেদনে, নাথ শুন নিবেদনে।
যতেক বিবিধ সুখ পাইবে ফাল্গুনে॥ (অঃ ; নঃ)

† করি সুবাসিত (নঃ)

‡ পুস্তকান্তরের পাঠ :—

সখীগণ আসিবে সুন্দর বেশ করি।
হরিদ্রা কুঙ্কুমে নাথ দিবে পিচকারী॥
সখা সব মিলি আমি গাইব গীত।
দোলাইব জগন্নাথ হইয়া মোদিত॥
মৃদঙ্গ পাখয়াজ বীণা একত্র করিয়া।
নাচিবে নর্ত্তকগণ সুবেশ ধরিয়া॥ (অঃ)

মধুমাসে মলয়-মারুত মন্দ মন্দ।
মালতিয়ে মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে।
মধুমাসে * আমোদিত গোঙাব দুজনে॥ †
সুশীলার বিনয় শুনিয়া সদাগর।
হেটমুখে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর॥
সর্ব্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ ‡।
বারমাস্যা গান দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের বিদায় প্রার্থনায় সিংহল-রাজ-পরিবারের আপত্তি।

না লাগিল সুশীলার মোহন প্রবন্ধ।
স্বামীর বচন শুনি মনে লাগে ধন্দ॥

---

* মধুপানে (বঃ) † পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

মধুমাসে মালতী-কুসুমে মধুকর।
মধুমত্ত মাতোয়াল ভ্রমরা ভ্রমর॥
কুসুম-কাননে কান্ত করিবে নিবাস।
বিষম মদন-তাপ হইবে বিনাশ॥
সেই মধুমাস যাইবে কুতূহলে।
শীতল যোগাব আমি বিয়ান বিকালে॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়ে শয়নে।
মধুমাস যাইবে মধুর আলাপনে॥
মোহন চৈত্র মাসে, মোহন চৈত্র মাসে।
মোহন মন্দিরে রবে মোহন আবেশে॥ (অঃ)
মোহন মন্দিরে কর মদন-আওয়াস॥ (বঃ)

‡ সেবন (অঃ ; বঃ)

আক্ষেপেতে সদাগর নাই পরে ভূষা।
সিংহলেতে * শ্রীয়পতি যাত্রা করে ঊষা ॥
সুশীলা খসাইল অঙ্গের অলঙ্কার।
লোচনে বহিছে জল কালিন্দীর ধার ॥
পতির গমনে রামা পরম আকুল।
মায়ে বার্ত্তা দিতে যায় নাই বান্ধে চুল ॥ †
গদগদ স্বরে বলে স্বামীর গমন।
শুনি পাটরাণী হৈলা বিরস-বদন ॥
জামাতা রাখিতে রাণী উপায় চিন্তিয়া।
সেয়ান টাঁটি নামে ‡ দাসী আনে ডাকাইয়া
প্রসাদ করিয়া তার হাথে দিলা পান।
নিয়োজিত কৈল তারে জামাতার স্থান ॥
সদাগর ঠাই মোর § কবে এক কথা।
সিংহল ছাড়িয়া যেন না যান জামাতা ॥
দাসী যায় লঘুগতি, দাসী যায় লঘুগতি।
যেখানে বসিয়া আছে কুমার শ্রীপতি ॥
হাথে তৈল সুগন্ধি আমলা ভরা বাটী।
সাধুর নিকটে গেলা নাম সেয়ান টাঁটি। ¶
শুন রাজার জামাতা, শুন রাজার জামাতা।
পরিচয় দিয়ে সুশীলার উপমাতা ॥ ||
সাধুর নিকটে কিছু কহে সবিনয়।
ঘরে হৈতে বাহির না হবে দিনা নয় ॥

* সিংহল হ'তে (বঃ)
† মায়ে বার্ত্তা দিতে যায় আউদড় চুল। (অঃ , বঃ)
‡ সেয়ান দেখিয়া (অঃ ; বঃ)
§ আমার বচনে তুমি (অঃ ; বঃ)
¶ সাধুর নিকটে যেয়ে কহে পরিপাটী। (অঃ ; বঃ)
|| প্রয়োজন বলিল তোরে সুশীলার মাতা। (অঃ ; বঃ

দ্বিগুণ করিয়া বলে যত বৈল রাণী।
সহাস বদনে সাধু কহে তারে বাণী॥
যাত্রা করিয়াছি আমি যাইব উজানি।
ইথে বাদ কভু না করিবে ঠাকুরাণি॥ *
যাব নিজ ধাম আমি যাব নিজ ধাম।
শাশুড়ীর ঠাঁই মোর জানাহ প্রণাম॥
শালবাহনের কুলে আছে পরম্পরা।
বিভা বই নয় দিন নিতে নাই ত্বরা॥
না করিবে দশদিন † ভানু দরশন।
শাশুড়ী তোমারে এই কৈল নিবেদন॥
পরম্পরা আছে মোর কুলের বিচার।
বিভা করি একমাস নাই নদাপার॥ ‡

* বাহির হবার দোষ কহিলে সে জানি। (অঃ ; বঃ)
ইহার পরে অতিরিক্ত :—
আর কি বিলম্ব সত্বর চাড়ি গিয়া নায়।
শাশুড়ীর ঠাঁই ঝাট করাহ বিদায়॥ (বঃ)
উজানি যাইব নায় নায়;
পাটরাণী স্থানে মোর করহ বিদায়। (অঃ)

† নয় দিন (বঃ ; অঃ)

‡ ইহার পর পরিবর্ত্তিত পাঠ :—
মণি মুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ।
চামর চন্দন হারা মাণিকের রঙ্ক॥
পিতাপুত্রে নরপতি পাঠাল সিংহল।
বিলম্ব দেখিয়া যদি রাজা করে বল॥
কি করিবে নিয়মে, কি করিবে নিয়মে।
গুণে কল্পতরু রাজা, দোষে চম যমে॥
অনুমতি দেহ যদি এই অনুরোধ।
বিক্রমকেশরী রায় না করিবে ক্রোধ॥
রাজ-বলে বিলম্ব করাবে একমাস।
বিলম্ব দেখিয়া রাজা করিবে সর্ব্বনাশ॥

উজানি গমনে সাধু যদি কর ত্বরা।
সম্বৎসর বই পার হইবে মগরা॥
পিতাপুত্রে দুই জনে রহিলাম পুরে।
দুহিতা দুবলা বিনে কেহ নাই ঘরে॥
জননীর মোহে মন করে উচাটন।
বিরোধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥

নৃপতি পাঠালা শঙ্খ আনিতে চন্দন।
হইল বিষম সঙ্গ সঙ্কট জীবন॥
আছে দৈবের প্রহার, আছে দৈবের প্রহার
সিংহলে আসিয়া দুঃখ পাইলে অপার॥
বেট্যা রাজ্য দিব বাপা দ্বিগুণ প্রমাণ।
প্রাণ-সম সুশীলা তোমারে দিল দান॥
পিতাপুত্রে রহিলাম দুর্জ্জয় সিংহলে।
দুই মাতা দাসী বিনে কেহ নাহি ঘরে॥
অল্প বয়সে জামাই হৈলে এত চেটা।
শ্বশুরের কথা ছলে পাছে দেহ খোটা॥
এবে জানিলুঁ নিশ্চয়, এবে জানিলুঁ নিশ্চয়।
জামাতা ভাগিনা যম আপনার নয়॥
কথার প্রসঙ্গে আমরা বটি চেটা।
সিংহলে সজ্জন নাই সবজন শঠা॥
শুন ওগো পাটরাণী, শুন ওগো পাটরাণী।
তবে প্রাণ পাই যবে যাই উজানী॥
চেড়ীর সহিত সাধু যত কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি রাণী সব শুনে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (বঃ)

আর একটী পাঠান্তর :—

না করিহ নয়দিন ভানু দরশন।
বংশে বংশে আছে তার কুলের লক্ষণ॥
ঝাট চল বাসঘরে, ঝাট চল বাসঘরে।
যুবরাজ আসি পাছে পরমাদ করে॥

না লাগিল পাটরাণীর মোহন প্রবন্ধ।
জামাতা গমন শুনি মনে লাগে ধন্দ॥
সত্বরে চলিল রাণী পতি সন্নিধান।
ত্বরা করি আসি রামা রাজারে বুঝান॥

সুধন্য ভারতভূমি বসি যে উজানী।
সুগন্ধ-অর্ঘ্য দিয়া নিত্য পূজি যে ভবানী॥
পরম্পরা আছে মোর কুলের ধরম।
ভানু দরশন বিনে না করি ভোজন॥
বিভার প্রভাতে না থাকি যে বাসঘরে।
যুবরাজ জায়া সনে না দেখিবে মোরে॥
আছয়ে তোমার যদি ভানু দরশন।
শাশুড়ী তোমার কিছু করে নিবেদন॥
পরম্পরা আছে এই রাজ-ব্যবহার।
বর কন্যা না হয় মাসেক নদী পার॥
যদি কর ত্বরা সাধু, যদি কর ত্বরা।
বৎসরেক বহি পাব হইও মগরা।
গন্ধবণিক জাতি, নহ রাজ ব্যবহার।
মিথ্যা বলি ধন লহ লোকের প্রহার॥
হারিলে আপন মুখে কমল কারণে।
তেঞি এত দুঃখ পাইলে দৈবের ঘটনে॥
জামাতার মত থাক কত কও ঠেঁটা।
শ্বশুরের দোষে আর কত দেহ খোঁটা॥
জানিনু নিশ্চয় এবে জানিনু নিশ্চয়।
জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়॥
দৈবের ঘটনে বিভা হৈল রাজসুতা।
আছিল পরমায়ুবল তেঞি বাচে মাথা॥
কথার প্রসঙ্গ-হেতু আমার সে ঠাট।
সিংহলে সজ্জন নাহি সব লোক খাট॥ (অঃ)

"রাজরাণীর সহিত শ্রীমন্তের কথোপকথন" শীর্ষক একটি পৃথক প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসী' সংস্করণে আছে। সেই প্রবন্ধটি এইখানে দেওয়া গেল :—

বৃদ্ধ শ্বশুরের বাক্য প্রেম-অভিলাষ।
বিলম্ব না কর যদি থাক একমাস ॥
এ ধন ভাণ্ডার বাপ সমর্পিল যারে।
সে কেন যাইবে সাধু উজানি নগরে ॥
ধন-আশে তব দেশে নাই আসি আমি
বচনেক বলি অবধান কর তুমি ॥

না লাগিল চেড়ীর মোহন পববন্ধ।
জামাতা-গমনে রামার মনে লাগে ধন্ধ ॥
সত্বরে চলিলা রাণী জামাতার স্থান।
তবে ত রাজার রাণী জামাতা বুঝান ॥
শাশুড়ীর কথা শুনি সাধুর নন্দন।
বলে, নিষেধ না কর, যাব নিজ নিকেতন ॥
এ ধন-ভাণ্ডার বাপা সমর্পিলু যারে।
সে কেন যাইবে বাঙ্গা উজানী নগরে ॥
তোমার ভাণ্ডারের ধন সম্পদ তোমার।
আমার ভাণ্ডারে আছে পরশ-পাথর ॥
পরশ-পাথর আছে যাহার ভাণ্ডারে।
সে কেন আইসে রাজ্য সিংহল নগরে
ধন-আশে তোমার দেশে নাহি আসি আমি।
উজানী যাইব অবধান ঠাকুরাণী ॥
রাজার ভাণ্ডারে নাই শঙ্খ চন্দন।
রাজাকার্য্যে আইলেন বাপা সিংহল পাটন ॥
এ বার বৎসর হৈল তনু নাহি যাই
বাপের উদ্দেশে আমি আইলুঁ হেথাই ॥
সাধিলুঁ আপন কার্য্য করিব গমন
স্বপ্নে দেখিলাম মাতা অস্থির-জীবন ॥
যার মা থাকে সে আনন্দে প্রাণ পায়।
যার মা না থাকে সংসার না জুয়ায় ॥
যাবত সাধ ঠাকুরাণী তাবৎ করি আশ।

রাজার ভাণ্ডারে নাই শঙ্খ চন্দন ।
তে কারণে আইল বাপ দক্ষিণ পাটন ॥
এ বার বৎসর গেল তবু নাহি যায় ।
বাপের উদ্দেশে আমি আইলাম হেথায় ॥

মৈলে মাতা পিতা দেখ কিসের প্রত্যাশ ॥
আমার তোমার মাতা খুল্লনা বাণ্যানী ।
সপ্তদিনে যাবে লোক তব উজানী ॥
আপনারে বাস মাতা ধনের ঈশ্বরী ।
আমার রাজ্যের রাজা বিক্রমকেশরী ॥
পাঠাইয়া দিব আমি কোটাল হিমকর ।
বেড়িয়া আনিবে রাজা উজানী নগর ॥
দেখ্যাছি কোটালের বল দক্ষিণ মশানে ।
যে জন মারিতে গেল মৈল সেই জনে ॥
এক বলিতে জামাই বলহ সাত আট ।
না দেখি তোমার পারা নগরিয়া ঠাট ॥
আপন দোষ নাহি দেখ পরে বল ঠাট ।
ধন বিত্ত লহ আর বোল কাট কাট ॥
সুশীলা বলেন মাতা কত পাড় ছটা ।
পশ্চাতে তোমার বোল হবে মোর খোটা ॥
এ বোল শুনিয়া রাণী কান্দে উভরায় ।
নিশ্চয় যাইবে জামাই দিলাম বিদায় ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষণ চন্দনে ।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী সাধুর নন্দনে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৭কটি পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

নরপতি তোমারে দেখিব প্রাণ-পারা ।
বিলম্ব হইলে বাপা পূরে দিব ভরা

সাধিল আপন কার্য্য করিব গমন।
স্বপনে দেখিল মাতা অস্থির-জীবন॥
পাঠাইয়া দেহ সাধু ধর্ম্মাত্মকারিণী।
আনিতে তোমার মাতা খুল্লনা বাণ্যানি।
পাঠাইয়া দিব যে কোটাল নিশাশ্বর।
যেন নায়ে বেড়ি আনে উজানি নগর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপা পুর অভিলাষ।
বিলম্ব না কর যদি থাক এক মাস॥
এতেক বচন যদি বলিলা নৃপতি।
শ্রিয়পতি বলে কিছু করিয়া প্রণতি॥
জননী স্মরণে চিত্ত করে উচ্চাটন।
বিরোধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥
রহিবারে সিংহলে বলেন নৃপবর।
অনুমতি রহিতে না দিল সদাগর॥
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা করিয়া বিচার।
ধনপতি দত্তের করিল পুরস্কার॥
রথ তুরঙ্গম গজ দেই বরদোলা।
চন্দন-চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা॥
ধনপতি দত্তে কিছু নিবেদিল রায়।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায়॥ (বঃ)

ধনপতি ও শালবানের কথোপকথন। *

কান্দে রাজা শালবান্ শোকে হয়্যা অগেয়ান
বিহায়ের ধরিয়া চরণ।
যুড়িয়া উভয় পাণি বলে সবিনয় বাণী
সুশীলা করিয়া সমর্পণ॥

* এই প্রবন্ধের পূর্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণে ও বঙ্গবাসী সংস্করণে "শ্যালক-বনিতার সহিত শ্রীমন্তের রসভাষ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাওয়া যায়। সেইটি নিম্নে দেওয়া হইল:—

এই কথা আলাপে আছেন শ্রীপতি।
শ্যালক-বনিতা আসি হৈলা উপনীত॥
মোহিতে সাধুর মন কহে প্রিয় ভাষে।
অন্তরে ভাবিত সাধু নাহি হয় বশে॥
শুন রাজার জামাতা, শুন রাজার জামাতা।
পণ্ডিত হইয়া কহ অজ্ঞানের কথা॥
পুরুষ ভ্রমর মত্ত মধু প্রীতি-আশে।
কুসুম সন্ধানে ফিরে নাহি রহে বাসে॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা এড়ি মধুকর।
ধুতুরা-কুসুম আশে যায় বনান্তর
ভাল সে বলিলে বামা গঞ্জিয়া আমারে।
এক ফুলে মধু পান না করে ভ্রমরে॥
কামিনী পুরুষ ভিন্ন নহে কোন কালে।
শরীর চলিতে ছায়া তার সনে চলে॥
শুন সুঅঙ্গনা হের শুন সুঅঙ্গনা।
হেন বুঝি মনে কিছু করহ কামনা॥
কহিতে বদনে সাধু লাজ নাহি বাস।
ত্যজিয়া আপন নারী অন্যে কর আশ॥

সকল করিয়া নষ্ট পাইলে অনেক কষ্ট
তৈল বিনে শিরে হৈল জটা।
বিহাই হইবে তুমি কেমনে জানিব আমি
সুশীলা ঝিয়ের থুইল খোঁটা॥
তুমি বন্দী উপবাসী আমি ভোগে অভিলাষী
কেবল করিল বিষ পান।
তুমি শিবপরায়ণ আমি অন্ধ পশুজন *
না করিহ মোরে অভিমান॥

সাধু কহে আপনি কহিলে রূপবতী।
পুরুষ ভ্রমর সম সব ফুলে মতি॥
হাসিয়া কহেন কথা যুবরাজ-বধূ।
নিবাস-কুসুমে আগে পান কর মধু॥
শ্রীমন্ত কহেন ফুলে ভিন্ন ভিন্ন রস।
পরের আছুক কাজ নিজ কর বশ॥
যদি থাকে পতিভক্তি যাবে আমা সনে।
নহিলে রাখিয়া যাব যুবরাজ-স্থানে॥
তোমার দেশেতে আছে এমতি ব্যবহার।
সিংহলে নাহিক সাধু এমত আচার॥
সিংহলের নীত রামা আমারে বিদিত।
এ দেশে আইলে হয় সকল বহিত॥
এবে জানিনু নিশ্চয়, এবে জানিনু নিশ্চয়
কহিল আমার পিতা এক মিথ্যা নয়॥
বুঝিয়া সাধুর মন রামা যায় বাসে।
রাণীর নিকটে রামা কহিল বিশেষে॥
না লাগিল যতেক করিল পরবন্ধ।
জামাতার গমনে লাগিল বড় ধন্দ॥

* অশেষ তোমার গুণ। অঃ; বঃ।

দ্বাদশ বৎসর বন্দী করাইল নিরানন্দী
ইবে গণি হৃদয়ে প্রমাদ।
দুঃখ পাল্যো বহুকাল হৃদয়ে রহিলা শাল
করিল অনেক অপরাধ॥
হয়্যা তুমি নিরাতঙ্ক চামর চন্দন শঙ্খ
হত ইচ্ছা ভরা দেহ নায়।
লিখন আছিল ভালে দুঃখ পাল্যো বন্দীশালে
না বলিহ রাজার সভায়॥
লুট গেল যত ধন লহ তার চতুর্গুণ
নিজ পাঁজি করিয়া প্রমাণ। *
রাজারে করিয়া নতি বলে বাণ্যা ধনপতি
তব চিত্তে নাহি কিছু আন॥
দ্বাদশ বৎসর হৈতে পূজা করি একচিত্তে
বংশে বংশে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
দারুণ আমার জায়া নিত্য পূজে মহামায়া
বামাপতি হয়্যা স্বতন্তর॥ †
সেই নগরাজসুতা ‡ দিলেক এতেক ব্যথা
ডুবাইল মোর ছয় নায়।
দেখাইল হয়্যা অরি কমল-কামিনী-করী
হারিলাম তোমার সভায়॥

* নিজ ধন করিয়া প্রমাণ (বঃ)

† বামা জাতি হয়ে স্বতন্তর (অঃ); বামা পথী হয়ে স্বতন্তর (বঃ)
ইহার পর অতিরিক্ত ঃ—সুরধুনী-জল গভা অষ্টতণ্ডুল-চন্দা
হেমঝারি করি আবাহন।
শনি মঙ্গলবারে পূজে ষোল উপচারে
ছাগ মেষ দিয়া বলিদান॥ (বঃ)

‡ সেই মেয়ে দেবতা (অঃ)

যদি মোর যায় প্রাণ মহাদেব বিনে আন
অন্য দেবে না করি পূজন।
হয়্যা মোর অর্দ্ধ অঙ্গ কৈল সেই ব্রত ভঙ্গ
জায়া হয়্যা হৈল অভাজন ॥ *
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ †

* ইহার পর অতিরিক্ত :—

শুনিয়া সাধুর বাণী কহে নৃপচূড়ামণি
শ্রবণে আরোপি দুই হাথ।
শুন সাধু মূঢ়মতি না পূজিলে ভগবতী
অসন্তোষ হন বিশ্বনাথ ॥
ভেদ সাধু কর জনু শিব শক্তি এক তনু
ভাবিলে যমের নাহি দায়
হরি হর প্রজাপতি পূজে নিত্য হৈমবতী
সুর মুনি যাহারে ধেয়ায় ॥
সংসার-সাগরে পার করিতে নাহিক আর
বিনা দুর্গা পতিত-পাবনী।
আমার শপথ তোরে যদি আর কহ কারে
ধীর হয়ে অজ্ঞানের বাণী ॥ (অঃ ; বঃ)

† এই প্রবন্ধের পর "কন্যা-গমনে রাজ-রাণীর বিলাপ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়। সেইটি নিম্নে দেওয়া হইল :—

কান্দে শীলাবতী রাণী সুশীলার মোহে।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে ॥
ননির পুতলা ঝাঁয়ে আন্ধারের বাতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা মদনের রতি ॥
সাজায়্যা কাহারে দিল সুবর্ণের ডালি।
তিমির নাশয়ে বাছার দন্তপংক্তিগুলি ॥

বর-কন্যার বিদায়।

হইল সাধুর তরা উজানি গমনে ।
পুরস্কার কৈল রাজা দিয়া নানা ধনে ॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি ।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী ॥
মোহন মুহরী বীণা বাজে বারকালি ।
মৃদঙ্গ মরুজ বাজে কংস করতালি ॥

এ চাঁদবদনী ঝিয়ে পাসরিবোঁ কেমনে ।
নিশ্চয় মরিব আমি তোমার বিহনে ॥
কোথাকারে যাবে শীলা দীর্ঘ পরবাস ।
জনক জননী ছাড়ি হেন অভিলাষ ॥
হাকান্দ হাকান্দ শীল মায়ের করুণে ।
ধরিতে না পারে প্রাণ সিংহলের জনে ॥
অবিরত কান্দে যত সিংহলের লোক ।
পাসরিতে নারে লোক সুশীলার শোক ॥
শালবান রাজা কান্দে বিদরয়ে হিয়া ।
বাহির হইয়াছে প্রাণ হৃদয় ফাটিয়া ॥
নানা ধন দিলা রাণী পেটারি সিন্দুক ।
ধরণী লোটায়্যা কান্দে বিদরয়ে বুক ॥
সাজিয়া সিন্দুক পেড়ি দিল ভারে ভার ।
দিলেন অনেক ধন বহু মূল্য যার ॥
সুশীলা করিয়া কোলে কান্দে পাটরাণী ।
দাস দাসী সঙ্গে দিল সাজিয়া তরণী ॥
অচেতন হইয়া রহিলা শীলাবতী ।
সুশীলা বাপের পদে করিল প্রণতি ॥
সুশীলা করিয়া কোলে করেন ক্রন্দন ।
মধুর সঙ্গীত গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥   (বঃ)

নানাধনে জামাতার কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাব্রত * শঙ্খ দশভার ॥
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটশাড়ী।
কুসুম চন্দন দুর্ব্বা বাটা-ভরা কড়ি ॥
বিদায় হইয়া বরকন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাথে দিল রাজার মহিলা ॥ †
হাঁসা ঘোড়া খাসা যোড়া সোনা-ধাওা ‡ জিন
রাজহংস পারাবত খাসী § যোড় তিন ॥
কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুগণ।
রজত কাঞ্চন হীরা নানা আভরণ ॥
দ্বিগুণ করিয়া ডিঙ্গা দিলেন ভূপতি।
করে কুশ স্বস্তি বলি নিল শ্রীয়পতি ॥
শিরে লয়্যা জামাতার দিল দুর্ব্বাধান।
আশীর্ব্বাদ কৈল দোঁহে থাকহ কল্যাণ ॥
জামাতার হাথে ঝিয়ে কৈল সমর্পণ।
শিশুমতি সুশীলার করিবে পালন ॥ ¶

* দক্ষিণাবর্ত্ত। অঃ ; বঃ।

† ইহার পর অতিরিক্ত :—

বাছিয়া দিলেন তাজী কলধৌত জিনে।
কনক-মণ্ডিত করি যে ছিল গগনে ॥
শতদশ সহচরী সুশীলার সাথে।
নানাধন যৌতুক দিলেন নরনাথে ॥
শয়ন ভোজন পান নির্ণয় করিয়া।
দিলেন কনক পাত্র ভাণ্ডারী আনিয়া ॥ (অঃ)

‡ সোণালিয়া (বঃ) § খাঁচি (বঃ)

¶ ইহার পর অতিরিক্ত :—কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
বিদায় হইয়া হৈল সুশীলার গমন ॥ (বঃ ; অঃ)

সুশীলার সঙ্গে চলে রমাই দ্বিজবর। *
ধনপতি চড়িলেন গজের উপর ॥
শ্রীমন্ত চড়িল যায়্যা তুরঙ্গ উপরে।
দাণ্ডায়্যা রহিলা সভে রত্নমালা-তীরে ॥
সভাকারে ধনপতি কৈলা সম্ভাষণ।
শ্রীপতি করিল সভার চরণ বন্দন ॥
কেহ পদধূলি নেই কেহ দেই কোল।
নমস্কার আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল ॥
বিদায় হইয়া সভে চাপিলেন নায়।
পিতামাতা-পদে শীলা হইলা বিদায় ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ †

* সুশীলা এড়িতে চলিলা রামাই বর। (অঃ; বঃ)

† এই প্রবন্ধের পর "সুশীলার গমনে রাণীর রোদন" শীর্ষক প্রবন্ধ মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়। সেইটি নিম্নে দেওয়া হইল :—

সুশীলা করিয়া কোলে ভাসেন লোচন-জলে
পাটরাণী কান্দে উভরায়।
পদ্মিনী সমান ধন্যা কারে দান দিলুঁ কন্যা
কে তোমারে কোথা লয়ে যায় ॥
তোমার বিহনে মোর এ ঘর হইল ঘোর
মোহেতে বিদরে মোর বুক।
পুষিয়া পালিয়া বালা কারে সাজ্যা দিলুঁ ডালা
আর না দেখিব চাঁদমুখ ॥

বর-কন্যা সহিত ধনপতির স্বদেশ-যাত্রা।

সুশীলা বলেন মাতা কান্দ্যা কেন মর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর॥
রইঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুওালে বসিলা গাবর॥ *
কান্দে দুকূলের লোক সুশীলার মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে॥ +

আন্ধার ঘরের মণি যাবে মোর উজাবনী
আর না হইবে দরশন।
ক্ষিতিতলে ঢালি গা ললাটে হানয়ে ঘা
কেশপাশ না করে বন্ধন॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি যত পুরনিতম্বিনী
ধরণী লোটায়ে সঙ্গে কান্দে।
আকুল যতেক রামা ক্রন্দনে নাহিক সীমা
ধৈর্য্য হয়ে বুক নাহি বান্ধে॥
উপদেশ করি লোক নিবারণ কৈল শোক
শুভক্ষণে শীলা চাপে নায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
হৈমবতী যাহার সহায়॥ (অঃ; বঃ)

* অতিরিক্ত :—কার হাথে বাঁশ কার হাথে কেরোয়াল।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে বুহিতাল॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
যতেক রমণীগণ রাণীকে ফিরায়॥ (অঃ; বঃ)

+ নেতের আঁচল দিয়া মায়েরে ফিরায়। (অঃ)

অজয় বিজয় দিয়া * গেল ডিঙ্গা দূর। †
নেউটিয়া গেল সভে আপনার পুর॥
পিতাপুত্রে উপনীত কালীদহ-জলে।
তাহারে গঞ্জিয়া ধনপতি কিছু বলে॥
জানিল তোমারে হে কপট মায়ানদ।
আপদ করাল্যে মোর দেখায়্যা বিপদ ‡॥
অগস্ত্য মুনির যদি দরশন পাই।
তাহারে সেবন § করি তোমারে শুখাই॥
নিজ প্রয়োজন-কথা কহেন শ্রীপতি।
অবধানে ধনপতি শুনেন ভারতী॥
শ্রীমন্ত বলেন কেন দোষ রত্নাকরে।
আপদ বিপদ সর্ব্ব মহামায়া করে॥ ¶
দক্ষিণ পাটন যবে করিলা গমন।
সতার বচনে ঘট করিলে লঙ্ঘন॥
সেই কালে অরিষ্ট হইল বহুতর।
জননী ভবানী-পদে মাগ্যা নিল বর॥
ভকতবৎসলা দুর্গা দেখ্যা মায়ের মুখ।
প্রাণে না মারিল বন্দীশালে দিল দুঃখ॥
সুতের বচনে হাসে সাধু ধনপতি।
ডিঙ্গা বায়্যা সদাগর চলে লঘুগতি॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বত যক্ষকরাজ-দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিলা প্রবেশ॥

* উদক বিষয় দেখয়ে (অঃ) রত্নমালা বাহি গেল (বঃ)

† ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—কোথা হৈতে আইল বৈদেশী সদাগর।
জিনিয়া চলিল রাজ্য সিংহল নগর॥ (অঃ ; বঃ

‡ সম্পদ (অঃ ; বঃ) § সহায় (অঃ ; বঃ)

¶ জননী ভবানী-পদে মেগে লহ বর। (অঃ ; বঃ)

মোহান প্রবেশি ডিঙ্গা যায় হাত্যাখাল। *
ত্যাগ করি যায় সাধু লঙ্কার ময়াল ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন বুহিতাল।
এড়াইল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল।
চিত্রকূট † দ্বীপখান কৈল সাধু বাম। ‡
শঙ্খদহে সদাগর করিল বিশ্রাম ॥
পূর্ব্বে রাখ্যাছিল শঙ্খ গর্ত্তের ভিতর।
তুলিয়া লইল শঙ্খ নৌকার উপর ॥
কড়িদহ সদাগর যায় এড়াইয়া।
চান্দড় ঈশরমূল নৌকায় বান্ধিয়া ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন কর্ণধারে।
রাত্রে বায়্যা যায় ডিঙ্গা হারমাদের ডরে ॥ §

* মোহানে সীতাখালি প্রবেশে হাড়খাল। (অঃ ; বঃ)

† চিত্তভঙ্গ (বঃ)

‡ ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—

প্রকার প্রবন্ধে হাত্যাদহ হৈলা পার।
ডাহিনে সুমেরু-শৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার (ময়াল—অঃ
মনোহর দ্বীপ খান রহিল দক্ষিণে।
তরী মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিনে ॥ (বঃ)

§ "কড়িদহ......হারমাদের ডরে" এই অংশের পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

কড়িয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
উপাড়িয়া কড়ি লয়ে করিল গমন ॥
ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বেয়ে যায় হারমাদের ডরে ॥
মগধের দ্বীপখান বাহিল ত্বরিতে।
জলৌকার দহে ডিঙ্গা হৈল উপনীতে ॥
চান্দো ঈষার মুল নৌকাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সাপদহ দিয়া ॥
সর্পদহ কুম্ভীরদহ বাহে কর্ণধার।
বেলা অবসানেতে কাঁকড়াদহ পার ॥

রন্ধন ভোজন কোথা কোথা খণ্ডদধি।
রাত্রদিন বায়্যা যায় লবণ-জলধি ॥
বামভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উত্তরিলা সদাগর সমুদ্রের কূলে ॥
কিনিয়া প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন।
দেউল নিছিয়া দিল এ পঞ্চ রতন ॥ *
হরি হরি † বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়াল বসিলা গাবর ॥
গমন করিয়া সাধু আস্তে নিজ দেশে। ‡
দ্রাবিড়ের দেশখান বাহিল হরিষে ॥ §
দক্ষিণে মেদনমল্ল বামে বীরখানা।
কেরুয়ালের ঝটঝটী নদী যুড়্যা ফেনা ॥
ধনপতি বলে ভাই নিকট হৈল দেশ।
সঙ্কেতমাধব দেখি সোণার মহেশ ॥

চিঙ্গড়ির দহ বাহে পরম হরিষে।
বিশ্রাম করিল আসি দ্রাবিড়ের দেশে ॥
এক দুই খান নৌকা জলের মধ্যে যায়।
উৎকলের কথা সাধু তাহাকে শুধায় ॥
বালিঘাটা রামপুর বাহিল তখন।
চুলডাঙ্গা চিলকায় দিল দরশন ॥ (বঃ)

* পাঠান্তর—পঞ্চরত্ন ধন। (বঃ) পঞ্চরত্ন দিয়া সাধু করিল গমন ॥ (অঃ)
ইহার পর অতিরিক্ত :—
নয়ান ভরিয়া (বিশ্রাম করিয়া—অঃ) তথা দেখে জগন্নাথ।
প্রসাদ ব্যঞ্জন আদি কিনি খাইল ভাত ॥ (বঃ)

† বাহ বাহ (অঃ ; বঃ)

‡ ত্বরা করি সদাগর চলে নিজ দেশ। (অঃ ; বঃ)

§ ইহার পর অতিরিক্ত :—
অঙ্গারপুরের খাল পশ্চাৎ করিয়া।
বাহিলেক কালাঘাট ধুলিগ্রাম দিয়া ॥ (বঃ ; অঃ)

প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বায়্যা সদাগর চলে রাত্রদিন ॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন ॥ *
মগরার জলে আসি বলে ধনপতি।
এইখানে ছয় ডিঙ্গা নিল বসুমতী † ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মগরাদৃষ্টে ধনপতির খেদ।

মগরা তুমি দিলে এতেক যন্ত্রণা।
আমি ফির্যা ঘর যাই মৈল সোমদত্ত ভাই
এক নায়ে আঠার ভাগিনা ॥
তুমি যাহ নিজাগারে আমি প্রবেশিব নীরে
দোহারে দেখিবে গৃহ মাঝে।
শিবের করিবে পূজা সন্তোষ করিহ রাজা
খ্যাতি রাখ্য উজানী-সমাজে ॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—
বাহ বাহ বলি বোল সদাগর বলে।
আসিয়া লাগিল নৌকা মগরার জলে ॥ (অঃ; বঃ)

† পশুপতি (অঃ; বঃ)

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ *

এই প্রবন্ধের পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

মগরা তরণী আমারে দেহ দান।
(মগরা আমারে দেহ স্থান।—অঃ)
আমি নাহি করি দোষ কেন কর অভিরোষ
(স্মরণ করিনু তোমা তুমি না করিলে ক্ষমা—অঃ)
করিলে অনেক অপমান॥
ভাসিয়া তোমার জলে সভে যায় কুতূহলে
আমারে করিলে বিপরীত।
নায়ের নফর যত সকল করিলে হত
ডুবাইলে এ ছয় বুহিত॥
আমি ত যাইব (চলিলাম—অঃ) গ্রাম শুনিয়া আমার নাম
আসিবে সকল পরিজন।
যে জনার মৈল স্বামী তারে কি বলিব আমি
কেমনে করিব প্রবোধন॥
নানা রঙ্গ নানা রসে আইনু লাভের আশে
বিনাশ করিলে মোর মূল।
বিদেশে মারিয়া পর ঘরে আইল সদাগর
ঘোষণা রহিবে বুকে শূল॥
কারে ঘরে লয়্যা যাই (বাস আমি ফিরে যাই—অঃ) মৈল সোমদত্ত ভাই
এক নায়ে আঠার ভাগিনা।
পুত্র তুমি যাহ ঘরে আমি প্রবেশিব নীরে
বিধি দিল দারুণ যন্ত্রণা॥

ধনপতির বিনষ্ট ধনাদি প্রাপ্তি।

এতেক বলিয়া সাধু করে আত্মঘাতী।
মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি॥
যেইক্ষণে সদাগর ঝাঁপ দিল জলে।
রথভরে অভয়া তাহারে কৈলা কোলে॥ *

মৈল ছয় ভাইপো তারে বড় মায়া মো
কত মৈল কাণ্ডার বাঙ্গাল।
কাণ্ডার বাঙ্গাল যত সকলি হইল হত
রহিল হৃদয়ে শোক শাল॥
শুন পুত্র বলি বাণী তুমি যাহ উজানী
আমি আর না যাইব দেশ।
লহনা খুল্লনা জনে দেশে আছে দুই জনে
সমভাবে দেখিবে বিশেষ॥
লহনা খুল্লনা কাছে পুরাতন চেড়ী আছে
দুর্ব্বলা রাখিহ গৃহকাজে।
সম্ভাষা করিহ রাজা শিবের করিহ পূজা
খ্যাতি হবে উজানী-সমাজে॥
শুন পুত্র বলি আর সবিনয়ে পরিহার
জানাইহ নৃপতির পায়।
বিধি প্রতিকূল সাথে আসিতে আসিতে পথে
পিতা মোর মৈল মগরায়॥
শুনিয়া বাপের কথা শ্রীপতিয়ে লাগে ব্যথা
অভয়ারে করেন স্মরণ।
(দোঁহার লোচনে বহে জল।—অঃ)
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া (করিল—অঃ) বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (বঃ)
(হৈমবতীর নূতন মঙ্গল॥—অঃ)
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে। (বঃ; অঃ)

শ্রীমন্ত চিন্তিল তথা চণ্ডীর চরণ। *
বিষম সঙ্কটে মাতা করিলা রক্ষণ ॥
নিদ্রাভঙ্গ লোক যেন পাইল চেতন।
তেমতি উঠিল সব কাণ্ডার বুলন ॥
কাণ্ডার বলেন শুন † ধনপতি ভায়্যা।
ঝড়বৃষ্টি দূর গেল চল ডিঙ্গা বায়্যা ॥
নিজ প্রয়োজন তারে কহেন শ্রীয়পতি ‡।
ডিঙ্গা বায়্যা সদাগর চলে লঘুগতি ॥ §

* মহামায়া গগনে হাসেন খল খল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক আঁটু জল ॥
শ্রীমন্ত ভাবেন একান্তে (তবে—অঃ) চণ্ডীর চরণ।
বিষম সঙ্কট রাখ বাপের জীবন ॥
মধু কৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার স্মরণ।
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখ পাইল দেবগণ ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
গিরিজা গণেশ-মাতা হরের ঘরণী ॥
এত স্তুতি কৈল যদি বেণের নন্দন।
বরুণে ডাকিয়া মাতা বলিল তখন ॥
সাধুর বিবাদে ডিঙ্গা ডুবে যেই কালে।
বরুণ-গোচরে ছিল মগরার জলে ॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করি ভগবতী।
হাসিয়া বরুণে কিছু বলেন পার্ব্বতী ॥
চণ্ডী বিদ্যমানে বরুণ মাথে নিল পাণ।
ডুবা ডিঙ্গা তুলিয়া দিলেন ছয়খান ॥
যতেক কাণ্ডার ছিল সুখের শয়নে।
যোগনিদ্রা ত্যজি সবে পাইল চেতনে ॥ (বঃ)

† কাণ্ডার বুলন বলে। (অঃ)

‡ ধনপতি (বঃ) § আমায় করিলা দয়া দেব পশুপতি ॥ (বঃ)

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা সর্ব্বে করি দয়া।
ডুব্যাছিল ছয় ডিঙ্গা দিল উদ্ধারিয়া॥
পিতারে বুঝায় সাধু একচিত্ত মনে।
উদ্দিশে চণ্ডীর পদ কর সোঙরণে॥
অসাধ্যসাধিনী মাতা তোমার চরণ।
মরিলে বাহড়ে হারাইলে পায় ধন॥
সঙ্কটে তারিলে মাতা সাধিলে সম্মান।
মরিল রাজার সেনা দিলে প্রাণ দান॥ *
বিবাদে ডুবায়্যাছিলে ডিঙ্গা যেই কালে।
বরুণ-গোচর ছিল মগরার জলে॥ †
সঙ্কটে তারিণী মাতা বিপদে কুশল।
উজানিতে গেলে দিব শতেক ছাগল॥
অভয়া-চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ ‡

* মরিল কটক রাজার দিল প্রাণদান॥ (অঃ ; বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—কৃপা করি ভগবতি দিলা পুনর্ব্বার।
সেই মত আছে যত নায়ের নফর॥ (অঃ ; বঃ)

‡ এই প্রবন্ধের পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

দুখহরা গো তারা তব নাম জানি।
তবে কেন আমারে দুখে ডুবাও জননি॥ ধুয়া॥
মগরাতে ধনপতি ঝাঁপ দিল জলে।
অভয়া চিন্তেন থাকি গগন-মণ্ডলে॥
গগনে থাকিয়া মাতা হাসে খল খল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল॥
হাথে ধরি তুলে তারে কাণ্ডার বুলন।
শ্রীপতি চিন্তিল তবে চণ্ডীর চরণ॥

ফলমূল উপহার করিয়া সাজনা (পাজলা ?)
বিধিমতে পূজে ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা ॥
হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল ।
হইয়া নন্দের সুতা রাখিলে গোকুল ॥
হৈলে গো নন্দের সুতা যশোদা-জঠরে ।
তোমা দিয়া বসুদেব ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥
ভূভার খণ্ডনে কৈলে আপনি প্রকার ।
কংস-ভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার ॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষমকরালী ।
তথি পার কৈলে কৃষ্ণে হইয়া শৃগালী ॥
সাক্ষাৎ হইয়া পশুগণে দিলা বর ।
গোধিকা হইয়া গেলে আখেটীর ঘর ॥
ধন দিয়া উরিলে বীরের গুজরাটে ।
রাজঘরে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে ॥
ছেলি উপেক্ষিতে মোর মায়ে কৈলে দয়া ।
এখন দাসীর সুতে দেহ পদছায়া ॥
মর্ত্ত্যে স্মরণ করে দাসীর বালক ।
কৈলাসে চণ্ডীর হৈল কপালে টনক ॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া যুগতি !
বরুণে ডাকিয়া তবে বলেন পার্ব্বতী ॥
অবনী লোটায়্যা বরুণ করিল প্রণতি ।
ধনপতির ছয় ডিঙ্গা আনে শীঘ্রগতি ॥
কাণ্ডার বাঙ্গাল ছিল মাণিক-শয়নে ।
যোগনিদ্রা তেজি তারা পাইল জীবনে ॥
কাণ্ডার বাঙ্গাল বলে ধনপতি ভায়া ।
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চল ডিঙ্গা বায়্যা ॥
নিজ প্রয়োজন-কথা কহেন শ্রীপতি ।
ডিঙ্গা মেলে সদাগর চলে লঘুগতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ভাগীরথীর তট বর্ণন।

দেশের হাইবাসে ধনপতি। *

দিন যায় কল্প কল্প কণ্টক সমান তল্প

তরণী ধাওয়ায় লঘুগতি ॥

মগরা এড়ায়্যা যায় রাত্রদিন ডিঙ্গা বায়

দূরপথ ক্ষণেক নিয়ড়ে।

বাজায় টমক শিঙ্গা রাত্রদিন বাহে ডিঙ্গা

উত্তরিল সাধু হাত্যাগড়ে ॥

কালিঘাট † মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান

নানাদ্রব্য লইলেন হাটে। ‡

পাষাণে রচিল ঘাট দুকূলে যাত্রীর ঠাট

আনন্দে নিবসে গীত নাটে ॥ §

ডিঙ্গা বায় নিরন্তর বামদিগে হালিসহর

ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।

বিশ্রাম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি

ডিঙ্গা পূরে নিল দ্রব্য কিনি ॥

* ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—

ধনপতি বলে ভায়া চলহ ত্বরিত বায়্যা

বাহ ডিঙ্গা হয়্যা একমতি।

চিরদিন পরবাসে ত্বরিত চলহ দেশে

উদ্ধার করিল পশুপতি ॥ (অঃ)

বাহ বাহ কর্ণধারে ঘন ডাকে উচ্চৈঃস্বরে (বঃ)

† কালীপাড়া। (বঃ)

‡ দুই কূলে বসাইল হাট। (বঃ; অঃ)

§ কিঙ্করে বসায় নানা ঘাট। (বঃ) কিঙ্করে বেসায় নানা কাট। (অঃ)

কোঙর-নগর নাম করি তায় বিশ্রাম
বামে কোদালিয়া গুপ্তিপাড়া।
আঁবুয়া মুলুক দিয়া সদাগর যায় বায়্যা
বাহ বাহ পড়্যা গেল সাড়া॥

ডানি বামে যত গ্রাম তার কত লব নাম
বায়ুবেগে * পাইল ইন্দ্রাণী।
গাবরে ভাট্যারি গায় † অজয় বাহিয়া যায়
যোজনেক রহিল উজোনি॥

বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব বলে ধনপতি দত্ত
চল কর্ণধার নিজপুরে।
লহনা খুল্লনা যথা কহিবে সকল কথা
পুত্রবধূ উত্থানের ‡ তরে॥

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* বায়দিকে (বঃ; অঃ)
† গাঠ্যার গাবর গায় (বঃ); গাবরে ভাটালী বায় (অঃ)
‡ উরখিবার (বঃ); উতরিবার (অঃ)

স্বদেশে আগমন।

আদেশিলা ধনপতি যত কর্ণধারে।
দণ্ডমাত্র উপনীত উজানি নগরে॥ *
অবিলম্বে পাল্য গিয়া সাধুর আওাসে।
নাই জিজ্ঞাসিতে তারে কহে প্রিয়ভাষে॥
হাস্যমুখে খুল্লনারে কহেন বারতা।
আইল তোমার পুত্র উদ্ধারিয়া পিতা॥
সুকৃতি তোমার পুত্র ভুবনে বিদিত।
এখনি দেখিবে তারে বধূর সহিত॥ †
পুত্রের বারতা পায়্যা হৈল আনন্দিত।
উঠানে টানায় চান্দা দেখিতে শোভিত॥ ‡
দ্রুত ডাকাইয়া আনে আয়্য শতজন। §
ডিঙ্গা মঙ্গলিতে রামা করিল গমন॥
দূরে হৈতে জননী দেখিয়া শ্রীয়পতি।
সম্ভ্রমে তাহার পদে করিলা প্রণতি॥ ¶

* দণ্ডমাত্রে কর্ণধার গেল (আইলা—অঃ) নিজপুরে। (বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—শুন শুন আরে বাছা শুন কর্ণধার।
কত দূর আইসে মোর শ্রীমন্ত কুমার॥ (বঃ)

‡ উঠানে টাঙ্গায় চাঁন্দা রজ্জু চারি ভিত। (বঃ)
রতন ভূষণ চন্দ্রাতপ চারি ভিত। (অঃ)

§ দুর্ব্বলা ডাকিয়া আনে আইয়ো সাত জন। (বঃ; অঃ)

¶ একখানি পুথির পাঠ এইরূপ :—
দূরে হৈতে জননীরে দেখিয়া শ্রীপতি।
মায়ে সতমায়ে সাধু করিল প্রণতি॥
আইল পুত্র বলি দুহে পুত্র লৈল কোলে।
অভিষেক কৈল দুহে লোচনের জলে॥

আনন্দিত হয়্যা রামা পুত্র নিল কোলে।
অভিষেক করাইল লোচনের জলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ *

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বলেন লহনা।
সুকৃতি তোমার মাতা বলিয়ে খুল্লনা॥
তুয়া পুত্র হইতে আমরা সুচরিতা।
ভাগ্যে ধ্রুব পুত্র তুমি উদ্ধারিলে পিতা॥
আপনার পতি রামা চিনিতে না পারে।
লহনা খুল্লনা জিজ্ঞাসেন শ্রীমন্তেরে॥
দেখাইয়া দিল ধনপতি সদাগরে।
গায়ে দাদ্রু পায়ে গোদ বিবর্ণ শরীরে॥
প্রণাম করিল দুহে পতির চরণে।
এত দুঃখ পাইলে তুমি দক্ষিণ পাটনে॥
লহনা খুল্লনা দেখে বলে সদাগর।
পুত্র বধূ নিছিয়া লইয়া চল ঘর॥
ভ্রময়ার কূলে আসি আয়্য সাতজন।
নিছিয়া যে পুত্র বধূ চলে নিকেতন॥
নিছিয়া ফেলিল রামা ডিঙ্গা মধুকর।
নানা ধন লয়্যা ধনপতি আইল ঘর॥
আয়্যগণে সদাগর দিল নানা ধন।
কাণ্ডার বুলনে দিল নানা আভরণ॥
কাণ্ডার বুলন পাইল নানা ধন দান।
কাণ্ডার বুলন সভায় করিলেন মান॥
নানা ধনে সভাকারে করিল ভূষিত।
ডিঙ্গা পূজিয়া সভে চলিলা তুরিত॥
পথে যাইতে সম্ভাষা করিল জনে জনে।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥ (বঃ)

* এই প্রবন্ধের পর "ধনপতির গৃহাগমন" ও "সিংহলের দুঃখবার্ত্তা কথন" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়—

ধনপতির গৃহাগমন।

ডিঙ্গা ছাড়ি চাপে দোলা সঙ্গে রাজসুতা শীলা
শিরে স্বর্ণমুকুট ভূষণ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা সানী শঙ্খ বাজে বীণা বেণী
জয়ধ্বনি করে রামাগণ॥
গায়নে মঙ্গল গীত গায়।
আকুল কুন্তল বাস ছাড়িয়া স্বামীর পাশ
ঊভমুখে কুলবধূ ধায়॥
এলাল্য কুন্তলভার না জানে পড়িল হার
এক পদে আরোপি নূপুর।
কাহার নূপুর হাথে বসন নাহিক মাথে
কোন ধনী আইসে কত দূর॥
এক কর্ণে অবতংস আপন ভূষণ-অংশ
নাহি জানে কোন রামাগণ।
ধায় কোন শশিমুখী অঞ্জনিয়া এক আঁখি
এক করে চঞ্চল বসন॥
অবরোধে কোন নারী বাহির হইতে নারি
গবাক্ষে করয়ে সচকিত।
গবাক্ষে আরোপি মুখ দেখিয়া পরম সুখ
বরকন্তা-রূপে ত বিদিত॥
[নগরের ছত্র ভাই শ্রীমন্তের মুখ চাই
প্রেমযুত পূরিল লোচন।
পুলকে পূরিত কায় কেহ নাচে কেহ গায়
কেহ সদা করে আলিঙ্গন॥ (অঃ)]
বন্দিয়া ত গুরুজন সাধু আইল নিকেতন
মাতা আইলা তারে মঙ্গলিতে।
শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান নিছিয়া ফেলিল পান
পুত্র-বধূ আনিল গৃহেতে॥

পাছু ধনপতি দত্ত সিংহলের যত বিত্ত
বলদে শকটে বহে ঘরে।
লহনা খুল্লনা তথা জিজ্ঞাসে সাধুর কথা
নিজ পতি চিহ্নিতে না পারে॥
গুণরাজমিশ্র-সুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
নূতন কবিত্বরসে নৃপতির অভিলাষে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (বঃ)

এই প্রবন্ধের প্রথম হইতে 'বরকন্যা রূপে ত বিদিত' পর্য্যন্ত অংশের পরিবর্ত্তিত পাঠ:—

ডিঙ্গা ছাড়ি চাপে দোলা সঙ্গে রাজকন্যা শীলা
শিরে স্বর্ণমুকুট ভূষণ।
বাজয়ে মঙ্গল পড়া জগঝম্প বাজে কাড়া
আশে পাশে বাজায় বাজন॥
গায় সুমঙ্গল গীত সভে হৈল আনন্দিত
বৃদ্ধ যুবা তনয়া তনয়।
উজানীর যত লোক সভার ঘুচিল শোক
বরকন্যা দেখিবারে ধায়॥
আকুল কুন্তলভার না জানে পড়িল হার
এক পদে আরোপি নূপুর।
কার বা নূপুর হাথে বসন নাহিক মাথে
কেহ বলে আইসে কত দূর॥
এক কর্ণে অবতংস উপরে বসন-অংশ
নাহি জানে কোন রামাগণ।
ধায় কোন শশিমুখী অঞ্জনিয়া (অঞ্জনীক—অঃ) এক আঁখি
এক করে অঞ্চল-বসন॥
আর বলে কোন নারী বারি হৈতে নাহি জোরি
গবাক্ষে করয়ে সচকিত।
গবাক্ষে অরোপি মুখ দেখিয়া পরম সুখ
বরকন্যা-রূপেতে উদিত॥

সিংহলের দুঃখবার্ত্তা কথন।

শুন শুন ওগো মা পাইল দৈবের ঘা
বিশেষ কহিব সব কথা।
রোগ-শোক-দুঃখ-খণ্ডী পূজা না করিল চণ্ডী
এই হেতু পাইল এত ব্যথা॥
চণ্ডিকার হইল ক্রোধ এই হেতু পায়ে গোদ
গায়ে দাদু, কেশ নাহি মাথে।
অন্নকষ্টে হৈলা ক্ষীণ ভিক্ষা করি বহু দিন
এত দুঃখ ধরিয়া বিপথে॥
বাপের উদ্দেশ-আশে গেলাম সিংহল-দেশে
বান্ধা গেলাম শমনের পাশে।
দুরন্ত সিন্ধুর জল বাহিনু দুরন্ত স্থল
কেবল তোমার উপদেশে॥
সম্ভাষিয়া মহীপাল কহিব উত্তরকাল
সিংহলের যত বিবরণ।
যদি হয় পাঁচ মুখ তবে নিবেদি যে দুঃখ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (অঃ; বঃ)

পিতাপুত্রে রাজ-সকাশে গমন।

ভ্রমরার জলে আল্য আয়্য শতজন।
শুভক্ষণে পুত্রবধূ নিল নিকেতন ॥
আয়্যগণে নানা ভূষা দিল সদাগর।
বিদায় পাইয়া সভে গেল নিজ ঘর ॥
শকটে তুলিল শঙ্খ চন্দনের ভরা।
রাজ সম্ভাষণে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা।
ভার দুই দধি কলা চিনি মর্ত্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুয়া বীড় বান্ধা পাণ ॥
দাগ করি নিল সাধু ঘৃত দশ ঘড়া।
থান দুই সগল্লাত খান দশ গড়া ॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
আগে নায়্যা পাকি ধায় শত শত জন ॥
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত ॥
রাজা বলে কহ সাধু সিংহলের কথা।
বড় কার্য্য কৈলে তুমি উদ্ধারিয়া পিতা ॥
বলে সাধু শ্রীয়পতি রাজার সাক্ষাতে।
রাত্রদিন দুই মাস যাই নৌকাপথে ॥
জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাই স্থল।
কথো দিনে গিয়া রায় পাইলাম সিংহল ॥
কালীদহ নামে রাজা আছে এক হ্রদ।
তাহে ফুটে কুমুদ কহ্লার কোকনাদ ॥ *

* তাহার উপরে বহু কুসুমসম্পদ। (অঃ; বঃ)

কমলের পত্রেতে বসিয়া বরনারী।
ক্ষণে গ্রাস করে ক্ষণে উগারয়ে করী॥
জাগরণে স্বপন প্রকাশ অনুরূপ। *
প্রতিজ্ঞা করিল সহ সিংহলের ভূপ॥
পরাজয় কারাগারে † রাজা নিল ধন।
মসানে কোটাল নিল ধরিতে ‡ জীবন॥
আমারে মাগিল চণ্ডী না দিল কোটাল।
এই হেতু চণ্ডী রণ করিল বিশাল॥
পরাজয়ে রাজা কৈল কন্যা অঙ্গীকার।
বন্দী দান লয়্যা কৈল বাপের উদ্ধার॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
খলখল হাসে নবরত্ন মহামতি §॥
পাত্র বলে হেন কথা কভু নাই শুনি।
মনুষ্যের তরে রণ করিলা ভবানী॥
সদা কর্য়া বুলে বেটা পাটনে পাটনে।
তোমারে চণ্ডিকা দেখা দিল কোন গুণে॥
আছিল রাজার পাত্র নামে স্ফুটভাষী।
শ্রীমন্তের বাক্যে তার উপজিল হাসি॥ ¶
তুমি যে চণ্ডীর দাস জানিব কেমনে।
এখানে দেখাও কুঞ্জর ‖ কামিনী বারণে॥
শুনিয়া পাত্রের বোল বলে নরপতি।
এই যদি সত্য হয় দিব জয়াবতী॥

* জাগরণে স্বপন প্রকার অপরূপ। (অঃ ; বঃ)

† প্রতিজ্ঞায় পরাজয়ি (অঃ ; বঃ) ‡ বধিতে। (বঃ ; অঃ)

§ মিত্র পাত্র নরপতি (বঃ)। দশ পাত্র মহামতি (অঃ)।

¶ ইহার পর অতিরিক্ত :—বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর।
ধ্যান করি যার পদ না দেখে অন্তর॥ (অঃ ; বঃ)

‖ বদি (অঃ ; বঃ)

যদি সত্য নহে এই বণিক-নন্দনে।
বলিদান দিব লয়্যা উত্তর মসানে। *
হাসিতে লাগিল মুখে বস্ত্র আচ্ছাদন। †
শ্রীমন্তের বাক্যেতে প্রত্যয় নহে মন॥
স্ফুটভাষী পাত্র বলে শুন হে গোঁসাই।
বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে কেন নাই॥
অভয় চরণ-পদ্ম দাসের সদন।
আনন্দে মাগয়ে তাহা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

উত্তর মশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব।

কোপাশয় নরপতি সাধুর বচনে।
মিথ্যা কথা কহে সাধু আমা বিদ্যমানে॥
উত্তর মশানে বলি দেহ শ্রীয়পতি।
কমল কুঞ্জর দেখা বলে নরপতি।
একে কোটালিয়া তাহে রাজ-আজ্ঞা পায়্যা।
করে ধরি সদাগরে লইল উঠায়্যা॥
ঢাকা মার্য্যা লয়্যা যায় বধিতে মশানে।
সাধু বলে নরপতি এত ক্রোধ কেনে॥
তোমার ভরসা করি বিদেশীর ঠাঁই।
মোর কর্ম্মফলে হে তোমার দয়া নাই॥ ‡

---

* ইহার পর অতিরিক্ত :—রাজা সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা-পূরণ।
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন॥ (বঃ)

† যত লোক হাসে মুখে আরোপি' বসন। (অঃ; বঃ)

‡ দৈবদোষে স্বদেশে তোমার কৃপা নাই। (বঃ)
মোর দৈবদোষে যত, তোমার দোষ নাই। (অঃ)

শ্রীমন্ত বলেন রক্ষা কর মহামায়া।
উজানিতে আসিয়া বারেক কর দয়া॥
বিক্রমকেশরী হৈল সিংহলের রাজা।
উজানীতে আসিয়া বারেক লহ পূজা॥
তোমা বিনে কেহ মোর নাই প্রতীকার।
সেবক বলিয়া মাতা করহ উদ্ধার॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ে সুরপতি।
বলে জিনি অরি তার নিল বসুমতী॥
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাল্যে ইন্দ্রের সভায়॥
রাবণের বধ হেতু মেলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন তোমা করিল বিধাতা॥
ষোল উপচারে গো পূজিলা রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈলা সবংশে নিপাত॥
হৈল মধু কৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিলা ভগবতী।
দুই অসুরের হৈল নারায়ণে মতি॥ *
সদাগর স্মোরণ করয়ে একচিত্তে।
হেনকালে অভয়া আইলা ইলব্রতে॥ †
স্মৃতি মাত্র গগনে উরিলা ভগবতী। ‡
মায়াময় হৈল নদ দেখিল ভূপতি॥
আপনে পাতিলা মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টী যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥

* দুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি। (অঃ; বঃ)
† আছিলা ইলাবৃতে (অঃ; বঃ)
‡ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত :—

অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর ॥
মায়াময় নদ দেখি বলে নরপতি।
মনুষ্য না হবে এই কুমার শ্রীপতি ॥
ভ্রমরাতে ভবানী পাতিল অবতার।
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের সার ॥

স্তুতিমাত্র গগনে উরিলা ভগবতী।
সাধুকে হানিতে যথা নিল নিশাপতি ॥
কোটালিয়া শ্রীপতিরে হানিবারে তোলে।
চণ্ডিকা কোটাল ঠেলি সাধু কৈল কোলে ॥
দেবীকে প্রহার করে কোটালের সেনা।
দেবীর ইঙ্গিতে ধায় ষোল কোটি দানা ॥
দানাকে প্রহার করে কোটালের গণ।
আকাড়ি করিয়া দানা পূরিছে বদন ॥
পড়িল সকল সেনা হয়ে গাদি গাদি।
উত্তর মশানে বহে শোণিতের নদী ॥
শত শতজন পাতিলেক অসি ঢাল।
একত্রে সকলে দানা পূরিলেক গাল ॥
ভগ্নপাইক করে গিয়া নৃপে নিবেদন।
উত্তর মশানে মৈল যত সেনাগণ ॥
তোমার আজ্ঞায় সাধু লইনু মশানে।
এক বুড়ী আসি সব করিল ভক্ষণে ॥
শুনিয়া ধাইল রাজা বিক্রমকেশরী।
পাত্র মিত্র সঙ্গে করি গেল অধিকারী ॥
শ্রীমন্ত বসিয়া আছে অভয়ার কোলে।
গলাতে কুঠার বান্ধি পড়ে পদতলে ॥
জীয়াইয়া দেহ মোর মৃত সেনাগণ।
তবে জয়াবতী কন্যা করি সমর্পণ ॥

বিক্রমকেশরীর কমলেকামিনী দর্শন।

মায়াময় হৈল নদ তথি হৈল কালি হ্রদ
দুকূল হানিয়া বহে জল।
কমল-কানন তায় চঞ্চল দক্ষিণা বায়
অলিকুল করে কোলাহল॥
দেখ রায় এই দহ-জলে।
ভুবনমোহন নারী উগারি গিলয়ে করী
অধিষ্ঠান হইয়া কমলে॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদল বিকসিত
কুমুদ কহ্লার কোকনদ।
হেন মোর নহে জ্ঞান দেবতার এ উদ্যান
দেখি বহু কুসুম-সম্পদ॥ *

এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইলা ব্রাহ্মণী।
কমণ্ডলু-জল দিয়া জীয়াল্য আপনি॥
রাজা বলে দেখাইলে কমলের বন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া করি কন্যা সমর্পণ॥
এতেক বচন যদি শুনিলা ভবানী।
মায়াময় হৈল নদ দেখে নৃপমণি॥ (বঃ; অঃ)

ইহার পর অতিরিক্ত :—

কনক-কমল-রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা কিবা অরুন্ধতী॥

দেখি রাজা সবিস্ময় মাগ্যা নিল পরাজয়
কুঠারি বন্ধন করি গলে।
বিস্ময় গণিয়া রায় জামাতা বলিয়া তায়
শ্রীমন্তের মাল্য দিল গলে॥ *

কলাপি-কলাপ কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায় শোভে সোণার নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা বিনা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর॥
বালা অতি কৃশোদরী তথি তার কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব অতি তার।
(রামরম্ভা জিনি উরুপর :—অঃ)
বদন ঈষৎ মেলে কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
মণিময় মুকুট কুণ্ডল।
ভ্রুযুগ কামধনু ললাটে প্রভাত-ভানু
কটাক্ষে টলয়ে ভূমণ্ডল॥
রামার ঈষৎ হাসে কুঞ্জর উগারি গ্রাসে
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল-গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি॥
পদ্মপত্রে করি ভর গিলে কন্যা করিবর
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্রমিত্র পুরোহিত রাজা সনে আনন্দিত
শ্রীমন্তের কৈল পুরস্কার॥ (বঃ)
শ্রীমন্তে করিল মান, নিজ কন্যা দিল (দিতে—অঃ) দান,
উমা গেলা গগনমণ্ডলে॥ (অঃ; বঃ)

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

জয়াবতীর বিবাহ।

নৃপতি পুণ্যবান জয়ারে দিতে দান
করিল শুভক্ষণ বেলা।
আরোপি হেম ঘটে যুগল করপুটে
মণ্ডিত করিল মুড়্যালা ॥ *
নৃপতি-অভিলাষে কন্যার অধিবাসে
করিল বেদের বিধানে।
কপাল যুড়ি ফোঁটা বসিলা দ্বিজঘটা
সম্ভায় বেদ উচ্চারণে ॥
জয়া রূপবতী হরিদ্রাযুত ধৃতি
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক দ্বিজ মুনি করেন বেদধ্বনি †
কন্যার গন্ধাধিবাসনে ॥
মহী গন্ধ শিলা দূর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্ণপুর ‡
শঙ্খ দিল যথাবিধি ॥

* গণেশ করিল আবাহন। (বঃ; অঃ) † যতেক রমণী করে জয়ধ্বনি (অঃ)
‡ কজ্জল কর্পূর (অঃ; বঃ)

বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র
মস্তকে করিলা বন্দনা।
সুবর্ণ সিঁথি শিরে অঙ্গুরী দিয়া করে
করিল আশীষ যোজনা॥
রজতদর্পণ তাম্র গোরোচন
সিদ্ধার্থ চামর-পবন।
মোদক দিয়া লাজ পূজিলা চেদিরাজ
কন্যার গন্ধাধিবাসন॥ *
শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ-গুণধাম
ব্রাহ্মণ-ভূমি-পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ রচিয়া চারুপদ
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পূজা করি করিল অধিকারী
নান্দীমুখের বিধান॥
কক্ষে হেমঝারী রাজার সুন্দরী
জল সহে ঘরে ঘরে।
যতেক এয়ো মেলি দেই হুলাহুলী
মঙ্গল আচরণ করে॥
(আচার মঙ্গল করে।—অঃ)
অধিবাস আদি সাধুর যথাবিধি
করিল বেদের বিধানে।
করিয়া নানা ছন্দ সুকবি মুকুন্দ
চণ্ডিকা-মঙ্গল ভণে॥ (বঃ ; অঃ)

রাজার কন্যা সম্প্রদান।

রাজা করে কন্যাদান দ্বিজগণে বেদ গান
গায়ে নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটুহ দুন্দুভি বেণী
আনন্দিত নৃপতি কেশরী॥
পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করি পতি
শুভক্ষণে দুজনে চাওনি।
দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণ দেয় জয়ধ্বনি॥
অভয়ার প্রতিফলে * করে কুশে গঙ্গাজলে
রাজা করে কন্যা সম্প্রদান।
রথ গজ ঘোড়া দোলা কলধৌত-কণ্ঠমালা
দিয়া জামাতার কৈল মান।
বাজয়ে মৃদঙ্গ পড়া দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোঁহে কৈলা অনলে প্রণতি॥
দুঁহে প্রবেশিয়া ঘরে ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায়।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী যাহারে সহায়॥

* অনুকূলে (অঃ ; বঃ)

ধনপতির হরগৌরী দর্শন।

রাম রাম সোঙরণে রজনী প্রভাত। *
পশ্চিম আশার কূলে গেলা নিশানাথ॥ †
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতা॥ ‡
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটশাড়ী।
কুসুম চন্দন দুর্ব্বা বাটা ভরা কড়ি॥
বিদায় হইয়া বরকন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাথে দিলা রাজার মহিলা॥
রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর।
ধনপতি লয়্যা কিছু শুনিব উত্তর॥

* ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত :—

শ্রীমন্তেরে রাজা দিল যদি কন্যাদান।
নানা ধন দিয়া তবে সাধিল সম্মান॥
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে।
শয়ন করিল রাজকন্যা করি কোলে॥ (বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—

কুসুম-শয়নে সাধু আছে নিদ্রা-ভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে॥ (অঃ ; বঃ)

‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে আর জোড়া শঙ্খ।
থমক ঠমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প॥
কৌতুক যোতুক দেয় যত বন্ধুজন।
বসন ভূষণ দেয় বিবিধ কাঞ্চন॥ (অঃ ; বঃ)

ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর। *
পার্ব্বতী রহিলা তাঁর অর্দ্ধকলেবর ॥
বামভাগে সিংহ রহে ডাহিনেতে বৃষ।
বাম দিগে রহে চণ্ডী দক্ষিণে মহেশ ॥ †
অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দুর।
দক্ষিণ কর্ণেতে অহি বামে কর্ণপূর ॥ ‡
বাম করে শোভে চূড়ি দক্ষিণে বলয়। §
কেবল ভাবিতে হরে ধ্যান নাহি রয় ॥
অর্দ্ধনারী বিভু তবু ¶ না রহে ধেয়ান।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান ॥ ||
তুইজনে একতনু মহেশ পার্ব্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ পাল্য মূঢ়মতি ॥

* অতিরিক্ত :—

নানা পরিপাটী করি পূজা করে হর ॥
মুদিত নয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর। (অঃ ; বঃ)

† ইহার পরে অতিরিক্ত :—

বিভূতিভূষণ হর স্ফটিক-বরণ।
বামভাগে হৈলা গৌরী বরণ-কাঞ্চন ॥ (অঃ ; বঃ

‡ অতিরিক্ত :—

ডানি ভাগে জটাজুট বামে অলিকেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নদেশ ॥ (অঃ ; বঃ)

§ বামে শঙ্খ দক্ষিণেতে ভুজঙ্গ বলয়। (বঃ)

¶ অর্দ্ধনারী শিবতনু (অঃ) ; অর্দ্ধ নারী-শিব বিনে (বঃ)

|| অতিরিক্ত :—

মাইয়া দেবতা বলি যারে করিনু হেলন।
অর্দ্ধ অঙ্গ করি তারে বলে ত্রিলোচন ॥ (অঃ)

চর্ম্মচক্ষে আমি তোমা নাই চিনি মা।
এই হেতু আমার ডুবিল ছয় না॥ *
না জানিয়া তোমা সনে বিবাদ করিল।
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর বন্দী ছিল॥
দোষ ক্ষমা কর মোর লহ পুষ্প জল।
অন্তকালে চরণকমলে দিহ স্থল॥
পূজা সাঙ্গ করি সাধু দিল বিসর্জ্জন। †
হেনকালে বরকন্যা আইল নিকেতন॥
সুশীলা স্বামীরে কিছু করে অভিমান।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান॥

---

* পাঠান্তর :—

অধম নির্গুণ আমি না চিনি ভবানী।
এই হেতু পাইনু দুঃখ ডুবিল তরণী॥ (অঃ)

† ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ :—

এক ভাবে অম্বিকারে করেন স্তবন॥
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
জন্মিয়া নন্দের ঘরে রাখিলে গোকুল॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
কখন পুরুষবর কখন কামিনী॥
ত্রিগুণধারিণী তুমি সর্ব্বগুণধাম।
বিফল জনম তার তুমি যারে বাম॥
যাহাকে করিলে কৃপা নয়নের কোণে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় সর্ব্বগুণে॥
যেজন তোমার নাহি করিল সেবন।
শ্রীহরি-সেবার সেই হবে কি ভাজন॥
মুকুন্দ-ব্রহ্মেন্দ্র-শিব-নীরাজিত-পদা।
লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি পরমসম্পদা॥
লহনা খুল্লনা আদি সঙ্গে ধনপতি।
ছাগ মেষ বলি দিয়া করিল প্রণতি॥

সপত্নী-দর্শনে সুশীলার অভিমান।

কান্দে শীলা রাজার নন্দিনী।
আল্যাল্য কুন্তলভার তেজে নানা অলঙ্কার
স্বামীরে গঞ্জিয়া বলে বাণী॥
জন্ম হৈল শুভস্থলে ছিল মা-বাপের কোলে
নাই জানি দুখের বারতা।
অলপ বয়সে দুখ ধরণে না যায় বুক
কোন দোষে দিলে মোরে সতা॥
তোমার যতেক ভাষ কেবল বাগুরা-পাশ
ঘাটি আহিড়ির যেন দীঠ। *
হাম মৃগী ক্ষীণ বালা না বুঝি তোমার ছলা
হৃদে বিষ মুখে বল মিঠ॥ †

এমত সময়ে সাধু শিরে লয় বারি।
নানাবিধ বাদ্য বাজে নাচে অধিকারী॥
চরণের গোদ ঘুচে লোচনের ফুল।
ঘুচিল অঙ্গের দাহ চণ্ডী অনুকূল॥
উত্থানের ডালা মাথে করিল খুল্লনা।
জয় জয় দিয়া করে অনেক বাজনা॥
পুত্রবধূ উরথি নিলেক নিকেতন।
সুশীলা রোদন করি স্বামীকে গঞ্জন॥
হেদে গো ভবানী-ভীমা তোর পায়ে লাগোঁ।
ভবানী ভকতি দেহ এই বর মাগোঁ॥ (অঃ; বঃ)

* ঘাটিয়াল হাড়ির যেন চিত্ত। (অঃ)
ভাই বন্ধু মাতা পিতা ত্যজিয়া আইলাম এথা
তোমারে করিলুঁ আমি সার। (বঃ)

† যত কৈল সব বিপরীত॥ (অঃ)
তুমি যদি হইলা বাম জীয়া মোর কিবা কাম
দুই কুলে রহিল খাথার॥ (বঃ; অঃ)

অসাধুর বোল কিবা যেমন কূর্ম্মের গ্রীবা
প্রবেশয়ে ভিতর-বাহিরে।
সুকৃতি জনের অন্ত যেন কুঞ্জরের দন্ত
নাহি গিয়া প্রবেশে অন্তরে॥ *
চিরকাল থাক জীয়া আর কর সাত বিয়া
শীলা মাগে সিংহলে বিদায়।
বলি প্রভু শুন কাম অন্তরে না হয়্য বাম
সাজন করিয়া দেহ নায়॥
শীলা ভাসে শোকানলে † শ্রীপতি বিনয়ে বলে
না বলিহ মোরে মিথ্যাভাষী।
রাজা করে কন্যা দান কেমনে করিব আন ‡
সত্য নহে জয়া তোর দাসী॥ §
আনি ভৃঙ্গারের বারি পাখালে খুল্লনা নারী
প্রেমবতী বধূর বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* বারি (বাহির—অঃ) হৈলে না যায় অন্তরে। (বঃ; অঃ)

† শীলা ভাষে কোপানলে (বঃ)
সুশীলার রোদন শুনি শ্রীমন্ত বলেন বাণী
অকারণে কহ কটুভাষী। (অঃ)

‡ মোরে কর অভিমান (অঃ)

§ ইহার পর অতিরিক্ত :—
ভাই বন্ধু মাতা পিতা যে মোর আছয়ে যথা
সব তেজি পাইলুঁ তোমারে।
আমি তোকে বলি ক্ষেম তুমি না করিলে প্রেম
দুই কুল বহিল শীলা রে॥ (বঃ)

জরতীবেশে চণ্ডিকার যৌতুক দান।

মাথায় চণ্ডীর বারি * নাচয়ে খুল্লনা নারী
নানা ধন বিলায় ভাণ্ডারে।
বাজয়ে মঙ্গল পড়া শঙ্খ বাজে যোড়া যোড়া
ঘন দেই জয়জয়কারে॥
দুই জায়া দুই পাশে শ্রীপতি বসিলা বাসে
যৌতুক দেয় বন্ধুগণ।
বসন কাঞ্চন-হার দিয়া করে ব্যবহার
কেহ দেয় বিবিধ বসন †॥
হীরা নীলা মতি পলা ভরিয়া কনক থালা ‡
কুসুম চন্দন দুর্ব্বা ধান।
জরাধি-ব্রাহ্মণী-বেশে চণ্ডিকা সাধুর পাশে
দিতে আল্যা যৌতুকদান॥
চতুর সাধুর বালা বুঝিয়া চণ্ডীর ছলা
দণ্ডবৎ পড়িল চরণে।
'মায়েরে কহিলা বাণী এইরূপে ঠাকুরাণী
মোরে রক্ষা করিলা মশানে॥
শুনিয়া পুত্রের কথা খুল্লনা পুলকযুতা
বসাইল কনক-আসনে।

* ঝারি (অঃ ; বঃ)

† ভূষণ (অঃ ; বঃ)

‡ হীরা নীলা মোতিমালা, কলধৌত-কণ্ঠমালা, (বঃ ; অঃ)

দেই রামা হাথ-সান ধনপতি তেজে মান
লোটাইয়া ধরিল চরণে ॥ *
সোঙরিয়া পূর্ব্বদোষ অভয়া করিলা রোষ
গঞ্জিয়া বলেন নারায়ণী।
তুমি পুরুষের রাজা মায়্যা করিলে পূজা
কেবা তোর ঘরে খাবে পানি ॥
দেখিয়া দেবীর রোষ করিতে তাঁহার তোষ
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে।
এই সাধু মূঢ়-সীমা যদি না করিবে ক্ষমা
দুইজনে কাতি দিব গলে ॥
দোঁহার রাখিতে প্রীতি হইয়া সদয়-মতি
কোপ দূর করিলেন মনে। †
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

দণ্ডবতে পড়িল চরণে। (অঃ ; বঃ)
ইহার পর অতিরিক্ত :—
ক্রোধে ভাষে ভগবতী উঠ উঠ ধনপতি
এমত মিনতি কি কারণে।
কত কৈলে তিরস্কার এবে কর নমস্কার
সে সব নাহিক তোর মনে ॥ (বঃ)
দোঁহারে ..তে সুখী হৈল চণ্ডী হাস্যমুখী,
কোপ ত্যজি বলেন ভবানী। (অঃ ; বঃ)

চণ্ডীর বরে ধনপতির সুন্দর রূপ প্রাপ্তি।

লাজ খায়্যা কহি আমি আপন মরম।
তুমি কিনা জান পতিব্রতার ধরম ॥
সতী নামে পতি নারায়ণ সমতুল। *
পরের পুরুষ যেন সিমুলের ফুল † ॥
যবে ছিল ওগো মাতা স্বামী মোর কোলে।
এক শয্যা স্বামী যেন আছিল সিংহলে ॥
পূর্ব্বেতে আছিল স্বামী হেম-কলেবর।
কাছে শুতে অঙ্গ ইবে পোড়ে পালি জ্বর ॥ ‡
নানা দেশের জল § খায়্যা নাউ পারা পেট।
শ্বাস কাস শিরঃপীড়া মাথা ধরে হেট ॥
খুল্লনারে কৃপাময়ই সদয়হৃদয়া।
কিঙ্করীর অনুরোধে সাধ্যে কৈল দয়া ॥
যেইক্ষণে সদাগরে নিবারিল ক্রোধ।
সেই ক্ষণে পদযুগে ঘুচ্যা গেল গোধ ॥
সদাগরে কৃপাময়ই হইলা ভবানী।
সেই ক্ষণে ঘুচে দুই লোচনের ছানি ॥
হাসিয়া অভয়া চাহিলেন কৃপাদৃষ্টে।
ততক্ষণে কুব্জ তার ঘুচাইলা পিষ্ঠে ॥
চণ্ডীর চরণ-ধূলা মাথে মাখে সাধু।
সেই ক্ষণে সদাগরে ঘুচে হাত্যা দাদু ॥

* সতী মানে (সতীজনের—বঃ) পতি হরিনামে সমতুল। (অঃ)

† শ্মশানের ফুল (অঃ)

‡ এখন পরশে অঙ্গ হয় জরজর। (বঃ) § লোণা জল (বঃ ; অঃ)

অভয়া করিল যদি কৃপাবলোকন।
সদাগর হইলেন দ্বিতীয় * মদন॥
খুল্লনারে কৃপামই সদয়-হৃদয়া।
কৃপামই কর জগন্নাথ রায়ে দয়া॥ †

অষ্টমঙ্গলা।

শ্রবণ মঙ্গল-গাথা দেবীর স্মোরণ-কথা ‡
শুনিলে পরম প্রতীকার।
এই ব্রত-ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
কলিকালে হইল প্রচার॥
নাই ছিল ত্রিভুবন প্রকাশিত § নারায়ণ
অন্ধকার হরে ভগবান। ¶
হয়্যা তায় কৃপাদৃষ্টি সংসারে করিলা সৃষ্টি
ত্রিভুবন হইল নির্ম্মাণ॥
পাষণ্ড জনার পক্ষ বিরিঞ্চি-নন্দন দক্ষ
তার আমি হইল দুহিতা।
তথা নাম হইল সতী বিভা কৈল পশুপতি
সুরলোকে হৈলাম পূজিতা॥

* অভিন্ন (বঃ); নবীন (অঃ)
† কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া। (অঃ ; বঃ)
‡ দেবীর পূজার গাথা (অঃ ; বঃ) § ছিল একা (অঃ ; বঃ)
¶ অন্ধকারে ভাবেন ভগবান। (অঃ ; বঃ)

পিতৃমুখে পতিকুচ্ছা শুনিয়া তেজিলাম ইচ্ছা *
পিতৃ-কুলে বিপদদায়িনী।
হয়্যা তার সেই অঙ্গ কৈল তার মখভঙ্গ
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকারিণী ॥
মেনকা-উদরে জাতা হৈলাম শিখরী-সুতা
তপস্যা করিল হর-হেতু।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইলা স্মরে
হরকোপে মৈল মীনকেতু।
কংসনদীর কূলে তমাল-তরুর মূলে
বিশ্বকর্ম্মা দেহারা নির্ম্মাণ।
হয়্যা অলক্ষিত রূপে স্বপ্ন কহিয়া ভূপে
পূজা নিল স্বস্তিকের স্থান ॥ †
পূজা লয়্যা যাই বাস পশু কৈল আদ্দাস
তার পূজা নিল বিজুবনে।
লইয়া পশুর পূজা সিংহকে করিয়া রাজা
স্থাপিলাম দণ্ডক-কাননে ॥
বাসব পূজয়ে হর ফুল তুলে নীলাম্বর
ছল্যা নিল ব্যাধের ভবনে।
নাম থুইল কালকেতু সম্বল-উপায়-হেতু
প্রতিদিন বধে পশুগণে ॥
পশুর ক্রন্দন শুনি নানাবিধি কাকুর্ব্বাণী ‡
অভয় দিলাম সেই বনে।
আপনি গোধিকা-বেশে অবতরি বন-দেশে
মহাবীরে দিল দরশনে ॥

---

* দেহত্যাগে কৈলুঁ ইচ্ছা (বঃ)

† মঙ্গল-চণ্ডিকারূপে স্বরূপ (স্বপ্ন—অঃ) কহিলুঁ ভূপে
পূজা লইলুঁ নৃপতি-ভবনে ॥ (অঃ; বঃ)

‡ অনেক বিনয়-বাণী, পশুর গোহারি শুনি (অঃ ; বঃ)

আসি বীরে দিতে বর দারিদ্র ব্যাধের ঘর
কোপে বন্ধ দিল চারিপদে।
লইয়া আপন বাসে ধরি আমি নিজ বেশে
খণ্ডাইল বীরের বিপদে॥
মোর সত্যে দিয়া মন কাটাল্য গহন বন
বসাল্য নগর গুজরাট।
নগর চাতর মাঠে * নাটগীত গুজরাটে
চৌরাশি বাজার গুজরাট † ॥
দূর গেল শাপ-কাল বন্দী কৈল মহাপাল
স্বপন কহিল নৃপবরে।
বসাল্য আপন পাটে রাজা কৈল গুজরাটে
আমা পূজে গেল সুরপুরে॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা তার নাম রত্নমালা
তাল ভঙ্গে আনাইল ক্ষিতি।
কৈল তোর উপধাম ‡ খুল্লনা থুইল নাম
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি॥
দ্বাদশ বৎসর বেলা সখা সনে করি মেলা
পায়রা উড়ায় ধনপতি।
সয়চানে দিলেক হানা নিজগৃহে পথ কাণা §
তোমার অঞ্চলে কৈল স্থিতি॥
তোরে দেখি ধনপতি বিভা-হেতু কৈল মতি
সম্বন্ধ করিল বিচারিয়া।
দ্বিজ আসি উজোবনি কহিল সকল বাণী
ধনপতি কৈল তোরে বিয়া॥

* হাটে (অঃ ; বঃ) † গোলাহাটে (বঃ ; অঃ)
‡ অভিধান (অঃ ; বঃ)
§ সঞ্চানে দিলেক হানা, উড়্যা যাইতে হৈল কাণা (বঃ)

রাজা পাল্য সারি শুয়া পঞ্জর আনিতে শুয়া
গেল সাধু গৌড় পাটনে।
ছাগল রাখিতে বনে সন্তোষ পাইয়া মনে *
পতি আন্যা দিল নিকেতনে ॥
ছলিয়া আনিল পূর্ব্বে জন্মাইল তোর গর্ভে
মালাধর দেবতা-নন্দন †।
ছাগল রক্ষণে তোরে জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে
প্রতিকার করিল তখন ॥
নাহি লয় নিমন্ত্রণ সাধু অসন্তোষ-মন
তুমি মোরে কৈলে সোঙরণে। ‡
চলিল সিংহলে পতি নহ স্ফুট গর্ভবতী
যুক্তি করি বিচারিল মনে ॥
মোর সনে কৈল হঠ চরণে লংঘিল ঘট
তোমা দেখ্যা কৈল পরিত্রাণ।
দৈবদোষে ধনপতি মোর ঘট ঠেল্যা তথি
তোমা দেখি দিল জীউ দান ॥

* ছাগল রাখিলে বনে, অসন্তোষ পাও মনে (অঃ ; বঃ)

† গন্ধর্ব্ব-নন্দন (বঃ)

‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—

নানাবিধ স্তুতিবাণী আসি পুরী উজাবনী
তোমারে দিলাম দরশন ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল নাহি খায় অন্নজল
পরীক্ষায় কৈল শুদ্ধমতি।
শঙ্খচন্দনের তরে ধনপতি সদাগরে
রাজা দিল সিংহল-আরতি ॥ (বঃ)

উপনীত মগরায় ঝড়বৃষ্টি সাত নায়
কালীদহে হৈল উপনীত।
বিকচ কমলদলে কন্যা হয়্যা গজ গিলে
রাজার সভায় কৈল * ভীত ॥
গেল সাধু রাজধানী কহিল কৈতব বাণী
রাজা সনে আসি কালীদহে।
না দেখি কমল-বন নৃপতি কোপিত মন
বন্দী করি রাখিলেক তাহে ॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী করাইল নিরানন্দী
করিলাম বাদের সুসার।
ব্রতদাসী প্রিয়তমা ছাড়িতে নারিল তোমা
দিল পুত্র শ্রীপতি কুমার ॥
ব্যয় করি বহু বিত্ত জানাল্য বিদ্যার তত্ত্ব
যতনে করাল্য সুপণ্ডিত।
গুরু সনে কৈল দ্বন্দ্ব গুরু তাবে বৈল মন্দ
সিংহলে চলিলা আচম্বিত ॥
উপনীত মগরায় ঝড়বৃষ্টি সাত নায়
বিপদে হইলাম অব্যাহতি।
কালীদহে অবতরি কমল কামিনী করী
দেখিলেক কুমার শ্রীপতি ॥
গেল সাধু রাজধানী কহিল কৈতব বাণী
রাজা সনে আল্য কালীদহে।
না দেখি কমল-বন নৃপতি কোপিত মন
হানিবারে লইলেক তাহে ॥

* হৈল (অঃ ; বঃ)

সাধু কৈল সোঙরণ আমি আসি ততক্ষণ
তোমার পুত্রের কৈল রক্ষা।
রাজার সমরতলে চৌষট্টি-যোগিনী-বলে
যুদ্ধ কৈল তোমা ঝিয়ে দেখ্যা।
তোর পোয়ে দিতে বর ভিক্ষা কৈল বন্দীঘর
পিতা পুত্রে কৈল পরিচয়।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা বিভা দিল রাজকন্যা
নানা ধন ডিঙ্গার সঞ্চয়॥
উপনীত মগরায় তুল্যা দিল ছয় নায়
আষ্যা দিল সুত বধূ পতি।
শুন গো বান্যার ঝি অবশেষ আছে কি
কন্যা দিল বিক্রম নৃপতি॥
অষ্ট মঙ্গল সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
উর মাতা আমার মন্দিরে।
এ চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গানের প্রসাদ যে আদরে। *

ইতি অষ্ট মঙ্গলা সমাপ্ত।

কলির দোষ কীর্ত্তন।

নারদি-পুরাণ-মত কলির চরিত্র যত
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরি।
তুমি গো পরম শুচি তেজ গৃহ- † অভিরুচি
অবিলম্বে চল সুরপুরী॥

* গাইলেন প্রসাদ আদরে। (অঃ) পাইলেন প্রসাদ আদরে। (
† ভোগ- (অঃ ; বঃ)

মহা ঘোর কলি কাল নীচ হবে মহীপাল
সর্ব্বভোগ নীচের সাধন। *
সঙ্গ-দোষে পাবে দুঃখ লোকধর্ম্মে পরাঙ্মুখ †
কলি যুগে বেদের নিন্দন ॥
অন্ধ আদি যত জন রাজধর্ম্মপরায়ণ
সম্ভাষা ছাড়িবে সর্ব্বজন। ‡
কৃতঘ্ন লোকপর § প্রাণপীড়া নিরন্তর
বেদনিন্দা করিবে ব্রাহ্মণ ॥
ধর্ম্ম নাহি পাবে স্থান অধর্ম্মে সভার মান
ষোড়শ বৎসরে হবে জরা।
বিদ্যায় না দিবে মতি সভে যাবে অধোগতি
কুলবর্তী হবে স্বতন্তরা ॥
উরুগুরু বর্ণদ্বিজ ¶ পরিহরি ধর্ম্ম নিজ
সভে হবে শূদ্রের সমান।
বাড়িবেক কাম কোপ অনুদিন ধর্ম্ম লোপ
টুটিবেক তপ যজ্ঞ দান ॥
বৃথা-মাংসে অভিরুচি নহিবে ব্রাহ্মণ শুচি
হবেক ধার্ম্মিক উপহাস।
লোভে অতিবড় মতি বিক্রম করিবে অতি
অপথে সভার অভিলাষ ॥ ||

---

* নিশ্চয় করিবে অসাধন। (অঃ)

† যত ধর্ম্মপরায়ণ তার নিন্দা অনুক্ষণ (অঃ)

‡ অধমে করিয়া পূজা, বিশেষ হইবে রাজা
সম্ভাষ ছাড়িবে গুরুজনে। (অঃ ; বঃ)

§ কৃতঘ্ন হইবে নর (অঃ ; বঃ)

¶ প্রতিগ্রহ নিবে দ্বিজ (অঃ) গুরুনিন্দা করি দ্বিজ (বঃ)

|| লোভে অতি পাপমতি (অধর্ম্মে—অঃ) অকর্ম্মে সভার মতি
পরান্নে সভার অভিলাষ ॥ (বঃ ; অঃ)

ব্রাহ্মণ না হবে ভব্য বেচিবে লবণ গব্য *
বিক্রয়ে সঞ্চয়ে বহু ধন।
অধর্ম্মেতে রত নর দুই তিন জাত্যে ঘর
যার ধন সেই কুলজন ॥ †
কলির অধর্ম্ম-পথে পিতৃহিংসা করে পুত্রে
গুরুহিংসা করে ছাত্রগণ।
দারুণ কলির গতি বনিতা নিন্দিবে পতি
এই হেতু অকাল-মরণ ॥ ‡

ইহার পর অতিরিক্ত :—
যতেক ব্রাহ্মণগণ অধর্ম্মে করিবে মন
অযাজ্য করিবে যজমান।
সদত কহিবে মিছা না করিবে শাস্ত্র ইচ্ছা
লুপ্ত হইবে হরিনাম ॥ (অঃ ; বঃ)

* লাহা লোহা লোণ গব্য (অঃ ; বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—
দরিদ্র হইবে বৈশ্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক।
দুর্ভিক্ষ বিষম ব্যাধি অকালে মরণ আদি
পীড়ায় অধিক হবে শোক ॥ (অঃ ; বঃ)

‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—
নৃপতি লইবে ধন সুখহীন সর্ব্বজন
প্রবেশিবে গহন কানন।
রাজা না করিবে রক্ষা প্রজা ফল মূল ভিক্ষা
অনাবৃষ্টি অকাল-মরণ ॥
শুন ঋষিয়ে উপদেশ বিষম কলির শেষ
সপ্ত অর্দ্ধে নারী গর্ভবতী।
পাপেতে পীড়িত নর ব্রাহ্মণ-শূদ্রেতে ঘর
পরধন দেখে হবে মতি ॥

না গণিয়া পূর্ব্ব দোষ দ্বিজ খাবে মৎস্য মাংস
অজা ভেড়া করিবে দোহন। *
ক্ষিতি হবে হীনফলা প্রজা পাবে করজ্বালা
কলিকালে অকাল-মরণ ॥ †

শুন ঝিয়ে উপদেশ বিষম কলির শেষ
বার বর্ষে নারী গর্ভবতী।
বিষম কলির কাজ সঙ্গ-দোষে পাবে লাজ
শেষে হবে অনেক দুর্গতি ॥

যত হবে কলি বৃদ্ধি নহিবে বেদের শুদ্ধি
হরিভক্তিহীন হবে নর।
বিষম কলির কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা
অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর ॥

পিতা মাতা জ্ঞাতি ত্যজি জায়ার কুটুম্ব ভজি
পরম দুর্লভ হইবে নারী।
দিয়া অনেকেরে দুখ করিবে আপন সুখ
স্থাপ্য ধন করিবেন চুরি ॥

বধূজন হবে বলী শাশুড়ির ধরি চুলি
শ্বশুরে করিবে অপমান।
অতিথি দেখিয়া লোক মনেতে করিবে শোক
শুন ঝিয়ে কলির বাখান ॥ (অঃ ; বঃ)

* না মানিয়া পর্ব্বদিশ পরিহরি নিরামিষ
দ্বিজে গাভী করিবে দোহন। (অঃ ; বঃ)

† রাজা হয়ে হবে অভাজন। (অঃ ; বঃ)

যত কলি হবে বৃদ্ধ ধর্ম্ম ছাড়া হবে সিদ্ধ
ভক্তিহীন হবে যত নর।
বিষম কলির কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা
অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর ॥ *
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কলির গুণ কীর্ত্তন।

আগম পুরাণে যত আছে কলি-গুণ।
কহিব সে সব কথা সাবধানে শুন ॥
যেই ধর্ম্ম সত্য যুগে দ্বাদশ বৎসরে।
সেই ধর্ম্ম ত্রেতাযুগে বৎসর ভিতরে ॥
দ্বাপরেতে যেই ধর্ম্ম হয় এক মাসে।
কলিযুগে সেই ধর্ম্ম রজনী দিবসে ॥
ধ্যান করি হরিপদ পায় সত্য যুগে।
ত্রেতাযুগে হরিপদ পায় নানা যোগে † ॥

* ইহার পর অতিরিক্ত :—
আপনার প্রশংসা অন্যের করিবে হিংসা
নিরবধি হবে কুভোজন।
পাপমতি নর-মাঝে দেব কন্যা নাহি সাজে
বিলম্ব করহ অকারণ ॥ (অঃ ; বঃ)

† দানযোগে (অঃ ; বঃ)

দ্বাপরে বৈকুণ্ঠ চলে পূজিয়া গোপালে।
হরিনামে হরিপদ পায় কলিকালে ॥ *
নারায়ণ-পদে যেবা করে নমস্কার।
কলি নাই বাধে তার কি করে সংসার ॥
শিব পূজা করে যেবা দেবীপরায়ণ †।
অপানি রাখেন তারে লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
খুল্লনারে কৃপামই সদয়হৃদয়া।
কৃপামই রঘুনাথ দেবে কর দয়া ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ‡

* হরি-সঙ্কীর্ত্তনে পদ পায় কলিকালে। (অঃ; বঃ)
ইহার পর অতিরিক্ত :—

কলির চরিত্র যত বিষম গণন।
ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ ॥
কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন ॥
ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।
জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয় ॥ (বঃ; অঃ)

† হরি-সঙ্কীর্ত্তনে (অঃ; বঃ)

‡ এই প্রবন্ধের পর "গজেন্দ্রমোক্ষণ ও অজামিলের মুক্তি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ কোন কোন পুস্তকে আছে :—

শুন ঝিয়ে হয়ে সাবধান।
কহি আমি ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
গজেন্দ্রমোক্ষণ-উপাখ্যান ॥
করি গজ মনোরথ সঙ্গে নারী শত শত
জলক্রীড়া করিল কামনা।
আসি সরোবর-জলে খেলা করে কুতূহলে
চারি দিকে বেষ্টিত অঙ্গনা ॥

লিখন আছিল ভালে আসিয়া এমত কালে
কুম্ভীরে ধরিল আচম্বিত।
নিজ পরিবার যত এক কালে শত শত
টানে সবে হয়ে সবিস্মিত॥
গজ কহে ওরে ভাই ইহাতে নিস্তার নাই
বিনা প্রভু দেব ভগবান।
ভয়ে ভাবি গজপতি নানাবিধ করে স্তুতি
আসি হরি কৈল পরিত্রাণ॥
ছিল অজামিল দ্বিজ পরিহরি কর্ম্ম নিজ
কুলটা সহিত কৈল বাস।
অন্ধ মাতা পিতা ছিল পুত্র হেতু প্রাণ দিল
না করিল সংসারের আশ॥
অজামিল দুরাচার চারি পুত্র হৈল তার
কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ।
হৈল তার শেষ দশা ছাড়িয়া সকল আশা
যমপুরে করে আগমন॥
সুত-বুদ্ধে নারায়ণে ডাকিলেন তে-কারণে
নিজ দুতে করে নিয়োজন।
আসি তার বরাবরি যমদুতে দূর করি
নিজ-লোকে লইল তখন॥
পাইয়া অন্তরে ভয় ডাকিয়া সে পাপী কয়
কোথা গেল পুত্র নারায়ণ।
শুন ঝিয়ে অনুপাম পুত্র-ভাবে লৈল নাম
দ্বিজ কৈলা বৈকুণ্ঠ গমন॥
কি কহিব অনুপম না হয় নামের সম
জপ যজ্ঞ আদি যত দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (বঃ ; অঃ)

হরিনামের মাহাত্ম্য কথন।

হরিনাম হরি-কথা কলুষনাশিনী।
শুনিয়া চণ্ডীর মুখে বাণ্যার নন্দিনা ॥
লোচনে শ্রবণে দূর ছয়মাসের পথ।
শুনিয়াছ কিছু হরিনামের মহত্ব ॥
অভয়া বলেন ঝিয়ে শুন ইতিহাস।
হরিনাম-গুণ যে দেখাল্য কৃত্তিবাস ॥
একদিন ভিক্ষা-ছলে দেব ত্রিলোচন।
বৈকুণ্ঠে মাগিতে ভিক্ষা করিলা গমন ॥
বৈকুণ্ঠে মাগেন ভিক্ষা সভার ভবনে।
অবশেষে গেলা প্রভু যথা নারায়ণে ॥
নানা কথা আলাপনে দুঁহে কুতূহলে।
নানা রত্ন ভিক্ষা দিল মহেশের থালে ॥
পারিজাত-মালা দিল খিরোদের বাস *।
বিদায় হইয়া শিব আইলা কৈলাস ॥
ঘন শিঙ্গা বাজে ঘন বাজয়ে ডমরু।
গুহ গজানন বলে আইল মহাগুরু ॥
মালা গলে দেখি গুহ বলে বাপা বাপা।
ঐ মালা দিবে মোরে যদি থাকে কৃপা ॥
কার্ত্তিক ন† ডাকিয়া দেই মাথার শপথ।
ওই মালা দিয়া মোর পূর মনোরথ ॥
মালা হেতু দুইজনে বাড়িল কোন্দল।
বাঁটিয়া না লহে দুঁহে চাহেন সকল ॥
এই মালা সীমন্তিনী শিরে ধরে যেবা।
স্বামীর সৌভাগ্য হয় না হয় বিধবা ॥

* ক্ষীরোদক-বাস (অঃ ; বঃ)

† গণেশ (অঃ ; বঃ)

হরয়ে পালিত জ্বর * অকাল-মরণ।
আধি ব্যাধি নাহি হয় সর্পের দংশন॥
এই ত মালার গুণ আমি ভাল জানি।
সহস্র বৎসরে মালা নহে পুরাতনী॥
শিশুর আকৃতি † হর ভাঙ্গিতে নারিয়া।
প্রবোধ করিলা দুঁহে উপায় চিন্তিয়া॥
সর্ব্ব তীর্থ করি যেবা আইসে একদিনে।
অন্যে নাই পান মালা সেইজন বিনে॥
ইহা শুনি কার্ত্তিকের বাড়ে অনুরাগ।
ময়ূর উড়ায়্যা গেলা দক্ষিণ-প্রয়াগ॥
ত্রিবেণী পাইয়া পূজা কৈল সপ্ত ঋষি।
সাগর-সঙ্গম কৈল হয়্যা উপবাসী॥
বায়ুবেগে ময়ূর উড়ায়্যা নীলাচলে।
নীলাচল দেখি গেলা সমুদ্রের কূলে॥
সেতুবন্ধ পশ্চিম-প্রয়াগ বারাণসী।
হিঙ্গুলাট হরিদ্বার কৈল উপবাসী ‡॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কৈল বৃন্দাবন §।
নানা তীর্থ কর‍্যা বুলে দেব ষড়ানন॥
হেথা মূষিক-বাহন মনে করিয়া ভাবনা।
বলেন কৃষ্ণের নাম হয়্যা দঢ়মনা॥
সর্ব্বতীর্থস্থান সম হরিসঙ্কীর্ত্তন।
ইহা জানি গেল যথা দেব পঞ্চানন॥
মহেশ বলেন বাপু তনু তব খাট।
কেমনে এতেক তীর্থ কর‍্যা আল্যা ঝাট॥ ¶

* পলিত জরা (অঃ ; বঃ)
† শিশুর বিরোধ (অঃ ; বঃ)
‡ যত তীর্থরাশি (অঃ ; বঃ)
§ কাঞ্চী কাশী বৃন্দাবন (বঃ)
¶ ইহার পর অতিরিক্ত :—

গজানন বলে প্রভু শুন পঞ্চানন।
সর্ব্বতীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈনুঁ মন॥

হরি-কথা আলাপনে দুঁহে কুতূহলে।
কৃপা করি মালা দিলা গণেশের গলে॥
বেলী অবসান হৈল আইল ষড়ানন।
মালা গলে দেখি হৈলা চমকিত মন॥ *
বিচারে হারিলা সেই দেব ষড়ানন।
হরিনাম-মহিমা খুল্লনা ঝিয়ে শুন॥
খুল্লনা বলেন মাতা যাব তব সনে।
অভয়-মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

স্বর্গ-গমন।

স্বর্গ যাব বলি তার উঠিল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে উজানিতে উঠিল কান্দনা॥ †

আপনি সকল নাথ জান পঞ্চানন।
হরির চরণে আমি দৃঢ় কৈলুঁ মন॥
যেখানে করয়ে ভক্ত গোবিন্দের গান।
সেইখানে সর্ব্বতীর্থ হয় অধিষ্ঠান॥
আপনি লইয়া নাম হৈলা উদাসীন।
একই শরীর নাথ কেহ নহে ভিন॥ (অঃ; বঃ)

* ইহার পর অতিরিক্ত :—

প্রকার করিয়া বাপ ভাণ্ডিলা আমারে।
বিনা তীর্থ মালা দিলা দেব লম্বোদরে॥ (বঃ)

† ইহার পর অতিরিক্ত :—

বাপের চরণে ছিরা করিল প্রণতি।
কোলে করি তাহারে বলেন ধনপতি॥

হয় যুড়ি মাতলি আনিল পুষ্পযান।
তাহে উঠে মালাধর দ্বিজে দিয়া দান॥
হেন কালে ধনপতি বলে সবিনয়।
শূন্য করি লয়্যা যাও আমার আলয়॥
পুত্র বধূ জায়া স্বর্গ যায় তোমা সনে।
কি কার্য্য করিব মাতা বিফল জীবনে॥
জ্ঞান-কথায় অভয়া সাধুরে প্রিয় ভাষে।
মোর মোর বলিতে অবনীদেবী হাসে॥
অবনীমণ্ডলে যত ছিল মহীপাল।
তম্বু ধন সব তার হরিলেক কাল। *

খুল্লনা প্রণাম করে পতির চরণে।
চরণে ধরিয়া রামা করে নিবেদনে॥
অনুমতি দেহ নাথ যাই সুরপুরী।
ইন্দ্রের নর্ত্তকী আমি রহিতে না পারি॥
এত শুনি ধনপতি কান্দে উভরায়।
যাইবে ছাড়িয়া আমি না দিব বিদায়॥
এই বড় গঞ্জনা রহিল মোর মনে।
সিংহলেতে পশুপতি রাখিলা বা কেনে॥
সেইখানে প্রাণ যদি যেত রাজস্থানে।
তবে কেনে এত আমি দেখিব নয়নে॥
খুল্লনা বলেন বৃথা ভাব সদাগর।
অভয়ার বরে তোমার হবে বংশধর॥
নিজপতি-স্থানে রামা হইল বিদায়।
লঘুগতি চারিজনা পুষ্পরথে যায়॥ (বঃ)

* ইহার পর অতিরিক্ত :—

পৃথু পুরুরবা গাধি বৎস ভরত।
দিলীপ সগর অরবিন্দ দশরথ॥ (অঃ)

অর্জ্জুন খট্টাঙ্গ রঘু নহুষ দশরথ।
নমুচি সগর রাম নৃপ ভগীরথ॥
বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি।
খিতিতলে উতপতি খিতিতলে মৌতি *।
লহনার গর্ভে হবে বংশের সঞ্চার।
তাহা লয়্যা সুখে সাধু করহ সংসার॥
জ্ঞানবাক্যে সদাগর রহিলেন ঘরে।
বায়ুবেগে মালাধর উঠিলা অম্বরে॥
মন্দাকিনা-জলে চারিজন কৈল স্নান।
নিজপুর † পায়্যা সভে গেল নিজস্থান॥
শুভবার্ত্তা পায়্যা শচী হৈল আনন্দিত।
উঠানে টানায় চান্দা দেখিতে শোভিত॥
আরোপিল দধি-বিভূষিত পূর্ণঘটে।
রোপিল কদলী-তরু নৃত্যকর নাটে॥
স্নুত বধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পাণ।
শুভক্ষণে নিজগৃহে করিলা পয়াণ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা পড়া বাজে যোড়া শঙ্খ।
খমক টমক শিঙ্গা সানি জগঝম্প॥ ‡
মালাধর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল দেবার পূজার ইতিহাস॥

প্রিয়ব্রত আদি করি এ মহীর মাঝ।
বেণ সিন্ধু যযাতি শান্তনু মহরাজ॥ (বঃ)

* মৃতি (বঃ)

† পূর্ব্বমূর্ত্তি (বঃ)

‡ ইহার পর অতিরিক্ত :—

দোসরী মুহরী বেণী বাজে করতাল।
সুরপুরে হইল আনন্দ কোলাহল॥ (বঃ)

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ *

* এই প্রবন্ধের পর মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পাওয়া যায়।

যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ।

ব্যোমযানে লঘুগতি যান ভগবতী।
হেনকালে যমদূত আগুলে পদ্ধতি॥
নিরাতঙ্কে জীব লয়ে যাও অগোচরে।
বান্ধিয়া লইব তোমা যম-বরাবরে॥
এতেক কহিলা দূত পসারিয়া পাণি।
বিমানে বিরোধ করে না ছাড়ে সরণী॥
রবিসুত-দূতের শুনিয়া ভারতী।
হাসিয় ইঙ্গিত তায় করে পদ্মাবতী॥
কহ কহ ওরে দূত শুনি অনুপাম।
কার অনুচর তোর' তার কিবা নাম॥
এতেক শুনিয়া দূত জ্বলে কোপানলে।
দশনে অধর চাপি দম্ভ করি বলে॥
শুন হে অবলা তোরে দিয়ে পরিচয়।
সঞ্জবনীপুর-নাথ যম মহাশয়॥
কালরূপে জীবগণে আনি নিত্য পুরে।
সুমার করেন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে॥
হরি হর বিরিঞ্চি যতেক সুরগণ।
এই সব দেবে করে যমের সহায়ন॥
হেন বুঝি আজি তোরে বিধি হৈলা বাম।
কতকাল যমপুরে করিবে বিশ্রাম॥
শুনিয়া সরোষ পদ্মা দূতের বচনে।
সমুদা মামুদা দানা করিল স্মরণে॥
শ্রুতি মাত্রে আইলা দানা যথা হৈমবতী।
দূত নিবারণে পদ্মা দিল অনুমতি॥

যমদূতে শিবদূতে বাজিলা সমর।
হান হান করে পদ্মা রথের উপর॥
পায়ে ধরি যমদূতে ফিরাইঞা পাক।
আকাশে ফিরয়ে যেন কুম্ভকারের চাক
হস্ত পদ ভাঙ্গিল পাইল বড় লাজ।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় দূত যথা ধর্ম্মরাজ॥
নিবেদন করয়ে করিয়া জোড় পাণি।
গাইল মুকুন্দ যারে সহায় ভবানী॥

যমদূতগণের অভিযোগ

শুন শুন ধর্ম্মরায় নিবেদি তোমার পায়
আজি বড় পাইনুঁ অপমান।
তোমার আদেশ মাথে করি ধাই ব্যোমপথে
আনি যত জীবের পরাণ॥
এক রথে এক নারী লয়্যা যায় জীব চারি
যায় বেগে নাহি শুনে বাণী।
দেখি অতি অদ্ভুত শুনহ মিহিরসুত
আগুলিনুঁ তাহার শরণি॥
কহিতে করিয়ে ভয় তোমাকে গঞ্জিয়া কয়
প্রাণ শেষ তাহার তাড়নে।
ত্যজি সঞ্জীবনীপুর যাও নাথ কত দূর
বিষয় করিয়া সমাপনে॥
শুনিয়া দূতের বাণী ক্রোধে ধর্ম্ম-নৃপমণি
সাজ বলি দিলেন ঘোষণা।
সাজ বলি পড়ে ডাক দামামা দগড় ঢাক
উতরোল ব্যাল্লিশ বাজনা॥

দেখিতে লাগয়ে ভয় সাজে দূত শয় শয়
কালদণ্ড পাশ করে ধরি।
চলিতে না পায় পথ রথ রথী শতে শত
পদাতি তুরঙ্গ মত্তকরী ॥
হান হান মার মার ইহা বিনে নাহি আর
শ্রবণে শুনিয়ে যমপুরে।
যমের আদেশ পায় বায়ুবেগে যেন ধায়
ভয়ে সুরগণ যায় দূরে ॥
উপনীত চণ্ডীর সম্মুখে।
চণ্ডিকা বলেন সখী কিবা অপরূপ দেখি
বুঝি হয় সমর-কৌতুকে ॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী পদ্মাবতী কন বাণী
রণ হেতু আইসে যম-সেনা।
শুনি হৈমবতী হাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
স্মরণে ধাইল যত সেনা॥

যমদূত ও শক্তিসেনার যুদ্ধ

প্রবেশিল যত সেনা শমন-সমরে।
দেবীর সেনাগণ করয়ে গর্জ্জন
ঘন সিংহনাদ পূরে ॥
যমের বীরবর ছাড়য়ে খর শর
দানার কাটয়ে শির।
মেলিয়া দশন নাচয়ে দানাগণ
লুফিয়া ধরয়ে তীর ॥
ধাইল ধানুকী শত শত তবকী
তবকে পূরিয়া গুলি।
আকাশে কুমুদা আছিলা মামুদা
ভাঙ্গিলা মাথার খুলি ॥

পড়িল তবকী　　　　পলায় ধানুকী
　　শরাসন ফেলিয়া দূরে।
ধরিয়া ত রণে　　　　তুরঙ্গ-চরণে
　　দানাগণ বদনে পূরে॥
করিবর-মুণ্ডে　　　　ধরিয়া তুণ্ডে
　　তুলিয়া আছাড়ে ক্ষিতি।
ভাঙ্গিয়া দশন　　　　পড়িল করিগণ
　　দেখিয়া পলায় রথী॥
রুষিয়া বীরগণ　　　　করয়ে বরিষণ
　　বাণ যেন পড়য়ে শিল।
আসিয়া মহাকাল　　　　ধরিয়া পূরে গাল
　　কাহার শিরে মারে কীল॥
ছায়ে দিনমণি　　　　করি ঘোর ধ্বনি
　　দানা ধায় লাখে লাখ।
রথ রথী ধরিয়া　　　　ফেলয়ে তুলিয়া
　　ফিরে যেন কুম্ভারের চাক॥
রুষিয়া দানাবর　　　　না চিনে ঘর পর
　　ঘন ঘন করে হান হান।
বীরবর লম্ফে　　　　বসুধ কম্পে
　　যম-সেনা ছাড়য়ে প্রাণ॥

চণ্ডীর সমীপে যমের বিনয়।

শুনিয়া সমরকথা শমন কুপিত।
কলেবর কম্পমান ডাকে বিপরীত॥
চারিদিকে সাজ বলি পড়িল ঘোষণা
দুন্দুভি মাদল আদি বাজয়ে বাজনা॥
চতুরঙ্গ দলে সাজে চতুর্দ্দশ যম।
মহিষে মিহিরসুত অতি অনুপম॥

ব্যোমযানে যেখানে আছেন ভগবতী।
সত্বরে শমন আসি হৈল উপনীতি ॥
সম্মুখে দেখিল যম হেমন্ত-দুহিতা।
মহিষের পৃষ্ঠে যম হেঠ কৈল মাথা ॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে ধর্ম্মরায়।
সম্ভ্রমে ধরিল গিয়া অভয়ার পায় ॥
অপরাধ ক্ষমা করি দূর কর রোষ।
না জানিয়া গিরিসুতা কৈলুঁ আমি দোষ ॥
করপুটে করি স্তুতি শিরে দিয়া হাথ।
তিন লোক ত্রাণ হেতু তুমি সবে নাথ ॥
মধুকৈটভের ভয়ে মরাল-বাহন।
হরি-নাভিপদ্মে থাকি করিল স্তবন ॥
করিলে করুণাময়ী কৃপাদৃষ্টি তারে।
ত্রাণ পাইল চতুর্ম্মুখ অসুরের করে ॥
মহিষাসুরের ভয়ে পেয়ে পরাজয়।
সুরপুর ত্যজে ইন্দ্র পেয়ে বড় ভয় ॥
মহিষে করিলে ক্ষয় ক্ষিতিভার নাশি।
তবে সুরপুরে ইন্দ্র রাজা হৈলা আসি ॥
ঘোর কলি-সাগরে তোমার নামে তরি।
বারেক লইলে নাহি যায় যোর পুরী ॥
তিন গুণে তিন দেব সংহার-কারণ।
একা তিনগুণা তুমি সেবক-শরণ ॥
কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ।
কৃপা করি দূর কর অন্তরের দুখ ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি শিখরনন্দিনি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়ে নারায়ণি ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের স্তব হরের ঘরণী।
আশীষ করিয়া তার শিরে দিল পাণি ॥
বিদায় হইলা ধর্ম্ম করিয়া প্রণতি।
দানাগণ সঙ্গে উঠিলা ভগবতী ॥

কবির প্রার্থনা।

অপরাধ ক্ষমা কর হরের ঘরণী।
পুনঃ পুনঃ করি নতি জোড় করি পাণি॥
হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠ গমন॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

অবতরি বসুমতী পূজা লয়ে ভগবতী
বসিলেন হর-সন্নিধানে।
কৈল তাঁরে প্রণিপাত বর দিলা ভূতনাথ
জিজ্ঞাসিল তাঁহার কল্যাণে॥
শুনিয়া শিবের বাণী জুড়িয়া উভয় পাণি
নিবেদয়ে শিখর-দুহিতা।
তুমি যার পরিত্রাতা তার অকুশল কোথা
এবে আমি ভুবন-পূজিতা॥
(তুমি ত যাহার ভর্ত্তা অদশন তার বার্ত্তা
হব আমি ভুবনপূজিতা।—অঃ)
ছাড়িয়া কৈলাস গিরি গেলাম মরত-(মহেন্দ্র—অঃ) পুরী
পাইলাম অতুল সম্মান।
পূজা পাইনু যে যে দেশে নিবেদিব সবিশেষে
একদণ্ড কর অবধান॥
সহস্রাক্ষ নৃপমাণ সকল পুরাণে জানি
আগে তার নিলুঁ জনপদ।
সুকবি-পণ্ডিত-সভা দেশের পরম শোভা
নিকটে আছয়ে কংসনদ॥

সুরম্য দেখিয়া স্থান কৈলুঁ তথা অধিষ্ঠান
(বিশ্রাম করিতে গেল মন। —অঃ)
বিশ্বকর্ম্মা দেহারা নির্ম্মাণ।
স্বপনে বুঝায়্যা রাজা নিলাম তাহার পূজা
মহিষ ছাগল বলিদান॥

জয়া বিজয়া সাথে পূজা লয়ে যাই পথে
পশুগণ পায় দরশন।
লোটায়ে চরণে ধরি পশু কৈল গোহারি
তার ভয় কৈলুঁ নিবারণ॥

পাইয়া উত্তম বাস (জ্যৈষ্ঠ উত্তম মাস—অঃ) পশুগণ কৈলুঁ (হৈল—অঃ) দাস
প্রণাম করিয়া সবিনয়।
বনে বনে ভ্রমি তুলি বিকঙ্কত (বিকশিত —অঃ) সেয়াকুলি
আম জাম দিল শয় শয়॥

দিলে তুমি অনুমতি নীলাম্বরে নিলুঁ ক্ষিতি
জন্ম কৈলুঁ ব্যাধের ভবনে।
নাম হৈল কালকেতু দিনের সম্বল হেতু
প্রতিদিন বধে পশুগণে॥

পশুর নিস্তার-বীজ ধন তারে দিলুঁ দ্বিজ
কাটাইল গহন কানন।
বসাইল গুজরাট জুড়িল চৌকশ বাট
কৈল বীর আমার পূজন॥

বীরের প্রতাপ শুনি সাজিলেন নৃপমণি
রণে জিনি নিল কারাগারে।
নিগড় বন্ধনে বীর হয়ে বড় অস্থির
এক ভাবে স্মরয়ে আমারে॥

কারাগারে অবতরি তার বন্ধ দূর করি
স্বপনে ভর্ৎসিলুঁ (তাড়িনু—অঃ) নৃপবরে।
বীরের মাননা করি রাজা পাঠাইল পুরী
আমা পূজি গেল স্বর্গপুরে॥

ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা নাম তার রত্নমালা
তাল ভঙ্গে লইলাম ক্ষিতি।
হৈল গন্ধবেণে জাতি খুল্লনা হইল খ্যাতি
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি ॥
মধ্যে রাজ্য উজানী তথি বেণে বৈসে ধনী
তোমার সেবক ধনপতি।
লহনা তাহার নারী সাধু নিবসয়ে পুরী
বিভা কৈল খুল্লনা যুবতী ॥
পাইল সারী শুয়া (রাজার সভায় শুয়া—অঃ) গউড় যাইতে গুয়া
সোণা দিল পিঞ্জর গড়াতে।
নিয়োজিল (নিজ জায়া—অঃ) স্বতন্তর বাঁঝি হৈল দুরন্তর
সতা দিল ছাগল রাখিতে ॥
ছাগল হারায়ে বনে পঞ্চ বিদ্যাধরী সনে
খুল্লনা পূজিল পুষ্পজলে।
আমি দিনু বরদান লহনা সাধিল মান
সাধু ঘরে আইল পূজা-ফলে ॥
স্বামীর সৌভাগ্যবতী রঙ্গেতে ভুঞ্জিল রতি
হৈল তার গর্ভের সঞ্চার।
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল হয়ে আমি অনুবল
পরীক্ষায় করিলু উদ্ধার ॥
কুঙ্কুম কস্তূরী-পঙ্ক চামর চন্দন শঙ্খ
নাহি ছিল রাজার ভবনে।
রাজার আদেশ পায় ভরা দিল সাত নায়
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে।
সাধু রহে নদীতটে খুল্লনা পূজয়ে ঘটে
আমারে করিয়া আবাহনে।
পাপিষ্ঠ বাঁঝির বোলে কোপে ধনপতি জ্বলে
মোর ঘট লঙ্ঘিল চরণে ॥

ঝড় বৃষ্টি পথে করি মগরায় অবতরি
ডুবাইলুঁ ছয় ডিঙ্গা জলে।
বাড়িল পরম ক্রোধ সবে তব অনুরোধ
(বাড়িবে তোমার ক্রোধ, তার তিন অনুরোধ—অঃ)
তেঁই প্রাণ রাখি ভালে ভালে॥
কালীদহের জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
(গজ গিলে করি আরোহণ। —অঃ)
সাধু ধনপতি দেখে মসী পত্র আনি লিখে
অন্ত নাহি দেখে কোন জনা॥
গিয়া নৃপতির স্থান সভাজন-বিদ্যমান
করে সাধু প্রতিজ্ঞা পূরণ।
প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে রহে বন্দী কারাগারে
নিল রাজা ছিল যত ধন॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী রোষযুত শূলপাণি
হৈল দেব লোহিত-লোচন।
(কটুভাষে বলেন বচন। —অঃ)
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

গৌরীর প্রতি শিবের উক্তি।

গৌরি কত বা সহিব বারে বারে।
যে জন সেবক মোর সে জন বিপক্ষ তোর
যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে॥
জম্ভ-দানব-সুত মোর অতি প্রিয়ভক্ত
মহিষ আছিল মোর দাস।
রাখিলে অমরনাথ তাহার করিলে পাত
আমার করিলে কার্য্য নাশ॥

মহাপরাক্রম দম্ভ শুম্ভ আর নিশুম্ভ
চণ্ডমুণ্ড আর ধূম্রলোচন।
পূজিত সেবক নিজ মহাবীর রক্তবীজ
তারে কৈলে রণে নিপাতন ॥
লঙ্কায় রাবণ রাজা করিত আমার পূজা
তার তুমি বিপদের মূল।
হইয়া রামের পক্ষ বধিলে সেবক মুখ্য
হৃদয়ে রহিল বড় শূল ॥
রাবণের অপরাধ এই হেতু পরমাদ
শুনি আমি না করিলুঁ রোষ।
উদ্ধারি রামের জায়া রাবণে (কেন না—অঃ করিয়া দয়া
কেন না করিলে সামঞ্জস ॥
ছিল বেণে ধনপতি তার কৈলে দুর্গতি
বিশ্রাম করিতে নাহি ঠাঁই।
যথা বেণে ধনপতি তথায় আমার স্থিতি
সিংহল নগরে আমি যাই ॥
করিব সিংহলপতি ধরাব ধবল ছাতি
উদ্ধারিব ধনপতি দত্তে।
বন্দী কৈলে মোর দাস আমার মহিমা নাশ
কত দুঃখ নিবারিব চিত্তে ॥
শিঙ্গা ডম্বুর মাল শূল হাথে বাঘছাল
বলদে করিল আরোহণে।
রোষযুক্ত দেখি হরে জুড়িয়া উভয় করে
চণ্ডী তার পড়িল চরণে ॥
করিয়া প্রণতি স্তুতি কহিলেন ভগবতী
মোর কিছু শুন নিবেদন।
খালাস করেছি তারে কেন রোষ কর মোরে
তার হেতু না কর চিন্তন ॥

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
নিরবধি পূজিয়া গোপাল।
আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর মন্ত্র জপি শাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহু কাল॥

শিব প্রতি গৌরীর উক্তি।

আগে ধনপতি দত্ত কৈল নিজ দোষ।
চির দিন তারে না থুইনু অভিরোষ॥
অপুত্রক ধনপতি কৈলুঁ পুত্রবান।
বন্দীদান লয়্যা কৈলু সাধুর ছাড়ান॥
(পুরস্কার কৈনু তার করিয়া ছোড়ান॥ —অঃ)
এতেক বচন যদি বলিলা পার্ব্বতী।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তারে দেব পশুপতি।
কহ প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি।
তাহার গৌরব কৈলে আমার পিরীতি॥
অতঃপর কহ চণ্ডী পূজার বারতা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা॥

চণ্ডীর উক্তি।

পঞ্চমাস গর্ভবতী খুল্লনা উত্তম-মতি
সাধু বন্দী (সদাগর—অঃ) রহিল বিদেশে।
খুল্লনার গর্ভবাসে দেব মালাধর বৈসে
প্রসব হইল দশ মাসে॥

নাম হইল শ্রীপতি নানা বিদ্যা ধীরমতি
গুরু সনে করিল কোন্দল।
গুরু দিল পরিবাদ হল বড় পরমাদ
করিল পিতার সুমঙ্গল।
রাজার বিদায় ধরি ভরা দিয়া সাত তরী
গেল পুত্র পিতার উদ্দেশে।
বুঝিতে তাহার মন কৈলু ঝড় বরিষণ
মগরাতে উন্মত্ত বেশে॥

কালীদহের জলে করিণী কমলদলে
গজ গিলি উগারি বারণ।
সাধু শ্রীপতি দেখে মসী পত্র আনি লিখে
অন্যে নাহি দেখে কোন জন॥

গিয়া নৃপতির স্থান সভাবাস বিদ্যমান
সাধু কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
রাজারে দেখাত্যে নারে প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে
নিল রাজা যত ছিল ধন॥

কোমরে নায়ের কাছি লয়ে অষ্ট দুর্ব্বা গাছি
অষ্টম তণ্ডুলযুত করি।
স্নান করি সরোবরে সত্বরে কুসুম নীরে
পূজা কৈল আমারে স্মঙরি॥

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে গেলাম সিংহল দেশে
যথা বসে কোটাল শ্রীপতি।
করি তারে কল্যাণ (করিয়া অনেক মান—অঃ) শ্রীমন্ত মাগিলু দান
না দিল কোটাল দুষ্টমতি॥

লয়ে চতুরঙ্গ দল আচ্ছাদিয়া মহীতল
যুঝিতে আইলা নৃপমণি।
দারুণ দানার চড়ে নব লক্ষ দল পড়ে
উরিলাম সমরে আপনি॥

বুঝিয়া আমার কাজ নৃপতি পাইল লাজ
রাজাকে দিলাম পরিচয়।
মৃত সেনা পায় প্রাণ সুশীলা করয়ে দান
আমার সেবকে সবিনয় (পরিণয়—অঃ)॥
দান লয়ে কারাগার পিত কৈল উদ্ধার
ছাড়ান করিল ধনপতি।
লুট গেল যত ধন দিল তার সাত গুণ
খণ্ডাইল সকল দুর্গতি॥
রাজার বিদায় পেয়ে যায় সাধু তরী বেয়ে
মগরায় দিল দরশন।
তথা আমি অবতরি তুলে দিলু ছয় তরী
দিলাম সকল ধনজন॥
(করিল মোরে স্মরণ, কৈল নিজ নিবেদন,
তুলে দিনু ডিঙ্গা ছয়খান। —অঃ)
হয়ে বড় অভিলাষী সদাগর দেশে আসি
গেলেন রাজার সম্ভাষণে।
শুনিয়া সাধুর কথা নৃপতি পুলকযুতা
শ্রীমন্তে করিল কন্যাদানে॥
ত্রিসন্ধ্যা পূজয়ে হর গৌরী গুহ লম্বোদর
খণ্ডিলাম সকল দুর্গতি।
তোমার সেবক জনা কৈল মোর অর্চ্চনা
ভুবনে বিদিত হৈল গতি॥
করি আমি প্রণিপাত ত্যজ কোপ ভূতনাথ
শ্রবণ-মঙ্গল গুণধাম।
তোমার সেবক জন মোর কৈল আরাধন
ভুবনে বিদিত হৈল নাম॥
হর-গৌরী প্রিয়ভাবে বসিলেন কৈলাসে
চামর ঢুলায় পদ্মাবতী।
সমাপ্ত হইল গীত জগজনে পায় প্রীত
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি॥

কবির প্রার্থনা।

ক্ষম গো অভয়া দাসে কর দয়া
গচ্ছ গচ্ছ নিজধাম।
দোষ করি ক্ষমা আইস সমা সমা *
দাসে না হবে বাম ॥ †

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥
অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যে বা মনোরথ পূরে তার আশ ॥
ব্রাহ্মণ শুনলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি ॥
সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥
আসর সহিত মাতা হবে বরদায়।
যেজন শুনায় আর যেই জন গায় ॥
সঙ্কল্প করিয়া আর যে জন গাওয়ায়।
একান্ত হইয়া মাতা তারে বরদায় ॥
এই গীত যেইজন করিবে শ্রবণ।
বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন ॥
সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান।
অভয়া-চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (অঃ ; বঃ)

* মা সমা (অঃ ; বঃ) † সত্ত্বগুণে মোক্ষ কাম (অঃ ; বঃ)

দিন নিশা আটে বাদ্য গীত নাটে
ভাল মন্দ হৈল যেবা।
দোষ না লইবে গুণ আদরিবে
করি দণ্ডবৎ সেবা ॥ *
সঙ্গীত রচিতে তব আজ্ঞামতে
সঙ্গীত হৈল নির্ম্মাণ।
করি পুটাঞ্জলি হরি হরি বলি
দাসের দোষ নিদান ॥
মুখে না আইল ভ্রমে পাশরিল
তাহা করি নিবেদন।
গচ্ছ গচ্ছ করি চল মাহেশ্বরী
ঘটে দিল বিসর্জ্জন ॥

* ইহার পর পরিবর্ত্তিত পাঠ :—

ত্রৈপান্তরা বিলে (তুমি কৃপা কৈলে—অ:) আজ্ঞা মোরে দিলে
গীত হৈল নিরমাণ।
কাব্য নব রসে যশ অপযশে (বাড়াইবে যশে—অ:)
আপনি তুমি প্রমাণ ॥
(নিবেদি তোমার স্থান। —অ:)

পাইয়া ইঙ্গিত করিলুঁ সঙ্গীত
কৈলুঁ আত্ম-সমর্পণ।
দোষ গুণ তারি তুমি মহেশ্বরী
এই মোর নিবেদন ॥

মন্ত্রতন্ত্রহীন পূজা অষ্ট দিন
যে বা কৈল মোর জ্ঞানে।
করিয়া অঞ্জলি হরি হরি বলি
দোষের নাশ নিদানে ॥

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিকমাঝে সুজান।
তাঁর সভাসদ্ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

ইতি চণ্ডিকা পুস্তক অষ্টাহ সমাপ্ত।

পশু-মৃগ-ব[illegible] তোমারে আরাধে
যেহ জ[illegible] জানে এই।
অ[illegible] আ[illegible] দূর কর ধন্দ
মূর্খ জা[illegible] কৃপাময়ি॥
জনমে জনমে তোমার চরণে
মজুক আমার চিত।
বল স্বর মাঙ্গি এই বর
যেন গাই তব গীত॥
যেন বা শুনে নরে যে বা ইচ্ছা করে
তার পূর্ণ কর আশ।
নায়ক-বসতি লক্ষ্মী উপস্থিতি
অন্তে নিবে নিজ পাশ।
গায়নে বায়নে নায়ক সজ্জনে
কৃপা কর মহামায়া।
শ্রীকবিকঙ্কণে রাখিবে চরণে
দোষ ক্ষম সর্ব্বজয়া॥ (বঃ)